পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মুল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/ বিভাগভিত্তিক সার- সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল ও সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তে প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রন্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০২	০২	০০	-	০০	০২	১৭% ৬৬%	০১	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ **০২টি**

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ **৮১৮.৭৩ লক্ষ, জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১২ এবং ২০১৩.৮২ লক্ষ টাকা; জুলাই ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১১**

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্পে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। **বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ** ক) প্রকল্প সাহায্য ডিপিএ হওয়াতে দাতা সংস্থা সরাসরি এ ব্যয় নির্বাহ করেছে। অর্থ ব্যয়ের তথ্যাদি প্রয়োজনানুসারে পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকল্পের বিভিন্ন মনিটরিং ফর্ম পুরণ করা প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। খ) দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। মুলত: দাতা সংস্থার নির্বাচিত প্রকল্প ব্যবস্থাপক (কোরিয়ান) এর এদেশের কাজের অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে মর্মে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়। গ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম/নির্মিতব্য/যন্ত্রপাতি বিশেষ করে রাস্তা, স্কুলভবন, কমিউনিটি সেন্টার, গভীরনলকূপ, অগভীরনলকূপ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যে সকল সমিতিকে দেয়া হয়েছে এ সকল রক্ষণাবেক্ষণে মানসিকতার সমিতিগুলোর মানসিকতার অভাব এবং গাফলতি পরিলক্ষিত হয়েছে।	৪.১ ক) ভবিষ্যতে প্রকল্প সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সমোঝতা স্মারকে দাতা সংস্থার কাজ এবং স্থানীয় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কাজ সুস্পষ্ট হওয়া সমীচীন হবে এবং উভয় পক্ষের জবাব দিহিতা বাংলাদেশ সরকারের নিকট থাকার বিষয়টি MOU-তে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে দাতা সংস্থা মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করতে পারে কিন্তু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হওয়া বাস্তব সম্মত । গ) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এবং সমিতিগুলোতে হস্তান্তরিত কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল, গভীর ও অগভীর নলকূপ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা বার্ড, কুমিল্লা এবং সিভিডিপি কর্তৃক প্রণয়ন করে সমিতিগুলোকে দেয়া যেতে পারে। ঘ) যে সকল অঙ্গে অনুমোদিত বরাদ্দের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে এগুলো মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে।
৪.২। গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পঃ **সমস্যা :** প্রকল্পটি গারো সম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিম্ন আয়ের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির জন্য নেয়া হলেও এ ধরনের মোট দুই তিন লক্ষ লোকের মধ্য হতে মাত্র ২৪০০ জনকে প্রকল্পের আওতায় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিরাট সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রকল্পের বাহিরে রয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্প এলাকার মধ্যে গারো সম্প্রদায়ের পাশাপশি অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা যেমনঃ হাজং, কোচ, বানিয়া ইত্যাদিও বসবাস করছে। তাদের অধিকাংশের অর্থনৈতিক অবস্থাও বেশ খারাপ। এদের অনেকেই এই ধরনের প্রকল্পের আওতায় আসার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন এবং বিষয়টি যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাশাপাশি অবস্থানকারী সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাকে সম্পৃক্ত করে পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণ করা হলে এদের মধ্যে আন্তঃসম্প্রীতি বাড়বে এবং এর মাধ্যমে সরকারের সার্বজনীন উন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হবে।	৪.২। ক) সার্বিক বিচারে উদ্দেশ্য অর্জনের দিকথেকে এটি একটি সফল প্রকল্প। পরবর্তীতে অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বাগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হবে; খ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচনধর্মী যেসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং যেগুলো চলমান রয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে সরকারের ব্যয় ব্যতিরেকে সুফলভোগের এবং অন্যদের সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “গারো সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন” প্রকল্পের ‘বাস্তবায়ন পরবর্তী কার্যক্রম’কে প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করা যেতে পারে। এর ফলে প্রকল্পগুলো সমাপ্তির পরও sustainability ধরে রাখতে পারবে বলে মনে হয়।

"গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প"

জুন, ২০১২

১। **প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয়** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : সমবায় বিভাগ।

৩। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ** :

৩.১। **পটভূমি** :

বাংলাদেশে গারো সম্প্রদায় মূলত বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করে এবং ঐ সকল পাহাড়ের বনজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু, ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ, বনজ সম্পদের ঘাটতি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্রমে তাদের ঐতিহ্যগত জীবিকায়নের পথ সংকুচিত হয়ে আসছে এবং বিকল্প জীবিকায়নের উপায় না পেয়ে অনেকে কষ্টকর জীবনযাপন করছে। বর্তমানে এদের অধিকাংশ দিনমজুরের কাজ করে এবং কর্মহীন মৌসুমে নাম মাত্র মূল্যে অগ্রিম শ্রম বিত্রয় করা একটি চলমান প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হওয়ার কারণে সম্পদের অধিকার বঞ্চিত পুরুষদেরকে অনেক ক্ষেত্রে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন অনৈতিক অভ্যাস (স্থানীয়ভাবে তৈরি মদ পান করে কর্মহীন অলস সময় কাটানো) অনুশীলন করতে দেখা যায়। সঠিক এবং যৌক্তিক প্রতিনিধিত্বের অভাবে এ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সর্বক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হয় না বা হলেও এ যাবৎ এদের জন্য তেমন কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়া বা বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে, মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠী থেকে এরা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এপরিপেক্ষিতে এদের মাঝে সরকারী সহায়তা বৃদ্ধি করে তাদের জীবন মান উন্নয়নের মাধ্যমে আত্ন-বিশ্বাস বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া একান্ত প্রয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন জেলার পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী গারো সম্প্রদায়ের নির্বাচিত সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৩.২.১) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :

১। সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে গারো সম্প্রদায়ের সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২। কর্মসংস্থানসহ বিবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে গারো সম্প্রদায়কে আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম করে তোলা।

৩। জীবনযাত্রার সাথে সংগতিপূর্ণ পেশা যেমনঃ কৃষি, পশুপালন এবং হস্তশিল্প ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্থানীয় পর্যায়ে মাছ, মাংস (গরু, ছাগল, শুকর) ও শাক সব্জীর উৎপাদন বৃদ্ধি।

৪। গারো সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রক্ষা করে তাদের সামর্থ্য ও সম্ভবনার উৎপাদনমূখী ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৫। গারো সম্প্রদায়ের নাজুকতা (Vulnerability) হ্রাসকরণ।

৪। **প্রকল্প এলাকা** : দেশের গারো অধ্যুষিত ৪টি জেলা- ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও টাঙ্গাইল এর হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, দূর্গাপুর, কলমাকান্দা, ঝিনাইগাতী ও মধুপুর উপজেলা।

৫। **বাস্তবায়নকালঃ**

	:	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
(ক) মূল	:	জানুয়ারি ২০১০	জুন ২০১১
(খ) সংশোধিত	:	মার্চ, ২০১০	জুন ২০১২

৬। **প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)** :

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	আরপিএ
(ক) মূলঃ	৭৬৩.৫৯	৭৬৩.৫৯	-	-
(খ) সংশোধিতঃ (প্রস্তাবিত)	৮২৫.২৫	৮২৫.২৫	-	-

৭। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : জেডিসিএফ ও জিওবি (জেডিসিএফ ৭৬৩.৫৯ লক্ষ টাকা এবং জিওবি ৬১.৬৬ লক্ষ টাকা)

৮। **অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি (সর্বশেষ অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী):**

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম (পিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্য মাত্রা (পিপি অনুযারী)		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জনবল	জন	৪৭.১৫	২৭ জন	৪১.৪০	২৭ জন	-
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১০৩.০০	১৯.৮০১	১০২.৫০	১৯.৮০১	-
উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান (স্থানীয়)	জনমাস	-	-	-	-	--
অন্যান্য		২৮.৩৪	-	২৮.০৭	-	-
যানবাহন	সংখ্যা	৪৭.৩২	১৯ টি	৪৭.৩২	-	-
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৫.০৪	৭ টি	৫.০৪	২৬ টি	-
আসবাপত্র	সংখ্যা	৪.০০	৮১ টি	৪.০০	৮১ টি	-
সম্পদ সহায়তা	সংখ্যা	৫৯০.৪০	২৪০০ জন	৫৯০.৪০	২৪০০ জন	
মোট		**৮২৫.২৫**		**৮১৮.৭৩**		

৯। প্রকল্প অনুমোদনঃ প্রকল্পটি গত ০৭/০৩/২০১০ইং তারিখে অনুমোদিত হয় এবং ১৪/০৫/২০১১ইং তারিখে ৮.০৭% (৬১.৬৬ লক্ষ টাকা) ব্যয় বৃদ্ধি করে একবছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

১০। প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ জুলাই'০৯ থেকে জুন ২০১১ পর্যন্ত ২ বৎসর বাস্তবায়ন মেয়াদ বিবেচনায় রেখে এ প্রকল্পের মূল ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে অনুমোদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে এর বাস্তবায়ন কাল পুনঃ নির্ধারণ করে জানুযারি, ১০ থেকে জুন'১১ পর্যন্ত আর্থাৎ দেড় বছর নির্ধারিত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে প্রকল্পটি মাচ'২০১০ মাসে চূড়ান্ত অনুমোদন পায় এবং মে'২০১০ মাসে অর্থ অবমুক্ত করা হয় ফলে মূল ডিপিপি অনুযারী প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ পাওয়া যায় মাত্র ১৩ মাস। এমতাবস্থায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বৃহত্তর স্বার্থে বাস্তবায়ন কাল ১২ মাস বৃদ্ধি করে প্রকল্পে ডিপিপি সংশোধন করা হয়।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচলেকর নাম, পদবী এবং বেতন স্কেল	সার্বক্ষণিক	পার্ট টাইম	এক প্রকল্পের অতিরিক্ত দায়িত্ব	যোগদানের তারিখ		মন্তব্য
				যোগদান	বদলী	
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি) ২৫,৭৫০/-	-	খন্ডকালীন	৩মাস পর্যন্ত অপর ১টি প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং ১২ মাসের জন্য অপর ১টি প্রকল্পের অতিরিক্ত দায়িত্ব।	১১/০৩/২০১০	-	-

১২। **পরিদর্শিত এলাকাঃ** প্রকল্পটির গত ০৪/০১/২০১৩- ০৬/০১/২০১৩ ইং তারিখ টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এবং শেরপুর জেলার ঝিনাগাতী উপজেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক এবং স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে যেসকল উপকারভোগীর সাথে কথা হয় তার কয়েকজনের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

নামঃ পারভীন চিরান, গ্রামঃ মাগন্তীনগর, উপজেলাঃ মধুপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল। প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পূর্বে স্বামীর অল্প রোজগারে কোন রকমে দিনাতিপাত করতেন। তিনি চিংছেদা গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন সমিতির সদস্য হন ১০/০৫/২০১০ খ্রিঃ তারিখে। গত ২৪/০৭/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ১ম বারে ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২টি বকনা বাছুর কেনন। বকনা ২টাকে নয়মাস পালন করে ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা বিক্রি করেন। গত ০৬/০৭/২০১১খ্রিঃ তারিখে ঋণের আসল ২০,০০০/- টাকা এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ ৪০০/- টাকা পরিশোধ করেন। লাভ হয় ১৪,৬০০/- (চৌদ্দ হাজার ছয়শত) টাকা। লাভের টাকা থেকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা দিয়ে কিনেন ১টি শুকর আর ঋণ পরিশোধ করার পর গত ২৫/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২য় দফায় ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে হলুদ ও আনারস চাষ করেন। প্রাপ্ত হলুদ ও আনারস ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকায় বিক্রি করে গত ২২/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ঋণের ২০,০০০/- টাকা ও সার্ভিস চার্জ ৪০০/- পরিশোধ করেন । হলুদ ও আনারস চাষ করে তার লাভ হয় ১৯,৬০০/- টাকা। ইত্যেমধ্যে ১ম বারের লাভের টাকায় কেনা শুকর বিক্রি করেন ২০,০০০/- টাকায়। দুই দফায় তার

৩৯৬০০/- টাকা লাভ হয়। তিনি লাভের টাকায় ৩টি শুকর ক্রয় করে লালন পালন করেন। গত ০৮/০৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে তিনি ৩য় দফায় ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে তিনি হলুদ চাষে বিনিয়োগ। এখন তিনি ২ বছরে প্রায় ৪০,০০০/- টাকার মালিক এবং ৬০,০০০/- টাকা মূলধন হিসাবে ব্যবহার করছেন। তার ২ ছেলে মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে ২য় শ্রেণীতে পড়ে আর ছেলেটির এখনও স্কুলে যাবার বয়স হয়নি।

নামঃ রানী চিরান, গ্রামঃ টেলকি, উপজেলাঃ মধুপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল। সিমসাকা গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি. এর সদস্য হন গত ০৭/০৫/১০ খ্রিঃ তারিখে। প্রকল্প হতে ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ৪টি শুকর ক্রয় করেন (প্রতিটি ৫০০০ টাকা করে)। নগদ সহায়তার টাকা পেয়ে শুকরের জন্য খাদ্য ক্রয় করেন। শুকরগুলোকে ৯/১০ মাস পালন করে বিক্রয় করেন ৪০,০০০/- টাকায়। ঋণের আসল ২০,০০০/- টাকা ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ৪০০ টাকা গত ২৪/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখে পরিশোধ করেন। লাভের ১৯৬০০/- টাকা থেকে ১০,০০০/- টাকা দিয়ে ২টি শুকর ক্রয় করেন। অবশিষ্ট ৯৬০০ টাকা ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার কাজে ব্যয় করেন। ঋণ পরিশোধের পর গত ১৪/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২য় দফায় ঋণ গ্রহণ করেন। আরও ৪টি শুকর ক্রয় করেন ২০,০০০/- টাকয়। নগদ সহায়তার টাকা পেয়ে শুকরগুলোর জন্য খাবার ক্রয় করেন। এবার ৫টি শুকর বিক্রি করেন ৮০,০০০/- টাকায়। গত ২৭/১১/২০১২খ্রিঃ তারিখে ২য় দফায় ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ ২০,৪০০/- টাকা পরিশোধের পর লাভ হয় ৫৯,৬০০/- টাকা। লাভের টাকা হতে ৪০,০০০/- টাকা দিয়ে (৮০০০ টাকা প্রতিটি) ৫টি শুকর কিনেন। অবশিষ্ট ১৯৬০০ টাকা সংসারের প্রয়োজনে ব্যয় করেন। তিনি গত ১০/১২/১২ খ্রিঃ তারিখে ৩য় দফায় ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ২ বছরে ঋণের টাকা পরিশোধ করার পর ৬০,০০০/- টাকার বেশী লাভ করেছেন।

নামঃ শেখর চিরান, গ্রামঃ মমিনপুর, উপজেলাঃ মধুপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল। উক্ত প্রকল্প হতে প্রথমে কীভাবে সঞ্চয়ী হতে হবে এবং তা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সমবায় আইন অনুযায়ী ২৯/০৩/১০ তারিখ হতে সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করতে শুরু করেন। ২৪/০৭/১০ ইং তারিখে প্রকল্প হতে ১ম দফায় ঋণ গ্রহণ করেন ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা তা দিয়ে তিনি ০১টি গরু ও ১টি শুকর ক্রয় করেন। লালন-পালন করার জন্য প্রকল্প হতে নগদ সহায়তা ৪০০/- পান। তা দিয়ে তিনি গরু ও শুকরের জন্য খাবার ক্রয় করেন। ০১ (এক) বছর পর তিনি এগুলো বিক্রি করেন ৩৮,০০০/- টাকায়। গত ২৩/০৭/১১ ইং তারিখে তিনি ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করেন। লাভের টাকা দিয়ে তিনি ১টি বকনা বাছুর ক্রয় করেন এবং কিছু টাকা সংসারের কাজে ব্যয় করেন। ঋণ পরিশোধের পর ১২/০৮/১১ ইং তারিখে ২য় দফায় ঋণ গ্রহণ করেন। তা দিয়ে তিনি পুনরায় ১টি গরু ও ১টি শুকর ক্রয় করেন। এরপর তিনি এগুলো বিক্রি করে ২০/০৯/২০১২ ইং তারিখে আসল ২০,০০০/- টাকা এবং এর সার্ভিস চার্জ ৪০০/- টাকা সহ ঋণ পরিশোধ করেন। ২য় দফায় তিনি লাভ করেন ২০,০০০/- টাকা। এ টাকা দিয়ে তিনি সংসারে এবং সন্তানদের লেখাপড়ার কাজে ব্যয় করেন । পুনরায় তিনি গত ১০/১২/১২ ইং তারিখে ৩য় দফায় ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তিনি ১টি গরু ও ১টি শুকর ক্রয় করেন।

নামঃ মির্জনী জেত্রা, গ্রামঃ ভূটিয়া, উপজেলাঃ মধুপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল। তিনি প্রকল্প হতে গত ২৪/০৭/১০ইং তারিখে ২% সার্ভিস চার্জ হারে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত টাকা দিয়ে তিনি ক্ষুদ্র ব্যবসা (টেইলারিং) শুরু করেন। ঋণ নেওয়ার তিন মাস পর থেকেই তিনি ঋণের কিস্তি দেওয়া শুরু করেন এবং ১ (এক) বছরের মধ্যেই তিনি ২৩/০৭/১১ ইং তারিখে দেওয়া আসল ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা আর সার্ভিস চার্জ ৪০০/- পরিশোধ করেন। লাভ হয় ১২,০০০/- টাকা। গত ১৪/০৮/২০১১ ইং তারিখে ২য় বার ২০,০০০/- টাকা গ্রহণ করে ১টি গরু আর ১টি শুকর ক্রয় করেন। পুনরায় ৯/১০ মাস পালন করে গরু এবং শুকর বিক্রি করলেন ৩৬,০০০/- টাকা। লাভ হয় ১৬,০০০/- টাকা এবং ২৯/০৭/১২ ইং তারিখে ঋণের ২০,০০০/- টাকা ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ৪০০/- টাকা পরিশোধ করেন। এ লাভের অংশের টাকা থেকেই তিনি সংসারে এবং সন্তানদের লেখাপড়ার কাজে ব্যয় করেন। ৩য় দফায় এ প্রকল্প হতে গত ০৬/০৮/১২ পুনরায় ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে তিনি ১টি গরু, ১টি শুকর ক্রয় করেন। ৩য় দফায় ঋণের টাকা এখনো পরিশোধ যোগ্য হয়নি। তিনি প্রকল্পটিকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

এছাড়াও গজনী উপজেলার লদিস মারমা প্রতিবার ২০,০০০/- টাকা করে তিন বার ঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করে ঋণের অর্থ পরিশোধ করার পর বর্তমানে ৭০,০০০.০০ থেকে ৭৫,০০০.০০ টাকা ব্যবসার মূলধন গড়ে তুলছেন বলে জানান। আরো কিছু উপকারভোগী যেমন বাদল আজিম, উন্নতি ম্রং, ত্রিফলা সাংমা, রফলা, অথলীয় মারাক, সাবিনা সিসিম এবং সত্যেন্ত্র সাংমা এরা ক্ষুদ্র ব্যবসা, গরু, পল্ট্রি ও শুকর পালন করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন এবং এদের ঘর বাড়িতে সংস্কার ও উন্নয়নের কিছু ছোঁয়া দেখা গেছে।

১৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী অবস্থা এবং ফলাফল বিশ্লেষণঃ

১৩.১) প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণাঃ

এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসাবে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের ২৪০০ জন সমবায়ী সদস্য অন্তর্ভূক্ত। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুবিধাভোগীদেরকে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে ও বিভিন্ন

অঙ্গের বাস্তবায়কালীন সময়ে যথার্থভাবে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৪০০ জন সুবিধাভোগীদের সদস্যগণের মধ্যে বিতরণকৃত সম্পদ হস্তান্তরের অর্থ ১০০% আদায় হয়েছে এবং প্রত্যেক সদস্যই উক্ত ঋণ দ্বারা লাভবান হয়েছেন এবং পুনরায় নতুনভাবে ঋণ গ্রহণ করেছেন। ফলে প্রকল্পের ঈপ্সিত লক্ষ্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অর্জিত হয়েছে।

১৩.২) প্রকল্পের ঋণ সুবিধা ব্যবহারের কর্মসূচিঃ

প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত ঋণ সুবিধা ডিপিপি এর বিধান মোতাবেক চলমান রয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে লেনদেন হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধিত সমবায় ব্যবস্থাপনা কমিটি, নিয়োগকৃত ফ্যাসিলিটেটর, সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচির দক্ষ ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৩.৩) প্রকল্পের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিঃ

প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলায় ৪০০ সুবিধাভোগীর জন্য ১০টি করে সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন করা হয়েছ। এ সকল সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক সংগঠন পরিচালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। চলমান ঋণ কার্যক্রমসহ সার্বিক সহযোগিতার জন্য প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ফ্যাসিলিটেটরগণ কর্মরত আছেন। ঋণের উপর আদায় যোগ্য সার্ভিস চার্জের অর্থ দিয়ে এদের বেতন প্রদান ও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রত্যক্ষভাবে এ সকল সমবায় সমিতির চলমান ঋণ কার্যক্রমসহ সার্বিক বিষয়াদি তদারক করেন।

১৪। **সমস্যা :** প্রকল্পটি গারো সম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিম্ন আয়ের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির জন্য নেয়া হলেও এ ধরনের মোট দুই তিন লক্ষ লোকের মধ্য হতে মাত্র ২৪০০ জনকে প্রকল্পের আওতায় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিরাট সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রকল্পের বাহিরে রয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্প এলাকার মধ্যে গারো সম্প্রদায়ের পাশাপশি অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা যেমনঃ হাজং, কোচ, বানিয়া ইত্যাদিও বসবাস করছে। তাদের অধিকাংশের অর্থনৈতিক অবস্থাও বেশ খারাপ। এদের অনেকেই এই ধরনের প্রকল্পের আওতায় আসার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন এবং বিষয়টি যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাশাপাশি অবস্থানকারী সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাকে সম্পৃক্ত করে পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণ করা হলে এদের মধ্যে আন্তঃসম্প্রীতি বাড়বে এবং এর মাধ্যমে সরকারের সার্বজনীন উন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হবে।

১৫। সুপারিশঃ

ক) সার্বিক বিচারে উদ্দেশ্য অর্জনের দিকথেকে এটি একটি সফল প্রকল্প। পরবর্তীতে অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বাগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হবে;

খ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচনধর্মী যেসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং যেগুলো চলমান রয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে সরকারের ব্যয় ব্যতিরেকে সুফলভোগের এবং অন্যদের সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “গারো সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন” প্রকল্পের ‘বাস্তবায়ন পরবর্তী কার্যক্রম’কে প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করা যেতে পারে। এর ফলে প্রকল্পগুলো সমাপ্তির পরও sustainability ধরে রাখতে পারবে বলে মনে হয়।

''বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প''

সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১

০১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

০২। প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

০৩। প্রকল্পের অবস্থান : সদর এবং পীরযাত্রাপুর ইউনিয়ন, বুড়িচং উপজেলা, কুমিল্লা।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়:

(লক্ষ্য টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০%)	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল বাস্তবায়ন কালের ০%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট: ২৪৫১.০১৩৫ টাকা: ৫৭.৬৮৮৫ প্র:সা: ২৩৯৩.৩২৫	মোট: ২৪৫১.০১৩৫ টাকা: ৫৭.৬৮৮৫ প্র:সা:২৩৯৩.৩২৫	২০১৩.৮২৪	জুলাই,২০০৮ হতে জুন, ২০১১পর্যন্ত	জুলাই,২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত	জুলাই,২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত	-	-- (১৬%)

০৫। প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়		বাস্তব অগ্রগতি		আইএমইডির মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	স্টেশনারি	-	১.৫০	-	-	-	
২।	কৃষকদের প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	১৮.০০	১২			
৩।	গবাদি পশু পালন প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	১২.০০	৮	১৫.০*	১২*	
৪।	ইকোল্যাট্রিন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	নং	১.২০	১			
৫।	ওয়ার্কশপ (স্থানীয়)		৫.০০	৩	৫.০	৩	
৬।	কম্পিউটার		৫.০৬৮	৬	৬.২*		
৭।	লেজার-জেট প্রিন্টার		২.০৯	২	৩.০০*		
৮।	ইন্ক-জেট প্রিন্টার		০.৩০৩	২	০.৩০	২	
৯।	ফ্যাক্স মেশিন		০.২৬৫	১	০.৩০	১	
১০।	কপিয়ার মেশিন		১.৫১৫	১	১.৪	১	
১১।	অফিস এপ্লিয়ান্সেস		১.১৩৬	-	২.২	-	
১২।	কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ		৭৩.৮৮২	২০	৯৯.৫০*	৩০	
১৩।	ভ্রমণ ভাতা		১২.০০	-	-	-	
১৪।	অফিস একোমেডেশন এবং KOICA বিশেষজ্ঞদের জন্য এবং প্রকল্প কার্যক্রম(ইন কাইন্ড)		৫৭.৮৬৬৫	-	৫৭.৬৮৮৫	-	
১৫।	সম্মানী ভাতা, ওভারটাইম ভাতা, আউটসোর্সিং ইত্যাদি		৯.০০	-	১.৫		

(লক্ষ টাকায়)

নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়		বাস্তব অগ্রগতি		আইএমইডির মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	পূর্ণগঠন, মেরামত ও পুনর্বাসন						
১৬।	জ্বালানী পরিবহণ খরচ		১০.০০		২.৭		
১৭।	গবেষণা		৫.০০	১	-	-	-

(লক্ষ টাকায়)

নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়		বাস্তব অগ্রগতি		আইএমইডির মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৮।	মূল্যায়ন		১০.০০	১	-	-	-
	উপমোট =		**২২৫.৬৪৭৫**		**১৯৪.৭৮৮৫**		
	সম্পদ সংগ্রহ এবং ক্রয়						
১৯।	গভীর নলকূপ (বারিড পাইপসহ) পানি সরবরাহ		১২৫.০০	৫	১৩০.৫০*	৫	
২০।	পাওয়ার টিলার এবং অগভীর নলকূপ এবং স্ট্রো		২০.০০	টিলার=১০ অগভীর নলকুল=১০	৫০.৫*	টিলার=১২ অগভীর নলকুল=১০	
২১।	রিকশা, ভেন এবং সিলাই মেশিন		১৭.৫০	রিকশা=৫০ ভেন=৫০ সেলাইন মেশিন=৫০	৫.৩	সেলাই মেশিন এবং গৃহ নির্মাণ	
২২।	দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বেঞ্চ তৈরী		৮.০০	১০০	৪.৪	১৮০	
২৩।	বিদ্যালয়ের নতুন নির্মিত শাখার জন্য বেঞ্চ		১৫.৩৬	১৯২	-	-	
২৪।	স্কুলের জন্য পাখা		৩.৮৪	৯২	২.০০	৪৬	
২৫।	স্কুলের জন্য টেবিল		৩.২০	৪৬	১.০		
২৬।	গ্রামীণ সড়ক বিটুমিনাস সড়ক	১৭.৫ কি:মি:	৯০৩.৬১২	২৬.৪৪		১০.১	
২৭।	কালভার্ট		৫৪.০০	১৮	১০৫৭.২৮	৯	
২৮।	প্রাথমিক বিদ্যালয়		৪৬.৪০	২		২	
২৯।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২টি কক্ষ		৪৬.৪০	১২		১২	
৩০।	সিভিডিপি সোসাইটির জন্য কমিউনিটি সেন্টার		৩২০.০০	১৬		৭	
৩১।	ইকো টয়লেট নির্মাণ		৯.০০	৬০		৬০	
৩২।	কোরিয়ান বিশেষজ্ঞদেরকে পেমেন্টে		৫৬৮.০৫৫	৪১	৫৬৮.০৫৫	৪১	
৩৩।	বিবিধ		২৭.১০৯	-	-	-	
	উপ-মোট=		**২১৬৭.৪৭৬**		**১৮১৯.০৩৫**		
৩৪।	পাইস কন্টিনজেন্সী		৫৭.৮৯				
	সর্বমোট=		**২৪৫১.০১৩৫**		**২০১৩.৮২৪**		

***-**

বি: দ্র: অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে দেখা যায় প্রশিক্ষণ, গভীর নলকূপ স্থাপন, পাওয়ার টিলার ক্রয় খাতে অনুমোদিত বরাদ্দের চেয়ে বেশী ব্যয় হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা বা মতামত পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়নি।

০৬। প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

০৬.১ পটভূমিঃ

প্রকল্পটি বুড়িচং উপজেলা সদর ও পীরযাত্রাপুর ইউনিয়ন সিভিডিপি(সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প) এর গ্রাম সংগঠন ব্যবহারের মাধ্যমে বিবেচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রমের চাহিদা নিরূপণে দুই পর্যায়ে KOICA থেকে আগত প্রতিনিধি এবং বার্ডের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত টিম কর্তৃক সদর এবং পীরযাত্রাপুর ইউনিয়নে Need Assessment করা হয়। উক্ত Need Assessment এবং প্রকল্প Terms of Reference(TOR) এর আলোকে ২৪৫১.০১৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ও জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১১ মেয়াদে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন শীর্ষক ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়। তন্মধ্যে প্রকল্প

সাহায্য হিসাবে KOIKA-র ২৩৯৩.৩২৫ লক্ষ টাকা এবং জিওবি-র ৫৭.৬৮৮ লক্ষ টাকা অন্তর্ভূক্ত আছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় গ্রামের সড়ক উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থাপনা ও খাবার পানি সরবরাহের উন্নয়ন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, বিভিন্ন আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করা হয়।

০৬.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে গ্রাম সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পল্লী সড়ক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী:-

ক) আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের দারিদ্র্য হ্রাস করা;

খ) সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক সংগঠন এর উন্নয়ন;

গ) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি; এবং

ঘ) অংশগ্রহণ ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন এবং তা দেশের অন্যান্য এলাকায় বিস্তার করা।

০৭। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিবরণঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত মূল ভৌত অবকাঠামো :

পল্লী সড়ক নির্মাণ (১০.১০ কি:মি: কালভার্ট নির্মাণ (০৯টি), প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২টি করে অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ (৬টি), নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন (০২টি), কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ (৭টি), গভীর নলকূপ স্থাপন (০৫টি), অগভীর নলকূপ স্থাপন (১০টি), আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ।

০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	পিসিআর অনুসারে অর্জন	আইএমইডির মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)
ক) আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের দারিদ্র্য হ্রাস করা; খ) সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক সংগঠন এর উন্নয়ন; গ) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি; এবং ঘ) অংশগ্রহণ ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন এবং তা দেশের অন্যান্য এলাকায় বিস্তার করা।	পল্লী সড়ক নির্মাণ (১০.১০ কি:মি:, কালভার্ট নির্মাণ (০৯টি), প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২টি করে অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ (৬টি), নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন (০২টি), কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ (৭টি), গভীর নলকূপ স্থাপন (০৫টি), অগভীর নলকূপ স্থাপন (১০টি), আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ।	ডিপিপিতে উল্লেখিত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাস্তবায়ন কম করা হয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, ডলারের সাথে কোরিয়ান মুদ্রার বিনিময় হার কমে যাওয়ায় টাকা মূল্যমানে কম টাকা পাওয়া যায়। তবে প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অনুসারে কতুটুকু আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং দারিদ্য হ্রাস পেয়েছে তা নির্ণয়ের জন্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়নি। প্রভাব মূল্যায়নের পর বুঝা যাবে গ্রাম উন্নয়ন মডেল হিসেবে এটি কতটুকু সফল হয়েছে। তবে সরেজমনি পরিদর্শন অভিজ্ঞতায় প্রকল্পটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মডেল হিসেবে নেয়ার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ প্রকল্পটির সম্পদ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির বিভিন্ন স্থানীয় সমবায় সমিতিকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাম সংগঠন গুলোতে এ প্রকল্প থেকে প্রদত্ত সম্পদ এবং কন্‌সেপ্ট আলাদা কোন প্রভাব সৃস্টি করতে পেরেছে বলে মনে হয়নি। তবে, তাদের সক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতটুকু অর্জনকে মডেল হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই।

৯। প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

বুড়িচং উপজেলার পীরযাত্রাপুর ইউনিয়নের সাধকপুর সোনার বাংলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: (রেজি: নং-১০৩), সাধকপুর উত্তর পাড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: (রেজি: নং-০৫), যদুপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: (রেজি: নং-৩২) এবং বুড়িচং (আপন) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: (রেজি: নং-১০৮) পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য, এসকল সমিতি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন"** প্রকল্পের মাধ্যমে ইত:পূর্বে সংগঠিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে সমিতি সমূহের সভাপতি/ম্যানেজার ও কিছু সদস্যের সাথে আলাপ হয় এবং প্রকল্পের আওতায় যে সকল সুবিধাদি সমিতি গুলোর নিকট হস্তান্তর করা হয় তা পরিদর্শন করা হয়।

সাধকপুর সোনার বাংলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: এ সমিতির নিকট একটি দ্বিতল স্কুল ভবন, একটি ডিপটিউবওয়েল প্রকল্পের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়েছে। স্কুল ভবনটির নির্মাণ কাজ বেশ ভাল হয়েছে, এটি এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হবে। স্কুল পরিচালনার জন্য কমিটি গঠিত হয়েছে এবং আগামী শিক্ষা বর্ষে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। প্রকল্প হতে যে ডিপটিউবওয়েলটি দেয়া হয়েছে সেটি পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করা হয়নি। অর্থাৎ সমিতির সাধারণ সদস্য এবং সেচ এলাকার ভিতরের কিন্তু সমিতির সদস্য নন এমন কৃষকগণ কোন কোন শর্তে সেচের আওতাভূক্ত হবেন তা নির্ধারণ করা হয়নি। সেচ নালাগুলো তৈরী করা হয়নি। এগুলো সমিতির মাধ্যমে করে নেয়া হবে মর্মে সদস্যগণ জানিয়েছেন। যেহেতু, ডিপটিউবওয়েলটি এবং এটি চালনার জন্য বিদ্যুৎ লাইন প্রকল্প থেকে বিনা অর্থে সমিতি পেয়েছে তাই এটির সেচ ব্যবস্থাপনা ও সেচের মূল্য নির্ধারণ ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সেচ কার্যক্রম থেকে ভিন্ন এবং সাশ্রয়ী হবে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সেচ নীতিমালা সমিতি কর্তৃক প্রণীত না হওয়ায় বার্ড কর্তৃপক্ষের তদারকি অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

সাধকপুর উত্তর পাড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: এ সমিতির নিকট প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত একটি কমিউনিটি সেন্টার হস্তান্তর করা হয়েছে। কমিউনিটি সেন্টারটি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় এটি ব্যবহৃত হয় না। মাকড়সার ঝুল এবং অব্যবহার জনিত ময়লা পরিদৃষ্ট হয়। এছাড়া, জানালা গুলোর কয়েকটি খোলা ছিল এবং ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় পাওয়া গেছে। যেহেতু এটি সমিতির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে তাই এটি অব্যবহৃত থাকার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। সমিতির লোকজন জানিয়েছেন এটি তাদের সামাজিক বিভিন্ন প্রয়োজন যেমন, বিয়েসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে বার্ড, কুমিল্লা অথবা সিভিডিপি প্রকল্পের মনিটরিং এবং মটিভেটিং সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা গেছে।

যদুপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: এ সমিতির নিকট প্রকল্পের আওতায় একটি ডিপটিউবওয়েল প্রদান করা হয়েছে। ডিপটিউবওয়েলের ব্যবস্থাপনা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। এর পানি সেচ কাজ ছাড়াও বোতল জাত করণের মাধ্যমে বিপণনের লক্ষ্যে সরকারী অনুমোদনের চেষ্টা করছেন।

বুড়িচং আপন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি: সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং বুড়িচং (আপন) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে প্রকল্প থেকে ২.৩৭ লক্ষ টাকা, ২টি পাওয়ার টিলার এবং ৯টি গরু প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থ হতে সমিতির পল্ট্রি ফার্মে ১১০০টি লেয়ার বাচ্চা দেয়া হয়। এর মধ্যে ১০০০টি টিকে আছে এবং বর্তমানে দৈনিক ৮৩০-৮৬০ টি ডিম দিচ্ছে। ফার্মটির ব্যবস্থাপনায় গ্রামের যুবকরা নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং নিয়োজিত আছে। ২টি পাওয়ার টিলার সমিতির সদস্যদের মধ্য হতে দুই জনকে লভ্যাংশ প্রদানের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা প্রণীত হয়নি।

অন্যান্য নির্মাণ : সাদকপুর গ্রামে ১.৮ কি: মি: রাস্তা এ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে। এ রাস্তা নির্মাণে গ্রামবাসী এবং সাদকপুর গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন বলে তারা জানিয়েছেন। রাস্তাটির একটি স্থানে পুকুরের পাড় ধসে যাওয়ায় রাস্তার প্রস্থে আনুমানিক ৭ বর্গফুট পরিমাণ ভেংগে গেছে। এটি মেরামতের উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট সমিতি নেয়নি। উপস্থিত বার্ডের কর্মকর্তা জানিয়েছেন KOIKA-কে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তারা এটি মেরামতের বিষয়ে সাড়া দিয়েছে। তবে ঠিকাদারের সিকিউরিটি মানির আওতায় প্রকল্পের ছোটখাট মেরামত করা গেলেও নির্দিষ্ট সময়ের পর আর সম্ভব হবে না। স্থানীয় লোকজন জানায় এসকল রাস্তায় বালি, মাটি, ইট বোঝাই ভারী যানবাহন চলাচল করছে। তাই তাঁরা দ্রুত রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করেছেন। ইকো টয়লেট নিমার্ণের ডিজাইন যুৎসই হয়নি। মল ও মুত্র সংগ্রহ পদ্ধতি বাস্তবভিত্তিক হয়নি। যেমন- মল ত্যাগের স্থান হতে মুত্র ত্যাগের স্থান বেশ দূরে এবং বর্তমান ডিজাইনে মুত্র ত্যাগ সহজসাধ্য নয়; মহিলাদের ব্যবহার উপযোগী নয়। ফলশ্রুতিতে এটি মানুষ ব্যবহার করছে না। এর ডিজাইন ব্যবহার বান্ধব এবং সহজে পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এমন ধরনের হওয়া উচিত।

১০। <u>প্রকল্পের অর্জিত অভিজ্ঞতা</u> :

ক) পর্যাপ্ত উৎসাহ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা গেলে গ্রাম সংগঠন গুলোকে উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করে কাজের গুণগতমান বিশেষ করে নির্মাণ কাজের গুণগত মান রক্ষা করা অনেক খানি সম্ভব হবে এবং বড় ধরনের ভুল হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

খ) স্থানীয় চাহিদার আলোকে কাজের তুলনামূলক সুফল অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কাজের Modification করা সহজ হয়।

১১। <u>পর্যবেক্ষণ :</u>

যেহেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে স্থানীয় সরকার কর্তৃকপক্ষকে সম্পৃক্ত করা হয়নি তাই গ্রামীণ এসকল রাস্তায় যানচলাচল নিয়ন্ত্রণের কোন কর্তৃপক্ষ নেই। ভবিষ্যতে এসকল রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও এলজিইডির নিকট এসবের দায়িত্বভার হস্তান্তর করা সমীচীন হবে। প্রকল্পের আওতায় যে সকল স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার, ডিপটিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েল নির্মাণ ও স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো ভবিষ্যতে সচল

রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলোকে কার্যকর ও জনকল্যানমুলক উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (সিভিডিপি) এবং বার্ড, কুমিল্লা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১২। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
১	২	৩	৪	৫
ডা: কামরুল আহসান, পরিচালক(গবেষণা)	-	প্রযোজ্য না	২৩.০৭.২০০৮	-

১৩। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

ক) প্রকল্প সাহায্য ডিপিএ হওয়াতে দাতা সংস্থা সরাসরি এ ব্যয় নির্বাহ করেছে। অর্থ ব্যয়ের তথ্যাদি প্রয়োজনানুসারে পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকল্পের বিভিন্ন মনিটরিং ফর্ম পুরণ করা প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

খ) দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। মুলত: দাতা সংস্থার নির্বাচিত প্রকল্প ব্যবস্থাপক (কোরিয়ান) এর এদেশের কাজের অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে মর্মে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মাণ হয়।

গ) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম/নির্মিতব্য/যন্ত্রপাতি বিশেষ করে রাস্তা, স্কুলভবন, কমিউনিটি সেন্টার, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যে সকল সমিতিকে দেয়া হয়েছে এ সকল রক্ষণাবেক্ষণে সমিতিগুলোর মানসিকতার অভাব এবং গাফলতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৪। সুপারিশঃ

ক) ভবিষ্যতে প্রকল্প সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সমোঝতা স্মারকে দাতা সংস্থার কাজ এবং স্থানীয় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কাজ সুস্পষ্ট হওয়া সমীচীন হবে এবং উভয় পক্ষের জবাব দিহিতা বাংলাদেশ সরকারের নিকট থাকার বিষয়টি MOU-তে স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে দাতা সংস্থা মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করতে পারে কিন্তু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হওয়া বাস্তব সম্মত ।

গ) যে সকল সমিতিকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও স্থাপনা হস্তান্তর করা হয়েছে সেগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত বার্ড, কুমিল্লাকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঘ) যে গ্রামীণ রাস্তা তৈরী কারা হয়েছে তার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব উপজেলা স্থানীয় সরকার বিভাগকে দেয়া যেতে পারে।

ঙ) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এবং সমিতিগুলোতে হস্থান্তরিত কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল, গভীর ও অগভীর নলকূপ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা বার্ড, কুমিল্লা এবং সিভিডিপি কর্তৃক প্রণয়ন করে সমিতিগুলোকে দেয়া যেতে পারে।

চ) যে সকল অঙ্গো অনুমোদিত বরাদ্দের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে এগুলো মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে।

ছ) স্থাপিত ইকো টয়লেটগুলো সহজে এবং পরিচ্ছন্নভাবে ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে এবং এগুলোর ডিজাইন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ব্যবহার বান্ধব করে পুনর্গঠন করা জরুরি।

জ) ইকো টয়লেট স্থাপনের উদ্দেশ্য অনুসারে এটির সংগৃহীত মল-মুত্রের সার কৃষকরা যাতে মাঠে ব্যবহার করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিভিডিপি এবং বার্ড, কুমিল্লা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দানকরা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্প	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩	০২	১	-	০১	০২	৫০% ৭৫%	১	২.৬৯%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ৩

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল : প্রকল্পের নামঃ **Support To Digital Bangladesh,** প্রকৃত ব্যয় ৬৯৭.১৮ লক্ষ টাকা, মেয়াদঃ জুলাই ২০১১ হতে মার্চ ২০১২, প্রকল্পের নামঃ চট্টগ্রাম ইপিজেডে একতলা কারখানা ভবনের স্থলে চারতলা কারখানা ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়), প্রকৃত ব্যয়: ২৪১৫.৯০, মেয়াদ: ফেব্রুয়ারী '২০১০ হতে জুন'২০১২, প্রকল্পে নাম: ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা-১ম পর্যায় প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ, প্রকৃত ব্যয় : ৫১৭.৫৮, মেয়াদ: অক্টোবর' ২০১০ হতে জুন'২০১২।

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : প্রযোজ্য নয়।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ

সমস্যা		সুপারিশ	
৪.১	আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা ভংগ	৪.১	অনুমোদনের অতিরিক্ত কার্যাদি সম্পাদন ও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪.২	প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব এবং ব্যয় বৃদ্ধি	৪.২	ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং মন্ত্রণালয়াধীন অন্যান্য প্রকল্পে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৪.৩	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী	৪.৩	প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।
৪.৪	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) দাখিলে বিলম্ব	৪.৫	ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণ করা প্রয়োজন।
৪.৫	কাজের গুনগতমান সংক্রামত	৪.৬	(ক)কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। (খ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

"Support To Digital Bangladesh"

(সমাপ্তঃ মার্চ ২০১২)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৬৭৮.৯০	-	৬৯৭.১৮	জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২ (৬মাস)	জুলাই ২০১১ হতে মার্চ ২০১২ (৯মাস)	জুলাই ২০১১ হতে মার্চ ২০১২ (৯মাস)	১৮.২৮ (২.৬৯)	৩ মাস (৫০.০০)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত বাস্তবায়ন (মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত)	
		একক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)		(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	(ক) রাজস্ব					
১.	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	২২	৭১.৫৪	২০+ (১০০)	৯৬.১৮ (১৩৪.৪৪)
২.	দেশের ভিতর ও বিদেশে ভ্রমণ	থোক	থোক	৩৯.৫০	থোক	৩৮.০৮ (৯৬.৪০)
৩.	কুইক উইন	-	”	৫০.০৫	-	৪৩.৩৫ (৮৬.৬১)
৪.	পোস্টজ, কুরিয়ার, নিবন্ধন ফি ও অন্যান্য	-	”	০.৫০	-	০.৪৭ (৯৪.০০)
৫.	যানবাহনের তেল, গ্যাস	-	”	৯.৬০	-	৯.২৬ (৯৬.৪৫)
৬.	মনিহারী দ্রব্যাদি এবং সরবরাহ	-	”	২.৭৩	-	২.০৯ (৭৬.৫৫)
৭.	গণপ্রচার, মুদ্রণ এবং প্রচার সামগ্রী	-	-	৩২.৫২	-	৩২.৩১ (৯৯.৩৫)
৮.	ট্রেনিং	-	থোক	২১৬.৬৪	-	২১৬.৫৯ (৯৯.৯৭)
৯.	সভা /সেমিনার	-	-	১০৭.৮০	-	১০৭.৭১ (৯৯.৯১)
১০.	আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পরামর্শকদের পারিশ্রমিক	সংখ্যা	২২	১২০.৩২	২১+	১৩৪.৩৫ (১১১.৬৬)
১১.	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৬.৪৬	থোক	৫.৬০ (৮৬.৬৯)
১২.	বিবিধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	১.৭৬	-	০.৩৯ (২২.১৫)
১৩.	বিবিধ খরচ	থোক	-	৮.৯১	-	৮.৬১ (৯৬.৬৩)

ক্র: নং	অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত বাস্তবায়ন (মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত)	
		একক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)		(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	উপ-মোট (রাজস্ব)			৬৬৮.৩৩		৬৯৪.৯৯
	মূলধণ					
১৪.	প্রকল্প অফিস কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১২	১০.০২	থোক	১.৭১ (১৭.০৭)
১৫.	মডেম, ইন্টারনেট সংযোগ	থোক	থোক	০.৫৫	”	থোক
১৬.	আসবাবপত্র	”	”	থোক	”	০.৪৮
	উপ-মোট (মূলধন)	”	”	**১০.৫৭**	”	**২.১৯**
	মোট (রাজস্ব+মূলধন)		”	**৬৭৮.৯০**		**৬৯৭.১৮ (১০২.৬৯)**

৬। **অসমাপ্ত কাজের বিবরণ :** পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্টদের প্রদত্ত তথ্য মতে প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি জুলাই/১১ মাসে চালু হওয়ার পর জুন/ ২০১২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।

৭.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

মূল টিপিপি অনুয়ায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

(ক) একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের প্রস্তুতিমূলক সকল কার্যাবলী সম্পাদন;

(খ) একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এর বর্তমান কাজের ধারাবাহিকতায় Model e-District প্রণয়ন এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু রাখা ও সেবা বর্ধিত করা ;

(গ) জাতীয় নাগরিক রেজিষ্টার (NPR) এর Prof of concept সম্পাদন এবং National e-Governance Architecture প্রণয়ন;

(ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে কুইক উইন সহায়তা ও ই-নেতৃত্ব স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৭.২ **পটভূমিঃ** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাস্তবায়নাধীন একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রোগ্রামের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১১ তারিখে শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে A2I Programme এর ধারাবাহিকতায় ব্যাপক ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাসহ দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত এবং পরবর্তী প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে জুলাই ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত প্রথমে ০৬ মাসের জন্য “Support to Digital Bangladesh” শীর্ষক টিএ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে আরো ০৩ মাস সময় বর্ধিত করে প্রকল্পটি মার্চ ২০১২ তারিখ সমাপ্তির জন্য নির্ধারণ করা হয়।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৫/ ০৭/২০১১ তারিখ প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। পরবর্তীতে বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রী হিসেবে মাননীয় পধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত ৩ মাস বর্ধিত করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** দাতা সংস্থা ইউএনডিপি’র আর্থিক অনুদানে ২৮১.০৫ লক্ষ টাকা এবং জিওবি ৩৯৭.৮৫ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৬৭৮.৯০ লক্ষ টাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃত পক্ষে দাতা সংস্থার ৩০২.৯৩ লক্ষ টাকা ও জিওবি ৩৯৪.২৫ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৬৯৭.১৮ লক্ষ টাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। অতিরিক্ত ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সংস্থান করা হয়।

৭.৫ **প্রকল্প সমাপ্তির মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** আইএমই বিভাগ এর পরিচালক (পূর্ত) কর্তৃক গত ২৩ সেপ্টেম্বর/২০১২ তারিখে দিনাজপুর জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ই-সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসকসহ জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। দিনাজপুর সদর উপজেলার শেখপুরা ইউনিয়ন ই-সেবা কেন্দ্র এবং পার্বতীপুর উপজেলার মন্মথপুর ইউনিয়ন পরিষদ ও পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ ই-সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর,২০১২ তারিখে রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ই-সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসকসহ জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, গঙ্গাচড়া ইউনিয়ন পরিষদ ও লক্ষ্মীটারী ইউনিয়ন পরিষদ ই-সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। গঙ্গাচড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পরিদর্শনকালে প্রকল্পের পরামর্শক জনাব মানিক মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। গত ০৩-১০-২০১২ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও মহা-পরিচালক (প্রশাসন) উপস্থিত ছিলেন । এছাড়াও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনাব নাইমুজামান মুক্তা, প্রসপেকটিভ এস্পেশালিষ্ট, বেগম ফারজানা, প্রোগ্রাম এ্যাসোসিয়েট, জনাব রেজানুল ইসলাম, ফাইনান্স এক্সপার্ট এবং জনাব মোঃ নাছের, ফাইনান্স অফিসার পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের আলোকে বাস্ব অবস্থা নিম্নরূপঃ

৭.৬ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

ইউএনডিপি'র সহায়তায় কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৭৮.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমান ৬৯৭.১৮ লক্ষ টাকা যা মোট ব্যয়ের ১০২.৬৯% । প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (জিওবি)	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ (জিওবি)
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১১-২০১২	৬৯৭.০০	৩৯৮.০০	২৮১.০০	৩৯৪.২৫	৬৯৭.১৮	৩৯৪.২৫	৩০২.৯৩	৩.৭৫
মোট	৬৯৭.০০	৩৯৮.০০	২৮১.০০	৩৯৪.২৫	৬৯৭.১৮	৩৯৪.২৫	৩০২.৯৩	৩.৭৫

উপরের সারণী হতে দেখা যায় বিভিন্ন অর্থবছরে প্রকল্পের অধীনে মোট ৬৯৭.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জিওবি ৩৯৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে অবমুক্ত ৩৯৪.২৫ লক্ষ টাকা যার সব টাকাই খরচ হয়েছে।

৭.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৭.৭.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন:

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ২২ জন জনবল এর জন্য ৭১.৫৪ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে মোট ৯৬.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার আর্থিক অগ্রগতি ১৩৪% এবং বাস্ব অগ্রগতি ১০০%। এ খাতে ব্যয় বেশী হয়েছে ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা। যা দাতা সংস্থা কর্তৃক নির্বাহ করা হয়।

৭.৭.২ দেশের ভিতরে ও বিদেশে ভ্রমণঃ

প্রকল্প পরিদর্শনের তথ্য থেকে দেখা যায় দেশের ভিতরে বাইরে বিভিন্ন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রকল্প কার্যালয় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে বিভিন্ন কর্মকর্তা দেশে বিদেশে ভ্রমণ/ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে গমন করেছেন। এ থোক বরাদ্দ খাতে ৩৯.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৮.০৮ লক্ষ্য টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৪০%।

৭.৭.২ কুইক উইনঃ

উক্ত খাতে অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ৫০.০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৩.৩৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে । যার আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৬১%। মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আইসিটি ব্যবহার করে কুইক উইন অর্জন সন্তোষজনক নয়। মাত্র ০৭টি মন্ত্রণালয় ও ৯টি বিভাগ/অধিদপ্তরে কুইক উইন অর্জন করা হয়েছে।

৭.৭.৩ ডাক, কুরিয়ার, নিবন্ধন ফি ও অন্যান্য

প্রকল্পের আওতায় ডাক, কুরিয়ার, নিবন্ধন ফি ও অন্যান্য খাতে ০.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ০.৪৭ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.০০%।

৭.৭.৪ গণপ্রচার, মুদ্রণ এবং প্রচার সামগ্রী ঃ

গণপ্রচার, মুদ্রণ এবং প্রচার সামগ্রী খাতে ৩২.৫২ লক্ষ টাকার বিপরীতে খরচ হয়েছে ৩২.৩১ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৩৫%।

৭.৭.৫ ট্রেনিংঃ

ট্রেনিং খাতে ২১৬.৬৪ লক্ষ টাকার সংস্থানের মধ্যে খরচ হয়েছে ২১৬.৫৯ লক্ষ টাকা (আথিক অংগ্রগতি ৯৯.৯৭%)।

৭.৭.৬ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পরামর্শকদের পারিশ্রমিকঃ

প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পরামর্শকদের পারিশ্রমিক খাতে ১২০.৩২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ১৩৪.৩৫ লক্ষ টাকা। যার অর্থিক অগ্রগতি ১১১.৬৬%। এ খাতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ১৪.০৩ লক্ষ টাকা। যা দাতা সংস্থা কর্তৃক নির্বাহ করা হয়।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) এটুআই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের প্রস্তুতিমূলক সকল কার্যাবলী সম্পাদন।	(ক) এটুআই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের প্রস্তুতিমূলক সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।
(খ) একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এর বর্তমান কাজের ধারাবাহিকতায় Model e-District প্রণয়ন এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু রাখা ও সেবা বর্ধিত করা ।	(খ) একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এর বর্তমান কাজের ধারাবাহিকতায় Model e-District প্রণয়ন এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু রাখা ও সেবা বর্ধিত করা হয়েছে।
(গ) জাতীয় নাগরিক রেজিষ্টার (NPR) এর Prof of concept সম্পাদন এবং National e-Governance Architecture প্রণয়ন।	(গ)জাতীয় নাগরিক রেজিষ্টার (NPR) এর Prof of concept সম্পাদন এবং National e-Governance Architecture প্রণয়ন করা হয়েছে।
(ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে কুইক উইন সহায়তা ও ই-নেতৃত্ব স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	(ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে কুইক উইন সহায়তা ও ই-নেতৃত্ব স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৯। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
১।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, পিএস-১ টু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	-	✓	২৬/০৭/২০১১	৩১/০৩/২০১২

১০। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১০.১ আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা ভংগ ঃ আন্ত:খাত সমন্বয় করার পরেও প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রদত্ত পিসিআর তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, জনবল খাতে এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পরমর্শকদের বেতন খাতে টিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মতে ইউএনডিপি'র বেতন স্কেল বৃদ্ধি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অধিক জনবল নিয়োগের কারণে উক্ত খাত দু'টিতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। টিপিপি সংশোধন ব্যতিরেকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

১০.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) এবং ব্যয় বৃদ্ধি (Cost over-run)ঃ মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৯ মাস সময় ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৩ মাস বেশী (৫০%)। ৬ মাসে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ৫০% বেশী সময়ে বাস্তবায়ন কাম্য নয়। অন্যদিকে প্রকল্পের মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৭৮.৯০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা থাকলেও মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৯৭.১৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয় থেকে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.২৮ লক্ষ টাকা (২.৬৯ %)। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে ৩ মাস। প্রস্তাবনায় প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় এর কোন পরিবর্তন হবেনা মর্মে উল্লেখ রয়েছে। যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাস্তবায়ন ব্যয় কম হতো এবং পূর্বেই সুফল পাওয়া যেতো।

১০.৩ নেটওর্য়াক সমস্যা ঃ প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে দেখা যায় নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে কিছু কিছু ই-সেবা কেন্দ্রে কার্যক্রম পরিচালনা করার সমস্যার সৃষ্টি হচেছ। নেটওয়ার্ক সমস্যার সমাধান হলে উদ্যোক্তরা আরো দ্রুত তাদের সেবা প্রদান করতে পারবে বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে। নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আরো বেশী সুফল পাওয়া যেতো।

১০.৪ হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার সমস্যা ঃ দিনাজপুর ও রংপুর জেলার কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় দেখা যায় জেলা ই-সেবা কেন্দ্র ও ইউনিয়ন ই-সেবা কেন্দ্রগুলিতে সার্পোট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্প তাদের সফট্ওয়ার সুবিধা দিয়েছে কিন্তু হার্ডওয়ার (সিপিইউ, মনিটর ইত্যাদি) অন্যান্য প্রকল্প থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। কোন কোন কেন্দ্রে উদ্যোক্তরা নিজেদের উদ্যোগে কম্পিউটার ক্রয় করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাছাড়া সার্পোট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত সফটওয়ার কে আরো শক্তিশালী করে ব্যবহারকারীদের জন্য সহজতর করে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

১০.৫ **কুইক উইন কার্যক্রমের অর্জন ঃ** ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার জন্য কুইক উইন কার্যক্রমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আইসিটি ব্যবহার করে কুইক উইন অর্জন সন্তোষজনক নয়। বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

১১। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১১.১ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে টিপিপি সংশোধন করে অর্থ ব্যয় করা উচিত ছিল। পধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.২ আলোচ্য প্রকল্পে টাইম ওভাররান (৩ মাস) সমীচীন হয়নি। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১১.৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রকল্প গ্রহণের সময় নেটওর্য়াক সমস্যার সমাধানের বিষয়ে প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

১১.৪ পরবর্তীতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের সময় ই-সেবা কেন্দ্রে হার্ডওয়ার সরবরাহের জন্য টিপিপিতে সংস্থান রাখা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

১১.৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুইক উইন কার্যক্রমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগে নতুন নতুন ক্ষেত্রে আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

"ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা-১ম পর্যায় প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ"

সমাপ্ত : জুন, ২০১২

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, পাকশী, পাবনা
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)
৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৯৭.৭৩	-	৫১৭.৫৮	অক্টোবর'২০১০ হতে জুন'২০১২	অক্টোবর'২০১০ হতে জুন'২০১২	অক্টোবর'২০১০ হতে জুন'২০১২	-	-

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন**

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন'২০১২ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব%	আর্থিক%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	ফাউন্ডেশনের কাজ	বর্গমিটার	১৫৬৬	২৪.৯৬	১৫৬৬ (১০০%)	২১.০৪ (৮৪.২৯)
২।	ফ্লোর নির্মাণ	''	৪৬৯৮	৪৭৪.২১	৪৬৯৮ (১০০%)	৪২৫.৬১ (৮৯.৭৫)
৩।	স্যানিটারি ওর্য়াক	থোক	-	১৯.৫৭	৪৬৯৮ (১০০%)	১৬.৬৩ (৮৪.৯৭)
৪।	অভ্যন্তরীণ বিদ্যুত্বায়ন	থোক	-	৪৮.৫০	৪৬৯৮ (১০০)	৪৩.৩৫ (৮৯.৩৮)
৫।	রাস্তার কাজ	বর্গমিটার	৬৫৫	৪.৪৯	৬৫৫ (১০০)	৪.০০ (৮৯.০৮)
৬।	সোলার ইলেক্টিসিটি সিস্টেম	কিলো ওয়াট	১.৫০	২৫.০০	১.৫০ (১০০)	৬.৯৫ (২৭.৮০)
৭।	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক		১.০০	০.০০	০.০০
	মোট	-	-	৫৯৭.৭৩	-	৫১৭.৫৮ (৮৬.৫৯)

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।**

৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমিঃ**

৭.১ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) শিল্প ইউনিট স্থাপন করে বিনিয়োগকারীদের ভাড়া দেওয়ার জন্য ঈশ্বরদী ইপিজেডে ৪৬৯৮ বঃ মিটার ফ্লোর স্পেস নির্মাণ;
(খ) রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠাকরণ;
(গ) ২১০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

(ঘ) সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠা করা;
(ঙ) পার্শ্ববতী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
(চ) প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশীয় শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক মানবসম্পদের উন্নয়ন;
(ছ) দারিদ্র্য বিমোচন এবং
(জ) ইপিজেড এলাকায় Forward & backward linkage উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান।

৭.২ পটভুমিঃ

"ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলকা-১ম পর্যায় শীর্ষক মূল প্রকল্পের আওতায় ০৩টি কারখানা ভবন নির্মাণের সংস্থান ছিল। তার মধ্যে ০১টি একতলা কারখানা ভবন ও ০১টি তিনতলা কারখানা ভবনের নির্মাণ পুরোপুরি সম্পন্ন করার পরে ২য় তিনতলা কারখানা ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প মেয়াদের শেষ পর্যায়ে ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ঠিকাদার শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পাইল স্থাপন ও ড্রাইভিং কাজ শেষ করে সাইট হতে চলে যাওয়ায় ২য় তিনতলা ভবনের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। উক্ত প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণের জন্য 'ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (১ম পর্যায়) প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ'' শিরোনামে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করে।

৭.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত নতুন অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় ঈশ্বরদী ইপিজেড ০৩ তলা কারখানা ভবন (ভবন নং ০২) নির্মাণ নামে অন্তুর্ভুক্ত করা হয়। ২২/০৭/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায়র সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে ''ঈশ্বরদী রপ্তনী প্রক্রিয়াকরণ এলকা (১ম পর্যায়) প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০৯-২০১০ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয় ।

৭.৪। প্রকল্পের অর্থায়নঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) বরাদ্দকৃত আর্থিক অনুদানে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.৫। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ফাউন্ডেশনের কাজ খাতে ১৫৬৬ বর্গমিটার এর জন্য বরাদ্দ ছিল ২৪.৯৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২১.০৪ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.২৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)। ফ্লোর নির্মাণ খাতে ৪৬৯৮ বর্গমিটার এর জন্য বরাদ্দ ছিল ৪৭৪.২১ লক্ষ টাকা । উক্ত খাতে ব্যয় হয়েছে ৪২৫.৬১ লক্ষ টাকা যার আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৯.৭৫% ও ১০০%। স্যানেটারি ওয়ার্ক খাতে বরাদ্দ ছিল ১৯.৫৭ লক্ষ টাকা তম্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৬.৬৩ লক্ষ টাকা যার অর্থিক অগ্রগতি ৮৪.৯৭ %। অভ্যন্তরীন বিদ্যুতায়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৮.৫০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৪৩.৩৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৩৮%)। রাস্তার কাজ এর জন্য ৬৫৫ বর্গমিটার এর জন্য বরাদ্দ ছিল ৪.৪৯ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৪.০০ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.০৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)। সোলার ইলেক্টিসিটি সিস্টেম খাতের বিপরীতে ২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৬.৯৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ২৭.৮০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)।

৭.৬ অন্যান্য পর্যবেপক্ষণ:

উক্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কারখানা ভবনটি ০২টি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক ভবনটিতে কারখানা স্থাপনের জন্য মেশিনারী আমদানী, প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ প্রভৃতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সার্বিক দিক দিয়ে পরিদর্শনকালে দেখা যায় চলতি বছরের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠান দু'টি পরীক্ষামূলক উৎপাদান শুরু করবে বলে আশা করা হচেছ। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। ঈশ্বরদী ইপিজেড এলাকায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান (দেশী+বিদেশী) স্থাপনের চাহিদাও ব্যাপক।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
১।	শিল্প ইউনিট স্থাপন করে বিনিয়োগকারীদের ভাড়া দেওয়ার জন্য ঈশ্বরদী ইপিজেডে ৪৬৯৮ বঃ মিটার ফ্লোর স্পেস নির্মাণ	১।	শিল্প ইউনিট স্থাপন করে বিনিয়োগকারীদের ভাড়া দেওয়ার জন্য ঈশ্বরদী ইপিজেডে ৪৬৯৮ বঃ মিটার ফ্লোর স্পেস নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
২।	রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠাকরণ	২।	রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠাকরণ হয়েছে।
৩।	২১০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	৩।	২১০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
৪।	সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠা করা	৪।	সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৯। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ আলোচ্য প্রকল্পের ০৮টি উদ্দেশ্য রয়েছে। তম্মধ্যে পিসিআর এ ০৪টি উদ্দেশ্য অর্জন দেখানো হয়েছে। বাকী ০৪টি উদ্দেশ্য কেন অর্জন দেখানো হয়নি এ সম্পর্কে প্রকল্প পরিদর্শনকালে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান যে, উক্ত প্রকল্পের নির্মিত কারখানা ভবনটি ০২টি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টির পূর্ণ উৎপাদান শুরু হলে প্রায় ৬,০০০ বাংলাদেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। উক্ত শ্রমিকের বেশীর ভাগই স্থানীয় এবং তাদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটার সাথে সাথে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে ও দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টি বিদেশী হওয়ায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মেশিনে ও বিদেশী কর্মকর্তাদের সাথে দেশীয় শ্রমিকের কাজের সুবিধার্থে Technology Transfer ঘটবে ও স্থানীয় শ্রমিকগণ দক্ষ হয়ে উঠবে। এছাড়া উক্ত কারখানা দু'টি উৎপাদন-রপ্তানী কার্যক্রমের প্রয়োজনে ইপিজেডের আশে পাশে বিভিন্ন সংযোগ শিল্প যেমন প্যাকিং ম্যাটারিয়ালস বা বিবিধ ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠবে। সার্বিক প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ স্থাপিতব্য শিল্প কারখানার উৎপাদন শুরু হওয়ার পরে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে।

৯। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
১।	জনাব মোঃ আহসান কবীর, জেনারেল ম্যানেজার (আইসি)	হ্যাঁ	-	১৩/০৫/২০১০	০৩/০১/২০১১
২।	জনাব এস এম আকতার আলম মোস্তাফি, জেনারেল ম্যানেজার (আইসি)	হ্যাঁ	-	০৩/০১/২০১১	১১/০৩/২০১২
৩।	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার (আইসি)	হ্যাঁ	-	১১/০৩/২০১২	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১০।

১০.১ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন/সময় বৃদ্ধিকরণ ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প সমাপ্ত করা একটি প্রসংসনীয় বিষয়। যা এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১০.২ ঈশ্বরদী ইপিজেডে অব্যাহত কারখানা নির্মাণ ও শিল্প প্লটের চাহিদা থাকায় ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় এ ধরণনর নতুন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করলে দেশী বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলা সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

১০.৩ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময় (অক্টোবর ২০১০ থেকে জুন ২০১২) পর্যন্ত ১ বছর ৭ মাসে মোট ৩ জন কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সার্বক্ষনিক প্রকল্প পরিচালক না থাকায় ও ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলিজনিত কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হয়েছে ।

১০.৪ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিধান আছে। কিন্তু এ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণে বিলম্ব হয়েছে । যা কাম্য নয়।

১০.৫ প্রকল্পের আর্থিক /Procurement সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর নথি বেপজার ঢাকাস্থ হেড অফিসে সংরক্ষণ করা হয়। মনিটরিং এর সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় আর্থিক/Procurement সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর ছায়া নথি থাকা প্রয়োজন।

১১। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১১.১ প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে এ প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং সন্তোষজনকভাবে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে।

১১.২ ঈশ্বরদি ইপিজেডে অব্যাহত কারখানা নির্মাণ ও শিল্প প্লটের চাহিদা থাকায় ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় নতুন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

১১.৩ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময় (অক্টোবর ২০১০ থেকে জুন ২০১২) পর্যন্ত ১ বছর ৭ মাসে মোট ৩ জন কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তথাপিও প্রকল্পটি যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য ইপিজেড এর জন্য যা অনুসরণীয় হতে পারে।

১১.৪ প্রকল্পের পরিচ্ছন্ন সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রণয়নে বিলম্ব মোটেই কাম্য নয়।

১১.৫ প্রকল্পের আর্থিক /Procurement সংক্রান্ত তথ্যাবলী সমৃদ্ধ একটি ছায়া নথি সংশ্লিষ্ট ইপিজেডে সংরক্ষণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

“চট্টগ্রাম ইপিজেডে একতলা কারখানা ভবনের স্থলে চারতলা কারখানা ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)”

সমাপ্ত : জুন, ২০১২

১। প্রকল্পের অবস্থান : দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩১৩৬.২৩	-	২৪১৫.৯০	ফেব্রুয়ারী ’২০১০ হতে জুন’২০১১	ফেব্রুয়ারী ’২০১০ হতে জুন’২০১২	ফেব্রুয়ারী ’২০১০ হতে জুন’২০১২	-	৭৫%

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন</u>**

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন’২০১২ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব%	আর্থিক%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন	বর্গমিটার	৪৪০০.০০	২.১৮	৪৪০০ (১০০%)	৭৯.৪২ (৩৬৪৩.১১)
২।	পাইলিং ওয়ার্ক	“	৪৪০০.০০	৩৫৮.৪৪	৪৪০০ (১০০%)	২৫১.২৩ (৭০.০০)
৩।	সিভিল ওয়ার্ক	“	১৭৬০০.০০	১৭৯৬.৩২	১৭৬০০ (১০০%)	১৭৭২.৩২ (৯৮.০০)
৪।	রোড ওয়ার্ক	“	১২২৫০	৬০.০০	১২২৫০ (১০০%)	৪৫.১৭ (৭৫.২৮)
৫।	অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	“	১৭৬০০	৮৮.৬৩	১৭৬০০ (১০০%)	৭০.৯৫ (৮০.০৫)
৬।	সাব ষ্টেশন ইনস্টলেশন	সংখ্যা	০৮.০০	৮৫.০২	০৮.০০ (১০০%)	৮২.১৬ (৯৬.৬৩)
৭।	অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক সংযোগ	বর্গমিটার	১৭৬০০	৩০৭.৬৪	১৭৬০০ (১০০%)	৯৭.৮৪ (৩১.৮০)
৮।	ভুগর্ভস্থ জলাধার	সংখ্যা	০২.০০	৬০.০০	০২.০০ (১০০)	১৬.৮১ (২৮.০১)
৯।	সোলার সিষ্টেম	সংখ্যা	০২.০০	২৬৮.০০	-	-
১০।	প্রাইজ কন্টিনজেন্সী	থোক	৩.০০	১১০.০০	_	_
	মোট			৩১৩৬.২৩		২৪১৫.৯০ (৭৭.০৩)

৬। **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ</u> প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।**

৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমিঃ**

৭.৩ উদ্দেশ্যঃ

ক) শিল্প ইউনিট স্থাপন করে বিনিয়োগকারীদের ভাড়া দেয়ার জন্য ফ্লোর স্পেস নির্মাণ;
খ) সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠাকরণ;
গ) সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা;
ঘ) ২৪.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা ;
ঙ) ৮০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
চ) ৩৬.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি;
ছ) ইপিজেড এলাকায় Forward & backward linkage উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান।

৭.৪ পটভূমিঃ

গত ০৩/০২/২০৮৮ তারিখে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ফ্যাক্টরী ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোকে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ৯টি একতলা কারখানা ভবনের স্থলে ৯টি চার তলা কারখানা ভবন নির্মাণ প্রস্তাব করা হয়। চট্টগ্রাম ইপিজেডে খালি প্লট/ফ্যাক্টরীর জায়গা চাহিদা দেশের অন্যান্য ইপিজেডের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু চট্টগ্রাম ইপিজেডে এখন পর্যন্ত কোন প্লট/জায়গা খালি নেই । সে প্রেক্ষিতে একতলা কারখানা ভবনের স্থলে চারতলা কারখানা নির্মাণ করে ফ্যাক্টরীর জায়গা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এর ফলে জায়গা ভাড়া দিয়ে বেপজার আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক সূচকও বৃদ্ধি পাবে। বিগত ২১/১২/০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দু'টি একতলা কারখানা ভবনের পরিবর্তে চারতলা কারখানা ভবন নির্মাণ ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়।

৭.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ৩১৩৬.২৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২৬/০১/২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের অবস্থানে বিদ্যমান দুটি একতলা পুরাতন কারখানা ভবন ভেঙ্গে অপসারণ করা জন্য তিনবার নিলাম দরপত্র আহবান করার পর তৃতীয় বারে দরপত্র অনুযায়ী ১২ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে ভবন ২টিকে ভেঙ্গে অপসারণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ১০ মাস সময় প্রয়োজন হয়েছে। অপর দিকে প্রতিটি ৪ (চার) তলা কারখানা ভবন নির্মাণের জন্য মোট ১৬মাস সময় প্রয়োজন হয়েছে। দুইবার Notification of Award ইস্যু করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ০৭/০২/২০১০ তারিখ হতে কাজ শুরু হয়ে ৩১/০৫/২০১২ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার সময় নির্ধারণ করা হয়। এ সব কারণে মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত প্রস্তাব বিবেচনা করে আইএমইডি প্রকল্পের মেয়াদ আরও এক বছর বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করে । গত ১৬ মে, ২০১১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রকল্পটি সঠিক সময়ে সমাপ্ত ঘোষনা করে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়।

৭.৪ **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বিনিয়োগ প্রকল্প হিসেবে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দকৃত আর্থিক অনুদানে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.৫ **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ**

বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১৩৬.২৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ২৪১৫.৯০ লক্ষ টাকা। যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭৭.০৩%।

৭.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ :

৭.৬.১ সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশন : ৪৪০০ বর্গমিটার আয়তনের সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশন খাতে বরাদ্দ ছিল ২.১৮ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন করা হয়েছে ৪৪০০ বর্গমিটার (১০০%) এবং ব্যয় করা হয়েছে ৭৯.৪২ লক্ষ টাকা (৩৫৪৩.১১%)। এ খাতে বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হলেও বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছে ৭৭.২৪ লক্ষ টাকা। এ অংগে বেশী টাকা ব্যয় করার কারণ হিসেবে সিপিটিইউ'র মতামতের ভিত্তিতে পিপিআর -২০০৮ এর ২৭ (২) বিধি মোতাবেক Front Loading বিবেচনায় TEC কমিটির এখতিয়ার অনুযায়ী ২৫% জামানত নির্ধারণ করা হয়েছে এমন প্রস্তাবের ফাইল অনুমোদন রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.৬.২ পাইলিং ওয়ার্ক : পাইলিং ওয়ার্ক খাতে ৪৪০০ বর্গমিটার এর জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৫৮.৪৪ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ২৫১.২৩ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৭০%)।

৭.৬.৩ সিভিল ওয়ার্ক : সিভিল ওয়ার্ক খাতে ১৭৬০০ বর্গমিটারের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৭৯৬.৩২ লক্ষ টাকা। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১৭৭২.৩২ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৮%)।

৭.৬.৪ রোড ওয়ার্ক : রোড ওয়ার্ক খাতে ১২২৫০ বর্গমিটার কাজের জন্য ৬০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা ছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে ১২২৫০ বর্গমিটার কাজের জন্য ব্যয় হয়েছে ৪৫.১৭ লক্ষ টাকা (৭৫.২৮%)।

৭.৬.৫ অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন: উক্ত খাতে ১৭৬০০ বর্গমিটারের জন্য বরাদ্দ ছিল ৮৮.৬৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ১৭৬০০ বর্গমিটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে (১০০%)। কিন্তু ব্যয় হয়েছে ৭০.৯৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৮০.০৫%)।

৭.৬.৬ সাব-ষ্টেশন ইনস্টলেশন : ০৮টি সাব ষ্টেশন ইনস্টলেশন খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৫.০২ লক্ষ টাকা। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৮২.১৬ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৬৩%)।

৭.৬.৭ অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক সংযোগ : অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক সংযোগ খাতে ১৭৬০০ বর্গমিটার এর বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ৩০৭.৬৪ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৯৭.৮৪ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৩১.৮০%)।

৭.৬.৮ ভূগর্ভস্থ জলাধার: ০২টি ভূগর্ভস্থ জলাধার উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল ৬০.০০ লক্ষ টাকা। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১৬.৮১ লক্ষ টাকা যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৮.০১%।

৭.৬ **অন্যান্য পর্যবেক্ষণ :**

উক্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কারখানা ভবনটি ০৫টি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পরিদর্শকালে দেখা যায় বিনিয়োগকারীগণ ভবনটিতে কারখানা স্থাপন করে উৎপাদন শুরু করেছে। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান (দেশী+বিদেশী) স্থাপনের চাহিদাও ব্যাপক।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
১।	শিল্প ইউনিট স্থাপন করে বিনিয়োগকারীদের ভাড়া দেয়ার জন্য ফ্লোর স্পেস নির্মাণ।	১।	শিল্প ইউনিট স্থাপন করে বিনিয়োগকারীদের ভাড়া দেয়ার জন্য ফ্লোর স্পেস নির্মাণ করা হয়েছ।
২।	সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠাকরণ	২।	সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠাকরণ করা হয়েছে।
৩।	সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা	৩।	সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
৪।	২৪.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা	৪।	২৪.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
৫।	৮০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	৫।	৮০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
৬।	৩৬.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি	৬।	৩৬.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
৭।	ইপিজেড এলাকায় Forward & backward linkage উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান	৭।	ইপিজেড এলাকায় Forward & backward linkage উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৯। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
১।	জনাব আব্দুল হালিম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	হ্যাঁ	০২/০৭/২০১০	১৫/০৩/২০১১
২।	**জনাব মো: নুরুল ইসলাম** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	-	হ্যাঁ	১৬/০৩/২০১১	৩০/০৬/২০১২

১১। **প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ/ সমস্যাঃ**

১১.১ চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানা নির্মাণ ও শিল্প প্লটের চাহিদা থাকায় চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকায় এ ধরণের নতুন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করলে দেশী বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১.২ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, উক্ত ইপিজেড এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময় (ফেব্রুয়ারী ২০১০ থেকে জুন ২০১২) পর্যন্ত ২ বছর ৪ মাসে মোট ২ জন কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে

নিয়োজিত ছিলেন। সার্বক্ষণিক প্রকল্প পরিচালক না থাকায় প্রকল্প পরিচালক বদলিজনিত কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হয়েছে।

১১.৩ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিধান আছে। কিন্তু এ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণে বিলম্ব হয়েছে। যা কাম্য নয়।

১১.৪ প্রকল্পের আর্থিক /Procurement সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর নথি বেপজার ঢাকাস্থ হেড অফিসে সংরক্ষণ করা হয়। মনিটরিং এর সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় আর্থিক/Procurement সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর ছায়ানথি থাকা প্রয়োজন।

১১.৫ সংস্থা হতে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশন খাতে প্রাক্কলিত বরাদ্দের চেয়ে অননুমোদিত অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে যা ডিপিপি সংস্থান এর তুলনায় অনেক বেশী। এ ধরনের অননুমোদিত অতিরিক্ত ব্যয় আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থি। তবে এ বিষয়ে ডিপিইসি সভা আহবান করে আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে এ ব্যয় নির্বাহ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

১১.৬ প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারী ২০১০ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বর্ধিত করে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এতে দেখা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ২ বছর ০৪ মাস সময় ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল অপেক্ষা ০১ বছর বেশী (৭৫%)।

১২। <u>সুপারিশ/মতামতঃ</u>

১২.১ চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানা নির্মাণ ও শিল্প প্লটের চাহিদা থাকায় চট্টগ্রাম রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় নতুন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

১২.২ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময় (ফেব্রুয়ারী ২০১০ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত) ২ বছর ৪ মাসে মোট ০২ জন কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বিধায় প্রকল্পটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হতে বিরত থাকতে হবে এবং পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে।

১২.৩ যথাসময়ে প্রকল্পের পরিচ্ছন্ন সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রণয়ন করে প্রেরণ করা আবশ্যক।

১২.৪ প্রকল্পের আর্থিক /Procurement সংক্রান্ত তথ্যাবলী সমৃদ্ধ একটি ছায়ানথি সংশ্লিষ্ট ইপিজেডে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

১২.৫ সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশন খাতে অনুমোদনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বেপজা কর্তৃপক্ষ ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

১২.৬ ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয়াধীন অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন টাইম ওভার রান এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন –সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২	২	--	--	১	২	১২ মাস (৪০%)	১	৫.৪১% সর্বোচ্চ

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।**

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদকাল
১	**২**	**৩**	**৪**
১।	‘‘বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি শমশেরনগর, মৌলভীবাজার এবং পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইলে বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প।	মোট: ৩৫৮০.৮৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	জানু, ২০০৯ হতে জুন,২০১২
২।	‘‘বাংলাদেশ নৌবাহিনী চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিএন স্কুল ও কলেজের জন্য একাডেমিক ভবন নির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্প।	মোট: ২০৭৯.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	জানু, ২০০৯ হতে জুন,২০১২

০৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩
১।	‘‘বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি শমশেরনগর, মৌলভীবাজার এবং পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইলে বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পের আসবাবপত্র, রাস্তা নির্মাণ বহিঃ পানি সরবরাহ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ উভয় বৃদ্ধি করা হয়।
২।	‘‘বাংলাদেশ নৌবাহিনী চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিএন স্কুল ও কলেজের জন্য একাডেমিক ভবন নির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পের কিছু অংগের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে ব্যয় ও মেয়াদ উভয় বৃদ্ধি করা হয়।

০৪। সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
১। ‘‘বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি শমশেরনগর, মৌলভীবাজার এবং পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইলে বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প।	
▯ পাহাড়কাঞ্চনপুরঃ বিদ্যালয়টিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার অত্যন্ত কম। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম এবং ৮ম শ্রেণীতে উপস্থিতির হার মাত্র ৫০%। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, শনিবারে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার অন্য দিনের তুলনায় কম হয়ে থাকে।	▯ পাহাড়কাঞ্চনপুরে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধির জন্য অভিভাবকদের সাথে কমপক্ষে ৩ মাস অন্তর একটি সভা করে উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষকসহ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
▯ পাহাড়কাঞ্চনপুরে গ্যাসসহ সিলিন্ডার দেয়ার কথা থাকলেও পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কয়েকটি খালি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। ▯ পাহাড়কাঞ্চনপুরে কাঠের গুণগত মান ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী পরিপক্ক শিল কড়ই দেয়ার কথা থাকলেও অপরিপক্ক কাঠের চেয়ার, টেবিল সরবরাহ করা হয়েছে। দরজার কাঠের গুণগতমানও সন্তোষজনক নয়। ▯ বিমানবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ-এর সবগুলো স্কুলে একই কারিকুলাম ও লেসন প্ল্যান এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং বোর্ডের নির্ধারিত কারিকুলাম অনুসরণ করা প্রয়োজন। ▯ বিদ্যালয়ের হোস্টেল ভবনটি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় দেখা গেছে। এ জন্য হোস্টেলের কলাপসিবল গেট ও জানালা দরজা ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি উন্নয়ন করে খেলাধূলার উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও ক্লাস মনিটরিংকে আরও বেশি গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ▯ পরিকল্পনা নীতিমালা অনুযায়ী ২০.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দানের নিয়ম থাকলেও এ প্রকল্পে তা মানা হয়নি।	▯ পাহাড়কাঞ্চনপুরে গ্যাসসহ প্রয়োজনীয় সিলিন্ডার সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিলম্বে অথচ গ্যাস ছাড়া সিলিন্ডার সরবরাহের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ▯ পাহাড়কাঞ্চনপুরে চেয়ার, টেবিল ও দরজায় ব্যবহৃত কাঠের মান পরীক্ষাপূর্বক সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। ▯ পাহাড়কাঞ্চনপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লেসন প্ল্যান অর্থাৎ পূর্ব পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে বিমানবাহিনী দ্বারা পরিচালিক বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজগুলোতে একই ধরনের টিচিং মেথড ও পূর্ব পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে। ▯ পাহাড়কাঞ্চনপুর এবং শমশেরনগরে দুটি ছাত্র হোস্টেল ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এ বিষয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী দূরবর্তী স্থান হতে বিদ্যালয়ে আসে অথবা যারা এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য পরীক্ষার পূর্বে হোস্টেলে রাখার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। ▯ পাহাড়কাঞ্চনপুর এবং শমশের নগরের লাইব্রেরী দুটি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় বই, জার্নাল এবং আসবাবপত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয় দুটিতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে। ▯ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে হেতু এ প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।
২। ‘‘বাংলাদেশ নৌবাহিনী চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিএন স্কুল ও কলেজের জন্য একাডেমিক ভবন নির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্প।	
▯ বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশে কয়েকটি স্থানে যেমন-অডিটরিয়ামের দেয়ালে ক্র্যাক সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা জানান যে দেয়ালের বীমের সাথে ব্রিক ওয়ালের সংযোগ না হওয়ার কারণে এটি হয়েছে। তবে এটি দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। নির্মাণ কাজের সময় যথাযথ তদারকী না থাকার ফলে উক্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। দরজায় ব্যবহৃত কাঠের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয়নি। এক্ষেত্রে অপরিপক্ক কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। ▯ বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশের নির্মাণ কাজের নক্সায় ত্রুটি থাকার কারণে বৃষ্টি হলে সহজেই বৃষ্টির পানি ক্লাস রুমসহ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে। এর ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।	▯ বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশের বিদ্যালয়ের বাথরুমে নিম্নমানের টাইলস স্থাপন ও রেলিং-এ ব্যবহৃত **Stainless Steel Bar** এবং জানালার গ্রীল এ মরিচা পড়া রোধে রং করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এছাড়া ভবনের অডিটরিয়ামে সৃষ্ট ক্র্যাক সংস্কারে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ▯ ভবিষ্যতে কোন নির্মাণ নকশা প্রণয়নের পূর্বে অসুবিধাগুলো বিবেচনায় নিয়ে নকশা প্রণয়নে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় পরামর্শক কর্তৃক নকশা অনুমোদনের পূর্বে এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশে বৃষ্টির পানি যাতে বিদ্যালয়ের ক্লাস

সমস্যা	সুপারিশ
বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত **Maintenance** না থাকার ফলে **Stainless steel** বারগুলোতে মরিচা পড়ছে এবং জানালার গ্রীল এ মরিচা পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে এগুলোর স্থায়িত্ব হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্লাস্টারের আস্তর খসে পড়ছে। বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশে তৃতীয় তলার ছাদে ২০ ইঞ্চি উচ্চতা সম্পন্ন রেলিং দেয়া হয়েছে, অসতর্কতার মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশে শিক্ষা কার্যক্রম দু'বছর পূর্বে শুরু করা হলেও এর লাইব্রেরীটি এখনো ব্যবহারের অনুপযোগী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। শিক্ষার্থী অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই ও আসবাবপত্র খুবই অপ্রতুল। আইসিটি ল্যাব এ ইন্টারনেট সংযোগ না থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তির সাথে নিবিড়ভাবে পরিচয় করানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তথ্য প্রবাহের এই সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি ফ্লোরে ৩টি করে ইউরিনাল ও টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে যা শিক্ষার্থী অনুপাতে যথেষ্ট নয়, ফলে এখান থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে নির্মাণ কাজে যে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিম্নমানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে।	রুমে প্রবেশ করতে না পারে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এখনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশে প্রতিবছর মেইনটেনেন্স খাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ রাখতে হবে। বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশের তৃতীয় তলার ছাদে **Stainless steel** রেলিং এর উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশে লাইব্রেরী ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র ও বই সংগ্রহের জন্য এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আইসিটি ল্যাব এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির সাথে মেলবন্ধন ঘটাতে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত সমস্যা ও সুপারিশের আলোকে আইএমইডি হতে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

‘‘বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি শমশেরনগর, মৌলভীবাজার এবং পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইলে বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ স্থাপন’’

সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

১। প্রকল্পের অবস্থান : বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইল এবং শমসের নগর, মৌলভীবাজার।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সেনাসদর, ইইনসি’র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর ও সেনাসদর, এজি’র শাখা (সমন্বয়), ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ, ঢাকা সেনানিবাস।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রামত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রামত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৩৬০০.০০ জিওবিঃ ৩৬০০.০০ প্রঃসাঃ --	মোটঃ ৩৮৩৬.১৭৮ জিওবিঃ৩৮৩৬. ১৭৮ প্রঃসাঃ --	মোটঃ ৩৫৮০.৮৪ জিওবিঃ ৩৫৮০.৮৪ প্রঃসাঃ --	জানু, ২০০৯ হতে জুন,২০১১	জানু, ২০০৯ হতে জুন,২০১২	জানু, ২০০৯ হতে জুন,২০১২	২৩৬.১৮ (৬.৫৭%)	১২ মাস (৪০%)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ		পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	মৃত্তিকা পরীক্ষা					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	৩২ বোর	১.৩৫	৩২	১.৩৫(১০০%)	৩২(১০০%)
	(খ) শমশেরনগর	৩০ বোর	১.৩৫	৩০	১.২০(৮৮.৮৮%)	৩০(১০০%)
২।	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	থোক	৯.০০	লট	৮.৮৯(৯৮.৭৭%)	থোক
	(খ) শমশেরনগর	থোক	৯.০০	লট	৮.৯০(৯৮.৮৯%)	থোক
৩।	আসবাবপত্র					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	থোক	১২৬.৭৩	লট	১২৬.৫১(৯৯.৮৩%)	থোক
	(খ) শমশেরনগর	থোক	১২৬.৭৩	লট	১২৫.৯৯(৯৯.৪২%)	থোক
৪।	ভূমি উন্নয়ন					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	ঘঃমিঃ	৭.০০	১২৭২.৭৩	১৫.৯১(৯৯.৪৩%)	১২৭২.৭৩(১০০%)
	(খ) শমশেরনগর)	ঘঃমিঃ	১৬.০০	১০১২৩.০০	১৬.০০(১০০%)	৮৩৫৭.৬৪(৮২.৫৬%)
৫।	প্রশাসনিক ও অফিস ভবন					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	বঃমিঃ	৯২.০০	৪৬৪.৫১	৮৯.৪২(৯৭.২০%)	৪৬৪.৫১(১০০%)
	(খ) শমশেরনগর	বঃমিঃ	১০২.৮১	৪৬৪.৫১	১০১.৮৩ (৯৯.০৪%)	৫১০.৯৪(১০৯.৯৯%)
৬।	একাডেমিক ভবন					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	বঃমিঃ	৯৫৮.১৭	৫৫৭৪.১৪	৮০৩.৬৪ (৮৩.৮৭%)	৫৫৭৪.১৪(১০০%)
	(খ) শমশেরনগর	বঃমিঃ	৯১২.৬৮	৫৫৭৪.১৪	৮৩২.৯৪(৯১.২৬%)	৫৬২৬.০৪(১০০.৯৩%)
৯।	হোস্টেল বিল্ডিং					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	বঃমিঃ	১৫৩.০০	৯৩৮.৩২	১৫২.৬৯(৯৯.৮৩%)	৯৩৮.৩২(১০০%)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(খ) শমশেরনগর	বঃমিঃ	১৭৩.৫৯	১০২৮.৯৮	১৭১.৫৯(৯৮.৮৫%)	১০২৮.৯৮(১০০%)
১০।	শিক্ষক কোয়ার্টার নির্মাণ					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	বঃমিঃ	৭৩.৯৭	৪০০.০০	৭২.৮৫(৯৮.৪৮%)	৩৯৯.৮৫(১০০%)
	(খ) শমশেরনগর	বঃমিঃ	৬৫.৭০	৪১৬.৮৪	৬৪.৬৫(৯৮.৪০%)	৪১৬.৮৪ (৯৯.৯৬%)
১১।	অন্যান্য নির্মাণ (অডিটরিয়াম)					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	বঃমিঃ	২৬৭.১০	১০০২.৭১	২৬৫.৩২(৯৯.৩৩%)	১০০২.৭১(১০০%)
	(খ) শমশেরনগর	বঃমিঃ	২৬৬.০০	১০০২.৭১	২৬৫.৯৬(৯৯.৯৮%)	৯৮০.৭৬(৯৭.৮২%)
১২।	রাস্তা নির্মাণ					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	বঃমিঃ	৬৬.৫৪	২৮৩০.৪২	৬৬.১০(৯৯.৩৩%)	২৮৩০.৪২(১০০%)
	(খ) শমশেরনগর	বঃমিঃ	৫৪.০০	২৭২৭.২০	৫২.৫৮(৯৭.৩৭%)	২৬১৪.৯৬(৯৫.৮৮%)
১৩।	ড্রেন নির্মাণ					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	মিটার	৩৩.১০	৯৭২.০০	৩২.২০(৯৭.২৮%)	৯৭২.০০(১০০%)
	(খ) শমশেরনগর	মিটার	৩৩.০০	৭৩০.০০	৩২.৯৩ (৯৯.৭৯%)	৭৩০.০০(১০০%)
১৪।	রিজার্ভারসহ বহিঃ পানি সরবরাহ লাইন					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	থোক	৩৩.৩১	থোক	৩২.৮৪(৯৯.৪৮%)	--
	(খ) শমশেরনগর	থোক	৬০.০০	থোক	৫৯.১৬(৯৮.৬০%)	--
১৫।	সাব স্টেশনসহ বহিঃ বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৪.৮৯(৯৯.৭৫%)	--
	(খ) শমশেরনগর	থোক	৫৫.০০	থোক	৫৪.৪৩(৯৮.৯৬%)	--
১৬।	অন্যান্য					
	(ক) পাহাড়কাঞ্চনপুর	থোক	৪০.৯৭	--	৩৯.৫৬(৯৬.৫৬%)	--
	(খ) শমশেরনগর	থোক	৫৮.২০	--	৫১.০৬(৮৭.৭৩%)	--
	মোট	**--**	**৩৮৩৬.১৭৮**	**--**	**৩৫৮০.৮৫**(৯৩.৩৪%)	

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** কোন উলেস্নখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** শিক্ষা একটি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার এর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সত্যিকার অর্থেই এ কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং যশোর এলাকায় অবস্থিত তার মূল ঘাঁটিসমূহে শাহীন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। ঐ সকল এলাকাতে ঐসব স্কুল ও কলেজসমূহ অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। বিমান বাহিনী সদস্যদের সংস্থান ছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণ এতে ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু টাঙ্গাইলে অবস্থিত বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর এবং মৌলভীবাজারে অবস্থিত বিমান বাহিনী ইউনিট শমশেরনগর এর ব্যতিক্রম। বিমানবাহিনীর উল্লিখিত স্থাপনাদ্বয়ের বিশ কিলোমিটারের মধ্যে বিমান বাহিনী সদস্যদের এবং স্থানীয় জনসাধারণের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার কোন সুযোগ নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক শিক্ষার এই চাহিদা নিরসনকল্পে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী উল্লিখিত এলাকা দুটিতে দুটি শাহীন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ হাতে নেয়। বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর এবং বিমান বাহিনী ইউনিট শমশেরনগর এলাকার পরিবেশ গতানুগতিকভাবেই অনুন্নত। শিক্ষা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিমানবাহিনী সদস্য ছাড়াও অন্যতম নিয়ামক হওয়া সত্ত্বেও উক্ত এলাকা দুটির জন্য তা সুলভ ও সহজলভ্য নয়। প্রস্তাবিত প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলে উলিস্নখিত এলাকার জনসাধারণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** টাঙ্গাইলের পাহাড়কাঞ্চনপুর এবং মৌলভীবাজারের শমশেরনগরস্থ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানাদি এবং আশেপাশের এলাকার স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩। **প্রকল্পের আঙ্গিকঃ**

৭.৪। **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ** প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর গত ১৫-০৩-২০০৭ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভায় আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্রধান-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে বিশদ আলোচনাপূর্বক ডিপিপি চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২-০৫-২০০৭ তারিখে প্রধান, এর সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। উক্ত সভা এবং পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২০-০৮-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে প্রকল্পটি পুন:পরীক্ষার সিদ্ধান্ত হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ জমির পরিমাণ কমিয়ে পুনঃউপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ২৩-১০-২০০৭ তারিখে একটি আমতঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্বিন্যাস করা হয় যা ২৪-০৩-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটি অনুমোদন না করে জমির পরিমাণ ১৮ একর যৌক্তিক নয় বলে জমির পরিমাণ আরও কমিয়ে যৌক্তিক পর্যায়ে রেখে প্রস্তাবটি পুনর্গঠন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে ২২-০৪-২০০৮ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে পুনর্গঠন করত: প্রকল্প দলিল চূড়ামত করা হয়। প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৭-১২-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৯-জুন,২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। ২৯-০১-২০০৯ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োজনে আসবাবপত্র, রাস্তা নির্মাণ, বহিঃপানি সরবরাহ, ইত্যাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি ১ম বারের মত সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর গত ০২-০২-২০১১ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয় যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১০-০৫-২০১১ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরন
		আরম্ভ	শেষ	
১।	এম মাহমুদুল ইসলাম উইং কমান্ডার ও প্রকল্প পরিচালক	২০ জানুয়ারী,২০০৯	২৫ অক্টোবর,২০১০	অতিরিক্ত দায়িত্ব
২।	জনাব মাখলুকার রহমান খান উইং কমান্ডার ও প্রকল্প পরিচালক	২৫ অক্টোবর,২০১০	৩০ জুন,২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্ব

৭.৬। **মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)ঃ** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) নমুনায়নের (Sampling) ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন;

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮.০। প্রকল্পের বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৩৬.১৭৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং অবমুক্ত করা হয়েছে ৩৬০৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৩৫৮০.৮৫ লক্ষ টাকা (৯৩.৩৪%)। প্রকল্পের অনুকূলে ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ সময় পর্যন্ত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীতে বরাদ্দ অবমুক্ত ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৯-১০	৯০০.০০	৯০০.০০	--	২৩.৪৬%	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	--	২৩.১৩

২০১০-১১	২০২৫.০০	২০২৫.০০	--	৫২.৭৯%	২০২৪.০০	২০২৪.০০	২০২৪.০০	--	৫৬.৫২%
২০১১-১২	৯১১.১৮	৯১১.১৮	--	২৩.৭৫%	৬৮৪.০০	৬৫৬.৮৫	৬৫৬.৮৫	--	১৮.৩৫%
মোট	**৩৮৩৬.১৮**	**৩৮৩৬.১৮**	**--**	**১০০%**	**৩৬০৮.০০**	**৩৫৮০.৮৫**	**৩৫৮০.৮৫**	**--**	**১০০%**

৮.২ **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ</u>** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আর্থিক ৩৮৩৬.১৭৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% দেখানো হয়েছে। প্রকল্পটির ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলোঃ

৮.২.১ মৃত্তিকা পরীক্ষাঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৬৪ বোর মৃত্তিকা পরীক্ষার জন্য ২.৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৬২ বোর মৃত্তিকা পরীক্ষা বাবদ ২.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ৯৪.৪৪% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অং&গ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১.					
পাহাড়কাঞ্চনপুর	**মৃত্তিকা পরীক্ষা ৩২ বোর**	১.৩৫	৩২ বোর	১.৩৫ (১০০%)	৩২ বোর (১০০%)
শমশের নগর'	**মৃত্তিকা পরীক্ষা ৩২ বোর**	১.৩৫	৩০ বোর	১.২০ (৮৮.৮৮%)	৩০ বোর (১০০%)

৮.২.২ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পটির আওতায় ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাংগাইল ও শমশেরনগর, মৌলভীবাজার-এর জন্য বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ১৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে প্রয়োজন অনুযায়ী সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ১৭.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৮৩% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৩ আসবাবপত্রঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে থোক হিসেবে আসবাবপত্র খাতে ২৫৩.৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। প্রকল্প মেয়াদে প্রয়োজন অনুযায়ী আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে ২৫২.৫১ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬২ ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৪ ভূমি উন্নয়নঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ১১৩৯৫.৭৩ ঘন মিটার মাটি সংগ্রহের জন্য ২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৯৬৩০.৩৭ ঘন মিটার মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ২২.৮৮ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯১.২৮%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১.					
পাহাড়কাঞ্চনপুর	**ভূমি উন্নয়ন**	৭.০০	১২৭২.৭৩ ঘ:মি:	৬.৯৭ (৯৯.৫৭%)	১২৭২.৭৩ (১০০%)
শমশের নগর'	**ভূমি উন্নয়ন ৩২ বোর**	১৬.০০	১০১২৩.০০ ঘ:মি:	১৫.৯১ (৯৯.৪৩%)	৮৩৫৭.৬৪ (৮২.৫৬%)

৮.২.৫ একাডেমিক ভবনঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ১১১৪৮.২৮ বঃ মিঃ আয়তনের দুটি একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য ১৮৭০.৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে মোট ১১২০০.১৮ বর্গ মিটার আয়তনের দুটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৬৩৬.৫৮ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক ৮৩.৮৩% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬
পাহাড়কাঞ্চনপুর	৩তলা ভীতসহ ৩তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৯৫৮.১৭	৫৫৭৪.১৪ বঃ মিঃ	৮০৩.৬৪ (৮৩.৮৭%)	৫৫৭৪.১৪ বঃ মিঃ (১০০%)
শমশের নগর	৪তলা ভীতসহ ৪তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৯১২.৩৮	৫৫৭৪.১৪ বঃ মিঃ	৮৩২.৯৪ (৯১.২৬%)	৫৬২৬.০৪ (১০০.১৩%)

৮.২.৬ **প্রশাসনিক ভবনঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ৯২৯.০২ বর্গ ফুট আয়তনের দুটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৯৪.৮১ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে মোট ৯৭৫.৪৫ বর্গ ফুট আয়তনের দুটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৯১.২৫ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.১৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০৪.৯৯%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
পাহাড়কাঞ্চনপুর	২তলা ভীতসহ ২তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	৯২.০০	৪৬৪.৫১ বঃ মিঃ	৮৯.৪২ (৯৭.২০%)	৪৬৪.৫১ বঃ মিঃ (১০০%)
শমশের নগর	২তলা ভীতসহ ২তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	১০২.৮১	৪৬৪.৫১ বঃ মিঃ	১০১.৮৩ (৯৯.০৪%)	৫১০.৯৪ (১০৯.৯৯%)

৮.২.৭ **ক) হোস্টেল বিল্ডিং:** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ১৯৬৭.৩০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দুটি হোস্টেল ভবন নির্মাণের জন্য ৩২৬.৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে মোট ১৯৬৭.৩০ বঃ ফুট আয়তনের দুটি হোস্টেল বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩২৪.২৮ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.২৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
পাহাড়কাঞ্চনপুর	৩তলা ভীতসহ ২তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ	১৫৩.০০	৯৩৮.৩২ বঃমিঃ	১৫২.৬৯ (৯৯.৮০%)	৯৩৮.৩২ বঃ মিঃ (১০০%)
শমশের নগর	৩তলা ভীতসহ ২তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ	১৭৩.৫৯	১০২৮.৯৮ বঃ মিঃ	১৭২.০০ (৯৮.৮৫%)	১০২৮.৯৮ বঃ মিঃ (১০০%)

৮.২.৮ **খ) শিক্ষক কোয়ার্টারঃ** প্রকল্পটির আওতায় বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাংগাইল ও শমশেরনগর মৌলভীবাজার-এর জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ ৩তলা ফাউন্ডেশনসহ ২তলা নির্মাণ ৮১৬.৮৪ বঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট দুটি শিক্ষক কোয়ার্টার নির্মাণের লক্ষ্যে ১৩৭.৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে ৮১৬.৮৪ বঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট দুটি শিক্ষক কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ১৩৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৪৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৮%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাসত্মবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
পাহাড়কাঞ্চনপুর	৩তলা ভীতসহ ২তলা শিক্ষক কোয়ার্টার নির্মাণ	৭৩.৯৭	৪০০ বঃমিঃ	৭২.৮৫ (৯৮.৪৮%)	৩৯৯.৮৫ বঃ মিঃ (৯৯.৯৬%)
শমশের নগর	৩তলা ভীতসহ ২তলা শিক্ষক কোয়ার্টার নির্মাণ	৬৫.৭০	৪১৬.৮৪ বঃ মিঃ	৬৪.৬৫ (৯৮.৪০%)	৪১৬.৮৪ বঃ মিঃ (১০০%)

৮.২.৯ **অন্যান্য নির্মাণ (অডিটরিয়াম):** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ২০০৫.৪২ বর্গ মিটার আয়তনের দুটি ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য ৫৩৩.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৮৩.৪৪ বর্গ মিটার আয়তনের ৫০০ আসনের মোট দুটি অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৫৩১.২৮ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৯০%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
পাহাড়কাঞ্চনপুর	৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম	২৬৭.১০	১০০২.৭১ বঃ মিঃ	২৬৫.৩২ (৯৯.৩৩%)	১০০২.৭১ বঃ মিঃ (১০০%)
শমশের নগর	৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম	২৬৬.০০	১০০২.৭১ বঃ মিঃ	২৬৫.৯৬ (৯৯.৯৮%)	৯৮০.৭৬ বঃ মিঃ (৯৭.৮২%)

৮.২.১০ রাস্তা নির্মাণঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫৬০২.৬২ বঃ মিঃ অভ্যন্তরীণ রাস্তা উন্নয়নের জন্য ১২০.৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৫৪৪৫.৩৮ বঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১১৮.৬৮ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.১৯%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাসত্মবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
পাহাড়কাঞ্চনপুর	**বিটুমিন রাস্তা**	৬৬.৫৪	২৮৩০.৪২ বঃ মিঃ	৬৬.১০ (৯৯.৩৩%)	২৮৩০.৪২ বঃ মিঃ (১০০%)
শমশের নগর	**বিটুমিন রাস্তা**	৫৪.০০	২৭২৭.২০ বঃ মিঃ	৫২.৫৮ (৯৭.৩৭%)	২৭২৭.০০ বঃ মিঃ (৯৫.৮৮%)

৮.২.১১ ড্রেন নির্মাণঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৭০২ মিঃ ড্রেন নির্মাণের জন্য ৬৬.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৭০২ মিঃ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৬৫.১৩ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক ৯৮.৫৩% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
পাহাড়কাঞ্চনপুর	**ড্রেন নির্মাণ**	৩৩.১০	৯৭২ মিঃ	৩২.২১ (৯৯%)	৯৭২ মিঃ (১০০%)
শমশের নগর	**ড্রেন নির্মাণ**	৩৩.০০	৭৩০ মিঃ	৩২.৯৩ (৯৯.৭৮%)	৭৩০ মিঃ (১০০%)

৮.২.১২ রিজার্ভারসহ বহিঃ পানি সরবরাহ লাইনঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ২০০০০ গ্যালনের দুটি রিজার্ভারসহ বহিঃ পানি সরবরাহের জন্য থোক হিসেবে ৯৩.৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ২০০০০ গ্যালনের দুটি রিজার্ভারসহ বহিঃ পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৯২.০০ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৬০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.১৩ সাবস্টেশনসহ বহিঃবিদ্যুৎ লাইন স্থাপনঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০০ কেভিএ সাব ষ্টেশনসহ বহিঃবিদ্যুৎ লাইন স্থাপনের ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৫০০ কেভিএ সাবস্টেশনসহ বহিঃ বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৯৯.৩২ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৩২% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.১৪ অন্যান্যঃ গ্যাস সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, পরামর্শক, অদৃশ্য ব্যয়, সভার সম্মানী বাবদ মোট ৯৯.১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদ এখাতে ব্যয় করা হয়েছে ৯০.৬২ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৩৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.০। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত	**অর্জিত**
টাঙ্গাইলের পাহাড়কাঞ্চনপুর এবং মৌলভীবাজারের শমশেরনগরস্থ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সন্তানাদি এবং আশেপাশের এলাকার স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করা।	টাঙ্গাইলের পাহাড়কাঞ্চনপুর এবং মৌলভীবাজারের শমশেরনগরস্থ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সন্তানাদি এবং আশেপাশের এলাকার স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণ:</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১.০। <u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u> প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশে গুণগত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যমান ২টি স্কুল ও কলেজের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কলেজগুলোর শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং গুণগত শিক্ষার প্রসার হয়েছে।

১২.০। <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u> কার্যক্রম গত ০৪-০৫-২০১৩ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে বিমানবাহিনীর ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাংগাইল অংশের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পটির পরিদর্শনের সময় এজিই (এয়ার) ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্ত পরিদপ্তরের

মাধ্যমে নির্মাণ নকশা ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করানো হয়েছে। প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও বাস্তবায়নের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১২.১। পাহাড়কাঞ্চনপুরঃ গ্যাসসহ সিলিন্ডার সরবরাহ করার কথা থাকলেও গ্যাস ছাড়াই খালি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। আসবাবপত্রের গুণগতমান ভাল বলে মনে হয়নি। ডিপিপি অনুযায়ী পরিপক্ক শীল কড়ই কাঠ সরবরাহ করার কথা থাকলেও স্যাপলিং উড এর কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র বানানো হয়েছে। পাহাড়কাঞ্চনপুর টাংগাইলে আনুষঙ্গিক কাজসহ ১*৪ শিক্ষক বাসস্থান নির্মাণের কাজটি যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজের গুণগত মান ভাল বলে মনে হয়েছে। রান্নাঘর/খাবারঘরসহ হোস্টেল বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু হোস্টেলটিতে কোন ছাত্র না থাকায় এবং এটি অব্যবহৃত থাকার কারণে কোলাপসিবল গেটসহ আসবাবপত্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। হোস্টেলটি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেছে। এটি রক্ষণাবেক্ষণে আরো মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন এবং ছাত্রদের থাকার জন্য হোস্টেলটি ব্যবহারের আবশ্যকতা রয়েছে। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আশপাশের গ্রাম থেকে বিদ্যালয়ে আসে। এ কারণে তারা হোস্টেলে থাকতে আগ্রহী নয় বলে জানা গেছে। এ বিষয়টি ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বেই বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন ছিল।

১২.১.১ প্রশাসনিক ভবনসহ একাডেমিক বিল্ডিং এবং ৫০০ সীট বিশিষ্ট একটি অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। অডিটরিয়ামের নির্মাণ কাজের গুণগতমান ভাল। তবে দরজায় ব্যবহৃত কাঠের গুণগতমান ভাল নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নমানের স্যাপলিং উড এর কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলার জন্য কোন মাঠ নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাশে একটি অব্যবহৃত স্থান ভরাট করে খেলার মাঠ উপযোগী করে গড়ে তোলা যেতে পারে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতা বিকাশে কো-কারিকুলাম এক্টিভিটিজ যেমন-সাংস্কৃতিক চর্চা ও খেলাধূলার পরিবেশ উন্নয়নে আরো সচেষ্ট হতে হবে। একটি ৫০০ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এটি বর্তমানে সচল অবস্থায় দেখা গেছে।

১২.১.২ পরিদর্শনের দিন বিদ্যালয়ে প্রায় সকল ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিতির হার অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০% ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিত। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক জানান, পুর্বে শনিবার স্কুল বন্ধ রাখা হত কিন্তু হরতালের কারণে প্রতি শনিবার স্কুল খোলা রাখা হচ্ছে, ফলে এ দিন উপস্থিতির হার অনেক কম থাকে। তবে তারা জানান অভিভাবক সমাবেশে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং অচিরেই উপস্থিতির হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। ক্লাসে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক বিষয়ের উপর লেসন প্ল্যাণ অনুসরণ করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এছাড়া বিমান বাহিনীর সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকের আরও বেশি মনিটরিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। বিদ্যালয়টিতে শতকরা ৯৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী স্থানীয় শিক্ষার্থী এবং ৫ ভাগ বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ও পাশের হার নিম্নে দেয়া হলঃ

শ্রেণী		বিএএফ শাহীন কলেজ পাহাড়কাঞ্চনপুর এর শিক্ষার্থী সংখ্যা
শিশু শ্রেণী		৪১
প্রথম শ্রেণী		৫৮
দ্বিতীয় শ্রেণী		৬৫
তৃতীয় শ্রেণী		৬৯
চতুর্থ শ্রেণী		৮২
পঞ্চম শ্রেণী		৭৩
ষষ্ঠ শ্রেণী		১২৫
সপ্তম শ্রেণী		১০৭
অষ্টম শ্রেণী		৫৭
নবম শ্রেণী	বিজ্ঞান	৭৯
	মানবিক	
	ব্যবসায় শিক্ষা	
দশম শ্রেণী		৪৩
একাদশ শ্রেণী	বিজ্ঞান	৮১
	মানবিক	–
	ব্যবসায় শিক্ষা	৪৯
মোট শিক্ষার্থী		৯২৯

শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদবী		বিএএফ শাহীন কলেজ পাহাড়কাঞ্চনপুর এর শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা
১	প্রভাষক		১৫ জন
২	শিক্ষক		২৫ জন
৩	গ্রন্থাগারিক		০১ জন
৪	কর্মচারী	৩য় শ্রেণী	০৬ জন
		৪র্থ শ্রেণী	১৪ জন
সর্বমোট			**৬১ জন**

বিএএফ শাহীন কলেজ পাহাড়কাঞ্চনপুরঃ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জে এস সি ও এস এস সি পরীক্ষার সর্বশেষ ফলাফলঃ

শ্রেণি			এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	এফ	পাশের হার	মোট
প্রাঃ শিঃ সমাপনী পরীক্ষা		২০১২	১০	৩২	০৫	০৫	০৩	-	-	১০০%	৫৫
জেএসসি		২০১২	০৭	২১	০৭	০৫	০৫	-	০১	৯৭.৮৩%	৪৬
এসএসসি	বিজ্ঞান	২০১৩	০৭	০৭	-	-	-	-	-	১০০%	২৪
	মানবিক		-	০৮	০১	-	-	-	-		
	বানিজ্য		-	০১	-	-	-	-	-		

২.২। শমশের নগরঃ বিদ্যালয়টি গত ১১-০৫-২০১৩ তারিখে এই অংশটি পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রাখা হয়নি। ফলে বিদ্যালয়টি গত এক বছর আগে চালু করা হলেও লাইব্রেরী এখনো ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, লাইব্রেরীতে কোন বই সংগ্রহ করা হয়নি।

ছাত্র হোস্টেলটি এখনো অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে ৫জন শিক্ষক হোস্টেলটিতে অবস্থান করছে। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, বর্তমানে কোন ছাত্র-ছাত্রী এখানে থাকার আগ্রহ দেখায়নি, ফলে নির্মিত ভবনটি অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যাচ্ছে।

বিদ্যালয়ের মাঠটি খেলার উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা হয়নি। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, মাঠের সীমানা নিয়ে চা বাগান মালিকের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ভূমি উন্নয়নের কাজ করা হবে। এছাড়া একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন এবং অডিটরিয়ামের নির্মাণ কাজের গুণগতমান ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার কিছুটা কম বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বিমানবাহিনী এবং সিভিল জনগণের অনুপাত ৪:৯৬। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে আরো নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করানোর জন্য বিদ্যালয়টিতে একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদ্যালয় মনিটরিং জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

বিএএফ শাহীন কলেজ শমশেরনগর এর শিক্ষার্থী সংখ্যা

শ্রেণী		শিক্ষার্থী সংখ্যা
শিশু শ্রেণী		১২১
প্রথম শ্রেণী		১১৯
দ্বিতীয় শ্রেণী		১২৫
তৃতীয় শ্রেণী		১২২
চতুর্থ শ্রেণী		১২৩
পঞ্চম শ্রেণী		১১৯
ষষ্ঠ শ্রেণী		১২৪
সপ্তম শ্রেণী		৮২
অষ্টম শ্রেণী		৮২
নবম শ্রেণী	বিজ্ঞান	৪০
	মানবিক	৪০
	ব্যবসায় শিক্ষা	২৪
দশম শ্রেণী		–
একাদশ শ্রেণী	বিজ্ঞান	–
	মানবিক	–
	ব্যবসায় শিক্ষা	–

মোট শিক্ষার্থী	১১২১

শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদবী		বিএএফ শাহীন কলেজ শমশেরনগর এর শিক্ষার্থী সংখ্যা
১	প্রভাষক		১৫ জন
২	শিক্ষক		২৭ জন
৩	গ্রন্থাগারিক		-
৪	কর্মচারী	৩য় শ্রেণী	০৬ জন
		৪র্থ শ্রেণী	১৭ জন
সর্বমোট			**৬৫ জন**

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সর্বশেষ ফলাফলঃ বিএএফ শাহীন কলেজ শমশেরনগর

শ্রেণী		এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	এফ	পাশের হার	মোট
প্রাঃ শিঃ সমাপনী পরীক্ষা	২০১২	৩৪	০৪	০১	-	-	-	-	১০০%	৩৯

১৩.০। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৩.১। **পাহাড়কাঞ্চনপুরঃ** বিদ্যালয়টিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার অত্যন্ত কম। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম এবং ৮ম শ্রেণীতে উপস্থিতির হার মাত্র ৫০%। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, শনিবারে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার অন্য দিনের তুলনায় কম হয়ে থাকে।

১৩.২। শিক্ষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়া যেহেতু বিদ্যালয়টি বিমানবাহিনী দ্বারা পরিচালিত সুতরাং এখানে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির আরো বেশী সক্রিয়া ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়েছে।

১৩.৩। পাহাড়কাঞ্চনপুরে গ্যাসসহ সিলিন্ডার দেয়ার কথা থাকলেও পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কয়েকটি খালি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে।

১৩.৪। পাহাড়কাঞ্চনপুরে কাঠের গুণগত মান ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী পরিপক্ক শিল কড়ই দেয়ার কথা থাকলেও অপরিপক্ক কাঠের চেয়ার, টেবিল সরবরাহ করা হয়েছে। দরজার কাঠের গুণগতমানও সন্তোষজনক নয়।

১৩.৫। বিমানবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ-এর সবগুলো স্কুলে একই কারিকুলাম ও লেসন পল্যান এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং বোর্ডের নির্ধারিত কারিকুলাম অনুসরণ করা প্রয়োজন।

১৩.৬। পাহাড়কাঞ্চনপুরে জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ৯৭.৮৩%। এটি ১০০% এ উন্নীত করার জন্য শিক্ষকসহ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির আরো বেশি তৎপর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে সমাপনী এবং এসএসসিতে পাশের হার ১০০% যা সন্তোষজনক।

১৪.০। শমশের নগরঃ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনুপাতে স্থানীয় জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১৪.১। বিদ্যালয়ের হোস্টেল ভবনটি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় দেখা গেছে। এ জন্য হোস্টেলের কলাপসিবল গেট ও জানালা দরজা ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি উন্নয়ন করে খেলাধূলার উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও ক্লাস মনিটরিংকে আরও বেশি গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১৪.২। পরিকল্পনা নীতিমালা অনুযায়ী ২০.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্যয়সম্বলিত প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দানের নিয়ম থাকলেও এ প্রকল্পে তা মানা হয়নি।

১৪.৩। বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগতমান বজায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে আরো বেশি সচেষ্ট হতে হবে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% এবং মোট ৩৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে এ+ প্রাপ্তির সংখ্যা ৩৪ জন যা প্রশংসার দাবী রাখে।

১৫.০। সুপারিশঃ

১৫.১। প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত প্রশাসনিক, একাডেমিক ও অডিটরিয়াম ভবনের সমস্ত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্মিত ভবনটি থেকে দ্রুত উপযোগিতা পেতে পারে।

১৫.২। ভবিষ্যতে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যাতে নির্মাণ কাজের পূর্বেই আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করা হয়। তাছাড়া সরবরাহকৃত আসবাবপত্রগুলো যাচাইপূর্বক দ্রুত নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫.৩। সার্বিক কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

১৫.৪। পাহাড়কাঞ্চনপুরে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধির জন্য অভিভাবকদের সাথে কমপক্ষে ৩ মাস অন্তর একটি সভা করে উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষকসহ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৫.৫। পাহাড়কাঞ্চনপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লেসন প্ল্যান অর্থাৎ পূর্ব পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে বিমানবাহিনী দ্বারা পরিচালিক বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজগুলোতে একই ধরনের টিচিং মেথড ও পূর্ব পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

১৫.৬। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিমানবাহিনী হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। এছাড়া বিএফ শিক্ষা কোরের কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

১৫.৭। পাহাড়কাঞ্চনপুরে গ্যাসসহ প্রয়োজনীয় সিলিন্ডার সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিলম্বে অথচ গ্যাস ছাড়া সিলিন্ডার সরবরাহের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৫.৮। পাহাড়কাঞ্চনপুরে চেয়ার, টেবিল ও দরজায় ব্যবহৃত কাঠের মান পরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১৫.৯। পাহাড়কাঞ্চনপুর এবং শমশের নগরের লাইব্রেরী দুটি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় বই, জার্নাল এবং আসবাবপত্র সংগ্রহ করার ব্যপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয় দুটিতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৫.১০। পাহাড়কাঞ্চনপুর এবং শমশেরনগরে দুটি ছাত্র হোস্টেল ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এ বিষয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী দূরবর্তী স্থান হতে বিদ্যালয়ে আসে অথবা যারা এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য পরীক্ষার পূর্বে হোস্টেলে রাখার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

১৫.১১। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

১৫.১২। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে হেতু এ প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

‘‘বাংলাদেশ নৌবাহিনী চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিএন স্কুল ও কলেজের জন্য একাডেমিক ভবন নির্মাণ’’
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১। প্রকল্পের অবস্থান : বাংলাদেশ নৌবাহিনী চট্টগ্রাম ও খুলনা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : নৌবাহিনী সদর দপ্তর, অপারেশন ব্রাঞ্চ, ওয়ার্কস এবং আর্মি হেড কোয়ার্টার্স ইইনসি’র ব্রাঞ্চ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট: ২০০০.০০ জিওবিঃ ২০০০.০০ প্রঃসাঃ --	মোট: ২১৯৮.০০ জিওবিঃ ২১৯৮.০০ প্রঃসাঃ --	মোট: ২০৭৯.০০ জিওবিঃ ২০৭৯.০০ প্রঃসাঃ --	জানু, ২০০৯ হতে জুন,২০১১	জানু, ২০০৯ হতে জুন,২০১২	জানু, ২০০৯ হতে জুন,২০১২	(৫.৪১%) কম	১২ মাস (৪০%)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
!	মৃত্তিকা পরীক্ষা					
	(ক) চট্টগ্রাম	১০ বোর	.৫০	১০ বোর	০.৫০(১০০%)	১০ বোর (১০০%)
	(খ) খুলনা	১০ বোর	.৫০	১০ বোর	০.৫০(১০০%)	১০ বোর (১০০%)
২।	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি					
	(ক) চট্টগ্রাম	থোক	৪.৪৭	থোক	৫.০১২(১১২.১২%)	থোক (১০০%)
	(খ) খুলনা	থোক	২.৮৪	থোক	২.২৯(৮০.৬৩%)	থোক (১০০%)
৩।	আসবাবপত্র					
	(ক) চট্টগ্রাম	থোক	৪৫.৬৮	থোক	৪৫.৪৮(১০০%)	থোক (১০০%)
	(খ) খুলনা	থোক	৩৭.৫৪	থোক	৩৭.৩৪(৯৯.৪৬%)	থোক (১০০%)
৪।	ভূমি উন্নয়ন					
	(ক) চট্টগ্রাম	ঘঃমিঃ	২৭.৩২	৫৬৩৪ ঘঃ মিঃ	২৭.৩২(১০০%)	৫৬৩৪ ঘঃ মিঃ (১০০%)
	(খ) খুলনা	ঘঃমিঃ	৪৪.৪৭	৮০৮৬ ঘঃ মিঃ	৪৪.৪৭(১০০%)	৮০৮৬ ঘঃ মিঃ (১০০%)
৫।	স্টেশনারী					
	(ক) চট্টগ্রাম	থোক	০.৯০	থোক	০.৮৯৪ (৯৯.৩৩%)	থোক (১০০%)
	(খ) খুলনা	থোক	০.৯০	থোক	০.৮৯৪ (৯৯.৩৩%)	থোক (১০০%)
৬।	পরিবহন					
	(ক) চট্টগ্রাম	থোক	২.৪০	থোক	১.৮৮২(৭৮.৪১%)	থোক (১০০%)
	(খ) খুলনা	থোক	২.৪০	থোক	০.৫৯৯(২৪.৯৫%)	থোক (১০০%)
৭।	পরামর্শক					
	(ক) চট্টগ্রাম	থোক	৩.৭০	থোক	৩.২০(৮৬.৪৮%)	থোক (১০০%)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(খ) খুলনা	থোক	৩.৭০	থোক	৩.২০(৮৬.৪৮%)	থোক (১০০%)
৮।	সম্মানী					
	(ক) চট্টগ্রাম	থোক	১.৩০	থোক	১.৩০(১০০%)	থোক (১০০%)
	(খ) খুলনা	থোক	১.৩০	থোক	১.৩০(১০০%)	থোক (১০০%)
৯।	নির্মাণ কাজ					
	(ক) চট্টগ্রাম	বঃ মিঃ	৯৫৭.৯৯	৬৭১৯ বঃমিঃ	৯৩৩.৬৫(৯৪.৪৫%)	৬৭১৯.০০(১০০%)
	(খ) খুলনা	বঃ মিঃ	৯৭১.৭০	৬৭১৯ বঃ মিঃ	৯১৮.০১(৯৪.৪৭%)	৬৭১৯.০০(১০০%)
১০।	রাস্তা					
	(ক) চট্টগ্রাম	বঃ মিঃ	৮.৩৪	৫৭৫ বঃ মিঃ	৮.৩৩(৯৯.৯৯%)	৫৭৫(১০০%)
	(খ) খুলনা	বঃ মিঃ	৪.০০	২৭৬ বঃ মিঃ	৪.০০(১০০%)	১১৪(৪১.৩০%)
১১।	ড্রেন					
	(ক) চট্টগ্রাম	মিটার	৭.০০	৪০০ মিটার	৬.৬৬(৯৫.১৪%)	৪০০(১০০%)
	(খ) খুলনা	মিটার	৩.১৬	১০০ মিটার	৩.১৬(১০০%)	২৬৯(২৬৯%)
১২।	বহিঃপানি সরবরাহ লাইন					
	(ক) চট্টগ্রাম	বঃ মিঃ	৪.৮২	থোক	৪.৮২ বঃমিঃ (১০০%)	থোক (১০০%)
	(খ) খুলনা	বঃ মিঃ	৪.০০	থোক	৪.৮২ বঃমিঃ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৩।	বহিঃবিদ্যুৎ লাইন স্থাপন					
	(ক) চট্টগ্রাম	মিটার	১৫.০০	থোক	১৪.৯৯ (৯৯.৯৯%)	থোক (১০০%)
	(খ) খুলনা	মিটার	৫.০০	থোক	৫.০০(১০০%)	থোক (১০০%)
১৪।	অন্যান্য					
	(ক) চট্টগ্রাম	থোক	১৯.৭৯	থোক	--	--
	(খ) খুলনা	থোক	১৭.২৮	থোক	--	--
	মোট	**--**	**২১৯৮.০০**	**--**	**২০৭৯.০০ (৯৪.৫৮%)**	**৯৯.৯২%**

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। **পটভূমি:** বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। অত্র স্কুলে ১ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৪৫০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। প্রতি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭০/৭৫ জনের বেশী। প্রতি ক্লাসে এত বেশী ছাত্র-ছাত্রী হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা কষ্টসাধ্য। অত্র এলাকায় মানসম্মত শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও অভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত ক্লাস রুমের অভাবে নৌবাহিনীর সদস্য এবং সাধারণ জনগণের ছেলে-মেয়েরা অত্র স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়া অত্র এলাকায় সাধারণ লোকের বসবাস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন একাডেমিক ভবন নির্মিত হলে প্রায় ২০০০ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে। যার প্রায় অর্ধেক সাধারণ জনগণের ছেলে-মেয়ে। অত্র স্কুলে সাধারণ জনসাধারণের ছেলে মেয়েদের ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা হলে তা নৌবাহিনীর সাথে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

১৯৭৯ সাল হতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। ইতোমধ্যে ভাল ফলাফলের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই স্কুলের সন্নিকটে নৌবাহিনীর আবাসিক এলাকা ছাড়াও মজগুন্নী আবাসিক এলাকা, বয়রা আবাসিক এলাকা, হাউজিং স্টেট খুলনা, মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন, বিডিআর সেক্টর হেড কোয়ার্টার অবস্থিত। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখানে উক্ত এলাকা থেকে ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ার জন্য আসে। অত্র স্কুলে ৫ম শ্রেণী পর্যমত ২টি সেকশন, ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী

পর্যমত ৩টি সেকশন, ১০ম শ্রেণীতে ২টি সেকশন এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ৪টি সেকশন রয়েছে। প্রতি সেকশনে প্রায় ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। প্রতি সেকশনে এত বেশী ছাত্র-ছাত্রী হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা কষ্টসাধ্য। বর্তমানে স্কুলে প্রায় ১৭০০ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে এবং ২ শিফটে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় মানসম্মত ল্যাবরেটরী, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরীর অভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে যদি ক্লাস রুমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা না হয় তাহলে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের সাথে পার্শ্ববর্তী জনসাধারণের ছেলে মেয়েরাও গুণগত শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। ইতোমধ্যে স্কুলটিতে আধা পাকা বিল্ডিং তৈরী করে সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ৫তলা বিশিষ্ট একাডেমী ভবন নির্মাণ করা হলে ১৬টি নতুন সেকশন খোলা যাবে, যার ফলে ৮০০ জন নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তির সযোগ পাবে। এছাড়াও আধুনিক ল্যাবরেটরী, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরী এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** বাংলাদেশ নৌবাহিনী এলাকা, খালিশপুর, খুলনা এবং পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম এর নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে এবং আশপাশের এলাকার স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের সুন্দর পরিবেশে উন্নতমানের শিক্ষা প্রদান করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩। **প্রকল্পের আঙ্গিক:**

৭.৪। **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ** প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর গত ২১-০১-২০০৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৪-১২-২০০৮ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২০০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী,২০০৯-জুন,২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। ০৫-০১-২০০৯ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োজনে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কল্পে মেয়াদ বৃদ্ধি ও কিছু কিছু অঙ্গের পরিমাণ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পটি ১ম বারের মত সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর গত ০২-০২-২০১১ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি ২১৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারী,২০০৯-জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরন
		আরম্ভ	শেষ	
১।	ক্যাপ্টেন এ বি চৌধুরী	২০-১১-২০০৯	৩১-০৫-২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত
২।	ক্যাপ্টেন এম কে বখতিয়ার	০১-০৬-২০০৯	৩০-০৬-২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত

৭.৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)ঃ** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) নমুনায়নের (Sampling) ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন;

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮.০। **প্রকল্পের বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দ:**

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৯৮.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং অবমুক্ত করা হয়েছে ২০৭৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২০৭৯.০০ লক্ষ টাকা (৯৪.৫৯%)। প্রকল্পের অনুকূলে ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ সময় পর্যন্ত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৯-১০	৮০০.০০	৮০০.০০	--	৩৬.৪০%	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	--	৩৮.৪০%
২০১০-১১	১০৬০.০০	১০৬০.০০	--	৪৮.২২%	১০৬০.০০	১০৬০.০০	১০৬০.০০	--	৫০.৯৮%
২০১১-১২	৩৩৮.০০	৩৩৮.০০	--	১৫.৩৮%	২১৯.০০	২১৯.০০	২১৯.০০	--	১০.৫৪%
মোট	**২১৯৮.০০**	**২১৯৮.০০**	**--**	**১০০%**	**২০৭৯.০০**	**২০৭৯.০০**	**২০৭৯.০০**	**--**	**৯৯.৯২%**

৮.২ **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি</u>** : প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ২০৭৯.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯২% দেখানো হয়েছে। প্রকল্পটির ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ আর্মি হেডকোয়ার্টার্স ই-ইনসি'র ব্রাঞ্চ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো:

৮.২.১ মৃত্তিকা পরীক্ষাঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ২০ বোর মৃত্তিকা পরীক্ষার জন্য ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ২০ বোর মৃত্তিকা পরীক্ষা বাবদ ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ১০০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১.					
চট্টগ্রাম	মৃত্তিকা পরীক্ষা ১০ বোর	.৫০	১০ বোর	.৫০ (১০০%)	১০ বোর (১০০%)
খুলনা	মৃত্তিকা পরীক্ষা ১০ বোর	.৫০	১০ বোর	.৫০ (৮৮.৮৮%)	১০ বোর (১০০%)

৮.২.২ ইক্যুইপমেন্ট এবং মেশিনারীঃ প্রকল্পটির আওতায় ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী বাংলাদেশ নৌবাহিনী চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিএন স্কুল ও কলেজের জন্য বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং মেশিনারী সংগ্রহের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৭.৩১ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে প্রয়োজন অনুযায়ী সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ৭.৩০২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৩ আসবাবপত্রঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে থোক হিসেবে আসবাবপত্র খাতে ৮৩.২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। প্রকল্প মেয়াদে প্রয়োজন অনুযায়ী আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে ৮৩.০২ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৪ ভূমি উন্নয়নঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ১৩৭২০ ঘন মিটার মাটি সংগ্রহের জন্য ৭১.৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৩৭২০ ঘন মিটার মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৭১.৭৯ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১.					
চট্টগ্রাম	ভূমি উন্নয়ন	২৭.৩২	৫৬৩৪	২৭.৩২ (১০০%)	৫৬৩৪ (১০০%)
খুলনা	ভূমি উন্নয়ন ৩২ বোর	৪৪.৪৭	৮০৮৬	৪৪.৪৭ (১০০%)	৮০৮৬ (১০০%)

৮.২.৫ একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবনঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ১৩৪৩৮ বঃ মিঃ আয়তনের দুটি একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের জন্য ১৯২৯.৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে মোট ১৩৪৩৮

বর্গ মিটার আয়তনের দুটি একাডেমিক-কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৮৫১.৬৫৩ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক ৯৫.৯৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
চট্টগ্রাম	একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	৯৫৭.৯৯	৬৭১৯ বঃমিঃ	৯৩৩.৬৫৩ (৯৭.৪৬%)	৬৭১৯ বঃ মিঃ (১০০%)
খুলনা	একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	৯৭১.৭০	৬৭১৯ বঃমিঃ	৯১৮.০০ (৯৪.৪৭%)	৬৭১৯ বঃ মিঃ (১০০%)

৮.২.৬ স্টেশনারী: প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এখাতে বরাদ্দ ছিল ১.৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১.৮০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৭ পরিবহণ (যানবাহন ভাড়া): প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে যানবাহন ভাড়া বাবদ ৪.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে মোট ২.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে । এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৬৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৮ পরামর্শক ব্যয়ঃ প্রকল্পটির আওতায় বিএন স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম ও খুলনার জন্য পরামর্শক ব্যয় ধরা হয়েছে ৭.৪০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে এ বাবদ ৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৪৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৯ সভার সম্মানীঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে সম্মানী খাতে ২.৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ২.৬০ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬১% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.১০ রাস্তা নির্মাণঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৮৫১ বঃ মিঃ অভ্যন্তরীণ রাস্তা উন্নয়নের জন্য ১২.৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৬৮৯ বঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১২.৩৩ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯১%ও বাস্তব অগ্রগতি ৮০.৯৬%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
চট্টগ্রাম	**বিটুমিন রাস্তা**	৮.৩৪	৫৭৫ বঃ মিঃ	৮.৩৩ (৯৯.৮৮%)	৫৭৫ বঃ মিঃ (১০০%)
খুলনা	**বিটুমিন রাস্তা**	৪.০০	২৭৬ বঃ মিঃ	৪.০০ (১০০%)	১১৪.০০ বঃ মিঃ (৪১.৩০%)

৮.২.১১ ড্রেন নির্মাণঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০০.০০ মিঃ ড্রেন নির্মাণের জন্য ১০.১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৬৬৯ মিঃ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৯.৮২ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৬৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ১৩৩.৮০%।

প্রকল্প এলাকা	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
চট্টগ্রাম	**ড্রেন নির্মাণ**	৭.০০	৪০০ মিঃ	৬.৬৬ (৯৫.১৪%)	৪০০ মিঃ (১০০%)
খুলনা	**ড্রেন নির্মাণ**	৩.১৬	১০০ মিঃ	৩.১৬ (১০০%)	২৬৯ মিঃ (২৬৯%)

৮.২.১১ বহিঃ পানি সরবরাহ লাইনঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বহিঃপানি সরবরাহের জন্য থোক হিসেবে ৮.৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে বহিঃপানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৮.৮২ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.১২ বহিঃবিদ্যুৎ লাইন স্থাপনঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বহিঃবিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপনের জন্য ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৯.৯৯ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.১৩ অন্যান্যঃ গ্যাস সরবরাহ এবং অন্যান্য খাতে ৩৭.০৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদ এখাতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

৯.০। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত	অর্জিত
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানাদি এবং আশেপাশের এলাকার স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করা।	বাংলাদেশ নৌবাহিনী এলাকা খালিশপুর, খুলনা এবং পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম এর নৌবাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলে-মেয়ে এবং আশেপাশের এলাকার স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণ:</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১.০। <u>প্রকল্পের প্রভাব</u> : প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশে গুণগত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যমান ২টি স্কুল এবং কলেজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কলেজগুলোর শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং গুণগত শিক্ষার প্রসার হয়েছে।

১২.০। **<u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>** বাংলাদেশ নৌবাহিনী চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিএন স্কুল এন্ড কলেজের জন্য একাডেমিক ভবন নির্মাণ কার্যক্রম গত ০৮-০২-২০১৪ তারিখে চট্টগ্রাম জেলা অংশ এবং ০২-০৬-২০১৩ তারিখে খুলনা অংশের কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পটির পরিদর্শনের সময় জিই (নেভী) ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্ত পরিদপ্তরের মাধ্যমে নির্মাণ নকশা ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করানো হয়েছে। প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও বাস্তবায়নের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১২.১। **বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, খুলনাঃ** গত ০২-০৬-২০১৩ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতির হার প্রায় ৯০%। কয়েকটি ক্লাস পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়েছে যে শিক্ষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিদ্যালয়ের স্কুল শাখায় মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২২৯৫ জন এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৩৯ জন। শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত ১:৬০ জন। কলেজ শাখায় মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৬৩৮ জন এর মধ্যে শিক্ষক সংখ্যা ১৪ জন । এক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত প্রায় ১:৪৬ জন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগতমান ভাল কিন্তু শিক্ষার মান আরো বৃদ্ধিকল্পে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামের দেয়ালের কয়েকটি স্থানে ফাটল দেখা গেছে এবং ফাটল দিয়ে চুইয়ে পানি প্রবেশ করছে। দরজায় ব্যবহৃত কাঠের মান নিম্নমানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পিএসসি পরীক্ষায় বিগত দুই বছরে পাশের হার ১০০%। অপরদিকে ২০১১ ও ২০১২ সালের এসএসসি-তে পাশের হার যথাক্রমে ৯৩.২২% ও ৯২.৪০% এবং এইচএসসিতে ২০১১-২০১২ সালে পাশের হার যথাক্রমে ৯৭.৭৮% ও ৯৭.৮৩%। এইচএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার কম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জানান যে, তিনি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের সময় যেসব ছাত্রছাত্রী দুর্বল তাদের উন্নতির জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের আলাদা পাঠদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যা প্রশংসার দাবী রাখে।

১২.১.১। ০২-০৬-২০১৩ তারিখে পরিদর্শনে প্রাপ্ত বি.এন স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনার বিগত দুই বছরের ফলাফল নিম্নে দেয়া হলঃ

পরীক্ষার নাম	সাল	মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা	জিপিএ-৫ প্রাপ্ত	পাশের হার
পিএসসি	২০১১	১৯৪	৮০	১০০%
	২০১২	২০৩	১৩৫	১০০%
জেএসসি	২০১১	১৯৪	৩৭	৯৮.৫৫%
	২০১২	২০৯	৮৭	৯৯.০৪%
এসএসসি	২০১১	১৩৫	৩৩	৯৭.৭৮%
	২০১২	১৮৫	৮১	৯৭.৮৩%
এইচএসসি	২০১১	৩০১	২৪	৯৩.২২%
	২০১২	৩১৬	৬১	৯২.৪০%

স্কুল শাখাঃ মোট ছাত্র সংখ্যা ২২৯৫, শিক্ষক সংখ্যা-৩৯ জন, ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১ : ৬০

কলেজ শাখাঃ মোট ছাত্র সংখ্যা ৬৩৮, শিক্ষক সংখ্যা-১৪, ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১ : ৪৬

১২.২। **বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রামঃ**

ভবনটির নকশায় বড় ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যালয় ভবনের নকশায় দুই পাশে ক্লাস রুমের এ্যাপ্রোচ এর মধ্যবর্তী স্থানে ফাঁকা জায়গা রেখে নির্মাণ করা হয়েছে ফলে বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানি শ্রেণীকক্ষসহ সকল স্থানে প্রবেশ করে। এর ফলে বর্ষাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ভবন নির্মাণে ব্যবহৃত স্টেইনলেস স্টিল বারগুলোতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মরিচা ধরেছে। এছাড়া জানালার গ্রীলে মরিচা পড়ে ক্ষয় ধরছে ফলে এগুলোর স্থায়িত্ব হ্রাস পাচ্ছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্লাস্টারের আবরণ খসে পড়ছে। উপকূলবর্তী Saline zone হবার কারণে অতিদ্রুত ভবনের প্লাস্টার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া অডিটোরিয়াম রুম এর পূর্ব পাশের দেয়ালের আরসিসির সাথে ব্রিক ওয়ালের সংযোগ না হবার ফলে ফাটল দিয়ে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে। শিক্ষার্থীদের জন্য ভবনের প্রত্যেক ফ্লোরের পূর্ব এবং পশ্চিম পাশে ৩টি করে ইউরিনাল ও বাথ রুম নির্মাণ করা হয়েছে, নক্সায় ত্রুটি থাকার কারণে এটি হতে দুর্গন্ধ ছড়ায়। ভবনের ৫ম তলা ও ৪র্থ তলার কয়েকটি স্থানে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার ফলে প্লাস্টার খসে পড়ছে ও টাইলস ভেঙ্গে যাচ্ছে। তৃতীয় তলার ছাদে ২০ ইঞ্চি উচ্চতায় steel bar এর রেলিং দেওয়া হয়েছে। রেলিং এর উচ্চতা কম হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

বিদ্যালয়টি দু'বছর যাবৎ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করলেও লাইব্রেরীটি এখনো অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে এবং অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আইসিটি প্রযুক্তির সাথে নিবিড়ভাবে পরিচয় ঘটানোর জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় না। এক্ষেত্রে আইসিটি ল্যাব-এ ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়নি।

ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০০০ ছাত্র ভর্তি করার বিধান রাখা হয়েছিল। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে এবং এখানে ন্যাশনাল কারিকুলাম অনুযায়ী ইংরেজী ও বাংলা উভয় মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আরো বিষয়ভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেমন- শিক্ষকদের বিএড প্রশিক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসহ নানামুখী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। বিএন স্কুল ও কলেজের চট্টগ্রাম অংশে বাংলা ভার্সনের শিক্ষকের স্বল্পতা খুবই প্রকট বলে পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত ১:১৫০। অন্যদিকে ইংরেজি ভার্সনে ছাত্রশিক্ষকের অনুপাত ১৪:১। এক্ষেত্রে একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা কাম্য নয়।

১৩.০। বাস্তবায়ন সমস্যা:

১৩.১। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশে কয়েকটি স্থানে যেমন-অডিটরিয়ামের দেয়ালে ক্র্যাক সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা জানান যে দেয়ালের বীমের সাথে ব্রিক ওয়ালের সংযোগ না হওয়ার কারণে এটি হয়েছে। তবে এটি দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। নির্মাণ কাজের সময় যথাযথ তদারকী না থাকার ফলে উক্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। দরজায় ব্যবহৃত কাঠের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয়নি। এক্ষেত্রে অপরিপক্ক কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে।

১৩.২। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশে শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং শিক্ষক স্বল্পতার কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

১৩.৩। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা অংশে খেলার মাঠটি শিক্ষার্থীদের খেলাধূলার জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য মাটি ভরাটের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষার পাশপাশি কো-কারিকুলাম এক্টিভিটিস যেমন-সাংস্কৃতিক চর্চা ও খেলাধুলার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। খুলনা বিএন স্কুল ও কলেজের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অধ্যক্ষসহ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৩.৪। বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশের নির্মাণ কাজের নকশায় ত্রুটি থাকার কারণে বৃষ্টি হলে সহজেই বৃষ্টির পানি ক্লাস রুমসহ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে। এর ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

১৩.৫। বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত Maintanence না থাকার ফলে Stainless steel বারগুলোতে মরিচা পড়ছে এবং জানালার গ্রীল এ মরিচা পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে এগুলোর স্থায়িত্ব হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্লাস্টারের আস্তর খসে পড়ছে।

১৩.৬। বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশে তৃতীয় তলার ছাদে ২০ ইঞ্চি উচ্চতা সম্পন্ন রেলিং দেয়া হয়েছে, অসতর্কতার মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.৭। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশে শিক্ষা কার্যক্রম দু'বছর পূর্বে শুরু করা হলেও এর লাইব্রেরীটি এখনো ব্যবহারের অনুপযোগী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। শিক্ষার্থী অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই ও আসবাবপত্র খুবই

অপ্রতুল। আইসিটি ল্যাব এ ইন্টারনেট সংযোগ না থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তির সাথে নিবিড়ভাবে পরিচয় করানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তথ্য প্রবাহের এই সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

১৩.৮। বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি ফ্লোরে ৩টি করে ইউরিনাল ও টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে যা শিক্ষার্থী অনুপাতে যথেষ্ট নয়, ফলে এখান থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে নির্মাণ কাজে যে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিম্নমানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.৯। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশের শিক্ষকদেরকে বিষয়ভিত্তিক আরও প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য বি এড প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও আইসিটি প্রশিক্ষণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম অংশে বাংলা ভার্সনে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১ : ১৫০।

১৪.০। **সুপারিশঃ**

১৪.১। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশের বিদ্যালয়ের বাথরুমে নিম্নমানের টাইলস স্থাপন ও রেলিং-এ ব্যবহৃত Stainless Steel Bar এবং জানালার গ্রীল এ মরিচা পড়া রোধে রং করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এছাড়া ভবনের অডিটরিয়ামে সৃষ্ট ক্র্যাক সংস্কারে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৪.২। ভবিষ্যতে কোন নির্মাণ নকশায় প্রণয়নের পূর্বে অসুবিধাগুলো বিবেচনায় নিয়ে নক্শা প্রণয়নে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় পরামর্শক কর্তৃক নকশা অনুমোদনের পূর্বে এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশে বৃষ্টির পানি যাতে বিদ্যালয়ের ক্লাস রুমে প্রবেশ করতে না পারে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এখনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৩। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশে প্রতিবছর মেইনটেনেন্স খাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ রাখতে হবে।

১৪.৪। বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অংশের তৃতীয় তলার ছাদে Stainless steel রেলিং এর উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে।

১৪.৫। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম অংশে লাইব্রেরী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র ও বই সংগ্রহের জন্য এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.৬। আইসিটি ল্যাব এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির সাথে মেলবন্ধন ঘটাতে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৪.৭। বিএন স্কুল ও কলেজ খুলনা ও চট্টগ্রাম উভয় অংশের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়া শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বি.এড, বিএন স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও আইসিটি প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৪.৮। বিএন স্কুল ও কলেজের চট্টগ্রাম অংশে বাংলা ভার্সনে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভার্সনে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত যথাসম্ভব সমান রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।

১৪.৯। প্রতিবেদনে উল্লিখিত সমস্যা ও সুপারিশের আলোকে আইএমইডি হতে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

			সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়			
ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সবোর্চ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৬টি	১২টি	৪টি	০টি	১২টি	৩৩%-১২৫%	০৫টি	৭.৮৭%-৩৫%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভূক্ত মোট ১৬টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ১২টি, কারিগরী সহায়তা ০৪টি, জেডিসিএফভুক্ত ০৪টি) সমাপ্ত হয়।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মোট প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:** সমাপ্ত ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে ০৫টি প্রকল্পের ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয় থেকে সর্বনিম্ন ৭.৮৭% হতে সর্বোচ্চ ৩৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সমাপ্ত ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে ০৪টি প্রকল্প মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকাল মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল থেকে সর্বনিম্ন ৩৩% হতে সর্বোচ্চ ১২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

৩। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:** সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়া,নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, বাজার দরের সংগে সংগতি রেখে কতিপয় অঙ্গের ব্যয় পুন নির্ধারণ ইত্যাদি। অপরদিকে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে বিলম্বে কার্যক্রম শুরু, ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা,মৌসুমগত কারণ ইত্যাদি।

৪। **সমাপ্ত প্রকল্পে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। **Research on the Effect of Badalling on River Flow & Morphology (Phase-II)** প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে দেখা যায় তীর সংরক্ষণ কাজ দেবে গেছে । এলাকাবাসীর নিকট হতে জানা যায় যে, তীর সংরক্ষণ কাজটি নির্মাণের ৩ মাসের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষা কাজের তুলনায় ব্যান্ডেল পদ্ধতি অর্থ সাশ্রয়ী। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্যান্ডেলিং পদ্ধতি যে কম খরচে নদী ভাঙ্গন রোধ করতে পারে উহা পর্যবেক্ষণ করা। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়িত হয়নি। ব্যান্ডেলিং পদ্ধতি নদী ভাঙ্গন রোধ করতে পারে কি না প্রকল্পের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়নি। যথাসময়ে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ না করার কারনে ফরিদপুরের কুমার নদীতে নির্মিত ব্যান্ডেল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়া টাঙ্গাইলের ভূয়াপুরে যমুনা নদীর শাখায় ব্যান্ডেল নির্মাণের পূর্বেই প্রকল্প সমাপ্ত হয়।	৪.১। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত না করে গবেষণাধর্মী প্রকল্পটি শেষ করার কারন সম্পর্কে মন্ত্রণালয় / সংস্থা ব্যাখ্যা প্রদান করবে।
৪.২। ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পটির রেগুলেটরের পাশে যে ব্লক দেয়া হয়েছে তার শেষ অংশ ধ্বসে পড়েছে এতে রেগুলেটর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	৪.২। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেগুলেটরের পাশে ধ্বসে পড়া ব্লক জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করতে হবে।
৪.৩। পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটির অর্থ প্রাপ্তি, অর্থ ব্যয় ও সমীক্ষা প্রকল্পটির কার্য পরিধির ব্যাপকতা বিবেচনায় মূল অনুমোদিত সময় থেকে অতিরিক্ত ১৪ মাস লেগেছে যা মূলত পরামর্শক নিয়োগ ও কর্মপরিধি নির্ণয়, প্রকল্প অনুমোদনের সময়, সম্ভাব্য ঝুঁকি (Probable Risk) নির্ধারণপুর্বক বাস্তবায়ন সময়কাল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থার গাফিলতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।	৪.৩। বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২২,৩২,২৭৪ জনমাসের কাজের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বর্ধনের সাথে দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে বলে প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবে উল্লেখ রয়েছে। উল্লিখিত কাজের সুযোগ সৃষ্টির সংখ্যার ভিত্তির বিস্তারিত এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিশদভাবে উল্লেখ নেই। বিনিয়োগ প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত

সমস্যা	সুপারিশ
	বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।
৪.৪। ''মধুমতি নদীর ভাঙন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প''(সংশোধিত) প্রকল্পটির আওতায় মাদারীপুর অংশের বাস্তবায়িত কাজটি প্রায় পুরোটাই ধ্বসে গেছে। প্রকল্পটির আওতায় সংশ্লিষ্ট প্যাকেজে সম্পাদিত কাজের মান বজায় রাখার বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের অবহেলা, ঠিকমত ব্লক প্লেসিং না করা, প্রটেকশনের স্লোপ ঠিকমত মেইনটেইন না করা, মাটির কম্প্যাকশন ঠিকমত না করা,পরিমাণ অনুযায়ী ফিল্টার খোয়া না দেয়া সর্বোপরি নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার ফলে এমনটি হয়েছে বলে পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ উভয়স্থানে প্রতিরক্ষা কাজে সিমেন্টের নতুন আস্তরণের চিহ্ন পাওয়া যায় যা নিম্নমানের কাজ জোড়াতালি দেবার প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হয়।	৪.৪। প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত নিম্নমানের কাজের (মাদারীপুর অংশ) বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক এ জন্য দায়ী/জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নমানের ব্লক ব্যবহারের বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা যেতে পারে।
৪.৫। পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্পটির কালভার্ট নির্মাণ, বাধঁ, স্ট্রাকচার নির্মাণ সহ সকল কাজে নিম্নমানের কাজ করা হয়েছে বলে পরিদর্শনের প্রতীয়মান হয়। প্রেরিত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির আওতায় ১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে ০.১৪ হেক্টর বা ৩৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উক্ত অধিগ্রহণকৃত কোন ভূমি দেখাতে পারেনি। প্রকল্পের আওতায় ১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রেরিত পিসিআরের তথ্যানুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৯৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ব্যয় করা হয়। প্রকৃত পক্ষে, ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৮৯,৫১৬৭১.৬৫ টাকা লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ডিসি অফিসের হিসাবে জমা থাকা ৫,৪৮,৩২৮.৩৫ টাকা অব্যয়িত ব্যয় পিসিআরে ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। অব্যয়িত ব্যয় উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।	৪.৫। ভূমি অধিগ্রহণ, Embankment এর Re-sectioning কাজের বিষয়ে সংঘটিত আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম ও নিম্নমানের কাজের বিষয়ে তদন্তপূর্বক এর সাথে জড়িত/দায়ী ব্যক্তিদের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২২৫৫.০৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু পিসিআর অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে ২৫৬০.৪০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩০৫.৩১ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় দেখানো হয়েছে। অব্যয়িত ব্যয় অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

"মুহরী-কহয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প"
সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০১। প্রকল্পের নাম : **মুহরী-কহয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প।**
০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।
০৪। প্রকল্পের অবস্থান : ফেনী জেলার পরশুরাম, ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫০,৬০.০২	১৩৯,২৯.৩৯	১৩৭,৪৯.৪৯	২০০৪-২০০৫ হতে ২০০৯-১০	২০০৪-২০০৫ হতে ২০১১-১২	২০০৪-২০০৫ হতে ২০১১-১২	-	৩৩%

০৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	রাজস্ব খাত					
১।	সার্ভে ও ইন্ভেস্টিগেশন	_	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০
	উপ-মোট রাজস্ব	-		**৩০.০০**		**৩০.০০**
	মূলধন খাত					
২।	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	৭৩.৭৭ হেক্টর	১৬৫৭.৯০	৫২.২০ হেক্টর	১৪৮১.৬০
৩।	বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	১২২.৭৮	৫৬৪০.৯০	১২২.৭৮	৫৬৪০.৮৫
৪।	রেগুলেটর নির্মাণ	সংখ্যা	৬টি	৯১৬.২৭	৬টি	৯১৬.২৭
৫।	সারফেস ড্রেনেজ আউটলেট	সংখ্যা	১৬টি	৫৪৬.৬৩	১৬টি	৫৪৬.৫৯
৬।	ইরিগেশন ইনলেট	সংখ্যা	১৩০টি	৬২৫.৬০	১৩০টি	৬২৫.৬০
৭।	রাবার ড্যাম (কহুয়া নদীর ওপর)	সংখ্যা	১টি	৪৯৩.৭৭	১টি	৪৯৩.৭৭
৮।	ড্রেনেজ চ্যানেল পুন:খনন	কি.মি.	৬৬.৫৯	৩৯৯.৯৪	৬৬.৫৯	৩৯৯.৮৩
৯।	তীর প্রতিরক্ষা কাজ	কি. মি.	৬.৩০	৩৬১৮.৩৮	৬.৩০	৩৬১৮.৩৮
	উপ-মোট মূলধন			**১৩৮,৯৯.৩৯**		**১৩৭,২২.৮৯**
	সর্বমোট:	**-**	-	**১৩৯,২৯.৩৯**	**-**	**১৩৭,৪৯.৪৯**

০৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৬৫৭.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭৩.৭৭ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করার জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের আওতায় ১৪৮১.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫২.২০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করেই প্রকল্পের সবগুলো আইটেম নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। এ অঙ্গে (১৬৫৭.৯০ - ১৪৮১.৬০) = ১৭৬.৩০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

০৮। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;

- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।

০৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় পরিকল্পিত উপায়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভূ-পরিস্থ পানি সরবরাহের মাধ্যমে সমগ্র কৃষি মৌসুমে সেচ সুবিধা নিশ্চিতকরণের দ্বারা সার্বিক কৃষি উৎপাদন তথা স্থানীয় জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পানি ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- বাঁধ ও প্রয়োজনীয় পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় সুপরিসরভাবে বন্যামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- এলাকায় নিষ্কাশন খাল/নালা খনন/পুনঃখনন ও নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং বর্ষাত্তোর অতিরিক্ত পানি নির্গমণের বন্দোবস্তকরণ;
- নদী তীর ক্ষয় ও ভাঙ্গন, ঢেউয়ের আঘাত ও ঝড়ো হাওয়ার কবল হতে বন্যা নিরোধক বাঁধ রক্ষা;
- প্রয়োজনীয় পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, রাবার ড্যাম নির্মাণ, সেচ খাল/নালার উন্নয়ন এবং চাহিদামাফিক সেচ ইনলেট স্থাপনের দ্বারা এলাকার সেচ ব্যবহারের উন্নতি সাধন।

১০। <u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পটি ফেনী জেলার মুহুরী-কহুয়া এবং সেলুনিয়া নদীর অববাহিকায় বিস্তৃত। প্রকল্পের গ্রস ও নীট উপকৃত এলাকা হলো যথাক্রমে ৩৫,৮৭১ হেক্টর ও ২৫,৯৩৬ হেক্টর। ভূ-প্রকৃতিগতভাবে প্রকল্প এলাকাটি উত্তর-দক্ষিণ দিকে ঢালু। ফলে উজান ক্যাচমেন্টে বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের প্রভাবে ভাটি অঞ্চলের নদী/ছড়ায় অস্বাভাবিক পানি প্রবাহের সৃষ্টি হয়, যা বাড়ী-ঘর ও শস্যাদির ক্ষতি করে থাকে। বিগত ১৯৫৫-৫৬ সালে মুহুরী নদীর দুই তীর বরাবর সরু বাঁধ নির্মিত হয়, যা পরবর্তীতে পুনরাকৃতিকরণের মাধ্যমে মার্জিনাল ডাইকে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে কহুয়া নদীতে একটি ফ্লাড বাইপাস খনন করা হয়। ১৯৯০-৯১ সালে বিদ্যমান ৭০ কিঃমিঃ মার্জিনাল ডাইকের মধ্যে ২৫.৪০ কিঃমিঃ কাবিখা কর্মসূচীর আওতায় ইনটেরিয়র ডাইকে রূপান্তর করা হয়। কিন্তু নির্মিত এ সকল বাঁধ/মার্জিনাল ডাইকের অপ্রশস্থ সেকশন ও আংশিক সমাপ্তকরণের কারণে উহাদের দীর্ঘ মেয়াদী কার্যকারিতা মূলতঃ ফলপ্রসূ হয়নি। বিদ্যমান অসুবিধাসমূহ দূরীকরণার্থে তিনটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (মেসার্স ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কসনালটেন্টস এন্ড এ্যাসোসিয়েটস লিঃ, ক্রান্তি এ্যাসোসিয়েটস্ লিঃ এবং এ্যাকোয়া কনসালটেন্টস এন্ড এ্যাসোসিয়েটস লিঃ) কর্তৃক ''মুহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ'' নামে অক্টোবর'১৯৯৫ থেকে মে'১৯৯৬ মেয়াদে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করে জুন'১৯৯৬ সালে চূড়ামত প্রতিবেদন পেশ করা হয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, প্রকল্প এলাকায় পরিকল্পিত উপায়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভূ-পরিস্থ পানি সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা স্থানীয় জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১১। <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>

১১.১ প্রকল্পটি গ্রহণের নিমিত্ত সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে মোট ১৬৪৫৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পের পিসিপি প্রণয়ন করা হলে গত ২৭/০৮/২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রি-একনেক সভার সুপারিশক্রমে বাপাউবোর্ড কর্তৃক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫২০৫.৯৪ লক্ষ টাকায় নির্ধারণপূর্বক পিসিপি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর পরিকল্পনা কমিশনের অনুরোধক্রমে আইএমই বিভাগ কর্তৃক গত ১২/০৬/২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এক ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভার মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয় ১৫২০৫.৯৪ লক্ষ টাকা থেকে ১৩০.৪১ লক্ষ টাকা হ্রাসপূর্বক ১৫০৭৫.৫৩ লক্ষ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে গত ২৮/০৪/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০০৪-০৫ হতে ২০০৯-২০১০ পর্যন্ত নির্ধারণ, ভূমি অধিগ্রহণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস এবং প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সহায়তা লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার শর্ত সাপেক্ষে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। একনেক সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২৯/০৬/২০০৫ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে ৫৪৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ বরাদ্দ ৩৮৬৩.৪০ লক্ষ টাকা হতে ১৫.৫১ লক্ষ টাকা হ্রাসপূর্বক ৩৮৪৭.৮৯ লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণপূর্বক সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে মোট ১৫০৬০.০২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৪-২০০৫ হতে ২০০৯-২০১০ মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের পিপি চূড়ান্ত করা হয়। অতঃপর তৎকালীন মাননীয়

১১.২ পানি সম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক গত ২৩/০৮/২০০৫ তারিখে প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় এবং ২৫/০৮/২০০৫ তারিখে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি করা হয়।

প্রকল্পটির আওতায় মুহুরী-কহুয়া নদীর দুই তীরে বাঁধ নিমাণ, সিলোনিয়া নদীর বাম তীরে বাঁধ নির্মাণ, নদী/খাল পুনঃখনন, স্লুইস গেট নির্মাণ, ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও ১টি রাবার ড্যাম

নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর এর বাস্তবায়ন শুরু করা হলে বাঁধ নির্মাণ/রিসেকশনিং কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে জমি অধিগ্রহণ করতে গেলে জমির মূল্য অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থানের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়াসহ বিভিন্ন আইটেমের পরিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধি জণিত কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পরলে প্রকল্পটিকে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ০৩/১১/২০০৮ তারিখে প্রকল্পের আরডিপিপি'র উপর অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং বাপাউবোর্ডের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা গত ১৯/১২/২০০৮ তারিখে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পেশ করে (গত ০৪/০২/২০০৯ তারিখে দাখিলকৃত)। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, অর্থায়নের ধরন, অর্থায়নের উৎস অপরিবর্তিত রেখে এবং নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্তি ব্যতিরেকে মূল প্রকল্প প্রস্তাব হতে নতুন বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব বাদ দেয়াসহ এতদসংগে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামোর সংখ্যা হ্রাস করে আরডিপিপি মোট ১৩৯২৯.৩৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পুনর্গঠন করে জুলাই'২০০৪ হতে জুন'২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হলে গত ১৯/০৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়। অতঃপর ডিপিইসি'র সুপারিশ অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর গত ০১/০৬/২০০৯ তারিখে সংশোধিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সব কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় আইএমইডির সুপারিশক্রমে প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১২। <u>প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম</u> :

- ভূমি অধিগ্রহণ ৭৩.৭৭ হেক্টর;
- বাঁধ নির্মাণ ১২২.৭৮ কি.মি.;
- রেগুলেটর নির্মাণ ৬টি, সারফেস ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ ১৬টি, ইরিগেশন ইনলেট ১৩০টি;
- রাবার ড্যাম (কহুয়া নদীর ওপর) নির্মাণ ১টি;
- ড্রেনেজ চ্যানেল পুন:খনন ৬৬.৫৯ কি.মি. এবং
- তীর প্রতিরক্ষা কাজ ৬.৩০ কি.মি।

১৩। প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্পের আওতায় এর নির্মিত বাঁধ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নির্মিত বাঁধের সারফেস কয়েকটি স্থানে অসমতল (চিত্র ১)। বাঁধের মাটি কেটে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করা হচ্ছে (চিত্র ২, ৩)। এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, অনেকবার জেলা প্রশাসকের অফিসে পত্র দিয়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে। বাঁধের মাটি কাটা প্রতিরোধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্ব-উদ্যোগে ব্যবস্থা নিয়েছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, সংস্থার লোকবলের অভাব রয়েছে বিধায় পাহারা দেয়া সম্ভব নয়।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাবার ড্যামটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ড্যাম সংশ্লিষ্ট ব্রীজটি ভালো আছে (চিত্র ৫)। শীতকালে ড্যামটি (চিত্র ৪) ফুলানো হবে, যা পানি সংরক্ষণ করে রাখতে সাহায্য করবে।

বিভিন্ন স্থানে তীর প্রতিরক্ষা কাজ পরিদর্শনকালে দেখা যায়, এদের ওপর ঘাস, ছোট গাছ জন্মেছে (চিত্র ৬, ৭)। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বন্যার সময় পানির সাথে যে পলি পড়েছে তাতে ঘাস ও গাছ জন্মেছে। ব্লকের মাঝে ফাঁক থাকার কারনে এগুলো হয়নি বিধায় তীর প্রতিরক্ষা কাজ নষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই। প্রতিরক্ষা কাজ কখন করা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, এগুলো ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৪ ভেন্টের যে রেগুলেটরটি (চিত্র ৮) নির্মিত হয়েছে তা কার্যকর দেখা গেছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, এটি পানি নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হচ্ছে (চিত্র ৯)।

চিত্র ১: অসমতল সারফেস

চিত্র ২: বাঁধ কেটে নেয়া

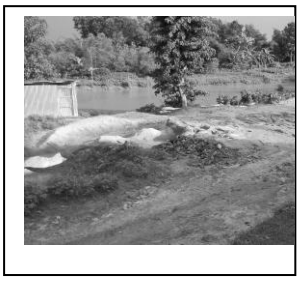

চিত্র ৩: বাঁধ কেটে স্তুপীকৃত

চিত্র ৫: নদীর দুপাড় সংযোগকারী ব্রীজ

চিত্র ৬: তীর প্রতিরক্ষা কাজ

চিত্র ৭: ব্লক দেখা যায় না

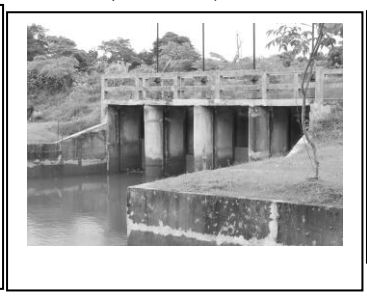

চিত্র ৮: রেগুলেটর

চিত্র ৯: রেগুলেটর দিয়ে পানি নিষ্কাশন

১৪। <u>প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:</u>

প্যাকেজ/ লট নং MKP-18/09 এর মাধ্যমে মুহুরী নদীর ডান তীরে ৩৩.৫৫০ কি.মি. হতে ৩৬.৫৫০ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ১৮/০৮/২০১০ তারিখে **'দৈনিক জনতা'** ও ২১/০৮/২০১০ তারিখে '**Daily New Nation'** পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে টেন্ডার জমা দেয়ার তারিখ ছিল ২০/০৯/২০১০। পরবর্তীতে টেন্ডার ডকুমেন্ট ১ বার সংশোধন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ২১/০৯/২০১০ তারিখে **'দৈনিক জনতা',** ও ২১/০৯/২০১০ তারিখে **'দৈনিক খবর'** পত্রিকায় পুন:বিজ্ঞাপণ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে টেন্ডার জমা দেয়ার তারিখ ছিল ৩০/০৯/২০১০। সংস্থা হতে ৯৭টি টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় করা হয়েছে কিন্তু ২৪টি টেন্ডার জমা পড়েছে। রেসপন্সিভ হয়েছে ২৪টি । ৯৭টি টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ২৪টি টেন্ডার জমা পড়ার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। প্যাকেজটির ক্ষেত্রে অফিসিয়েল এসটিমেট হচ্ছে ১,৯৮,৫৫,৫৭৭.৮১ টাকা (এক কোটি আটানব্বই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত সাতাত্তর)। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ৩ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে এবং ৬ সদস্যবিশিষ্ট TEC- তে ১ জন বহি:সদস্য রাখা হয়েছে (গণপূর্ত অধিদপ্তর)। **পিপিআর ২০০৮ অনুসারে** TEC **-তে ২ জন বহি:সদস্য থাকা বাঞ্ছনীয়। এ প্যাকেজে ১ জন বহি:সদস্য রাখা হয়েছে যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।** এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে অফিসিয়েল প্রাক্কলন হতে ৩০.০৭% নিম্নদরে ইমতিয়াজ আহমেদ শামুল হুদা এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্যাকেজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পিপিআর ২০০৮ অনুসারে কমিটি গঠন করা হয়নি। প্যাকেজ/ লট নং MKP-18/09 এর ক্ষেত্রে ৯৭টি টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ২৪টি টেন্ডার জমা পড়ার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

১৫। <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত) ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মো: মুনিরুজ্জামান	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৬/০৮/২০০৫ - ২০/০১/২০০৯
২।	জনাব সাজিদুর রহমান সরদার	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২১/০১/২০০৯ - ০২/০২/২০১১
৩।	জনাব জসিম উদ্দিন ভূইয়া	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৩/০২/২০১১ - ৩০/০৬/২০১২

১৬। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ**

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণ বন্যার পানি হতে সুরক্ষিত হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির স্থায়িত্ব ও ব্যবহার বেড়ে গেছে । খাল খনন, রেগুলেটর ও পাইপ আউটলেট নির্মাণের ফলে ক্ষরায় পানি সেচ প্রদান ও অতি বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হয়েছে। এতে শস্য উৎপাদন বেড়ে গেছে এবং উৎপাদিত শস্য বন্যা হতে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। বাঁধের ফলে জমি রক্ষা পেয়েছে ও রেগুলেটরের ফলে জমি হতে পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে।

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

- **আইএমইডি'র মতামত:**
  - অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় বাঁধ, তীর সংরক্ষণ, ড্যাম, রেগুলেটর ইত্যাদি আইটেম বাস্তবায়িত হওয়ায় লোকালয় ও কৃষি জমি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হতে রক্ষা পেয়েছে। ড্যাম, রেগুলেটর ইত্যাদি আইটেম বাস্তবায়িত হওয়ায় শীতকালে পানি সংরক্ষণ করে সেচ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় পানি নিষ্কাশনের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
  - প্রকল্পের পিসিআরে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৩৭৪৯.৪৯ লক্ষ টাকা। পিসিআরে প্রদত্ত আইটেমওয়ারি প্রকৃত ব্যয় যোগ করলে যোগফল হয় ১৩৭৫২.৮৯ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ব্যয় ৩০.০০ লক্ষ টাকা + মূলধন ব্যয় ১৩৭,২২.৮৯ লক্ষ টাকা)।
  - প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। প্যাকেজ/ লট নং MKP-১৮/০৯ এর ক্ষেত্রে ৯৭টি টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ২৪টি টেন্ডার জমা পড়ার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

১৮।

  - নির্মিত বাঁধের সারফেস কয়েকটি স্থানে অসমতল। বাঁধের মাটি কেটে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করা হচ্ছে। বাঁধের মাটি কাটা প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

সুপারিশ:

১৮.১। প্রকল্পের পিসিআরে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৩৭৪৯.৪৯ লক্ষ টাকা। পিসিআরে প্রদত্ত আইটেমওয়ারি প্রকৃত ব্যয় যোগ করলে যোগফল হয় ১৩৭৫২.৮৯ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ব্যয় ৩০.০০ লক্ষ টাকা + মূলধন ব্যয় ১৩৭,২২.৮৯ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয়ের বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে।

১৮.২। প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ না করার বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে।

১৮.৩। বাঁধের মাটি কাটা প্রতিরোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৮.৪। অনুচ্ছেদ ১৭ এবং অনুচ্ছেদ ১৮.১ হতে ১৮.৩ এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে জানাবে।

দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প"
সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০১। প্রকল্পের অবস্থান : দিনাজপুর জেলার বিরল ও কাহারোল উপজেলা ।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪,৬০.৮৭	২১,২১.০১	১৭৭১.৬০	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন ২০০৯	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন ২০১১	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন ২০১২	২১.২৭%	১০০.০০%

০৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল: (লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ(%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ	১	২	৩	৪	৫	৬
১।	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	_	থোক	০৮.০০	থোক	৬.১০
২।	ষ্টেশনারী	-	থোক	১.৫০	থোক	১.২৪
৩।	জরিপ ও অনুসন্ধান	-	থোক	১৬.০০	থোক	১২.৩৮
৪।	মটর যানবাহন মেরামত	-	থোক	১.৪০	থোক	১.২০
৫।	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	৩০.০৮৮ হেক্টর	১১১.৫০	-	-
৬।	বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	৩৩.৯১৫কি.মি.	৩৫৭.৬২	৩২.৫১৫	৩৪৫.৫৯
৭।	রেগুলেটর নির্মাণ-১ ভেন্ট (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ)	সংখ্যা	১০টি	৫২৮.২৭	৯টি	৩৭৩.৭৬
৮।	রেগুলেটর নির্মাণ-২ ভেন্ট (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ)	সংখ্যা	৫টি	৩৩৩.২১	৫টি	২৮৬.২৮
৯।	রেগুলেটর নির্মাণ-৩ ভেন্ট (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ)	সংখ্যা	২টি	১৯৩.৭১	২টি	১৯৩.০০
১০।	পাইপ আউটলেট নির্মাণ - ১ ভেন্ট	সংখ্যা	৩টি	২২.৫৬	৩টি	১৭.২৪
১১।	পাইপ আউটলেট নির্মাণ - ২ ভেন্ট	সংখ্যা	৪টি	৪৩.৪৫	৪টি	৩৩.০০
১২।	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	কি:মি:	১.৪০৫ কি. মি.	৫০৩.৭৯	১.৪০৫ কি. মি.	৫০১.৮১
	সর্বমোট:	**-**	-	**২১২১.০১**	**-**	**১৭৭১.৬০**

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

৩৩.৯১৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ৩০.০৮৮৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও বাঁধটি সরকারি খাস জমি ও গ্রামীণ রাস্তায় নির্মাণ করা হয়েছে বিধায় ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি। ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা দিনাজপুর ডিসি অফিসে জমা দেয়া হলেও ভূমি অধিগ্রহণ না করার কারণে দিনাজপুর ডিসি অফিস কর্তৃক ৫০.০০ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ফেরত দেয়া হয় । এ সত্ত্বেও ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হিসেবে দেখানোর বিষয়টি বোধগম্য নয় (পিসিআর এর পৃষ্ঠা নং ৪)। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, **"পিসিআর এ ভুলক্রমে এ ব্যয় দেখানো হয়েছে"।**

ভূমি অধিগ্রহণ না করায় ভূমির প্রাপ্যতার অভাবে ৩৩.৯৪৫ কি. মি. বাঁধ এর পরিবর্তে ৩২.৫১৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ (৩৩.৯৪৫ - ৩২.৫১৫) = ১.৪৩ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ৩৩.৯৪৫ কি. মি. বাঁধ

নির্মাণ বাবদ ৩৫৭.৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৩২.৫১৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ বাবদ ৩৪৫.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৩৫৭.৬২ - ৩৪৫.৫৯) = ১২.০৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

১০টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ)- নির্মাণ করার বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ থাকলেও স্থাণীয় জনগণ, জন প্রতিনিধি কর্তৃক ১ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ না করার আবেদনের প্রেক্ষিতে ১টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ)- নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি (পিসিআর এর পৃষ্ঠা নং ১৩-১৮)। এ অঙ্গে ১০টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ) নির্মাণ বাবদ ৫২৮.২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৯টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ বাবদ ৩৭৩.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৫২৮.২৭ - ৩৭৩.৭৬) = ১৫৪.৫১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। এতে টাকা অব্যয়িত থাকার কারণ জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ঠিকাদার কর্তৃক নিম্নদরে কাজটি সম্পন্ন করার কারণে টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে।

০৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।

০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা-পুনর্ভবা নদীর মধ্যবর্তী বন্যাপ্রবণ ফারাক্কাবাদ, বিজুরা, ধামাইর, আজিমপুর, মালঝাড়, চকচকা ইত্যাদি স্থানের পূর্ণাঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ এবং সীমিত সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পুনর্ভবা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গান হতে বিরল উপজেলার কামদেবপুর এবং বনগাঁও এর বিশাল এলাকা রক্ষা করা।

০৯। প্রকল্পের পটভূমিঃ

০৯.১ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি অংশ হচ্ছে এফসিডিআই (ফ্লাড কন্ট্রোল, ড্রেনেজ ও ইরিগেশন) সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অপর অংশ নদী ভাঙ্গান রোধ করা। প্রকল্পের এফসিডিআই্ অংশ ঢেপা-পুনর্ভবা নদীর মধ্যবর্তী বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ফারাক্কাবাদ, বিজুরা, ধামাইর, আজিমপুর, মালঝাড়, চকচকা ইত্যাদি অঞ্চল এবং নদী তীর সংরক্ষণ অংশ দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন বানগাঁও এবং কামদেবপুরে অবস্থিত। পুনর্ভবা নদী দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন পশ্চিমাইল অঞ্চলের নিম্নাঞ্চল হতে উৎপত্তি লাভ করে পশ্চিম দিকে ফারাক্কাবাদ, বিজুরা, ধামরাই, আজিমপুর, মালঝাড়, চকচকা এবং পূর্বদিকে দিনাজপুর-কাহারোল পাকা রাস্তার সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

০৯.২ অপরদিকে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন আত্রাই নদী হতে ঢেপা নদী উৎপত্তি লাভ করে পূর্ব সীমান্তে সম্মুখের দিকে প্রবাহিত হয়ে দিনাজপুর শহরের নিকট রাজাপাড়ায় পুনর্ভবা নদীতে পতিত হয়েছে। পুনর্ভবা নদী পশ্চিম তীরবর্তী কামদেবপুর ও বনগাঁও এর নিকট দিয়ে ভারতীয় সীমান্তে পড়েছে। প্রতি বছর বর্ষাকালে বন্যার পানি নদীর উভয় তীর উপচিয়ে ব্যাপক এলাকা প্লাবিত করে এবং প্রচুর জানমাল বিনষ্ট করে। কখনো কখনো বর্ষাকালে বন্যার পানি ডান তীর উপচিয়ে দিনাজপুরের সাথে বিরল, বোঁচাগঞ্জ এবং কাহারোল উপজেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে এবং বিজুর ইউনিয়নের বিশাল এলাকাকে প্লাবিত করে। ফলে পুনর্ভবা নদীর উভয় তীরে বন্যা ভাঙ্গান প্রতিরোধে ঢেপা নদীর ডানতীর এবং ঢেপা-পুনর্ভবা নদীর বন্যা কবলিত অঞ্চলে পূণার্ঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ড্রেনেজ সুবিধাদি প্রদান এবং ভাঙ্গানরত নদী তীর রক্ষার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা-পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক মূল প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর বিগত ০১-০৩-২০০৭ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৪৬০.৮৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ৩০-০৫-২০০৭ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বিভিন্ন ভৌত অংগের ডিজাইন পরিবর্তন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিডিউল রেট ২০০৫-২০০৬ হতে ২০০৮-২০০৯ এ পরিবর্তনের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি এবং ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি কারণে বিবেচ্য প্রকল্পটি ২১২১.০১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৫-০৭-২০১০ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। ভৌতকাজ সম্পন্ন না হওয়ায় আউএমইডি'র সুপারিশক্রমে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১। <u>প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম</u> :

- ৩০.০৮৮৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ,
- ৩৩.৯১৫ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ, ১.৪০৫ কি:মি: ব্যাংক প্রটেকশন,
- ১০টি ১ ভেন্ট (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ) রেগুলেটর, ৫টি ২ ভেন্ট (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ) রেগুলেটর, ২টি ৩ ভেন্ট (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ) রেগুলেটর নির্মাণ,
- ৩টি ১ ভেন্ট পাইপ আউটলেট নির্মাণ, ৪টি ১ ভেন্ট পাইপ আউটলেট নির্মাণ ও
- যানবাহন মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

১২। <u>প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব সম্পাদন অগ্রগতিঃ</u>

১২.১ <u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ</u>

- প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১২১.০১ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ১৮২১.৬০ লক্ষ টাকা । কিন্তু ৩৩.৯১৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ৩০.০৮৮৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও বাঁধটি সরকারি খাস জমি ও গ্রামীণ রাস্তায় নির্মাণ করা হয়েছে বিধায় ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি (চিত্র-৩)। ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা দিনাজপুর ডিসি অফিসে জমা দেয়া হলেও ভূমি অধিগ্রহণ না করার কারণে দিনাজপুর ডিসি অফিস কর্তৃক ৫০.০০ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ফেরত দেয়া হয় (পিসিআর এর পৃষ্ঠা নং ৪) ।
- প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১২১.০১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ১৭৭১.৬০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৩.৫২%। প্রকল্পের আওতায় ১.৪৩ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ ও ১টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্পের প্রায় ৯৫% এর অধিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু ব্যয় হয়েছে ৮৩.৫২% টাকা। নিম্ন ব্যয়ে কাজগুলো সম্পন্ন করার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ঠিকাদারগণ নিম্নদর কোট করায় ভৌতকাজে অর্থ অব্যয়িত থেকে যায়।

১২.২ <u>প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ</u>

- ৩৩.৯১৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ৩০.০৮৮৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও বাঁধটি সরকারি খাস জমি ও গ্রামীণ রাস্তায় নির্মাণ করা হয়েছে বিধায় ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি। এতে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ১১১.৫০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থেকে যায়।
- ভূমি অধিগ্রহণ না করায় ভূমির প্রাপ্যতার অভাবে ৩৩.৯৪৫ কি. মি. বাঁধ এর পরিবর্তে ৩২.৫১৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ (৩৩.৯৪৫ - ৩২.৫১৫) = ১.৪৩ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ৩৩.৯৪৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ বাবদ ৩৫৭.৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৩২.৫১৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ বাবদ ৩৪৫.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৩৫৭.৬২ - ৩৪৫.৫৯) = ১২.০৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ১০টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ)- নির্মাণ করার বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ থাকলেও স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ১ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ না করার আবেদনের প্রেক্ষিতে ১টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ)- নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি (পিসিআর এর পৃষ্ঠা নং ১৩-১৮)। ৯টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। এ অঙ্গে ১০টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ) নির্মাণ বাবদ ৫২৮.২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৯টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ বাবদ ৩৭৩.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৫২৮.২৭ - ৩৭৩.৭৬) = ১৫৪.৫১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে
- ৫টি ২ ভেন্ট (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ) রেগুলেটর নির্মিত হয়েছে। এ বাবদ ৩৩৩.২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও খরচ হয়েছে ২৮৬.২৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৩৩৩.২১ - ২৮৬.২৮) = ৪৬.৯৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ২টি ৩ ভেন্ট (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ) রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাবদ ১৯৩.৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং খরচ হয়েছে ১৯৩.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে (১৯৩.৭১ - ১৯৩.০০) = ০.৭১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ৩টি ১ ভেন্ট পাইপ আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাবদ ২২.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং খরচ হয়েছে ১৭.২৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে (২২.৫৬ - ১৭.২৪) = ৫.৩২ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ৪টি ২ ভেন্ট পাইপ আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাবদ ৪৩.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল

এবং খরচ হয়েছে ৩৩.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৪৩.৫৬ - ৩৩.০০) = ১০.৫৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

- ❖ প্রকল্পের আওতায় ১.৪০৫ কি. মি. তীর রক্ষা কাজ করা হয়েছে। এ বাবদ ৫০৩.৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং খরচ হয়েছে ৫০১.৮১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৫০৩.৭৯ - ৫০১.৮১) = ১.৯৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট বাবদ বরাদ্দ ছিল ৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬.১০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৮.০০ - ৬.১০) = ১.৯০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দ ছিল ১.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১.২৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে (১.৫০ - ১.২৪) = ০.২৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ সার্ভে ও ইনভেস্ট বাবদ বরাদ্দ ছিল ১৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২.৩৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে (১৬.০০ - ১২.৩৮) = ৩.৬২ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ যানবাহন মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বরাদ্দ ছিল ১.৪০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১.২০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে (১.৪০ - ১.২০) = ০.২০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ প্রকল্পের অনুকূলে মোট অবমুক্তকৃত টাকার পরিমান ২০১১.০০ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ১৭৭১.৬০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ **প্রকল্পের আওতায় মোট অব্যয়িত রয়েছে ২৩৯.৪০ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত এ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছু উল্লেখ নেই।**
- ❖

প্রকল্পের পরিদর্শন:

১২.৩ **১২.৩.১ ব্যাংক ইরোসন প্রটেকশন:**

প্রকল্পের আওতায় ১.৪০৫ কি. মি. তীর রক্ষা কাজ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সূত্রে জানা যায় যে, তীর রক্ষা কাজগুলো সমাপ্ত হওয়ার পর ২-৩ টি বর্ষা মৌসুম পেরিয়ে গেছে কিন্তু কাজ এখনও ভালো আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে সিসি ব্লকগুলোর মাঝে ফাঁক লক্ষ্য করা যায় (চিত্র)।

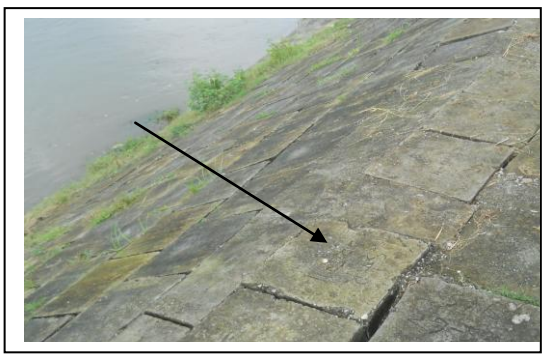

চিত্র : সিসি ব্লকের মাঝে ফাঁক

১২.৩.২ বাঁধ নির্মাণ :

ডিপিপিতে ৩৩.৯৪৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও ভূমি অধিগ্রহণ না করায় ভূমির প্রাপ্যতার অভাবে ৩৩.৯৪৫ কি. মি. বাঁধ এর পরিবর্তে ৩২.৫১৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ (৩৩.৯৪৫ - ৩২.৫১৫) = ১.৪৩ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। বাঁধ পরিদর্শনকালে বাঁধের কয়েকটি স্থানে রেইনকাট

পরিলক্ষিত হয় (চিত্র ২) এবং কিছু স্থানে সারফেস (চিত্র ৫) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলো মেরামত করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

চিত্র ৪: রেগুলেটর

চিত্র ৫: বাঁধের পাশে রেগুলেটর, কৃষি জমি

১২.৩.৩ রেগুলেটর নির্মাণ:

প্রকল্পের আওতায় ৯টি ১ ভেন্ট, ৫টি ২ ভেন্ট ও ২টি ৩ ভেন্ট রেগুলেটর (চিত্র ৪) নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো নির্মাণের ফলে অতি বৃষ্টিকালে কৃষি জমি থেকে পানি নিষ্কাশন এবং ক্ষরাকালে জমিতে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে কৃষকের কৃষি উৎপাদন বেড়ে গেছে। কৃষকের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, সেপ্টেম্বরে অতি বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও জমির ধান গাছ নষ্ট হয়নি। বাঁধের ফলে জমি রক্ষা পেয়েছে ও রেগুলেটরের ফলে জমি হতে পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে (চিত্র ৫)।

১২.৩.৪ পানি সংরক্ষণ:

দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন আত্রাই নদী হতে ঢেপা নদী উৎপত্তি লাভ করে পূর্ব সীমান্তে সম্মুখের দিকে প্রবাহিত হয়ে দিনাজপুর শহরের নিকট রাজাপাড়ায় পুনর্ভবা নদীতে পতিত হয়েছে। পুনর্ভবা নদী পশ্চিম তীরবর্তী কামদেবপুর ও বনগাঁও এর নিকট দিয়ে ভারতীয় সীমান্তে পড়েছে। **বাংলাদেশ সীমান্তে নদীর উপর প্রয়োজনীয় স্ট্রাকচার নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রাখা যায় কিনা সে বিষয়টি যাচাই করা যেতে পারে।**

১২.৪ প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:

প্যাকেজ/ লট নং DPBP -01 এর মাধ্যমে ঢেপা নদীর ডান তীরে মালঝাড় হতে ছকছকা পর্যন্ত ২৩৬ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক আমাদের সময়'** ও **'Daily The News Today'** পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ০৮টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৮টিই রেসপন্সিভ হয়েছে। ৩ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে। ৩ সদস্য বিশিষ্ট TOC তে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত ১ জন সদস্য (রোডস এন্ড হাইওয়েজ) রাখা হয়েছে । TEC তে ৫ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (এলজিইডি ও বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) রয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ২৩.৭৩% নিম্নদরে M/E SE & HR, Alamnagar এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

প্যাকেজ DPR -02 / লট নং ০৪ এর মাধ্যমে কাশিডাঙ্গা, সুকদেবপুর, মতিয়ানে ৪টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণের কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক আমাদের সময়'** ও **'Daily The News Today'** পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ১১ টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ১১ টিই রেসপন্সিভ হয়েছে। ৩ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে। ৩ সদস্য বিশিষ্ট TOC তে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভুত ১ জন সদস্য (রোডস এন্ড হাইওয়েজ) রাখা হয়েছে। TEC তে ৫ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (এলজিইডি ও বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) রয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ৩২.৩৪% নিম্নদরে AH & PCL(JV) এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্যাকেজগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, Estimated Cost হতে ২৩.৭৩% থেকে ৩২.৩৪% পর্যন্ত নিম্নদরে রেসপন্সিভ টেন্ডারার এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এতে বলা যায় প্রাইস এস্টিমেশন সঠিক হয় নি।

১২.৫ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৯ অথাৎ ৩ বছর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ বছর। প্রকল্পের বিভিন্ন ভৌত অংগের ডিজাইন পরিবর্তন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিডিউল রেট ২০০৫-২০০৬ হতে ২০০৮-২০০৯ এ পরিবর্তনের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি এবং ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করতে হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে মূল অনুমোদিত ডিপিপি অপেক্ষা অতিরিক্ত ৩ বছর সময় প্রয়োজন হয়েছে। প্রকল্প চলাকালে ভৌত অবকাঠামোসমূহের ডিজাইনগত পারবর্তন করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, প্রকল্প প্রণয়ণের পূর্বে সঠিকভাবে ডিজাইন করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন প্রত্যাশিত সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত) ৬ বছরে ৪ জন প্রকৌশলী/কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২২/০৮/২০০৭ হতে ২৭/০৭/২০০৯
২।	জনাব মো: আজিজুল হক	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৭/০৭/২০০৯ হতে ২৪/০৮/২০০৯
৩।	জনাব মো: নাইমুল হক	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৪/০৮/২০০৯ হতে ১৫/০৯/২০১১
৪।	জনাব মো: আসোয়ার হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৫/০৯/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১২

১৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণ বন্যার পানি হতে সুরক্ষিত হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির স্থায়িত্ব ও ব্যবহার বেড়ে গেছে । রেগুলেটর ও পাইপ আউটলেট (চিত্র ৭) নির্মাণের ফলে ক্ষরায় পানি সেচ প্রদান ও অতি বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হয়েছে। এতে শস্য উৎপাদন বেড়ে গেছে (চিত্র ৬) এবং উৎপাদিত শস্য বন্যা হতে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

চিত্র ৬: মাঠে ফসল

চিত্র ৭: পাইপ আউটলেট দ্বারা জমিতে পানি নিয়ন্ত্রণ ও ফসল রক্ষা

কৃষকের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, সেপ্টেম্বরে অতি বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও জমির ধান গাছ নষ্ট হয়নি। বাঁধের ফলে জমি রক্ষা পেয়েছে ও রেগুলেটরের ফলে জমি হতে পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে (চিত্র ৫-৭)। প্রকল্পের আওতায় নদীর তীর সংরক্ষণ করার ফলে এলাকার জনগণের ঘর বাড়ি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান (যেমন, স্কুল ও মসজিদ) রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত (পিসিআর অনুযায়ী)	আইএমইডি'র মতামত
দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা-পুনর্ভবা নদীর মধ্যবর্তী বন্যাপ্রবণ ফারাক্কাবাদ, বিজুরা, ধামাইর, আজিমপুর, মালঝাড়, চকচকা ইত্যাদি স্থানের পূর্ণাঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ এবং সীমিত সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পুনর্ভবা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে বিরল উপজেলার কামদেবপুর এবং বনগাঁও এর বিশাল এলাকা রক্ষা করা।	১. বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্যার পানি হতে কৃষি জমি ও উৎপাদিত শস্যকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ২. সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩. এলাকার জনগণ, ঘর-বাড়ি ও পশুসম্পদকে নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।	এলাকার জনগণের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, বাঁধ নির্মাণের ফলে তাদের কৃষি জমি বন্যার পানি হতে রক্ষা পেয়েছে, রেগুলেটর ও পাইপ আউটলেট নির্মাণের ফলে বর্ষায় পানি নিষ্কাশন সুবিধা ও শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাঁধে সামান্য রেইনকাট তৈরি হয়েছে যা মেরামত করা প্রয়োজন।

১৬। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:

প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, তীর সংরক্ষণ, রেগুলেটর ও পাইপ আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি জমি বন্যার পানি হতে রক্ষা পেয়েছে, রেগুলেটর ও পাইপ আউটলেট নির্মাণের ফলে বর্ষায় পানি নিষ্কাশন সুবিধা ও শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য হ্রাসে প্রকল্পটি সাহায্য করছে বলে মনে হয়।

১৭। সুপারিশ/মতামতঃ

১৭.১। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১২১.০১ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ১৮২১.৬০ লক্ষ টাকা । কিন্তু ৩৩.৯১৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ৩০.০৮৮৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও বাঁধটি সরকারি খাস জমি ও গ্রামীণ রাস্তায় নির্মাণ করা হয়েছে বিধায় ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি। ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা দিনাজপুর ডিসি অফিসে জমা দেয়া হলেও ভূমি অধিগ্রহণ না করার কারণে দিনাজপুর ডিসি অফিস কর্তৃক ৫০.০০ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ফেরত দেয়া হয় (পিসিআর এর পৃষ্ঠা নং ৪) । অর্থাৎ ভূমি অধিগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে বাবদ কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ১৭৭১.৬০ লক্ষ টাকা। পিসিআরে এরূপ ভুল অনভিপ্রেত (অনুচ্ছেদ ১২. ১, বুলেট ১)।

১৭.২। প্রকল্পের আওতায় মোট অব্যয়িত রয়েছে ২৩৯.৪০ লক্ষ টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা এ বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছু উল্লেখ করা নেই **(অনুচ্ছেদ ১২.২, বুলেট ১৩)।**

১৭.৩। প্যাকেজগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, Estimated Cost হতে ২৩.৭৩% থেকে ৩২.৩৪% পর্যন্ত নিম্নদরে রেসপন্সিভ টেন্ডারার এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এতে বলা যায় প্রাইস এস্টিমেশন সঠিক হয় নি। **(অনুচ্ছেদ ১২.৪) ।**

১৭.৪। প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে মূল অনুমোদিত ডিপিপি অপেক্ষা অতিরিক্ত ৩ বছর সময় প্রয়োজন হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, প্রকল্পের অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন প্রত্যাশিত সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না (অনুচ্ছেদ ১২.৫) ।

১৭.৫। প্রকল্পের বিভিন্ন ভৌত অংগের ডিজাইন পরিবর্তন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিডিউল রেট ২০০৫-২০০৬ হতে ২০০৮-২০০৯ এ পরিবর্তনের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি এবং ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করতে হয়েছে। প্রকল্প চলাকালে ভৌত অবকাঠামোসমূহের ডিজাইনগত পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, প্রকল্প প্রণয়ণের পূর্বে সঠিকভাবে ডিজাইন করা হয়নি (অনুচ্ছেদ ১২.৫) ।

১৭.৬। নদীটি বাংলাদেশ থেকে উৎপত্তি হয়ে ভারতে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে নদীর উপর প্রয়োজনীয় স্ট্রাকচার নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রাখা যায় কিনা সে বিষয়ে সম্ভাব্যতা জরীপ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১২.৩.৪)।

১৭.৭। ১৭.২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

"খালিয়াজুড়ি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প"।

(সমাপ্ত :.জুন,২০১২)

১। নির্বাহী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। প্রকল্পের অবস্থান : নেত্রকোণা (খালিয়াজুড়ি ও মদন), সুনামগঞ্জ (জামালগঞ্জ ও শাল্লা) এবং কিশোরগঞ্জ (ইটনা)

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩০৯০.০০	৪১৬০.৭৮	৩৯০৮.৯৩	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৭	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১২	৩৫%	৫ বছর (১২৫%)

৫। **অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক)	**রাজস্ব খাত:**					
১)	সার্ভে এন্ড ইনভেস্টিগেশন	থোক	২০.৯২	১ আইটেম	২০.৯২	--
২)	সাপ্লাই অব ফুয়েল	থোক	৪.০০	১ আইটেম	৪.০০	--
৩)	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	২.০০	১ আইটেম	২.০০	--
৪)	এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাসেন্ট	থোক	১৫.২০	১ আইটেম	১৫.২০	--
৫)	ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং	থোক	৩৫.০০	১ আইটেম	৩৫.০০	--
৬)	কন্টিনজেন্সী	থোক	২৬.৮০	১ আইটেম	২৬.৮০	--
৭)	রিপেয়ার ম্যানটেনেন্স অব রেষ্ট হাউজ	থোক	৩.০০	১ আইটেম	৩.০০	--
৮)	রিপেয়ার ম্যানটেনেন্স অব অফিস বিল্ডিং	থোক	১.০০	১ আইটেম	১.০০	--
৯)	রিপেয়ার ম্যানটেনেন্স অব রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং	থোক	১.০০	১ আইটেম	১.০০	--
১০)	অফিস ফার্নিচার	থোক	০.৫০	১ আইটেম	০.৫০	--
১১)	যানবাহন মেরামত	থোক	০.৫০	১ আইটেম	০.৫০	--
১২)	ওভরহেড কষ্ট	থোক	৯৫.০০	১ আইটেম	৯৫.০০	--
	উপ-মোট :		**২০৪.৯২**		**২০৪.৯২**	
(খ)	**মূলধন খাত :**					
১)	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	১.৮০	২	১.৮০	২ (১০০%)
২)	প্রিন্টার এন্ড অক্সিলারি কম্পিউটার	সংখ্যা	১.০০	১	১.০০	১ (১০০%)
৩)	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	০.৮০	১	০.৮০	১ (১০০%)
৪)	সার্ভে ইনভেস্টিগেশন	সেট	১.২০	১	১.২০	১ (১০০%)
৫)	কনষ্ট্রাকশন অব সাবমারসিবল এমব্যাংকমেন্ট	কি:মি:	৫৬০.৪৯	১২৪.৬৪	৫৬০.৪৯	১২৪.৬৪
৬)	কনষ্ট্রাকশন অব নেত্রকোনা ও এন্ড এম অফিস বিল্ডিং	সংখ্যা	৪০.০০	১	৪০.০০	১ (১০০%)
৭)	কনষ্ট্রাকশন অব আর্থান ক্লোজার	সংখ্যা	১৪০.০৮	১১	১৩৫.৩৬	১১

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
						(১০০%)
৮)	রি-এক্সকাভিশন /এক্সকাভিশন অব ডাইভরশন চ্যানেল	কি:মি:	৩৩.২৬	৩০.০০	৩৩.২৬	৩০.০০
৯)	Dhanu-Baulay & Old সুরমা কানেকটিং চ্যানেল	কি:মি:	১৪৮.৫১	২.৭৪	১৪৮.৫১	২.৭৪
১০)	**ড্রেইনেজ কাম ফ্লাসিং রেগুলেটর**					
	1 Vent (1.52 × 1.82)	সংখ্যা	৩৮৫.২৫	৫	৩৮৫.২৫	৫
	2 Vent (1.52 × 1.82)	সংখ্যা	৫১৭.১৯	৫	৫১২.৭২	৫
	3 Vent (1.52 × 1.82)	সংখ্যা	৩৮৩.৯৮	৩	৩৮২.৬৬	৩
	4 Vent (1.52 × 1.82)	সংখ্যা	৯৬৪.৯৬	৫	৯১৫.২১	৫০%
১১)	কনষ্ট্রাকশন অব কসওয়ে	সংখ্যা	৩৬৫.৮৩	৫	৩২৩.৪২	৫০%
১২)	কনষ্ট্রাকশন অব ড্রেনেজ আউটলেট	সংখ্যা	৩৪৫.২১	১৩	৩৪৪.৩৩	৫০%
১৩)	কনষ্ট্রাকশন অব ইরিগেশন ইনলেট	সংখ্যা	২৬.৯৫	২০	২৬.৯৪	৫০%
১৪)	**পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ**	**থোক**	৩৯.৩৫	থোক	৩৯.৩৫	-
	মোটঃ		**৪১৬০.৭৮**	**১০০%**	**৪০৫৭.২২* (৯৮%)**	**৭৫%**

***পিসিআরে তথ্যানুযায়ী খাতওয়ারী যোগ করে ৪০৫৭.২২ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, যা পিসিআরে ৩৯০৮.৯৩ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে।**

৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।
- প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** পিসিআরে তথ্যানুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৫টি ০৪ ভেন্ট রেগুলেটর মধ্যে ০৩টি এবং ৫টি কসওয়ের মধ্যে ০৩টির নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। আগাম বন্যাজনিত কারণে নির্মাণ কাজ করা যায়নি বলে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্প এলাকার গ্রস ১৯,৩৮০ হেক্টর এলাকার মধ্যে চাষযোগ্য নীট ১৫,২২৫ হেক্টর এলাকায় আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রন, পানি নিস্কাশনের সুযোগ সৃষ্টি এবং নৌ-চলাচল সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ফসল ও সম্পদ রক্ষা করাসহ কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধন করা ছিল প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৯। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

খালিয়াজুড়ি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্পটি নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুড়ি উপ-জেলার বৃহদাংশ ও মদন উপ-জেলার অংশ বিশেষ, সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ ও শাল্লা উপ-জেলার অংশ বিশেষ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপ-জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। প্রকল্পটি নেত্রকোণা জেলা সদর হতে প্রায় ৭০ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। প্রকল্পটির মূল উপকৃত এলাকা ১৯,৩৮০ হেক্টর। তম্মধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ১৫,২২৫ হেক্টর। উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রকল্পটির বিষয়ে নভেম্বর'২০০৬ এ গাণিতিক মডেল ষ্টাডি সম্পন্ন করা হয় এবং এর আলোকে প্রকল্পটিকে সংশোধন করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন** : মূল প্রকল্পটির পিসিপি ১৬-০৯-২০০৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ১৬-১১-২০০৩ তারিখে ডিপিইসি সভার মাধ্যমে প্রকল্প ছক চূড়ান্ত করা হয়। মোট ৩০৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত অনুমোদিত প্রকল্পটি ২০০৩-০৪ হতে ২০০৬-০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইডব্লিউএম এবং সিইজিআইএস এর সুপারিশক্রমে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব গত ১৯-০৮-২০০৭ তারিখে পিইসি সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে তৎকালীন মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা ০৫-১০-২০০৭ তারিখে প্রকল্পটির সংশোধনী প্রস্তাব ৩৪১২.৯২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন করেন। অনুমোদিত ১ম সংশোধিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় জুলাই'২০০৩ হতে জুন'২০১০ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২য় সংশোধন করা হয় এবং পরবর্তীতে দু'দফায় প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন , ২০১২ পর্যন্ত করা হয়।

১১। **পরিদর্শিত এলাকা (জেলা ও উপজেলা) :**

গত ০৮ জুলাই ,২০১৩ তারিখে নেত্রকোণা জেলার মদন ও খালিয়াজুড়ি উপজেলায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় পানি থাকায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্ট্রাকচারগুলো দেখা যায়নি। পরবর্তীতে ২৩ ফেব্রুয়ারী,২০১৪ তারিখে প্রকল্পটি পুনরায় পরিদর্শন করা হয়।পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পূর্ণরূপে হেলানো অবস্থায়

চিত্র ১: খালিয়াজুড়ি হাওড়

১২। **প্রকল্পের মুল কার্যক্রমঃ**

Submersible Embankment নির্মাণ,ক্লোজার নির্মাণ,চ্যানেল খনন,নেত্রকোণা পওর অফিস ভবন নির্মাণ ইত্যাদি।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	মো: আব্দুল বাতেন	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১৯/০১/২০০২ হতে ৩১/০৮/২০০৪
২।	মো: আলাউদ্দিন	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	৩১/০৮/২০০৪ হতে ১১/১১/২০০৭
৩।	মো: দিদারুল আলম	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১১/১১/২০০৭ হতে ০৯/০৯/২০০৯
৪।	মো: কামরুজ্জামান	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০৯/০৯/২০০৯ হতে ০১/১০/২০০৯
৫।	হারুন -অর-রশিদ	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০১/১০/২০০৯ হতে ০৪/১১/২০১০
৬।	মো: মনিরুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০৪/১১/২০১০ হতে ০৮/০৮/২০১১
৭।	এ টি এম খালেকুজ্জামান	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০৮/০৮/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১২

১৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণঃ**

নেত্রকোণা অফিস ভবন: পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত নেত্রকোণা পওর অফিস ভবনটির বাস্তবায়িত কাজ দেখা হয় (চিত্র-২)।

চিত্র ২: নির্মিত নেত্রকোণা পওর অফিস

পরিদর্শনকালে ভবনের বিভিন্ন ত্রুটি নজরে আসে। ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে (চিত্র-৩)। ভবনের ডিজাইনের তথ্য চাওয়া হলে এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী কোন তথ্য দিতে পারেননি। তিনি জানান প্রকল্পটি পুরোনো হওয়ায় এ সংক্রান্ত তথ্য দেয়া সম্ভব হয়নি।

চিত্র ৩: ভবনে ফাটলের চিহ্ন

<u>পর্যবেক্ষণ:</u>

- প্রকল্পের আওায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন অংশে ফাটলের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী নেত্রকোণা পওর অফিসে নতুন পদায়ন পাওয়ায় ভবনের ডিজাইনের বিষয়ে তথ্য দিতে পারেনি।

পরিদর্শন সময়-০৮ জুলাই,২০১৩

<u>স্থান-মদন ও খালিয়াজুড়ি উপজেলা</u> :

প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে হাওর এলাকায় বর্ষার পানি চলে আসায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্টাকচারগুলো বাস্তব অবস্থা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।(চিত্র ৪)

চিত্র ৪ :পরিদর্শিত হাওর এলাকা (জুলাই ৮,২০১৩)

পরিদর্শন সময়-২৩ ফেব্রুয়ারী,২০১৪

<u>স্থান-খালিয়াজুড়ি উপজেলা:</u>

প্রকল্পটির আওতায় তিনটি জেলায় ১৮টি রেগুলেটর নির্মাণ করার পরিকল্পনা ছিল। পিসিআরের তথ্যানুযায়ী ৫টি ৪ ভেন্ট রেগুলেটরের কাজ প্রাকৃতিক কারণে অসমাপ্ত ছিল। খালিয়াজুড়িতে নির্মিত রেগুলেটরের মধ্যে randomly ৪টি রেগুলেটরের বর্তমান কার্যকারিতা যাচাই করা হয়। রেগুলেটরগুলো হলো:

●**ঝালখালী রেগুলেটর (প্রকল্পসূত্রে জগন্নাথপুর) পরিদর্শন:**

মেহেন্দীপুর ইউনিয়নে অবস্থিত ঝালখালী (চিত্র-৫) রেগুলেটরটির বাস্তব অবস্থা যাচাই করা হয়।

চিত্র ৫ : ঝালখালী রেগুলেটর

●**পর্যবেক্ষণ:**

- রেগুলেটরটির চাবি ছিল না।
- রেগুলেটরটির বর্তমানে কার্যক্ষমতা নেই ,যা পরিদর্শনে সম্পূর্ণরূপে অকেজো পাওয়া যায়।

পুটিয়ার খাল রেগুলেটর পরিদর্শন:

গাজীপুর ইউনিয়নে অবস্থিত পুটিয়ার খাল **(চিত্র ৬)**রেগুলেটরটির বাস্তব অবস্থা যাচাই করা হয়।

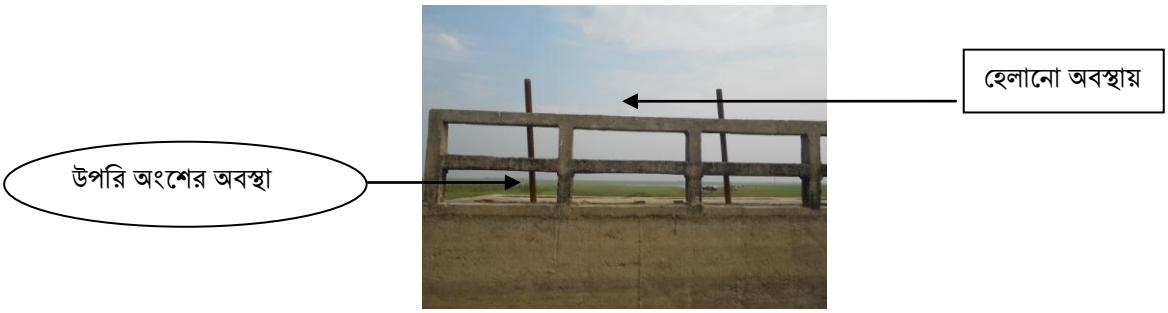

চিত্র ৬: পুটিয়ার খাল

●**পর্যবেক্ষণ:**

- রেগুলেটরটির চাবি ছিল না।
- রেগুলেটরের উপরে অংশ ছিল না। প্রত্যেকটি ভেন্ট হেলানো ছিল। **(চিত্র ৬)**
- রেগুলেটরটির বর্তমানে কার্যক্ষমতা নেই ,যা পরিদর্শনে সম্পূর্ণরূপে অকেজো পাওয়া যায়।

পায়রা রেগুলেটর পরিদর্শন:

খালিয়াজুরি ইউনিয়নে অবস্থিত পায়রা (চিত্র ৭) রেগুলেটরটির বাস্তব অবস্থা যাচাই করা হয়।

চিত্র ৭:পায়রা রেগুলেটর

●পর্যবেক্ষণ:

- রেগুলেটরটির চাবি ছিল না।
- রেগুলেটরের উপরে অংশ ছিল না। প্রত্যেকটি ভেন্টগুলো রসি দিয়ে বাঁধানো ছিল **(চিত্র ৭)**
- রেগুলেটরটির বর্তমানে কার্যক্ষমতা নেই ,যা পরিদর্শনে সম্পূর্ণরূপে অকেজো পাওয়া যায়।

চেলা রেগুলেটর পরিদর্শন:

খালিয়াজুরি ইউনিয়নে অবস্থিত চেলা (চিত্র ৮) রেগুলেটরটির বাস্তব অবস্থা যাচাই করা হয়।

চিত্র: ৮ চেলা রেগুলেটর

●পর্যবেক্ষণ:

- রেগুলেটরটির চাবি ছিল না।
- রেগুলেটরের উপরে অংশ ছিল না। ভেন্টগুলো রসি দিয়ে বাঁধানো ছিল **(চিত্র ৮)**
- সম্পূর্ণরূপে হেলানো অবস্থায় ছিল।
- রেগুলেটরটির বর্তমানে কার্যক্ষমতা নেই ,যা পরিদর্শনে সম্পূর্ণরূপে অকেজো পাওয়া যায়।

এছাড়া পরিদর্শিত রেগুলেটরগুলোর প্রতিরক্ষা কাজ সন্তোষজনক ছিল না। (চিত্র-৯)

চিত্র ৯: প্রতিরক্ষা কাজ

কসওয়ে নিমার্ণ কাজ পরিদর্শন:

গাজীপুর ইউনিয়ন বাতুলিয়া এলাকায় প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত ২টি কসওয়ের (চিত্র-১০) সর্বশেষ বাস্তব অবস্থা দেখা হয়। আগাম বন্যার পানি

কসওয়ে দিয়ে সরিয়ে দেয়াই কসওয়ে নিমার্ণ করার উদ্দেশ্য ছিল।

●পর্যবেক্ষণ:

- কসওয়েটির অপর অংশটি সংযোগ খালের সাথে যুক্ত ছিল না। ফলে পানি পরিবহনের কোন সুযোগ নেই। ফলে এ হতে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। (চিত্র-১১))
- কসওয়ের মূল স্ট্রাকচারটি রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহৃত ব্লকগুলো দেবে গেছে (চিত্র-১২)।

চিত্র ১০: কসওয়ে

চিত্র ১১: সংযোগ খালের সাথে যুক্ত ছিল না

চিত্র ১২: প্রতিরক্ষা কাজ

- **ক্লোজার নির্মাণ:** প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ক্লোজারটি বাস্তব অবস্থা দেখা হয়।

চিত্র: ক্লোজার নির্মাণ

১৫। **প্রকেল্পর ক্রয় কার্যক্রম:**

মোটর সাইকেল (১০০ সিসি) ক্রয়: প্রকল্পটির আওতায় ১.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে১.৮০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়।

বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে মোটর সাইকেলটি ২টি মোটর সাইকেল পাওয়া যায়।

চিত্র: ক্রয়কৃত মোটর সাইকেল

- **কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ:** প্রকল্পটির আওতায় ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি **কম্পিউটার,প্রিন্টারসহ** আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ১.০০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়।

বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে ১টি কম্পিউটার পাওয়া যায়।

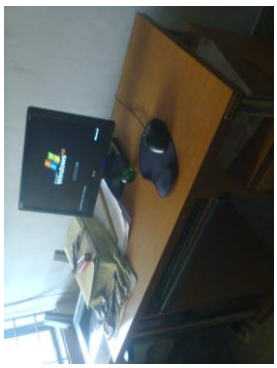

চিত্র: কম্পিউটার ক্রয়

- **ফটোকপিয়ার ক্রয় :**

প্রকল্পটির আওতায় ০.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি ফটোকপিয়ার ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ০.৮০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়।

বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে ১টি ফটোকপিয়ার পাওয়া যায়। কিন্তু পরিদর্শনকালে ফটোকপিয়ারটি নষ্ট পাওয়া যায়।

চিত্র:ফটোকপিয়ার ক্রয়

ওয়ার্কঅর্ডার সমূহ বিশ্লেষণ:

প্যাকেজ নং	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	মন্তব্য
RB-04	১০-০২-২০১০	১১-০৪-২০১০	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মার্চ,২০১২ (ফেব্রুয়ারী,২০১২-এর অগ্রগতির উপর) সালের মাসিক এডিপি রিভিউ সভায়, আলোচনার-২তে "কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলীকে তার অধীন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি জানাতে বলা হলে তিনি বলেন, তার আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে "খালিয়াজুড়ি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন(আন্তখাত:সমন্বয়কৃত)" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটা ব্যয় হবেনা। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, হাওরে পানি চলে আসায় কয়েকটি স্থাপনা নির্মাণ করা যাবেনা।
Kj-11	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-12	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-13	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-14	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-15	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-16	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-17	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-18	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-19	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-20	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-21	২৫-১২-২০০৯	২৫-০৫-২০১১	
Kj-22	১০-০১-২০১০	৩০-০৬-২০১০	
Kj-23	২০-০১-২০১০	২০-০৬-২০১০	
RB-11	০৩-০৩-২০১০-	০৩-০৪-২০১০	
RB-10	০৩-০৩-২০১০-	০৩-০৪-২০১০	
RB-03	১০-০২-২০১০-	২৬-০৪-২০১০	

পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে স্থানীয় জনগন জানান, মার্চ হতে এপ্রিল শেষ নাগাদ হাওর এলাকায় পানি চলে আসে। ফলে ঠিকাদাররা কাজটি সমাপ্ত করতে পারে না। এ বিষয়ে খালিয়াজুড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, অত্র উপজেলা নতুন করে কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হওয়ার পথে এখনো কাজ শুরু করেন এবং তার হতাশা প্রকাশ করেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, বর্তমানে এ উপজেলায় "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৫)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারী ২০ তারিখ হতে কাজ শুরু হয়েছে। বাস্তবে পরিদর্শনকালে কাজ শুরু হওয়ার কোন নমুনা পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে স্থানীয় জনগন জানান পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন কাজ প্রলম্বিত করে কাজ শেষ না করার প্রবণতা রয়েছে।তারা আরও বলেন ওয়ার্ক অর্ডার আরো আগে দেয়া হলে বাস্তবায়নে কোন সমস্যা সৃষ্টি হতো না। প্রকৃতপক্ষে, খালিয়াজুড়ি প্রকল্পের ওয়ার্ক অর্ডার বিশ্লেষণ সে ধরনের নমুনা পাওয়া। পানি চলে আসার ঠিক আগে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে এক্ষেত্রে মৌসুম বিবেচনা করা হয়নি যাতে অনিয়ম করার আশংকা থাকে। উল্লেখ,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মার্চ,২০১২ (ফেব্রুয়ারী,২০১২-এর অগ্রগতির) রিভিউ সভায় পানি তাড়াতাড়ি আসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৬। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৬০.৭৮ লক্ষ টাকা অথচ পিসিআর তথ্যানুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় দেখানো হয়েছে ৪১৫৭.৭৮লক্ষ টাকা । প্রেরিত পিসিআরে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় উল্লেখ্য করা হয়েছে ৩৯০৮.৯৩ লক্ষ টাকা। পিসিআর তথ্যানুযায়ী প্রকল্পের অংগানুযায়ী (কলাম-০৫)প্রকৃত ব্যয়ের যোগফল হয় ৪০৫৭.২২ লক্ষ টাকা। আবার ,২০১১-১২ এর সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী ২৫১.৮৫ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। পিসিআরে প্রাক্কলিত ব্যয় এবং প্রকৃত ব্যয় ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৭। বছর ভিত্তিক সংস্থান,বরাদ্দ,অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয় তুলনা

উপরে উল্লেখিত টেবিল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল অনুযায়ী প্রকল্পটি জুন, ২০০৭ সালে সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও ডিপিপি অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ দেয়া হয়নি। (গ্রাফ দ্র:)সংশোধিত এডিপি/ প্রকৃত বরাদ্দ মূল এডিপি হতে কম দেয়া হয়েছে যা প্রকল্পটি সমাপ্তের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

অর্থ বছর	এডিপিতে বরাদ্দ	প্রকৃত বরাদ্দ	ব্যয়	অবমুক্তি	অবমুক্তির অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়	মন্তব্য
২০০৩-০৪	৮৪৪.০০	৩৩৮.৬২	৩৩৮.৪৬	৩৩৮.৪৬	০	২৫১.৮৫ লক্ষ টাকা অব্যয়িত অর্থ ফেরত দিতে হবে।
২০০৪-০৫	১০০০.০০	৫৫৩.৬২	৫৫৩.৬২	৫৫৩.৬২	০	
২০০৫-০৬	৮০০.০০	৩২৫.৫৪	৩২৫.৫৪	৩২৩.৫৪	২.০০	
২০০৬-০৭	৩০০.০০	১০৪.৫	১০৪.৫	১০৩.৫	১.০০	
২০০৭-০৮	৫০০.০০	৬১২.৯৬	৬১২.৯৬	৬১২.২৫	০.৭১	
২০০৮-০৯	১১০১.০০	৩৪৫.৯৪	৩৪৫.৯৪	৩৪৫.৯৪	০	
২০০৯-১০	৬০০.০০	৫৯৪.৫৮	৫৯৪.৫৮	৫৯৪.৫৮	০	
২০১০-১১	৫০০.০০	৪৯৭.৬৭	৪৯৭.৬৭	৪৯৭.৬৭	০	
২০১১-১২	৭৮৪	৭৮৭.৫১	৫৩৫.৬৬	৭৮৭.৫১	(২৫১.৮৫) অব্যয়িত	

প্রভাব:

- অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না দেয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ০৫ (দুই) বৎসর বেড়েছে।
- সময় বৃদ্ধি পাওয়া এবং কাজের পরিধি পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্পটি দু'বার সংশোধন করা হয় । এর ফলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায় যা অন্যান্য প্রকল্পের বরাদ্দ প্রাপ্তিসহ প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে বাধা সৃষ্টি করেছে।
- বাস্তবায়নকাল বেশি লাগায় প্রকল্পের উপযোগীতার উপর প্রভাব ফেলেছে।

১৮। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজটি পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে হয়েছে কিনা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে কয়েকটি প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া সঠিক ছিল কিনা তা যাচাই করা হয়।

*** প্যাকেজ/ লট নং** kj ১০ এ ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে Drainage-Cum Flushing Regulator(1 vent) কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক যুগান্তর'**,**'News today'** পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত করা হয়েছে। TEC তে ৫ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (PHED ও এলজিইডি) রয়েছে। গত ০২/১১/২০০০৬ তারিখে টেন্ডার open করা হয় এবং গত ২০.১২.২০০৬তারিখে ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৪টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৪টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ৭.০৪% নিম্নদরে ৭৩,৫৩,১৯৬.৪২ টাকায় M/S Goodman Enterprise এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

*** প্যাকেজ/ লট নং kj** ০৬ এ ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে Drainage-Cum Flushing Regulator(৩ vent) কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক যুগান্তর'** ,**'News today'** পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত করা হয়েছে। TEC তে ৫ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (PHED ও এলজিইডি) রয়েছে। গত ০২/১১/২০০০৬ তারিখে টেন্ডার open করা হয় এবং গত ২০.১২.২০০৬তারিখে ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৪টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৩টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ৬.৯৬% নিম্নদরে ১,২২,৫৩,২৮৩.৬৮ টাকায় M/S Goodman Enterprise এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

*** প্যাকেজ/ লট নং RB** ০৬ এ ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে breach Closing of Submergible embankment কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ্য করা হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TOC) গঠিত করা হয়েছে। TOC তে ৫ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (EED ও এলজিইডি) রয়েছে। গত ১৬/১১/২০০৮ তারিখে টেন্ডার open করা হয় এবং গত ০৪/১২/০৮ তারিখে ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৮টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৩টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ৪০.৬৩% নিম্নদরে ১১,৫৭,৫৪০.৭২ টাকায় M/S Bidut Bitan এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য রেসপন্সিভ অপর ০২ জন প্রাইস প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ১% কমে কোট করা হয়েছে।

- **প্যাকেজ/ লট নং RB** ০৬ ক্ষেত্রে টেন্ডারটি বিজ্ঞাপন কোন পত্রিকায় দেয়া হয়েছে তার নাম ও তারিখ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ্য করা হয়নি।
- **প্যাকেজ/ লট নং RB** ০৬ এর ক্ষেত্রে প্রাইস এস্টিমেশন ঠিক হয়নি। প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ৪০.৬৩% কমে কাজ দেয়া হয়েছে। অথচ রেসপন্সিভ অপর ০২ জন প্রাইস প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ১% কমে কোট করা হয়েছে। এত প্রতীয়মান হয় যে,কাজের গুনগতমান রক্ষা হবে না।

১৯। **বাস্তবায়ন সমস্যা/সমস্যা**

১৯.১ **নিম্নমানের কাজ:** প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে খালিয়াজুড়িতে নির্মিত রেগুলেটরের মধ্যে randomly ৪টি রেগুলেটরের বর্তমান কার্যকারিতা যাচাই করা হয়। একটি রেগুলেটরও ভালো পাওয়া যায়নি।

১৯.২ **অসমাপ্ত কাজ:** পিসিআরে তথ্যানুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৫টি ০৪ ভেন্ট রেগুলেটর মধ্যে ০৩টি এবং ৫টি কসওয়ের মধ্যে ০৩টির নির্মাণকাজ অসমাপ্ত রয়েছে। এছাড়া আইএমইডি/০৫ এর তথ্যানুযায়ী মার্চ,১২ হতে এপ্রিল/১২- পর্যন্ত কয়েকটি অংগের আর্থিক ও বাস্তব তুলনামূলক চিত্রে দেখা কয়েকটি অংগে ১০০% কাজ হয়নি।

১৯.৩ **মৌসুমের সাথে সামন্জস্য রেখে ওয়ার্ক অর্ডার না দেয়া:** খালিয়াজুড়ি প্রকল্পের ওয়ার্ক অর্ডার বিশ্লেষণ দেখা যায়, পানি চলে আসার ঠিক আগে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে এক্ষেত্রে মৌসুম বিবেচনা করা হয়নি যাতে বাস্তবায়ন কাজে অনিয়ম করার

১৯.৪ আশংকা থাকে।

পিপিআরের ব্যত্যয়:

১৯.৫ প্যাকেজ/ লট নং RB ০৬ ক্ষেত্রে টেন্ডারটি বিজ্ঞাপন কোন পত্রিকায় দেয়া হয়েছে তার নাম ও তারিখ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ্য করা হয়নি।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বরাদ্দ না দেয়া:

অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল অনুযায়ী প্রকল্পটি জুন, ২০০৭ সালে সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও ডিপিপি অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ দেয়া হয়নি। সংশোধিত এডিপি/ প্রকৃত বরাদ্দ মূল এডিপি হতে কম দেয়া হয়েছে যা প্রকল্পটি সমাপ্তের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

২০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
প্রকল্প এলাকার গ্রস ১৯,৩৮০ হেক্টর এলাকার মধ্যে চাষযোগ্য নীট ১৫,২২৫ হেক্টর এলাকায় আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রন, পানি নিস্কাশনের সুযোগ সৃষ্টি এবং নৌ-চলাচল সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ফসল ও সম্পদ রক্ষা করাসহ কৃষি ও মৎস্য উৎপান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধন করা প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে আংশিক অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।	পিসিআরে তথ্যানুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৫টি ০৪ ভেন্ট রেগুলেটর মধ্যে ০৩টি এবং ৫টি কসওয়ের মধ্যে ০৩টির নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে।

২১। **সুপারিশ/মতামতঃ**

২১.১। প্রকল্পটির আওতায় অসমাপ্ত কাজ (অনুচ্ছেদ-৮) এবং নিম্নমানের কাজের (অনুচ্ছেদ-১৫) বিষয়ে তদন্তপূর্বক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২১.২। বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে আগাম বন্যাকে বিবেচনা রেখে কার্যাদেশ প্রদান এবং মৌসুম নির্ধারণের বিষয় স্থানীয় জনগনের মতামতকে প্রাধান্য দেয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে পাউবোসহ অন্যান্য সংস্থাকে নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে।

২১.৩। উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কতৃর্ক গৃহীত ব্যবস্থার বিষয়ে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

"পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প"

(সমাপ্ত : জুন,২০১২)

১। নির্বাহী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। প্রকল্পের অবস্থান : পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালী সদর উপজেলা।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২২৯.৮০	২৬৬৩.০০	২২৫৫.০৮৭	২০০৭-২০০৮ হতে ২০০৯-২০১০	২০০৭-২০০৮ হতে ২০১১-২০১২	২০০৭-২০০৮ হতে ২০১১-২০১২	**১৯.৪২%**	**২ বছর (৬৬.৬৬ %)**

৫। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১)	সার্ভে এন্ড ইনভেস্টিগেশন	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)	১০০%
২)	পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০ (১০০%)	১০০%
৩)	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস	থোক	১.৫০	থোক	১.৪৮ (৯৯%)	১০০%
৪)	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	২.০০	থোক	২.০০ (১০০%)	১০০%
৫)	ফরমেশন অব WMOএন্ড ট্রেনিং	থোক	২.০০	থোক	০.০০ (০%)	০%
৬)	যানবাহন মেরামত	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০ (১০০%)	১০০%
৭)	**ভূমি অধিগ্রহণ**	হেক্টর	১০০.০০	১ হে:	৮৮.৪৮ (৮৮%)	০.১৪ হে: (১৪%)
৮)	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	মিটার	৪২২.০০	১২০০ মি:	৪১০.২২ (৯৭%)	১১৮৭ মি: (৯৮.৯১%)
৯)	**রি-সেকশনিং অব এমব্যাংকমেন্ট**	কি:মি:	৬.০০	০.২৬০কি: মি:	২.০০ (৩৩.৩৩%)	০%
১০)	খাল পুন:খনন	সংখ্যা	১৮.০০	৫.০০কি:মি:	১৭.৮১ (৯৯%)	৫.০০কি:মি (১০০%)
১১)	ড্রেইনেজ কাম ফ্লাসিং রেগুলেটর	সংখ্যা	৬৩৭.০০	৬	৬৩৪.৫৩ (৯৯.৬১%)	৬ (১০০%) (১০০%)
১২)	আউটলেট	সংখ্যা	২৬৮.০০	১৭	২৬২.৬৪ (৯৮%)	১৭ (১০০%)
১৩)	কালভার্ট	সংখ্যা	১৬০.৫০	৯	১৩৯.০৩ (৮৭%)	৯ (১০০%)
১৪)	পাইপ ইনলেট	সংখ্যা	১৮০.০০	২৫	১৪২.৭৯ (৭৯%)	২৫ (১০০%)
১৫)	রাস্তা প্রশস্তকরণ/বাঁধ	মিটার	৩৩৫.০০	২০৫০	৩২৩.৭৩ (৯৭%)	২০৫০ (১০০%)
১৬)	ফ্লাড ওয়াল/সীট পাইল	মিটার	৪৮০.০০	২৫০	১৮০.১৭ (৩৭.৫৩%)	২৫০ (১০০%)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৭)	ফেরী এবং বাথিং ঘাট	সংখ্যা	৪০.০০	৪	৩৮.১৭ (৯৫%)	৪ (১০০%)
	মোটঃ		**২৬৬৩.০০**	**১০০%**	**২২৫৫.০৮৭***	(৯৬%)

***প্রকল্পের খাতওয়ারী যোগ এবং ভূমি অধিগ্রহণের (৯৫,০০,০০০.০০ -৮৯,৫১৬৭১.৬৫)টাকা=৫,৪৮,৩২৮.৩৫ টাকা সমন্বয়ের পর মোট।**

৬। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর এর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআরে ভূমি অধিগ্রহণ, রি-সেকশনিং অব এমব্যাংকমেন্ট ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে উল্লেখ থাকলেও পরিদর্শনে দেখা যায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই এবং রি-সেকশনিং অব এমব্যাংকমেন্টের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়নি । এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ কাজটি ১২০০মিটার করার কথা থাকলেও সে স্থলে ১১৮৭ মিটার করা হয়েছে বলে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়। পরিদর্শন কালে অসমাপ্ত কাজের বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য জানাতে পারেনি।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- পটুয়াখালী জেলা শহরে জোয়ারের পানি প্রবেশ রোধ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- বন্যা এবং জলাবদ্ধতা থেকে সৃষ্ট জনগণের দুর্ভোগ লাঘব।

৯। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

পটুয়াখালী শহরটি কয়েকটি পোল্ডার দ্বারা বেষ্টিত। পটুয়াখালী শহরের উওরে পটুয়াখালী নদী, দক্ষিণে বোয়ালগাছিয়া, পূর্বে লোহালিয়া এবং পশ্চিমে পায়রা নদী বিস্তৃত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে বর্ষা মৌসুমে জোয়ারের সময় পটুয়াখালী শহরে বন্যা এবং জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। অনিয়ন্ত্রিত নিস্কাশন খাল দিয়ে পার্শ্ববর্তী নদী থেকে জোয়ারের সময় পানি পটুয়াখালী শহরে প্রবেশ করে। জলোচ্ছাস এবং বন্যার সময় পানি নিচু রাস্তা-কাম বাঁধ উপচে শহরে প্রবেশ করে জলাবদ্ধতাসহ নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে। বন্যায় প্রতিবছর মানুষের অপরিসীম দুর্দশার সৃষ্টি হয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, উল্লিখিত সমস্যা থেকে জনগণের কষ্ট লাঘব করার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন:**

''পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ'' শীর্ষক প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক প্রকল্পের ডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ডিপিপি'র উপর ১৪/০৮/২০০৭ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২৬/১২/২০০৭ তারিখে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ২২২৯.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে অনুমোদিত হয়। ভৌত কাজের ডিজাইন ও কার্যপরিধি পরিবর্তনের কারণে এবং নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়। অত:পর মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে ২৪৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত প্রকল্পটির আরডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রশাসনিক আদেশ গত ২০/৭/২০০৯ তারিখে জারি করা হয়। চলমান কাজের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি (জুন, ২০১১ পর্যন্ত) করা হয়। পুনরায় প্রকল্পের ভৌত কাজের নকশা পরিবর্তন, নির্মাণ কাজে ব্যয় বৃদ্ধি করে ২৬৬৩.০০ লক্ষ টাকায় ২য় বার সংশোধনের প্রস্তাব করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২০/২/২০১১ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে ২৬৬৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৫-১২-২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে মোট ০৩ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব জহির উদ্দীন আহমেদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১০/০৯/২০০৬ হতে ১৭/০৯/২০০৯
২।	জনাব সিদ্দিকুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১৭/০৯/২০০৯ হতে ১৯/০৪/২০১২
৩।	জনাব দিলদার হোসেন	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৪/০৪/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১২

১২। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

খাল পুন:খনন,ভূমি অধিগ্রহণ-১ হেক্টর, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, রি-সেকশনিং অব এমব্যাংকমেন্ট,ড্রেইনেজ কাম স্লুসিং রেগুলেটর, পাইপ ইনলেট ফেরী এবং বাথিং ঘাট, রাস্তা বাঁধ/প্রশস্তকরণ করা , স্লুড ওয়াল/সীট পাইল নির্মাণ।

১৩। পরিদর্শিত এলাকা (জেলা ও উপজেলা):

গত ১৯ হতে ২১ জুন,২০১৩ তারিখে পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পটুয়াখালী পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর) বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে । প্রকল্প পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৬৩.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ২৫৬০.৪০ লক্ষ টাকা (৮৫%)। প্রকৃত পক্ষে, প্রকল্পটির ব্যয় হয়েছে ২২৫৫.০৮৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩০৫.৩১৩ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় দেখানো হয়েছে। বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৯৬%।

১৫। বছর ভিত্তিক সংস্থান, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয় তুলনা:

নিম্নের টেবিল বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল অনুযায়ী প্রকল্পটি জুন'২০১০ সালে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রকল্পটিতে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ দেয়া হয়নি। যদিও সংশোধিত এডিপিতে মূল এডিপি বরাদ্দ হতে বেশী বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। তারপরও নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তির জন্য এ বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল না।

লক্ষ'টাকা

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান	এডিপিতে বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অবমুক্তি
২০০৭-০৮	১২৭.৪	১০০.০০	২০০.০০	১৯৫.০৪	২০০.০০
২০০৮-০৯	৯৩৮.৪	৪০০.০০	৫০০.০০	৪৯৯.৮১	৫০০.০০
২০০৯-১০	১১৬৪.০০	৮০০.০০	৯৫০.০০	৯৪৫.৫৯	৯৫০.০০
২০১০-১১	০.০০	৪৯৭.০০	৫০০.০০	৪৯৭.৯৩	৫০০.০০
২০১১-১২	০.০০	৩০০.০০	৪৫২.০০	৪২২.০৩	৪৫২.০০

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া প্রকল্পের ব্যয়ও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিয়োগের তুলনায় ফলাফল কিছুটা হ্রাসকৃত হয় এবং প্রকল্পের সুফল পৌঁছাতেও বিলম্ব হয়।

১৬। ভূমি অধিগ্রহণ:

প্রকল্পটির আওতায় ২.৪৭ একর (১ হেক্টর) ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ৯৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাত্র ০.৪৭ একর (পিসিআরে তথ্যানুযায়ী) ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানানো হয়। কিন্তু পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অধিগ্রহণকৃত উক্ত ভূমি দেখাতে পারেননি। উল্লেখ্য,পরিদর্শনকালে পটুয়াখালীর নির্বাহী প্রকৌশলী সাথে ছিলেন।

১৬.১ প্রকল্পটি পরিদর্শনের পর প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে গত ১৭-১১-২০১৩ তারিখে আইএমইডি'র মহাপরিচালক (কৃষি) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিকে এই প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য আইএমইডিকে ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে অবহিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পানি উন্নয়ন বোর্ড, ও ডিসি পটুয়াখালী থেকে ২টি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে, ডিসি পটুয়াখালী অফিস থেকে তিনটি লটে ০.৩৬ একর ভূমির বিপরীতে ৮৯.৫২ লক্ষ টাকার নিম্নরূপ প্রাক্কলন পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

এল,এ কেস নং-০১/২০১১-২০১২- ০.১১ একর – ৩১.০৩ লক্ষ টাকা
এল,এ কেস নং-০২/২০১১-২০১২- ০.১১ একর – ১৫.৬৯ লক্ষ টাকা
এল,এ কেস নং-০৮/২০১২-২০১৩- ০.১৪ একর – ৪২.৮০ লক্ষ টাকা
মোট অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ -০.৩৬ একর– ৮৯.৫২ লক্ষ টাকা

অপরদিকে ৩০/০৬/২০০৮ তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ডিসি অফিসকে মোট ৯৫ লক্ষ টাকার নিম্নরূপ ৪টি চেক প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়:

চেক নং ও তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
চেক নং-১৩৯৫০৭৯ তাং ৩০/০৬/২০০৮	২০.০০
চেক নং-১৩৯৫২৮৮, তাং ০৭/৮/২০০৯	১২.৮৪
চেক নং-১৯০০৮৪১, তাং ২৩/৬/২০১০	২৫.০০
চেকনং-০৫৫৪০২৯, তাং ২৮/৬/২০১২	৩৭.১৬
	মোট ৯৫.০০

অপর দিকে ক্ষতিগ্রস্থদের মোট ৮৯,৫১,৬৭১.৬৫ টাকা প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং ডিসি অফিস হতে জানিয়েছে। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট ৫.৪৮ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি যা ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

১৬.২। ভূমি অধিগ্রহণ বিষয় মতামত:

- পিসিআরে ০.৪৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে অথচ ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মাত্র ০.৩৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ০.১১ একরের প্রাক্কলন প্রকল্প সমাপ্তির দেড় বছর পাউবো বরাবর প্রেরণ করা হয়। বাকী ০.১১ একর ভূমি অধিগ্রহণের স্বপক্ষে কোন দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা অধিগ্রহণকৃত ভূমি দেখাতে পারেনি।
- পিসিআরে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫.৪৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় দেখানো হয়েছে।
- ডিসি অফিস হতে প্রেরিত রোয়েদাদে অধিগ্রহনকৃত মালিকের ঠিকানা ও জমির পরিমাণ উল্লেখ্ করা হয় নাই এবং ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং-০৮/২০১২-২০১৩ এর মন্তব্য কলামে চেক নং ও অফিসারের স্বাক্ষর কলামে কোন চেক নং ও স্বাক্ষর প্রদান করা হয়নি।
- প্রাক্কলন প্রেরণের প্রায় সাড়ে তিন বছর পূর্বে ডিসি অফিস বরাবর অর্থ জমা দেয়া হয় যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়।

  পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রেরিত তথ্যে নিমোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায়:

  - পাউবো আঞ্চলিক কেন্দ্র কর্তৃক চেকের ফটোকপি রাখা হয় নাই।
  - অধিগ্রহনকৃত জমির রেজিস্ট্রেশন এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
  - ০.১১ একর জমির প্রাক্কলনসহ কোন তথ্যাদি নেই।
  - ক্ষতিগ্রস্থদের প্রাপ্তি স্বীকারের বিষয়ে কোন দলিল/তথ্য নাই।

  জেলা প্রশাসকের অফিস হতে প্রেরিত তথ্যে নিমোক্ত বিষয়গুলো নজরে আসে:

  - ০.১১ একর জমির প্রাক্কলনসহ কোন তথ্যাদি নেই।
  - ক্ষতিগ্রস্থদের প্রাপ্তি স্বীকারের বিষয়ে কোন দলিল/তথ্য নাই।
  - অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্থ মালিকের ঠিকানা ও জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি।
  - ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং-০৮/২০১২-২০১৩ এর মন্তব্য কলামে চেক নং ও অফিসারের স্বাক্ষর কলামে কোন চেক নং ও স্বাক্ষর প্রদান করা হয়নি।

১৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

২ নং বাঁধ ঘটি Regulator পটুয়াখালী শহর রক্ষা প্রকল্প :

পরিদর্শনের শুরুতেই ২ নং বাঁধ ঘাট এলাকায় অবস্থিত ১টি নির্মিত Flushing regulator (১.৮০× ১.৫০ মি) এর অবস্থা দেখা হয় (চিত্র-১) ।

চিত্র ১: নির্মিত ১ ভেন্ট রেগুলেটর

Regulatorটি ২০০৯-১০ সালে নির্মিত হয়। Regulator-টির চাবি কার কাছে জিজ্ঞাসা করলে স্থানীয় জনগণ সদুত্তর দিতে পারেনি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান যে Regulator টির চাবি স্থানীয়দের কাছে থাকে। তাদের মাধ্যমেই Regulator টি Operate করা হয়। স্থানীয়দের যে কোন জরুরী প্রয়োজনে বাপাউবো কর্মকর্তা পরিচালনার জন্য আসেন ।

Road raising outlet, ফায়ার ব্রিগেড এলাকা:

পরবর্তীতে ফায়ার ব্রিগেড এলাকায় Road raising ও outlet দেখা হয়।(চিত্র ২)

চিত্র ২ : Embankment Road raising

উল্লেখিত স্থানে পরিদর্শনকালে outlet টির Problem রয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ জানান।(চিত্র ৩)

চিত্র ৩: আউটলেট

কলাতলা রোড, কালিকাপুর :

কলাতলা রোডে কালিকাপুর অংশের কালভার্টটির কাজের মান এবং বর্তমান অবস্থা সরেজমিন দেখা হয়। পরিদর্শনে কালভার্টটির (চিত্র ৪) একটি অংশে বিরাট ফাটল দেখা গেছে। স্থানীয়দের সাথে আলোচনায় তারা জানান যে, কালভার্টটি নির্মাণ কাজের গুণগতমানে তারা মোটেও সন্তুষ্ট নন।

চিত্র ৪:নির্মিত কালভার্ট

এছাড়া একই অংশে নির্মিত একটি Pipe inlet (চিত্র-৫) এর বর্তমান অবস্থা পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, inlet এর উপরি অংশের Structure টি হেলে পড়েছে।

চিত্র ৫: Pipe inlet

New Market , মসজিদ ঘাট এলাকা:

পরিদর্শনের এ পর্যায়ে New Market এলাকা হতে মসজিদ ঘাট পর্যন্ত Road raising এর কাজ দেখা হয়। Road টির বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয়, খালি চোখে রাস্তাটির দু'পাশ হেলে পড়ার চিত্র সহজে বোঝা যায় । পরিদর্শনকালে দেখা যায়,বাজার হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা।

এ বিষয়ে স্থানীয়রা জানান যে, সব সময় ট্রাক চলাচলের কারণে রাস্তাটি ভেঙ্গে গিয়েছে। এর ফলে একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তার বিভিন্ন স্থানে দুতপানি জমে যায়। এছাড়া স্থানীয়রা রাস্তার কাজের মানে মোটেও সন্তুষ্ট নন । মসজিদের সামনের রাস্তায় বিভিন্ন অংশে ভেঙ্গে/দেবে গেছে (চিত্র ৬)।তারা আরও জানান ,নিজেদের প্রয়োজনে নিজস্ব উদ্যোগে তারা রাস্তার মেরামতের কাজ করেছে। পরিদর্শনকালে ঐ রাস্তা ধরে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় আসলে মসজিদের লোকজন এবং অত্র এলাকার লোকজন জানান যে, রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এটেল মাটি ব্যবহারের কথা থাকলেও বালি মাটি ব্যবহার করা হয়েছে (চিত্র ৬)। পরবর্তীতে ঐ স্থানে রাস্তার একটি অংশ খুড়ে দেখা যায় যে, ৬″ খোয়া ফিল্টার দেয়ার কথা থাকলেও প্রায় ২.৫″ খোয়ার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। মসজিদ সংলগ্ন স্থানীয়রা এ বিষয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেন। (চিত্র ৬)

চিত্র ৬: খোঁড়া অংশ

লঞ্চ ঘাট এলাকা: লঞ্চ ঘাট এলাকায় প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণের কাজটি অর্ন্তভুক্ত ছিল। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, তীর প্রতিরক্ষা কাজে (বাধঁ নির্মাণে কাজের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত) ব্যবহৃত ব্লকগুলো খসে গেছে। অনেকক্ষেত্রে ব্লকগুলো জীর্ণপ্রায় মনে হয়েছে।(চিত্র ৭)

চিত্র ৭: ব্যবহৃত ব্লক

ফৌজাদারহাটপুল:

লঞ্চঘাট এলাকা সংলগ্ন ফৌজাদারহাটপুল এলাকায় নির্মিত রেগুলেটর এবং বাধঁ নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করা হয়। বাধঁ নির্মাণে দেখা যায় যে,বাঁধের width একেক স্থানে একেক রকম। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের কাছে চাওয়া হলে,ডিজাইন সঙ্গে আনা হয়নি বলে তারা জানান। প্রকৃতপক্ষে,width এর variation-ই প্রমাণ করে যে, বাধঁ নির্মাণে ডিজাইন অনুযায়ী width রাখা হয়নি।(চিত্র-৮)

চিত্র ৮: বাঁধের width এর variation

পুরাণবাজার:

লঞ্চঘাট এলাকা সংলগ্ন পুরাণবাজার এলাকায় নির্মিত ফ্লাড ওয়ালটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় উল্লেখিত স্থানে কিছু স্থাপনা বিদ্যমান ছিল। ফলে ওয়াকওয়ে মেইনটেইন করা সম্ভব হয়নি। (চিত্র-৯)

চিত্র ৯ :ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ

মান্নান সিকদারের ঘাট ও লোহালিয়া নদী ঘাট:

পরিদর্শনের এ পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মান্নান সিকদারের ঘাট ও লোহালিয়া ঘাটের বাস্তবায়িত কাজ দেখা হয়।

চিত্র ১০: মান্নান সিকদারের ঘাট

চিত্র ১১: লোহালিয়া নদী ঘাট

পরিদর্শনকালে দেখা যায় লোহালিয়া নদীর ঘাটের প্রতিরক্ষা কাজটি দেবে গেছে।

বণিক পট্টি হতে কাঠ পট্টি:

পরিদর্শনকালে বণিক পট্টি হতে কাঠ পট্টি পর্যন্ত বাধঁ নিমার্ণ ও নির্মিত বিভিন্ন স্ট্রাকচারের কাজ দেখা হয় । পরিদর্শনের সময় যেসব বিষয় পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ:

- বাধেঁর বিভিন্ন অংশের প্রতিরক্ষা কাজ ধ্বসে গেছে (চিত্র:১২)। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত অংশে নিম্নমানের কাজ হয়েছে।

চিত্র ১২:প্রতিরক্ষা কাজের ধ্বসের নমুনা

বাধঁ নির্মাণে দেখা যায় যে,বাঁধের width একেক স্থানে একেক রকম বাধঁ নির্মাণে ডিজাইন অনুযায়ী width রাখা হয়নি।(চিত্র ১৩)

চিত্র ১৩: বাঁধের width এর variation

- কাঠ পট্টি এলাকায় দেখা গেছে যে,কাঠের মাস্তুল নেয়া আনা করার কারণে বাঁধের অংশে প্রতিরক্ষা কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। (চিত্র-১৪)

চিত্র ১৪:কাঠপট্টির অংশে বাঁধের কাজ

- একই অংশে নিম্নমানের ব্লক ব্যবহারের নমুনা পাওয়া যায় (চিত্র-১৫) এবং বাঁধের প্রতিরক্ষা কাজ (চিত্র ১৬) ধ্বসে গেছে।

চিত্র ১৫: নিম্নমানের ব্লক চিত্র ১৬: প্রতিরক্ষা কাজ

- উল্লিখিত অংশে নির্মিত একটি স্টাকচারের (আউটলেট) ভাঙ্গা অংশ পাওয়া যায়। (চিত্র-১৭)

চিত্র ১৭ : ভাঙ্গা অংশ

<u>বিএডিসির পূর্বপাড়া,কলেজ রোড সংলগ্ন:</u>

কাঠপট্টি হতে সামনের এ অংশে Embankment এর Re-sectioning ০.২৬০ কি:মি কাজ করার কথা থাকলেও বাস্তবে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। Embankment এর Re-sectioning কোন নমুনাই দেখা যায়নি। পুরোনা বাঁধটি এবেড়ো থেবড়ো অবস্থা ছিল। (চিত্র-১৮)

চিত্র ১৮: Embankment এর Re-sectioning এর বতর্মান অবস্থা

১৮। অন্যান্য পর্যবেক্ষণ:

পিসিআরে তথ্য: মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পিসিআরের ৫ নং অংশে প্রকল্পটির আওতায় মোট ব্যয় দেখানো হয়েছে ২৫৬০.লক্ষ টাকা । কিন্তু প্রকল্পটির খাত ওয়ারী যোগ করা হলে মোট ব্যয় দাঁড়ায় ২২৬০.৫৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২৯৯.৮৩ (২৫৬০.৪০-২২৬০.৫৭) লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় দেখানো হয়েছে। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণে দেখানো অতিরিক্ত ৫.৪৮ লক্ষ টাকা সমন্য় করার পর প্রকল্পটির ব্যয় দাড়াঁয় ২২৫৫.০৮৭ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা এবং প্রকল্পটির ব্যাংক বিবরণী ২১ জানুয়ারী,২০১৪ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি এ বিভাগে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রেরণ করা হয়নি। উল্লেখ্য এ বিভাগে হতে প্রেরিত পত্রে তথ্য প্রেরণে ব্যর্থ হলে উক্ত ব্যত্যয়ের বিষয়টি প্রতিবেদনে প্রতিফলন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

১৯। অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের প্রণীত প্রতিবেদন সংক্রান্ত:

সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ	প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখ	প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
জানুয়ারী, ২০১২ এবং ২১-০২-২০১১	০৯-০১-২০১২ ১৪-০৩-২০১১	-প্রকল্পটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি বা ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে জোয়ারের বা বন্যার পানি পটুয়াখালী শহরে প্রবেশ রোধকল্পে প্রকল্পের রাস্তা-কাম বাঁধ উঁচুকরণ কাজে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত প্রায় ১১০০ মিঃ বিদ্যমান নিচু অংশ (পিডিবি অফিসের পূর্ব চেইনেজ কিঃমিঃ ১.৫৩০ হতে কিঃমিঃ ২.৬৩০ এসপি সাহেবের ঘাট পর্যন্ত) অন্তর্ভুক্ত করে মোট ২০৫০ মিঃ (রাস্তা-কাম বাঁধ উঁচুকরণ কাজের শুরু চেইনেজ কিঃমিঃ ০.৫৮০ হতে কিঃমিঃ ২.৬৩০ বাজার এলাকার শেষ প্রান্ত) রাস্তার কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে। -সংশোধিত প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশনে ২০/২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনে কাজের পরিমাণ এবং অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করতে প্রয়োজনীয় সময় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে জরুরিভিত্তিতে প্রকল্পের আরডিপিপি পুনর্গঠন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। -বন্যা বাঁধ নির্মাণে শহরের দিকে (C/S) বাঁধের ঢালে (স্লোপ) অবশিষ্ট মাটি ভরাট কাজ সম্পাদন বা যথাযথভাবে বাঁধের ঢাল সংরক্ষরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। -প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবহিতার স্বার্থে প্রকল্পটির নকশা প্রণয়নে বিলম্ব এবং ত্রুটিপূর্ণ ১ম সংশোধনের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।	অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রেরণ করা হয়নি

২০। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম:

প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজটি পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে হয়েছে কিনা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে কয়েকটি প্যাকেজের (প্যাকেজ নং ৭, ৮,৯,১৮,২৮) ক্রয় প্রক্রিয়া যাচাই করা হয়।

প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:

*** প্যাকেজ/ লট নং-০৭** এ খোলা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে (OTM) ৪.৭৬০ কি:মি হতে ৫.০২০কি:মি অর্থাৎ২৬০ মি:

Embankment এর Re-sectioning কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক ইনকিলাব (২৭-১১-২০০৯)'** ,**'দৈনিক খবর (০৩-১২-২০০৯)'** পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠন করা হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (RHD ও PWD) রয়েছে। গত ১৮/০১/২০১০ তারিখে টেন্ডার খোলা হয় এবং গত ২৫.০১.২০১০ এবং ১০.০২.২০১০ তারিখে মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৪টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৩টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ০.০৪% নিম্নদরে ৬,১৬,৪০৬.৪০ টাকায় **M/S AL Mamun Enterprise** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

*** প্যাকেজ/ লট নং-০৮** এ খোলা বিজ্ঞপ্তির (OTM) এর মাধ্যমে ১.৩৭৫ কি:মি হতে ১.৯৩০ কি:মি অর্থাৎ ৫৫৫ মি: Road cum Embankment কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক জনতা (২৯-৯-২০১১)'**, **'Daily Bangladesh Today (28-09-2011)'** পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠন করা হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (RHD ও LGED) রয়েছে। গত ২৭-১০-২০১১ তারিখে টেন্ডার খোলা হয় এবং গত ০৯-০১-২০১২ এবং ১৬-০১-২০১২ তারিখে মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০২টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ৫.৬০% নিম্নদরে ৮৭,৪৫,২২১.০০ টাকায় M/S **Mohiuddin Ahmed** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

*** প্যাকেজ/ লট নং-০৯** এ খোলা বিজ্ঞপ্তির (OTM) এর মাধ্যমে ১.৯৩০ কি:মি হতে ২.৪৭৫ কি:মি অর্থাৎ ৫৪৫ মি: Road cum Embankment কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক জনতা (২৯-৯-২০১১)'** ,**'Daily Bangladesh Today (28-09-2011)'** পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠন করা হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (RHD ও LGED) রয়েছে। গত ২৭-১০-২০১১ তারিখে টেন্ডার খোলা হয় এবং গত ০৯-০১-২০১২ এবং ১৬-০১-২০১২ তারিখে মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০১টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ১১.৪৩% নিম্নদরে ৭১,৫৯,৫৪৩.০২ টাকায় **MM Builders Engineers** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

*** প্যাকেজ/ লট নং-১৮** এ খোলা বিজ্ঞপ্তির (OTM) এর মাধ্যমে ০.৫০০ কি:মি হতে ১.৩৭৫ কি:মি এবং ৩.২২২ কি:মি হতে ৩.২৯৭ কি:মি Road Raising -এর কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক ইনকিলাব (২৭-১১-২০০৯)'** ,**'দৈনিক খবর (০৩-১২-২০০৯)'** পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠন করা হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (RHD ও PWD) রয়েছে। গত ১৮/০১/২০১০ তারিখে টেন্ডার খোলা হয় এবং গত ২৫.০১.২০১০ এবং ১০.০২.২০১০ তারিখে মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৬টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৫টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ০.৬৬% নিম্নদরে ১,৫৫,৩১,০৫৭,.১৪ টাকায় M/S **Mohiuddin Ahmed** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

প্যাকেজ/ লট নং-২৮ এ খোলা বিজ্ঞপ্তির (OTM) এর মাধ্যমে ৩.৫০৩কি:মি হতে ৩.৬৩৩ কি:মি অর্থাৎ ১৩০.০০ মিটার Flood Embankment-এর কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক ইনকিলাব (২৮-০৮-০৮)'** ,**'News today (২৮-০৮-০৮)'** পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপেনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠন করা হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (LGED ও PWD) রয়েছে। গত ২৫-০৯-০৮ তারিখে টেন্ডার খোলা হয় এবং গত ১৬-১০-০৮ এবং২৩-১০-০৮ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৫টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৩টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ৮.২৬% নিম্নদরে ২,২৯,৬৯,৮৮১.৫৯ টাকায় **M/S Kamrul Enterprize & Md.Shamim Ahsan(JV)** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

*** প্যাকেজ/ লট নং-১০৭** এ খোলা বিজ্ঞপ্তির (OTM) এর মাধ্যমে ৪.০৭৫কি:মি হতে ৪.২৫০ কি:মি অর্থাৎ ১৭৫.০০মিটার Flood Embankment -এর কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক ভোরের ডাক (১৬-০৪-০৮)'**, **'দৈনিক সংবাদ (২৮-০৮-০৮)'** পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপেনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠিত করা হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (LGED ও PWD) রয়েছে। গত ৩০-০৪-০৮ তারিখে টেন্ডার open করা হয় এবং গত ০৪-০৫-০৮ এবং০৬-০৫-০৮তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৪টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৩টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ১২.৬৬ উর্ধ্বদরে ৩৩,৮১,৩১৬.৬১ টাকায় **M/S Md.Nasir Uddin** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

***** এছাড়া **প্যাকেজ/ লট নং-১০৬,১০৮ এর ক্ষেত্রে** উর্ধ্ব দরে চুক্তি করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ:

- টেন্ডারগুলোর বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত কোন পত্রিকায় দেয়া হয়নি।
- কয়েকটি প্যাকেজের ক্ষেত্রে (১০৬,১০৭,১০৮) প্রাক্কলন সঠিক হয়নি। এক্ষেত্রে উর্ধ্বদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।
- **প্যাকেজ-০৮ ও ০৯ এর ক্ষেত্রে পিপিআরের ২০০৮-এর তফসিল -৩ টেন্ডার ওপেনিং হতে মূল্যায়নের উল্লেখিত সময়ের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।**

অন্যান্য বিষয়:

সাধারণভাবে **কার্যাদেশগুলো প্রিন্ট করে দেয়া হয়।** কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের কয়েকটি প্যাকেজের কার্যাদেশ হাতে লেখা হয়েছে।

২১। **উপকারভোগীদের মতামত:** প্রকল্পটির উপযোগীতার বিষয়ে নিউ মার্কেট এলাকার সংলগ্ন বাজারের দোকানদার (শাহজালাল ট্রেডার্স চিত্র-২২) মো:আব্দুস সাত্তার সিকদার ও সাইফুল ইসলাম পলাশ রাস্তাটি গুনগতমানের বিষয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

চিত্র ১৯: উপকারভোগীদের মতামত

২২। **প্রকল্প মূল্যায়ন Evaluation matrix এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন :**

Evaluation Criteria	মূল্যায়নের জন্য মূল প্রশ্ন	তথ্যের উৎস	Respondent Group	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মন্তব
যৌক্তিকতা (Rationality)	প্রকল্পটি কিভাবে এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে?	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ বাপাউবো	Intensive Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।	স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় বুঝা যায় যে, জোয়ারের পানি পটুয়াখালী জেলা শহরে প্রবেশ রোধ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গৃহীত প্রকল্পটি সময়োপযোগী ও যৌক্তিক। এতে বন্যা এবং জলাবদ্ধতা থেকে সৃষ্ট জনগণের কষ্ট লাঘব হয়েছে বলে তারা জানান।
প্রভাব (Impact)	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর কি ধরনের পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে?	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ	Intensive Interview এবং observation technique	স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো ফুটে উঠেছে: ➢ লঞ্চঘাট এলাকাটি রক্ষা পেয়েছে; ➢ স্বনির্ভর রোড এলাকায় অবস্থিত বাজারটি নিয়মিত বসছে;
স্থায়ীত্ব (Sustainability)	কোন কোন বিষয়গুলোর উপর প্রকল্পটির সুফল নির্ভর করে? এ বিষয়ে আপনার মতামত বলুন।	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ বাপাউবো	Intensive Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত কাজের **Quality:** বাস্তবায়িত কাজের মান বিচারে প্রতীয়মান সম্পাদিত কাজটি টেকসই হবে না। বাস্তবায়িত কাজের **durability**: যেহেতু

Evaluation Criteria	মূল্যায়নের জন্য মূল প্রশ্ন	তথ্যের উৎস	Respondent Group	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মন্তব
					প্রকল্পটির major একটি অংশ ধ্বসে গেছে এবং নিম্নমানের কাজের নমুনা পাওয়ায় এর কাজটি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এছাড়া **Sustainability** নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করছে : - সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং; -বার্ষিক অপারেশন এন্ড মেইনটেইন্যান্স বাজেটের যথাপোযুক্ত ব্যয়; - সবোর্পরি কাজের মান ও স্থায়িত্ব।

২৩। **বাস্তবায়ন সমস্যা:**

২৩.১ **নিম্নমানের কাজ:** কালভার্ট নির্মাণ,বাধঁ,স্ট্রাকচার নির্মাণ সহ সকল কাজে নিম্নমানের কাজ করা হয়েছে বলে পরিদর্শনের প্রতীয়মান হয়। (অনুচ্ছেদ-১৮)

২৩.২। **ভূমি অধিগ্রহণ না করা** : প্রেরিত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির আওতায় ১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে ০.১৪ হেক্টর বা ৩৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উক্ত অধিগ্রহণকৃত কোন ভূমি দেখাতে পারেনি। (অনুচ্ছেদ-১৭)

২৩.৩। **অব্যয়িত ব্যয়কে ভুমি অধিগ্রহণ ব্যয় দেখানো এবং সরকারী কোষাগারে না জমা দেয়া:** প্রকল্পের আওতায় ১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রেরিত পিসিআরের তথ্যানুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৯৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ব্যয় করা হয়। প্রকৃত পক্ষে, ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৮৯,৫১৬৭১.৬৫ টাকা লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ডিসি অফিসের হিসাবে জমা থাকা ৫,৪৮,৩২৮.৩৫ টাকা অব্যয়িত ব্যয় পিসিআরে ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। অব্যয়িত ব্যয় উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। (অনুচ্ছেদ-১৭)

২৩.৪। **ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন সংক্রান্ত:** পিসিআরের তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটির আওতায় ০.১৯ হেক্টর বা ০.৪৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের মধ্যে এল এ কেস নং ০১ ও ০২ /অর্থাৎ দুটির প্রাক্কলন (০.১১ একর+০.১৪ একর) বিগত ১১-০৩-২০১২ তারিখে এবং এল এ কেস নং ০৮ /২০১২-১৩ এর প্রাক্কলন গত ২৯-১০-২০১৩ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার প্রায় ১.৫ বছর পর প্রাক্কলনটি পাউবো বরাবর প্রেরণ করা হয়। বাকী ০.১১ একর জমির অধিগ্রহণের প্রাক্কলনের স্বপক্ষে কোন তথ্য প্রমাণাদি নেই। (অনুচ্ছেদ-১৭)

২৩.৫। **প্রাক্কলনের পুবেই ভুমি অধিগ্রহণের অর্থ প্রেরণ:** প্রাক্কলন প্রেরণের ষাট (৬০)দিনের মধ্যে আগাম অর্থ জমা দেয়ার নিয়ম থাকলেও যে প্রাক্কলন প্রেরণের প্রায় সাড়ে তিন বছর পূর্বে ডিসি অফিস বরাবর অর্থ জমা দেয়া হয় যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়। (অনুচ্ছেদ-১৭)

২৩.৬। **তথ্য প্রেরণে বিলম্ব :** প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ,হতে জুন ২০১০ ,২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইতঃপূর্বে আইএমইডি কর্তৃক ১১তারিখে প্রকল্পটি পরিদর্শন করে প্রকল্পটির সুষ্ঠু ২০০৯/১২/ বাস্তবায়ন নির্বিঘ্ন করাসহ উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে অর্জন করার লক্ষ্যে এর মেয়াদ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি ২০১১ ,করার সুপারিশ করে ২২-তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০০৯/১২/কে জানানো হয়। উক্ত সুপারিশ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত সম্বলিত পত্রে প্রকল্পটির/ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নকশা চূড়ান্তকরণে অহেতুক বিলম্বের কারণ, দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ ও একই সাথে ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২২) তারিখের পত্রে ২০১০/১২/১ বছর পর পানি উন্নয়ন কোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করার নিমিত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে আইএমইডির সুপারিশ গ্রহণে অযৌক্তিকভাবে বিলম্ব করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্র অনুযায়ী মন্ত্রণালয় কর্তৃক একই ধরনের বিমল্ব করা হয়েছে। (১৭-অনুচ্ছেদ)।

২৩.৭। **প্রকৃত ব্যয় বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা ও প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবঃ** প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা এবং প্রকল্পটির ব্যাংক হিসাব ২১ জানুয়ারী রণের জন্য অনুরোধ করেতারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রে ২০১৪ ,একটি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি এ বিভাগে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রেরণ করা হয়নি।

২৩.৮। Embankment এর Re-sectioning আংশিক কাজ করা : পিসিআরে তথ্যানুযায়ী ০.২৬০ কি:মি Embankment এর Re-sectioning জন্য ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উল্লিখিত কাজের জন্য ৬.১৬ লক্ষ টাকার ওর্য়াক অর্ডার দেয়া হয়েছে (প্যাকেজ-৭/২০০৯-১০,তাং ০৯-৩-২০১০)। পিসিআর অনুযায়ী ২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ কাজটি শেষ করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, Re-sectioning এর পুরো কাজ করা হয়নি। (অনুচ্ছেদ-১৮)

২৩.৯। পিসিআরে অতিরিক্ত ব্যয় দেখানো: পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় দেখানো হয়েছে ২৫৬০ ৪০.লক্ষ টাকা। প্রকৃত পক্ষে, পিসিআরের ব্যয়ের খাতগুলো যোগ এবং ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অতিরিক্ত ৪৮ লক্ষ টাকা সমন্বয় করার পর প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয় দাঁড়ায় ২২৫৫০৮৭. লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ৩০৫) ৩১৩.২৫৬০-৪০.২২৫৫লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় দেখানো হয়েছে। (০৮৭.

২৩.১০ **পিপিআর-২০০৮ নিয়মের ব্যত্যয়:** কয়েকটি প্যাকেজের ক্ষেত্রে (১০৬,১০৭,১০৮) প্রাক্কলন সঠিক হয়নি। এক্ষেত্রে উর্ধ্বদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। প্যাকেজ-০৮ ও ০৯ এর ক্ষেত্রে পিপিআরের ২০০৮-এর তফসিল -৩ টেন্ডার ওপেনিং হতে মূল্যায়নের উল্লিখিত সময়ের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। (অনুচ্ছেদ-২১)

২৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
জোয়ারের পানি পটুয়াখালী জেলা শহরে প্রবেশ রোধ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;বন্যা এবং জলাবদ্ধতা থেকে সৃষ্ট জনগণের কষ্ট লাঘব।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উদ্দেশ্য আংশিক অর্জন করা সম্ভব হয়েছে ।	মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআরে ০.৪৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার কথা উল্লেখ্য করা হলেও পরিদর্শনে দেখা যায়, বাস্তবে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য,ডিসি অফিস ও পাউবো হতে প্রেরিত তথ্যানুযায়ী ০.৩৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। রি-সেকশনিং অব এমব্যাংকমেন্টের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়নি। এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ কাজটি ১২০০মিটার করার কথা থাকলেও সে স্থলে ১১৮৭ মিটার করার হয়েছে বলে পিসিআরে উল্লেখ্য করা হয়। পরিদর্শন কালে অসমাপ্ত কাজের বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য জানাতে পারেনি।

২৫। সুপারিশ/মতামতঃ

২৫.১। ভূমি অধিগ্রহণ, Embankment এর Re-sectioning কাজের বিষয়ে সংঘটিত আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম ও নিম্নমানের কাজের বিষয়ে তদন্তপূর্বক এর সাথে জড়িত/দায়ী ব্যক্তিদের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-১৭,১৮)

২৫.২। প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয় হয়েছে **২২৫৫.০৮৭** লক্ষ টাকা। কিন্তু পিসিআর অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে ২৫৬০.৪০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩০৫.৩১৩ (২৫৬০.৪০-২২৫৫.০৮৭) লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় দেখানো হয়েছে । অব্যয়িত ব্যয় অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-২)

২৫.২। প্রাক্কলন প্রেরণের প্রায় সাড়ে তিন বছর পূর্বে ডিসি অফিস বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ জমা দেয়ার বিষয়টি তদন্তপূর্বক মন্ত্রণালয় কতৃর্ক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সর্ম্পকে আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডি ও অর্থ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (অনুচ্ছেদ(১৭-

২৫.৪। উপর্যুক্ত সুপারিশের বিষয়ে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

"রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প"

সমাপ্ত : জুন,২০১২

০১। নির্বাহী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
০২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
০৩। প্রকল্পের অবস্থান : রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী সদর এবং গোয়ালন্দ উপজেলা।

০৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৭৭৫.৯০	--	৪৭৭৩.১১	জুলাই'২০০৯ থেকে জুন'২০১১	জুলাই'২০০৯ থেকে জুন'২০১২	জুলাই'২০০৯ থেকে জুন'২০১২	--	**০১ বছর (৫০%)**

০৫। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক)	**রাজস্ব খাতঃ**					
১)	পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)	থোক
২)	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস	থোক	১.০০	থোক	১.০০(১০০%)	থোক
৩)	ষ্টেশনারী	থোক	১.০০	থোক	১.০০(১০০%)	থোক
৪)	পাবলিকেশনস এন্ড এডভার্টা ইজিং	থোক	১.০০	থোক	১.০০(১০০%)	থোক
৫)	রিভার মরফোলজিক্যাল স্টাডি	থোক	৪২.০০	থোক	৪১.০০(৯৮%)	থোক
৬)	প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের সম্মানী	থোক	১.০০	থোক	১.০০(১০০%)	থোক
৭)	সার্ভে এন্ড ইনভেস্টিগেশন	থোক	১.০০	থোক	১.০০(১০০%)	থোক
৮)	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ও আনুসাঙ্গিক	থোক	১.০০	থোক	১.০০(১০০%)	থোক
৯)	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২.০০	থোক	২.০০(১০০%)	থোক
	রাজস্ব খাতের উপমোটঃ		**৫১.০০**		**৪৯.৩৬**(৯৭%)	
	মূলধন খাতঃ					
১০)	মোটর সাইকেল (১০০ সিসি)	২ সংখ্যা	২.৫০	২	২.৫০ (১০০%)	২(১০০%)
১১)	ফটোকপিয়ার	২ সংখ্যা	৩.০০	২	৩.০০ (১০০%)	১ (৫০%)
১২)	ফ্যাক্স মেশিন	টি	০.৩০	১	--	--
১৩)	আইপিএস	টি	১.২০	২	১.২০ (১০০%)	২(১০০%)
১৪)	সার্ভে ইনস্টুমেন্টস ইনক্লুডিং স্টাফ স্ট্যান্ড ইত্যাদি।	সেট	২.০০	২	২.০০ (১০০%)	২(১০০%)
১৫)	জিওগ্রাফিক পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস)	সংখ্যা	০.৫০	২	০.৫০ (১০০%)	২(১০০%)
১৬)	ব্রান্ড কম্পিউটার এবং লেজার প্রিন্টার	সেট	০.৮০	১	০.৮০ (১০০%)	১ (১০০%)
১৭)	ব্যাংক রিভেটমেন্ট ওয়ার্ক	কি:মি:	৪২৮৬.৫০	২.৫০০	৪২৮৬.৫০	১০০%
১৮)	ব্যাংক রিভেটমেন্ট ওয়ার্ক	কি: মি:	৪২৮৬.৫০	০.৪০০	৪২৮৬.৫০	০%
(খ)	**মূলধন খাতের উপমোটঃ**		**৪৭২৪.৯০**		**৪৭২৩.৭৫**	
	সর্বমোট : (ক+খ)		**৪৭৭৫.৯০**		**৪৭৭৩.১১**	

০৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় টেংরাপাড়া অংশের কোন কাজ করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ফ্যাক্স মেশিনের ক্রয়ের কথা থাকলেও ক্রয় করা হয়নি।

০৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

০৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রাজবাড়ী শহর এবং ফরিদপুর-বরিশাল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (রাজবাড়ী ইউনিট) রক্ষাসহ এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৯। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

প্রকল্পের পটভূমিঃ

৯.১। ফরিদপুর-বরিশাল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (রাজবাড়ী ইউনিট) ১৯৭৫-৯২ সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৮.০০০ হেক্টর এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ রোধ এবং নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন করা। ২০০৪ সালের বন্যাকালীন সময়ে মরা পদ্মা নদীর ব্যাপক ভাঙনের ফলে ফরিদপুর-বরিশাল এফসিডি প্রকল্প (রাজবাড়ী ইউনিট) এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের চেইনেজ কিঃ মিঃ ৬৪.০৮০ হতে কিঃ মিঃ ৬৪.৩৬০ পর্যন্ত ২৮০ মিঃ অংশ নদী ভাঙনের ফলে সম্পূর্ণরুপে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান ফসল ও জানমাল বন্যার ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষাকল্পে জরুরিভিত্তিতে চেইনেজ কিঃ মিঃ ৬৪.০৪০ হতে কিঃ মিঃ ৬৪.৩৬০ পর্যন্ত ৩২০ মিঃ দৈর্ঘ্য বিকল্প বাঁধ নির্মাণ করা হয়। বিগত ২০০৪ সালের বন্যা পরবর্তী সময় হতেই ক্রসড্যাম সম্মুখ এলাকায় পদ্মা নদীতে ছোটবড় চর জেগে ওঠায় নদীর মূল স্রোত পদ্মা নদীর ডান তীর বরাবরে প্রবাহিত হওয়ায় ডান তীরে ভাঙন দেখা দেয় এবং ক্রমান্বয়ে ভাঙনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। সর্বশেষ ২০০৭ সালের বন্যাকালীন/বন্যাত্তোর সময় প্রায় ২.৫০ কিঃ মিঃ এলাকাব্যাপী ভাঙন দেখা দেয় এবং ৭২৫ মিটার প্রসেহ বিস্তীর্ণ এলাকা সম্পূর্ণরুপে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে ক্রসড্যাম হতে নদীর পাড় মাত্র ৫০ মিটার দূরে রয়েছে। পূর্ববর্তী বৎসরের ন্যায় ভাঙন অব্যাহত থাকলে ক্রসড্যামটি ভাঙন কবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৯.২। রাজবাড়ী শহরটি পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। পদ্মা নদীর মূল প্রবাহ মিজানপুর এলাকায় উচ্চ প্রবাহ নিয়ে রাজবাড়ী শহরের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। রাজবাড়ী জেলার শহর সংলগ্ন মিজানপুর ইউনিয়ন এলাকায় নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এবং নদীর মাঝে ছোট বড় চর জেগে উঠায় ২০০৪ সালের বন্যার পর হতেই নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে মূল প্রবাহ রাজবাড়ী শহরের দিকে পদ্মা নদীর ডান তীর বরাবর প্রবাহিত হতে থাকে। মূলতঃ তখন হতেই রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীর বরাবর ভাঙন দেখা দেয়। ক্রমান্বয়ে এ ভাঙনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বশেষ ২০০৭ সালের বন্যাকালীন/বন্যাত্তোর সময়ে এই ভাঙনের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করে। রাজবাড়ী জেলা শহর সংলগ্ন মিজানপুর ইউনিয়নের গোদার বাজার এলাকায় ২০০৭ সালের বন্যাকালীন/বন্যাত্তোর সময়ে প্রায় ৫.৩৫ কিঃ মিঃ এলাকাব্যাপী ব্যাপক নদী ভাঙন দেখা দেয়ায় রাজবাড়ী শহরটি বর্তমানে পদ্মা নদীর ভাঙনের হুমকির সম্মুখীন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, পদ্মা নদীর ভাঙন হতে ফরিদপুর-বরিশাল এফসিডি প্রকল্প (রাজবাড়ী ইউনিট)- এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং প্রকল্পের ১৮.০০০ হেঃ এলাকার ফসল ও জানমাল রক্ষাসহ রাজবাড়ী শহরটিকে রক্ষা করার জন্যই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রাজবাড়ী শহর এবং ফরিদপুর-বরিশাল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (রাজবাড়ী ইউনিট) রক্ষাসহ এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

১১। প্রকল্পের অনুমোদনঃ

১১.১ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৫.৩৫ কিঃ মিঃ নদী তীর সংরক্ষণের জন্য ১২৫১৭.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে এর উপর গত ১৭-১২-২০০৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পের ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি, প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও নির্মাণকালীন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দসহ প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গের ব্যয় পর্যালোচনার জন্য আইএমইডির নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটিতে পরিকল্পনা কমিশন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সিইজিআইএস, আইডব্লিউএম, ওয়ারপো এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটি গত ০৫-২-২০০৯ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন পেশ করে।

১১.২ অতঃপর প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশনে ৩০-৪-২০০৯ তারিখে ২য় বার পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উল্লিখিত টেংরাপাড়ার ভাঙন প্রবণ ৪০০ মিটার এলাকাসহ মোট ২.৯০ কিঃ মিঃ (২.৫+০.৪০০) নদী তীর সংরক্ষণের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পটির ডিপিপি ৪৭৭৫.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক ১৩-১০-২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন,২০১২ পর্যন্ত ০১ (এক) বৎসর বৃদ্ধি করা হয়।

১২। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই'২০০৭ থেকে জুন ২০১১। প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৯৬.৮০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় ১৭২৬.২৩ লক্ষ টাকা। যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০% (প্রকল্প সূত্রে)। প্রকৃত পক্ষে,প্রকল্পটির আওতায় বাস্তব অগ্রগতি ১০০% নয়।

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় সরেজমিনে দেখার জন্য গত ২৩-২৫ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় নির্বাহী প্রকৌশলী মাদারীপুর এবং রাজবাড়ীসহ অন্যান্যরা সঙ্গে ছিলেন।

১৪।

প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৯/০৪/২০০৭ হতে ১১/০২/২০১০
২	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১১/০২/২০১০ হতে ৩০/৬/২০১২

১৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়িত অংশ পর্যবেক্ষণঃ**

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ভৌত কাজগুলো সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত ছিল। (টেবিল দ্রষ্টব্য)

বাস্তবায়িত এলাকা	কাজের বিবরণ
গুদারা বাজার, রাজবাড়ী সদর	মরা পদ্মার ডান তীর সংরক্ষন (৫৪.৮০০ কি:মি: হতে ৫৫.৩৭৫ কি:মি এবং End termination ০.০৫ কি:মি: অর্থাৎ ০.৬২ কি:মি:।
গুদারা বাজার, রাজবাড়ী সদর	মরা পদ্মার ডান তীর সংরক্ষন (৫৫.৩৭৫ কি:মি: হতে ৫৬.০০ কি:মি অর্থাৎ ০.৬২৫ কি:মি:।
টেংরাপাড়া, গোয়ালন্দ উপজেলা	মরা পদ্মার ডানতীর সংরক্ষন (৬৪.০৩০ কি:মি: হতে ৬৪.২৩০কি:মি: অর্থাৎ ০.২০০ কি:মি:)।
টেংরাপাড়া, গোয়ালন্দ উপজেলা	মরা পদ্মার ডানতীর সংরক্ষন (৬৪.২৩০ কি:মি: হতে ৬৪.৪৩০ অর্থাৎ ০.২০০ কি:মি:)।

উল্লেখিত কাজের মধ্যে টেংরাপাড়া এলাকার বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়।

টেন্ডার নং লট নং	কাজের নাম	রেফারেন্স	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তের তারিখ	বাস্তবায়িত এলাকা
10/2008-09 02/RBW-01/2008-09	Protective work of Right Bank of Mora Padma River from km.64.230 to km. 64.430=0.200 km. at Tangrapara of **Faridpur-Barisal FCD Project (Rajbari Unit)** in Upazilla Goalunda District Rajbari under Rajbari O&M Division, BWDB, Rajbari during the year **2008-09.**	Executive Engineer Rajbari's Memo no.-W-2/3317,dated 21/05/2009	**০৫/০৬/২০০৯**	**০৩/০৮/২০০৯**	টেংরাপাড়া, গোয়ালন্দ উপজেলা

টেন্ডার নং লট নং	কাজের নাম	রেফারেন্স	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তের তারিখ	বাস্তবায়িত এলাকা
10/2008-09	Protective work of Right Bank of Mora Padma River from km.64.030 to km. 64.230=0.200 km. at Tangrapara of **Faridpur-Barisal FCD Project (Rajbari Unit)** in Upazilla Goalunda District Rajbari under Rajbari O&M Division, BWDB, Rajbari during the year **2008-09.**	Executive Engineer Rajbari's Memo no.-W-2/3316,dated 21/05/2009	**০৫/০৬/২০০৯**	**০৩/০৮/২০০৯**	টেংরাপাড়া, গোয়ালন্দ উপজেলা

পরবর্তীতে অত্র বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত দুটো প্যাকেজের (টেংরাপাড়া অংশ)ওয়ার্ক অর্ডার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ওয়ার্ক অর্ডার দুটো "ফরিদপুর-বরিশাল এফসিডি প্রজেক্টের" নামে প্রদান করা হয়েছিল যা ০৪/০৬/২০০৯ তারিখে অর্থাৎ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে প্রদান করা হয়। অথচ অনুমোদিত ডিপিপি অনুয়ায়ী "রাজবাড়ী শহর রক্ষা" প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থ বছরের জুলাই, ২০০৯ মাসে শুরু হয়। এতে প্রতীয়মান যে, "রাজবাড়ী শহর রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হিসেবে ভিন্ন প্রকল্পের ৪৩০.০১৭ লক্ষ টাকার (দু'টো প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমষ্টি) কাজকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এতে প্রতীয়মান হয় যে, টেংরাপাড়া এলাকায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ করা হয়নি। আইএমইডি'র পরিদর্শনকালে পূর্বের সম্পাদিত কাজকে "রাজবাড়ী শহর রক্ষা" প্রকল্পের কাজ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

১৬। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য** :

১৬.১। **পণ্য ক্রয় (Procurement of Goods) :**

(ক) **মোটর সাইকেল ক্রয়** : প্রকল্পটির আওতায় ১০০ সিসি'র ২টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য ডিপিপি অনুযায়ী ২.৫০ লক্ষ টাকা অর্থ সংস্থানের বিপরীতে প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী ২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্প অফিস হতে প্রেরিত দলিল পত্র (চিত্র:) অনুযায়ী উক্ত খাতে ২.৪৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

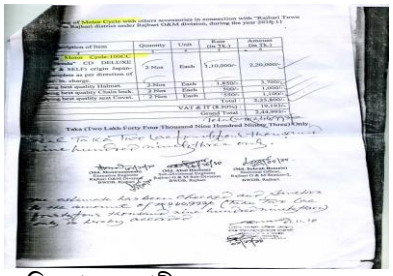

চিত্র:১ প্রেরিত দলিল পত্র অনুযায়ীমূল্য

পরিদর্শনকালে মোটর সাইকেল ২টি পরিদর্শিত এলাকায় মডেল অনুযায়ী পাওয়া যায় (চিত্র: ২)।

চিত্র ২: প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মোটর সাইকেল

(খ) **ফটোকপিয়ার ক্রয়** : প্রকল্পটির আওতায় ২টি ফটোকপিয়ার ক্রয়ের জন্য ডিপিপি অনুযায়ী ৩.০০ লক্ষ টাকা অর্থ সংস্থানের বিপরীতে প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী ৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২টি ফটোকপিয়ারের মধ্যে ১টি মডেল অনুযায়ী রাজবাড়ী পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিসে পাওয়া যায় (চিত্র: ৩) প্রকল্পসূত্রে জানানো হয় অন্যটি ফরিদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিসে রয়েছে।

চিত্র:৩ রাজবাড়ী-তে পাওয়া ফটোকপিয়ার

পরবর্তীতে ফরিদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস পরিদর্শনকালে উক্ত ফটোকপিয়ারটি **RFQ**-তে উল্লেখিত মডেল অনুযায়ী পাওয়া যায়নি (চিত্র: ৪)। এতে প্রতীয়মান হয় যে,পূর্বের ক্রয়কৃত ফটোকপিয়ারকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বলে দেখানো হয়েছে।

চিত্র:৩ ফরিদপুরে-তে পাওয়া ফটোকপিয়ার

(গ) **ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়** : প্রকল্পটির আওতায় ১টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়ের জন্য ডিপিপি অনুযায়ী ০.৩০ লক্ষ টাকা অর্থ সংস্থান থাকলেও এ খাতে কোন ব্যয় করা হয়নি।

(ঘ) IPS **ক্রয়** : প্রকল্পটির আওতায় ০২টি IPS ক্রয়ের জন্য ডিপিপি অনুযায়ী ১.২০ লক্ষ টাকা অর্থ সংস্থানের বিপরীতে ১.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২টি IPS এর মধ্যে ১টি **(চিত্র ৪)** রাজবাড়ী পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিসে পাওয়া যায়। অন্যটি নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজবাড়ী-এর বাসভবনে রয়েছে বলে প্রকল্প সূত্রে জানানো হয়।

চিত্র ৪: IPS **ক্রয়**

(ঙ) **সার্ভে ইনষ্ট্রুমেন্ট ক্রয় (স্ট্যাফ ষ্ট্যান্ডসহ)** : প্রকল্পটির আওতায় ২ সেট সার্ভে ইনষ্ট্রুমেন্ট ক্রয়ের জন্য ডিপিপি অনুযায়ী ২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। পরিদর্শনকালে ২টি পরিদর্শিত এলাকায় মডেল অনুযায়ী পাওয়া যায় (চিত্র:৫)।

চিত্র ৫: সার্ভে ইনষ্ট্রুমেন্ট ক্রয়

(চ) GPS **ক্রয়** : প্রকল্পটির আওতায় ০২টি GPS ক্রয়ের জন্য ডিপিপি অনুযায়ী ৫০.০০০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত GPS ২টি রাজবাড়ী পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিসে পাওয়া যায়।(চিত্র ৬)

চিত্র ৬: GPS **ক্রয়**

(ছ) **<u>Brand Computer (Laser Printer সহ) ক্রয়</u>** : প্রকল্পটির আওতায় ০১টি Brand Computer (Laser Printerসহ) ক্রয়ের জন্য ডিপিপি অনুযায়ী ০.৮০ লক্ষ টাকা অর্থ সংস্থানের বিপরীতে ০.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ০১টি Dell Brand-এর ০১টি Laptop পাওয়া যায় কিন্তু Laptop এ উল্লেখিত **Computer System**টি **RFQ** এর **Price Shedule** এ উল্লেখিত **System**টির সাথে কোন মিল নেই। এছাড়া Computer এর সাথে ক্রয়কৃত Laser Printerটির মডেল অনুযায়ী পাওয়া গেছে (চিত্র: ৭)।

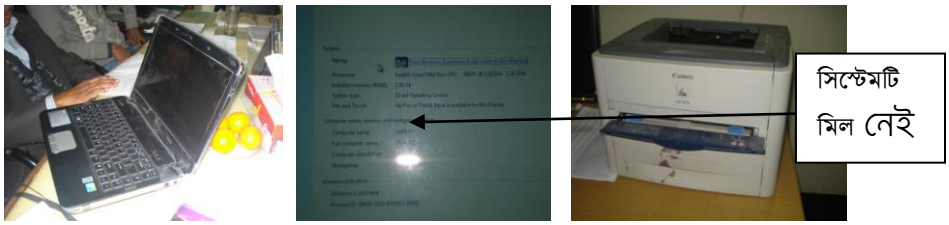

চিত্র ৭: Brand Computer (Laser Printerসহ) ক্রয়

১৬.২। **দলিল পর্যালোচনা:**

প্রকল্প অফিস হতে প্রেরিত ক্রয় সংক্রান্ত দলিল পর্যালোচনায় দেখা যায় মরা পদ্মার ডানতীর সংরক্ষন ৬৪.০৩০ কি:মি: হতে ৬৪.২৩০কি:মি: অর্থাৎ ০.২০০ কি:মি: (চিত্র :৮) এবং মরা পদ্মার ডানতীর সংরক্ষন ৬৪.০৩০ কি:মি: হতে ৬৪.২৩০কি:মি: অর্থাৎ ০.২০০ কি:মি (চিত্র :৯) এ দুটো প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী ২১/০৫/২০০৯ তারিখের রেফারেন্সে কাজ শুরুর তারিখ দেয়া হয় ০৫/০৬/২০০৯ তারিখ এবং সমাপ্তের তারিখ দেয়া হয় ৩০/০৮/২০০৯। তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় ওয়ার্ক অর্ডারে কাজের নামে ফরিদপুর-বরিশাল এফসিডি প্রজেক্টের নাম উল্লেখ করা হয়। এছাড়া আরো দেখা যায় যে, ওয়ার্ক অর্ডারটি (০৪/০৬/২০০৯) ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে প্রদান করা হয়েছে। অথচ ডিপিপি অনুয়ায়ী রাজবাড়ি শহর রক্ষা প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থ বছরের জুলাই, ২০০৯ মাসে শুরু করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান যে, **"রাজবাড়ী শহর রক্ষা"** শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হিসেবে ভিন্ন প্রকল্পের ৪৩০.০১৭ লক্ষ টাকার (দু'টো প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমষ্টি) কাজকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

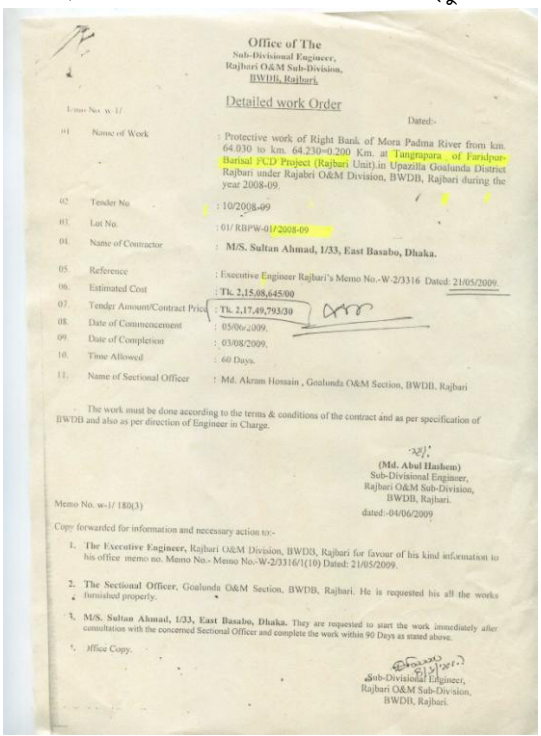

Office of The
Sub-Divisional Engineer,
Rajbari O&M Sub-Division,
BWDB, Rajbari.

Detailed work Order

Dated:-

01. Name of Work : Protective work of Right Bank of Mora Padma River from km. 64.030 to km. 64.230+0.200 Km. at Tangrapara of Faridpur-Barisal FCD Project (Rajbari Unit).in Upazilla Goalunda District Rajbari under Rajabri O&M Division, BWDB, Rajbari during the year 2008-09.
02. Tender No : 10/2008-09
03. Lot No. : 01/RBPW-01/2008-09
04. Name of Contractor : M/S. Sultan Ahmad, 1/33, East Basabo, Dhaka.
05. Reference : Executive Engineer Rajbari's Memo No.-W-2/3316 Dated: 21/05/2009.
06. Estimated Cost : Tk. 2,15,08,645/00
07. Tender Amount/Contract Price : Tk. 2,17,49,793/30
08. Date of Commencement : 05/06/2009.
09. Date of Completion : 03/08/2009.
10. Time Allowed : 60 Days.
11. Name of Sectional Officer : Md. Akram Hossain , Goalunda O&M Section, BWDB, Rajbari

The work must be done according to the terms & conditions of the contract and as per specification of BWDB and also as per direction of Engineer in Charge.

(Md. Abul Hashem)
Sub-Divisional Engineer,
Rajbari O&M Sub-Division,
BWDB, Rajbari.
dated:-04/06/2009

Memo No. w-1/ 180(3)

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Executive Engineer, Rajbari O&M Division, BWDB, Rajbari for favour of his kind information to his office memo no. Memo No.- Memo No.-W-2/3316/1(10) Dated: 21/05/2009.
2. The Sectional Officer, Goalunda O&M Section, BWDB, Rajbari. He is requested his all the works furnished properly.
3. M/S. Sultan Ahmad, 1/33, East Basabo, Dhaka. They are requested to start the work immediately after consultation with the concerned Sectional Officer and complete the work within 90 Days as stated above.
4. Office Copy.

Sub-Divisional Engineer,
Rajbari O&M Sub-Division,
BWDB, Rajbari.

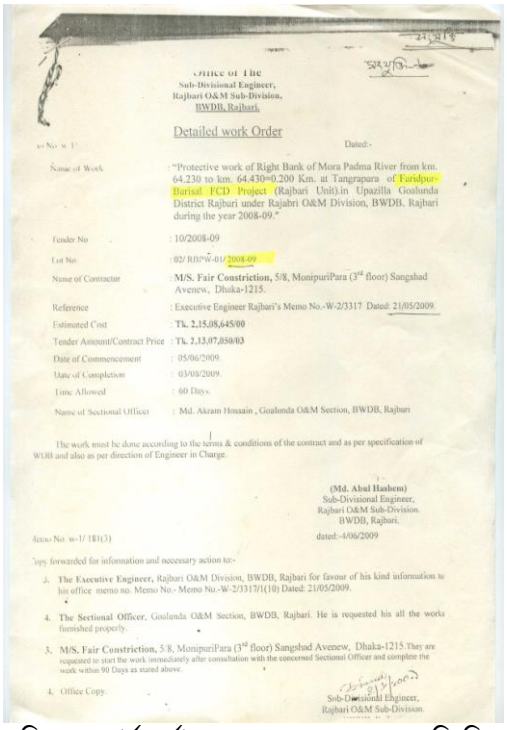

Office of The
Sub-Divisional Engineer,
Rajbari O&M Sub-Division,
BWDB, Rajbari.

Detailed work Order

Memo No. w-1/ 181 Dated:-

Name of Work : "Protective work of Right Bank of Mora Padma River from km. 64.230 to km. 64.430=0.200 Km. at Tangrapara of Faridpur-Barisal FCD Project (Rajbari Unit).in Upazilla Goalunda District Rajbari under Rajabri O&M Division, BWDB, Rajbari during the year 2008-09."

Tender No : 10/2008-09

Lot No : 02/ R07-W-01/ 2008-09

Name of Contractor : M/S. Fair Constriction, 5/8, MonipuriPara (3rd floor) Sangshad Avenew, Dhaka-1215.

Reference : Executive Engineer Rajbari's Memo No.-W-2/3317 Dated: 21/05/2009.

Estimated Cost : Tk. 2,15,08,645/00

Tender Amount/Contract Price : Tk. 2,13,07,850/03

Date of Commencement : 05/06/2009.

Date of Completion : 03/03/2009.

Time Allowed : 60 Days.

Name of Sectional Officer : Md. Akram Hossain , Goalunda O&M Section, BWDB, Rajbari

The work must be done according to the terms & conditions of the contract and as per specification of WDB and also as per direction of Engineer in Charge.

(Md. Abul Hashem)
Sub-Divisional Engineer,
Rajbari O&M Sub-Division.
BWDB, Rajbari.
dated:-4/06/2009

Memo No. w-1/ 181(3)

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Executive Engineer, Rajbari O&M Division, BWDB, Rajbari for favour of his kind information to his office memo no. Memo No.- Memo No.-W-2/3317/1(10) Dated: 21/05/2009.
4. The Sectional Officer, Goalunda O&M Section, BWDB, Rajbari. He is requested his all the works furnished properly.
5. M/S. Fair Constriction, 5/8, MonipuriPara (3rd floor) Sangshad Avenew, Dhaka-1215.They are requested to start the work immediately after consultation with the concerned Sectional Officer and complete the work within 90 Days as stated above.
6. Office Copy.

Sub-Divisional Engineer,
Rajbari O&M Sub-Division.

চিত্র ৮: ওয়ার্ক অর্ডার (৬৪.০৩০ হতে ৬৪.২৩০ কি:মি)

চিত্র ৯: ওয়ার্ক অর্ডার (৬৪.২৩০ হতে ৬৪.৪৩০ কি:মি)

উল্লেখ্য, ফরিদপুর-বরিশাল এফসিডি প্রজেক্টটি ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৯২ সালে মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ দুটো প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির কোন প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি। এছাড়া, মরা পদ্মার ডানতীর সংরক্ষন ৬৪.০৩০ কি:মি: হতে ৬৪.২৩০কি:মি: অর্থাৎ ০.২০০ কি:মি: এবং মরা পদ্মার ডানতীর সংরক্ষন ৬৪.০৩০ কি:মি: হতে ৬৪.২৩০কি:মি: অর্থাৎ ০.২০০ কি:মি প্যাকেজের কাজে প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে উর্ধ্ব দরে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে। যা পিসিআর-এ দু-স্থানে দু-ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আইএমইডি কর্তৃক বিষয়টি অবহিতকরণ:

আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে গত ২০/৩/২০১৩ তারিখে (স্মারক-১৩) পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০/৫/২০১৩ তারিখে স্মারক-৪৩ এবং ১০/৬/২০১৩ স্মারক-৫৯ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোন তথ্য অত্র বিভাগে পাওয়া যায়নি।

১৭। **বাস্তবায়ন সমস্যা:**

১৭.১ **আর্থিক অনিয়ম: "রাজবাড়ী শহর রক্ষা"** শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হিসেবে ভিন্ন দু'টো প্যাকেজের কাজকে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে

১৭.২ প্রকল্পের ৪৩০.০১৭ লক্ষ টাকার আর্থিক অনিয়ম করা হয়েছে।

ক্রয়কৃত পণ্যে হিসাবে গড়মিল:

১৭.৩ মোটর সাইকেল,ফটোকপিয়ারইত্যাদি ক্রয়ে সিডিউল অনুযায়ী গড়মিল রয়েছে।

মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা:

আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে গত ২০/৩/২০১৩ তারিখে (স্মারক-১৩) পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০/৫/২০১৩ তারিখে স্মারক-৪৩ এবং ১০/৬/২০১৩ স্মারক-৫৯ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোন তথ্য অত্র বিভাগে পাওয়া যায়নি।

১৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে পদ্মা নদীর ভাঙন হতে রাজবাড়ী শহর এবং ফরিদপুর-বরিশাল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (রাজবাড়ী ইউনিট) রক্ষাসহ এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অর্জন হয়নি।	টেংরা পাড়া অংশে কোন কাজ করা হয়নি।

১৯। **<u>সুপারিশ/মতামতঃ</u>**

২০.১ প্রকল্পটির আওতায় সংঘটিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত/দায়ী ব্যক্তিদের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০.২ আর্থিক অনিয়মসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে যেকোন ত্রুটি /বিচ্যুতি চিহ্নিত হবার পর তা অনুসন্ধানে মন্ত্রণালয়কে আরো তৎপর হতে হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি সর্ম্পকে অত্র বিভাগে তথ্য প্রেরণে মন্ত্রণালয়কে আরো উদোগী হতে হবে।

২০.৩ উপর্যুক্ত সুপারিশের বিষয়ে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

"মধুমতি নদীর ভাঙন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প"(সংশোধিত)

সমাপ্ত : জুন,২০১২

১। নির্বাহী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। প্রকল্পের অবস্থান : গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলা ও মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর সদর উপজেলা।

০৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৭৪৫.৯৭	৩৭৪৫.৯৭	৩৫৭০.৮৪	জুলাই'২০০৯ থেকে জুন'২০১১	জুলাই'২০০৯ থেকে জুন'২০১২	জুলাই'২০০৯ থেকে জুন'২০১২	--	**১ বছর (৫০%)**

০৬। **অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক)	**ফরিদপুর ও এন্ড এম বিভাগ (রাজস্ব খাত):**					
	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস					
১)	পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০ (১০০%)	--
২)	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস	থোক	০.৫০	থোক	০.৪৯ (৯৮%)	--
৩)	ষ্টেশনারী, সীল, স্ট্যাম্প ইত্যাদি	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০ (১০০%)	--
৪)	সার্ভে এন্ড ইনভেস্টিগেশন	থোক	১.৫০	থোক	১.৪৯(৯৯%)	--
৫)	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৩টি জীপ, ৭টি মোটর সাইকেল)	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)	--
(খ)	**মাদারীপুর ও এন্ড এম বিভাগ (রাজস্ব খাত):**					
৭)	পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	২.৫০	থোক	২.৪৫(৯৮%)	--
৮)	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)	--
৯)	ষ্টেশনারী, সেল, স্ট্যাম্প ইত্যাদি	থোক	১.০০	থোক	০.৯৮(৯৮%)	--
১০)	পাবলিকেশনস এন্ড এডভার্টাইজিং	থোক	১.০০	থোক	--	--
১১)	সার্ভে এন্ড ইনভেস্টিগেশন	থোক	৩.০০	থোক	১.৭২ (৫৭%)	--
১২)	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (জীপ ২টি)	থোক	২.০০	থোক	২.০০ (১০০%)	--
	উপ-মোট (রাজস্ব খাত)		**২১.০০**		**১৮.৬৩(৮৯%)**	**--**
(গ)	**ফরিদপুর ও এন্ড এম বিভাগ (মূলধন খাত):**					
১)	মোটর সাইকেল (১০০ সিসি)	সংখ্যা	১.৫০	১টি	১.৫০ (১০০%)	১টি (১০০%)
২)	লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ স্ট্যান্ড	সংখ্যা	১.৫০	২টি	১.৫০ (১০০%)	২টি (১০০%)
৩)	জিওগ্রাফিক পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস)	সংখ্যা	০.৫০	২টি	০.৫০ (১০০%)	২টি (১০০%)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪)	কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	০.৭৫	১টি	০.৭৫ (১০০%)	১টি (১০০%)
(ঘ)	**মাদারীপুর ও এন্ড এম বিভাগ (মূলধনখাত):**					
৬)	লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ স্ট্যান্ড	সংখ্যা	০.৭৫	১টি	০.৭৪ (৯৯%)	১টি (১০০%)
৭)	জিওগ্রাফিক পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস)	সংখ্যা	০.৭৫	২টি	০.৭২ (৯৬%)	২টি (১০০%)
৮)	কম্পিউটার (পেন্টিয়াম-৪) লেজার প্রিন্টারসহ	সংখ্যা	১.৫০	২টি	১.৪৯ (৯৯%)	১টি (৫০%)
৯)	আইপিএস	সংখ্যা	০.৫০	১টি	০.৫০ (১০০%)	১টি (১০০%)
১০)	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১.৫০	১টি	১.৫০ (১০০%)	১টি (১০০%)
(ঙ)	**নিমাণ কাজ :**					
১)	মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ	মিটার	১৭৫৬.৬৫	১৬০০	১৭৫৬.৪২	১৬০০ (১০০%)
২)	আড়িয়াল খা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ	মিটার	১৭৫৬.৫৯	২৩২৩.০০	১৭৫৬.৫৯	২৩২৩.০০ (১০০%)
৩)	কালনা ফেরীঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	--
৪)	মাদারীপুর শহর রক্ষা কাজ	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	---
	উপমোট (মূলধন খাত) :		**৩৫৫২.৪৯**		**৩৫৫২.২১**	
(চ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	৩৫.৩৩	--	--	--
		থোক	১৩৭.১৫	--	--	--
	সর্বমোট :		**৩৭৪৫.৯৭**		**৩৫৭০.৮৪**	**১০০%**

০৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।
- প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।
- Evaluation matrix -এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন।

০৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

০৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** মধুমতি নদীর ভাঙন হতে গোপালগঞ্জ-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল হাইওয়ে, কালনা ফেরীঘাট, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জাতীয় গ্রীড লাইনের River Crossing Tower ইত্যাদি এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

চিত্র ১: প্রকল্প এলাকা (কাশিয়ানী)

১০। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

১০.১ **মধুমতি নদীর ভাঙন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণঃ**

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে মধুমতি নদীর বাম তীরে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। "River Bank Protection & Development and Town Protection Project : Phase-1" শীর্ষক প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্প "Protection of the left bank of Madhumati River adjacent to Bhatiyapara Bazar"- এর আওতায় ১৯৯৪-৯৫ থেকে ২০০০-২০০১ সময়কালে মধুমতি নদীর বাম তীরের ৯৭২ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে "River Bank Protection & Development and Town Protection Project : Phase-111" শীর্ষক প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্প "River Bank Protection of the left bank of Madhumati River adjacent to Bhatiyapara Bazar" এর আওতায় ২০০০-২০০১ থেকে ২০০৭-০৮ সময়কালে মধুমতি নদীর বাম তীরের ৯৯৮ মিটার সংরক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়। মধুমতি নদীর বাম তীর থেকে গোপালগঞ্জ - কালনা - নড়াইল - যশোর - বেনাপোল হাইওয়ে ৫-১০ মিটার দূরে অবস্থিত। সরকারী ও বেসরকারী সম্পদ রক্ষার্থে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত কাজের ভাটিতে ১৫০০ মিটার নদীর তীর সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়।

১০.২ **আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে মাদারীপুর জেলা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণঃ**

আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙনের ফলে নদীর ডান তীর এবং মাদারীপুর সদর উপজেলা ভাঙনের হুমকির সম্মুখীন। হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, আড়িয়াল খাঁ নদী দক্ষিণ দিকে সরে আসছে এবং এর ফলে মাদারীপুর শহর, মাদারীপুর - শরিয়তপুর হাইওয়ে এবং অন্যান্য অবকাঠামো নদী ভাঙনের হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। মাদারীপুর শহর এবং সংলগ্ন এলাকার ভাঙন রোধকল্পে ১৭৫২ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ এবং ১৪৭ মিটার গ্রোয়েন নির্মাণের জন্য ১৩৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে **"মাদারীপুর শহর রক্ষা"** শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ১৯৮৭ সালে শুরু হয়ে জুন, ২০০৪ সালে শেষ হয়। ২০০৪ সালের বন্যায় উক্ত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ৩৩১ মিটার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এ অংশ মেরামতের জন্য বন্যা পুনর্বাসন ২০০৭ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে মাদারীপুর শহর রক্ষার জন্য ১৬৩৬ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রস্তাব আলোচ্য প্রকল্পে করা হয়

১০.৩ প্রস্তাবিত প্রকল্পটির দু'টি অংশ। একটি অংশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরিঘাট মধুমতি নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা, অপর অংশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর রক্ষা করা। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের দু'টি অংশের বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি আলাদা ও একক প্রকল্প হিসেবে মূল প্রস্তাবনা অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। তম্মধ্যে **"মধুমতি নদীর ভাঙন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট"** শীর্ষক প্রকল্পটির উপর গত ১৬/০২/২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কারিগরি কমিটি ১৫০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণের স্থলে ১৪০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ এবং শুধু সিসি ব্লকের পরিবর্তে সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগের সমন্বয়ে তীর সংরক্ষণের সুপারিশ করে গত ০৬/০৫/২০০৯ তারিখে প্রতিবেদন পেশ করে। অন্যদিকে **"মাদারীপুর জেলা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ"** শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ২৯/০৩/২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি মাদারীপুর-শরীয়তপুর সড়ক ও মাদারীপুর শহর কাজের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অতিরিক্ত ১৮৭ মিটার অন্তর্ভুক্ত করে ১৬৩৬ মিটারের স্থলে ১৮২৩ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ নির্ধারণসহ শুধু সিসি ব্লকের পরিবর্তে সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগ এর সমন্বয়ে নদী তীর সংরক্ষর কাজের সুপারিশ করে গত ১৮/০৬/২০০৯ তারিখে প্রতিবেদন পেশ করে। কিন্তু ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্প ২টি একীভূত প্রকল্প হিসেবে অর্ন্তভুক্ত থাকায় এডিপি শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকল্প ২টি-কে একীভূত করে একটি প্রকল্প হিসেবে **"মধুমতি নদীর ভাঙন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট এবং মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা"** শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গত ১৭/০৮/২০০৯ তারিখে প্রকল্পটির ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে।

১০.৪ অতঃপর একীভুত প্রকল্পটির উপর গত ১৭/০৯/২০০৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সুপারিশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৩৭৪৫.৯৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য **"মধুমতি নদীর ভাঙন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরিঘাট এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা"** শীর্ষক নামে প্রকল্পটি গত ০৯/১২/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ০২/০৪/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে প্রকল্পটি ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সংশোধন করা হয়। উল্লেখ্য ,সংশোধনের আওতায় মধুমতি নদীর তীর সংরক্ষণ ১৪০০ মিটার স্থলে ১৬০০ মিটার এবংআড়িয়াল খা নদীর তীর সংরক্ষণ ১৮২৩ মিটারের স্থলে ২৩২৩ মিটার উন্নীত করা হয় এবং প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (এপ্রিল, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত)মোট ০২ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৯/০৪/২০০৭ হতে ১১/০২/২০১০
২	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১১/০২/২০১০ হতে ৩০/৬/২০১২

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** মধুমতি নদীর বাম তীর সংরক্ষণ ১৬০০ মিটার ও আড়িয়াল খাঁ নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ২৩২৩ মিটার হলো প্রকল্পটির মূল কাজ।

১৩। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৪৫.৯৭ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩৫৭০.৮৪ লক্ষ টাকা।

১৪।

আর্থিক বরাদ্দ,ব্যয় বিশ্লেষণ:

- **বছরওয়ারী ডিপিপি অনুযায়ী চাহিদা ও প্রকৃত বরাদ্দ প্রাপ্তির তুলানামূলক চিত্র:** ডিপিপিতে সালওয়ারী বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকৃত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি । ২০১১-১২ অর্থ বছরের বরাদ্দ বিশ্লেষণ দেখা যায় যে (গ্রাফ দ্রষ্টব্য), সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না দেয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বৎসর বৃদ্ধি করতে হয়েছে যা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলেছে।

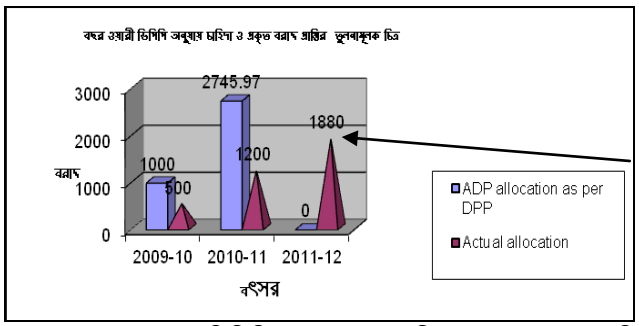

- ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,আরডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু ডিপিপি'র আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যয় করা যায়নি। (গ্রাফ দ্রষ্টব্য)

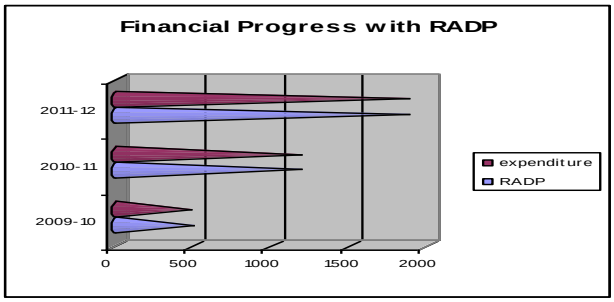

১৫। **<u>প্রকল্প পরিদর্শন ,পরিদর্শিত এলাকা (জেলা ও উপজেলা) ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণঃ</u> :** গত ২৩-২৫ ডিসেম্বর,২০১২ তারিখে প্রকল্পটির গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলা ও মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর সদর উপজেলা বাস্তবায়িত অংশ পরিদর্শন করা হয়।

১৫.১ <u>গোপালগঞ্জ (কাশিয়ানী উপজেলা)</u> :

❖ প্রকল্পটির আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি উপজেলার কালনা ফেরিঘাটের দুপাশে বাস্তবায়িত কাজের সরেজমিন দেখা হয়। নদী তীরের প্রতিরক্ষা কাজের বিভিন্ন ধরণের অসংগতি নজরে আসে। প্রতিরক্ষা কাজে স্থাপিত ব্লকগুলো লেভেল অনুযায়ী ঠিকমত প্লেসিং করা হয়নি। ব্লকগুলোর মধ্যে স্থানে স্থানে ফাঁকা রাখা হয়েছে । (চিত্র:২)

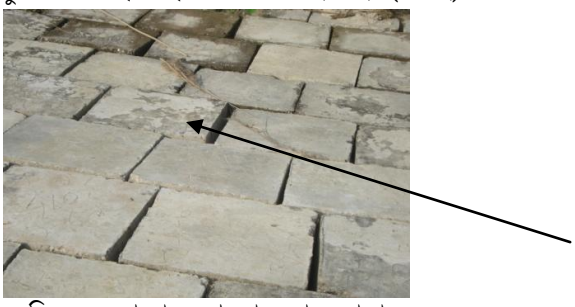

চিত্র ২: ব্লকগুলোর মধ্যে স্থানে স্থানে ফাকা

❖ একটি অংশের গ্রাউন্ড অংশে ব্লকগুলো দেবে গেছে। ঠিকমত মাটি কম্প্যেকশন না করার ফলে এমনটি হয়েছে ।(চিত্র:৩)

চিত্র ৩ :দেবে যাওয়া অংশ

❖ পরিদর্শনকালে প্রতিরক্ষা কাজের বিভিন্ন স্থানে সিমেন্টের নতুন আস্তরণের চিহ্ন পাওয়া যায়। পরিদর্শন প্রাক্কালে এধরণের তড়িগড়ি করে মেরামতের কাজ করা নিম্নমানের কাজের সাক্ষ্য বহণ করে।(চিত্র:৪)

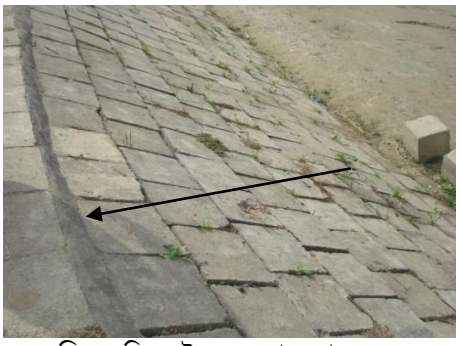

চিত্র:৪ সিমেন্টের নতুন আস্তরণের

❖ পরিদর্শিত অংশের প্রতিরক্ষা কাজের স্লোপ ২:১ হারে করার কথা থাকলেও সেই অনুপাতে মেইনটেইন করা হয়নি।(চিত্র ৫)

চিত্র ৫: প্রতিরক্ষা কাজের স্লোপ

১৫.২ <u>মাদারীপুর অংশ:</u>

❖ মাদারীপুর অংশের সদর উপজেলার মহিষের চর এলাকার প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন করা হয় ।(চিত্র ৬)

চিত্র ৬: মাদারীপুর সদর (মহিষের চর)

❖ তুলনামূলক ভাবে গোপালগঞ্জের চেয়ে মাদারীপুরে নিম্নমানের কাজের নমুনা পাওয়া যায়। প্রতিরক্ষা কাজে স্থাপিত ব্লকগুলো লেভেল অনুযায়ী ঠিকমত প্লেসিং করা হয়নি। ব্লকগুলোর মধ্যে স্থানে স্থানে ফাঁকা রাখা হয়েছে।(চিত্র৭,৮)

চিত্র ৭: লেভেল অনুযায়ী ঠিকমত প্লেসিং না করা

চিত্র ৮: ব্লকগুলোর মধ্যে স্থানে স্থানে ফাকা

❖ গোপালগঞ্জের ন্যায় এ স্থানেও প্রতিরক্ষা কাজের বিভিন্ন স্থানে সিমেন্টের নতুন আস্তরণের চিহ্ন পাওয়া যায়। পরিদর্শন প্রাক্কালে এধরনের তরিঘরি মেরামতের কাজ নিম্নমানের কাজের সাক্ষ্য বহন করে। (চিত্র ৯)

চিত্র:৯ পরিদর্শনের সময় মেরামতের চিহ্ন

❖ কয়েকটি অংশের গ্রাউন্ড অংশে ব্লকগুলো দেবে গেছে। (চিত্র ১০)

চিত্র ১০: কয়েকটি অংশে দেবে যাওয়ার চিত্র

❖ এছাড়া উক্ত স্থানে জীর্ণ প্রায় ব্লকএর নমুনা পাওয়া যায় চিত্র ১১)। জুন, ২০১২ সালে সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রতিরক্ষা কাজে এমন জীর্ণপ্রায় ব্লকের উপস্থিতি নিম্নোক্ত প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে:

- ব্যবহৃত ব্লকগুলোর মান খারাপ ছিল কি?
- অন্য কোন প্রকল্পের স্টকপাইলের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে কি?

চিত্র ১১:জীর্ণ প্রায় ব্লক

❖ স্থানীয় জনগণের তথ্যানুযায়ী পাকা মসজিদ সংলগ্ন এলাকার বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে,উল্লেখিত স্থানের কাজটি প্রায় পুরোটাই ধ্বসে গেছে (চিত্র:১২)। প্রকল্পটির আওতায় সংশ্লিষ্ট প্যাকেজে সম্পাদিত কাজের মান বজায় রাখার বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের অবহেলা, ঠিকমত ব্লক প্লেসিং না করা, প্রটেকশনের স্লোপ ঠিকমত মেইনটেইন না করা,মাটির কম্প্যাকশন ঠিকমত না করা,ডিজাউন অনুযায়ী খোয়া ব্যবহার না করা সর্বোপরি নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার ফলে এমনটি হয়েছে বলে পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র ১২:পাকা মসজিদ সংলগ্ন প্রতিরক্ষা কাজের ধ্বসে যাওয়ার একাংশ

১৬.০ প্রকল্পটির আওতায় ব্যয়:

১৬.১ ফরিদপুর পওর :

- **মোটর সাইকেল (১০০ সিসি) ক্রয়:** প্রকল্পটির আওতায় ১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ১.৫০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়।
  বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে মোটর সাইকেলটি অন্য ডিভিশন ছিল বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান।
- **লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ স্ট্যান্ড:**
  প্রকল্পটির আওতায় ১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ সেট লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ স্ট্যান্ড ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ১.৫০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়।
  বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে ২সেট লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ স্ট্যান্ড পাওয়া যায়।
- **জিওগ্রাফিক পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস):**
  প্রকল্পটির আওতায় ০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি জিপিএস ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ০.৫০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়।
  বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে ২টি জিপিএস পাওয়া যায়।
- **কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রাংশ:** প্রকল্পটির আওতায় ০.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি **কম্পিউটার** ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ০.৭৫ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়।
  বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে ১টি **কম্পিউটার** পাওয়া গেলেও সিডিউল উল্লেখিত configuration অনুযায়ী **কম্পিউটারটি** পাওয়া যায়নি। **(চিত্র ১৩)**

চিত্র ১৩ : ক্রয়কৃত কম্পিউটার প্রিন্টার (অন্যান্য)

১৬.২ মাদারীপুর পওর :

- **লেভেলিং ইনস্টুমেন্ট উইথ স্ট্যান্ড:**
  প্রকল্পটির আওতায় ০.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ সেট লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ স্ট্যান্ড ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ০.৭৪ লক্ষ (৯৯%) টাকা ব্যয় করা হয়।
  বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে ১ সেট লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ স্ট্যান্ড পাওয়া যায়। **(চিত্র ১৪)**

চিত্র: ১৪ লেভেলিং ইনস্টুমেন্ট উইথ স্ট্যান্ড

- **জিওগ্রাফিক পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস):**
  প্রকল্পটির আওতায় ০.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি জিপিএস ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ০.৭২ লক্ষ (৯২%) টাকা ব্যয় করা হয়। **(চিত্র ১৫)**

চিত্র ১৫: জিপিএস

বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে ২টি জিপিএস পাওয়া যায়।

- **কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রাংশ:**

প্রকল্পটির আওতায় ১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি **কম্পিউটার** ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে১.৪৯ লক্ষ (৯৯%) টাকা ব্যয় করা হয়।

চিত্র ১৬: ক্রয়কৃত কম্পিউটার ও প্রিন্টার

বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে ১টি **কম্পিউটার** পাওয়া গেলেও অন্যটি পাওয়া যায়নি। **(চিত্র ১৬)** এছাড়া সিডিউল উল্লেখিত configuration অনুযায়ী **কম্পিউটারটি** পাওয়া যায়নি। **(চিত্র ১৭)**

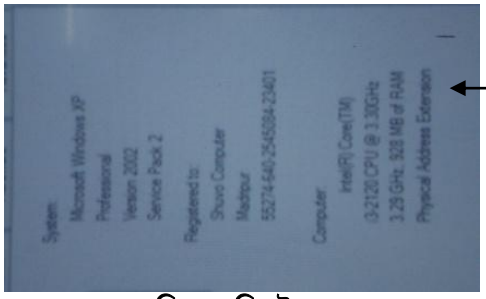

চিত্র ১৭:সিস্টেম

- **আইপিএস ক্রয় :**

প্রকল্পটির আওতায় ০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি **আইপিএস** ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ০.৫০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়। **(চিত্র ১৮)**

চিত্র ১৮: আইপিএস

বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে ১ **আইপিএস** পাওয়া যায়।

- ফটোকপিয়ার ক্রয়:

প্রকল্পটির আওতায় ১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি ফটোকপিয়ার ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ১.৫০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়। **(চিত্র ১৯)**

চিত্র ১৯: ফটোকপিয়ার

বাস্তব অবস্থা যাচাই: পরিদর্শনকালে ১টি ফটোকপিয়ার পাওয়া যায়।

১৭ **প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:**

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজটি পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে হয়েছে কিনা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে কয়েকটি প্যাকেজের (প্যাকেজ নং ১,৩) ক্রয় প্রক্রিয়া সঠিক ছিল কিনা তা যাচাই করা হয়। ক্রয় প্রক্রিয়া যাচাইকালে যেসকল বিষয় দেখা হয়েছেঃ

বিষয়	মন্তব্য
টেন্ডার জমা দেয়ার মাল্টিপল স্থান ছিল কিনা	√
টিওসি নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কিনা	√
টিইসি নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কিনা	√
টিইসিতে বাহিরের সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা	√
টিইসিতে সদস্যদের নিরপেক্ষতার ঘোষণা ছিল কিনা	√
টিইসি এর আলোকে NOA প্রদান এবং ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে কিনা	√

১৭.১ **প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:**

*** প্যাকেজ/ লট নং-০১** এ ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে কালনা ফেরিঘাটের চেইনেজ ৪১৯২ মি: হতে ৪২৬২ মি: অর্থাৎ ৭০ মি: নদীর তীর সংরক্ষনের কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক খবর'** ,**'The Bangladesh Today'** পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত করা হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (বিএডিসি ও এলজিইডি) রয়েছে। গত ১৪/০২/২০১২ তারিখে টেন্ডার open করা হয় এবং গত ২০.০২.২০১২ এবং ০৭.০৩.২০১২ তারিখে ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৩টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৩টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ০.০৮% নিম্নদরে **M/S Noor Construction** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

প্যাকেজ/ লট নং-০৩ এ ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে কালনা ফেরিঘাটের চেইনেজ ৩৩১৭ মি: হতে ৩৩৩২মি: অর্থাৎ ১৫ মি: এবং চেইনেজ ৩৩৬৭ মি: হতে ৩৪১৭মি: অর্থাৎ ৫০ মি: নদীর তীর সংরক্ষনের কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক খবর,''The Bangladesh Today'** পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী) দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৬ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত করা হয়েছে। TEC তে ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (বিএডিসি ও এলজিইডি) রয়েছে। গত ১৪/০২/২০১২ তারিখে টেন্ডার open করা হয় এবং গত ২০.০২.২০১২ এবং ০৭.০৩.২০১২ তারিখে ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৩টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৩টি টেন্ডার রেসপন্সিভ হয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ০.০৭% নিম্নদরে **M/S Al Amin Enterprize** এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

১৭.১.১ **প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের তুলনামূলক চিত্র:**

লট নং (কাজের বিবরণ)	ঠিকাদারের নাম (চুক্তি মূল্য)	মোট পরিশোধ (চূড়ান্ত)	কাজ শুরুর তারিখ ও সমাপ্তির তারিখ (ওয়ার্কঅডার অনুযায়ী)	প্রকৃত বাস্তবায়ন	মন্তব্য
Tender -05 WPKF-০১ /২০০৯-১০ (ব্লক তৈরি, ২৯৭২ মিটার হতে ৩৩১৭মিটার)	M/sShifat enterprize (১,৫৮,৫৫,৪৮৯.৮৪ টাকা)	১,৫৮,২৯,০৫০.১৯ টাকা	০৫এপ্রিল,২০১০ - ৩০জুন,২০১০	৩০ মে, ২০১২	১৯০টি ব্লক কম তৈ করা হয়েছে । প্রকৃ বাস্তবায়ন সময় বে লেগেছে।
Tender -05 WPKF ০২/২০০৯-১০ (ব্লক তৈরি,৩৪১৭ মিটার হতে ৩৭৭২ মিটার)	S.S engineering Construction ১,৬৩,১৪,৬১	১,৬২,৬৯,০৪৭.৭২ টাকা	০৫এপ্রিল,২০১০ - ৩০ জুন,২০১০	৩০ মে, ২০১২	১৭০টি ব্লক কম তৈ করা হয়েছে। চূড়া বিলে overwriting করা হয়েছে। সেক্ষে কোন স্বাক্ষর দে

	৮.৪৬ টাকা				হয়নি। প্রকৃত বাস্তবায়ন সময় বেশি লেগেছে।
Tender -05 WPKF-০৩ /২০০৯-১০ (জিও ব্যাগ ডাম্পিং, ২৯৭২ মিটার হতে ৩৩১৭মিটার)	M/s Habib& Co. ১,২৭,২৫,৮০৬.৫২ টাকা	১,৩২,২৩,৭৬৬.০০ টাকা	২৫এপ্রিল,২০১০ ২৩ জুন,২০১০	৩০ মে, ২০১২	কার্যাদেশ অপেক্ষা অতিরিক্ত বিল প্রদান করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিলে কাটাকাটি সহ overwriting করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোন স্বাক্ষর দেয়া হয়নি চূড়ান্ত বিলে ক্যাশ ভাউচার নাম্বার ছিল না। প্রকৃত বাস্তবায়ন সময় বেশি লেগেছে।
Tender -05 WPKF-০৪ /২০০৯-১০ (জিও ব্যাগ ডাম্পিং, ৩৪১৭ মিটার হতে ৩৭৭২ মিটার)	Shahab Uddin Ahmed 1,30,25, 058.39 টাকা	১,৩৮,৩৪,৫৪২.০০ টাকা	২৫এপ্রিল,২০১০ ২৩ জুন,২০১০	৩০ মে, ২০১২	কার্যাদেশ অপেক্ষা অতিরিক্ত বিল প্রদান করা হয়েছে। অথচ এ অংশে ১৭০টি ব্লক কম তৈরি করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিলে কাটাকাটি সহ overwriting করা হয়েছে।সেক্ষেত্রে কোন স্বাক্ষর দেয়া হয়নি

এছাড়া টেন্ডার নং-২০/২০০৯-১০,লট **WPKF--০১/২০১০-১১ এবং** টেন্ডার নং-২০/২০০৯-১০,লট **WPKF--০২/২০১০-১১ দুটো চূড়ান্ত বিলে** প্রচুর কাটাকাটি করা হয়েছে।

১৭.৩ <u>পর্যবেক্ষণ:</u>

- ❖ টেন্ডারগুলোর বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত কোন পত্রিকায় দেয়া হয়নি।
- ❖ দরপত্রগুলো প্রতিযোগিতামূলক হয়নি।
- ❖ কার্যাদেশ অপেক্ষা অতিরিক্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ প্রকৃত বাস্তবায়ন সময় বেশি লেগেছে।
- ❖ চূড়ান্ত বিলে কাটাকাটি সহ overwriting করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোন স্বাক্ষর দেয়া হয়নি।
- ❖ চূড়ান্ত বিলে ক্যাশ ভাউচার নাম্বার ছিল না।
- ❖ অনুমোদিত ডিপিপি-তে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনুমোদিত ডিপিপি-তে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির ক্রয় কার্যক্রমে প্যাকেজ সংখ্যা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অনুমোদিত ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

১৮.০ <u>অন্যান্য বিষয়:</u>

- ➢ পিসিআরের ০৮ ও ৯ নং অনুচ্ছেদে কলামে আইটেম অনুযায়ী তারিখ দেয়ার কথা থাকলেও উল্লেখ্য করা হয়নি।
- ➢ External Audit-এর বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়নি।

১৯.০ <u>উপকারভোগীদের মতামত:</u>

গোপালগঞ্জ অংশে উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় স্থানীয় জনগণ বলেন,প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাংগনের হাত থেকে তাদের এই অঞ্চলটি রক্ষা পেয়েছে। প্রতিরক্ষা কাজের জন্য তারা পলি বাহিত জমিতে ফসল চাষাবাদ করেছে যা তাদের বাড়তি আয়ের সংস্থান করেছে।

চিত্র :স্থানীয় জনগণের একাংশ (কাশিয়ানী)

অপর দিকে মাদারীপুর অংশে কাজের মান নিয়ে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে। তারা জানান মহেশ চর এলাকার পাকা মসজিদ সংলগ্ন এলাকার সম্পূর্ণ কাজ ধ্বসে গেছে,পরবর্তীতে পরিদর্শনের তার সত্যতা পাওয়া যায়।

২০.০ প্রকল্প মূল্যায়ন Evaluation matrix এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন :

Evaluation Criteria	মূল্যায়নের জন্য মূল প্রশ্ন	তথ্যের উৎস	Respondent Group	মন্তব্য
যৌক্তিকতা (Rationality)	প্রকল্পটি কিভাবে এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে?	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ বাপাউবো	Intensive Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রভাব (Impact)	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর কি ধরনের পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে?	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ	Intensive Interview এবং observation technique
স্থায়ীত্ব (Sustainability)	কোন কোন বিষয়গুলোর উপর প্রকল্পটির সুফল নির্ভর করে? এ বিষয়ে আপনার মতামত বলুন।	প্রাথমিক	স্থানীয় জনগণ বাপাউবো	Intensive Interview এবং observation technique ব্যবহার করা হয়েছে।

২০.১। প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা (Rationality of the project):

স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় বুঝা যায় যে, গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরিঘাট মধুমতি নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা, ,আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর শহর রক্ষা করার গৃহীত প্রকল্পটি সময়োপযোগী ও যৌক্তিক।

২০.২। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব (Impact) : স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো ফুটে উঠেছে:

- নদীর ভাংগন হতে ফেরী ঘাট ও এলাকাটি রক্ষা পেয়েছে;
- siltation কারণে জেগে উঠা চরে/ভূমিতে স্থানীয়রা ফসল (ধান) চাষাবাদ করেছে;

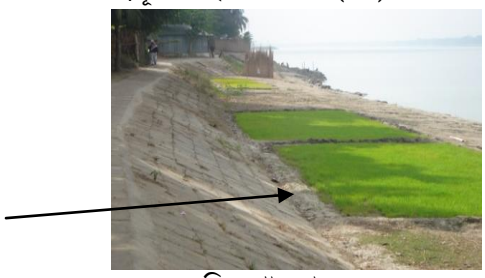

চিত্র: ধান চাষ

২০.৩। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সুফল এর Sustainability :

- বাস্তবায়িত কাজের **Quality:**
  বাস্তবায়িত কাজের মান বিচারে প্রতীয়মান সম্পাদিত কাজটি টেকসই হবে না।
- বাস্তবায়িত কাজের **durability**: যেহেতু প্রকল্পটির major একটি অংশ ধ্বসে গেছে এবং নিম্নমানের কাজের নমুনা পাওয়ায় এর কাজটি দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

  এছাড়া **Sustainability** নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করছে :

- সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং;
- বার্ষিক অপারেশন এন্ড মেইনটেইন্যান্স বাজেটের যথাপোযুক্ত ব্যয়;
- স্টকপাইলে থাকা ব্লকগুলোর সঠিক সময়ে ব্যবহার;
- সর্বোপরি কাজের মান ও স্থায়িত্ব।

২১। বাস্তবায়ন সমস্যা/সমস্যা :

- নিম্নমানের কাজ: প্রকল্পটির আওতায় **মাদারীপুর** অংশের বাস্তবায়িত **কাজটি প্রায় পুরোটাই ধ্বসে গেছে।** প্রকল্পটির আওতায় সংশ্লিষ্ট প্যাকেজে সম্পাদিত কাজের মান বজায় রাখার বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের অবহেলা, ঠিকমত ব্লক প্লেসিং না করা, প্রটেকশনের স্লোপ ঠিকমত মেইনটেইন না করা, মাটির কম্প্যাকশন ঠিকমত না করা,পরিমাণ অনুযায়ী ফিল্টার খোয়া না দেয়া সর্বোপরি নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার ফলে এমনটি হয়েছে বলে পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ উভয়স্থানে প্রতিরক্ষা কাজে সিমেন্টের নতুন আস্তরণের চিহ্ন পাওয়া যায় যা নিম্নমানের কাজ জোড়াতালি দেবার প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হয়।

- **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রমে ব্যত্যয়ঃ**
  অনুমোদিত ডিপিপি-তে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনুমোদিত ডিপিপি-তে প্রকেল্পর ক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব ক্রয় কার্যক্রম সংখ্যা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অনুমোদিত ডিপিপির ক্রয় কার্যক্রমের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

- **কার্যাদেশ অপেক্ষা অতিরিক্ত বিল প্রদান:** প্যাকেজে-৫ এর আওতায় বিভিন্ন লটে কার্যাদেশ অপেক্ষা অতিরিক্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।

- **বিল প্রস্তুতে ত্রুটি:** চূড়ান্ত বিলে কাটাকাটি সহ overwriting করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোন স্বাক্ষর দেয়া হয়নি। চূড়ান্ত বিলে ক্যাশ ভাউচার নাম্বার ছিল না।

- **ডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ে ব্যত্যয়:**
  মাদারীপুর অংশে ২টি **কম্পিউটারের স্থলে ১টি** পাওয়া গেলেও অন্যটি পাওয়া যায়নি। এছাড়া সিডিউল উল্লেখিত configuration অনুযায়ী কোন **কম্পিউটার (মাদারীপুর ও ফরিদপুর)** পাওয়া যায়নি।

২২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
মধুমতি নদীর ভাঙন হতে গোপালগঞ্জ-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল হাইওয়ে, কালনা ফেরীঘাট, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জাতীয় গ্রীড লাইনের River Crossing Tower ইত্যাদি এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে মাদারীপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।	আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে উদ্দেশ্যে অর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্যে নিরূপণ করা যাবে।

২৩। সুপারিশ/মতামতঃ

২৩.১। প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত নিম্নমানের কাজের (মাদারীপুর অংশ) বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক এ জন্য দায়ী/জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৫)

২৩.২। চলমান প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের চেয়ে চলমান প্রকল্পের অর্থ সংস্থানের

২৩.৩। বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৪ এর প্রেক্ষাপটে)
নিম্নমানের ব্লক ব্যবহারের বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ১৫.২)

২৩.৪। প্রকল্পটির আওতায় পণ্য ক্রয় প্রক্রিয়া, চূড়ান্ত বিলে কাটাকাটি সহ overwriting করা, ক্যাশ ভাউচার নাম্বার না

২৩.৫। থাকা,Contract price এর অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা করতে হবে (অনুচ্ছেদ, ১৬,১৭)
অত্র বিভাগেরে উপর্যুক্ত সুপারিশ সমূহের উপর মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে জানাতে হবে।

"সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প"
সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০১। প্রকল্পের নাম : সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প ।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

০৪। প্রকল্পের অবস্থান : সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলা ।

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৬০৫.৬৬	৩৬০৫.৬৬	৩২৯০.৫০	এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন ২০১১	এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন ২০১২	এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন ২০১২	-	-

০৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	রাজস্ব খাত					
	সরবরাহ ও সেবা					
১।	টেন্ডার ডকুমেন্ট ও ম্যাপ প্রণয়ন	_	থোক	১.০০	থোক	১.০০
২।	স্টেশনারিজ	_	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
৩।	বিজ্ঞাপন	-	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
	উপ-মোট (রাজস্ব)			**২.০০**		**২.০০**
	মূলধন খাত					
৭।	লেভেলিং মেশিন - ১টি	সংখ্যা	১টি	০.৭৫	১টি	০.৭৫
৮।	জিওগ্রাফিক পজিসনিং	সংখ্যা	২টি	০.৪০	২টি	০.৪০
৯।	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১ সেট	১.২৫	১ সেট	১.২৫
১০।	ফটোকপি মেশিন	সংখ্যা	১টি	১.২০	১টি	১.২০
১১।	অফিস ফার্নিচার	-	থোক	০.২০	থোক	০.২০
১২।	মোটর সাইকেল-১০০ সিসি	সংখ্যা	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০
	নির্মাণ কাজ					
১৩।	তীর সংরক্ষণ কাজ	মিটার	১৭১৫	৩৫৪২.৬৬	১৭১৫	৩২৬৩.৭৭
১৪।	মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ	-	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৯৩
	উপ-মোট (মূলধন)			**৩৫৬৭.৯৬**		**৩৫৬৭.৯৬**
	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	**-**	**থোক**	**৩৫.৭০**	**থোক**	**০.০০**
	সর্বমোট:	**-**	-	**৩৬০৫.৬৬**	**-**	**৩২৯০.৫০**

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পের কোন অঙ্গের কাজ অসম্পূর্ণ নেই, ১৭১৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনকালে বাস্তবায়িত কাজের

১৪৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ দৃষ্টি গোচর হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১৫৭০ মিটার কাজ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

০৭। মুল্যন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।

০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার নিকটবর্তী যমুনা নদীর বাম তীরে নদী ভাঙ্গান প্রতিরোধকল্পের নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভাঙ্গান প্রতিরোধ, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিরসন, প্রকল্প এলাকার দারিদ্রতা মোচন, ভৌত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমানোসহ জনগণের জীবন ও মানের ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করাই এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

০৯। প্রকল্পের পটভূমিঃ

৯.১ সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলা যমুনা নদীর মারাত্মক ভাঙ্গান প্রবন এলাকায় অবস্থিত। উপজেলার পশ্চিম প্রান্ত যমুনা নদীর সমান্তরাল বিধায় এ এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গান একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বিগত ৫ বছরে প্রায় ৫ কিঃমিঃ ভূমি প্রমত্ত যমুনা নদী গ্রাস করে নিয়েছে। নদী ভাঙ্গানের ফলে খাস কাওয়ালিয়া ইউনিয়নের ৪৫% ভূমি এবং গোড়জান ইউনিয়নের ৮০% ভূমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। প্রতি বছর বর্ষার শুরুতে ভাঙ্গান শুরু হয় এবং পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ভাঙ্গান অব্যাহত থাকে। তীব্র নদী ভাঙ্গানে ইতিমধ্যে উর্বর কৃষি জমি, জনসাধারণের ঘরবাড়ী, পুকুর, মসজিদ, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উপজেলা সদর বাজারের একাংশ ইত্যাদি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নদী ভাঙ্গানের তীব্রতা বিবেচনায় পোষ্ট অফিস, টিএন্ডটি অফিস, সমাজ সেবা অফিস এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসস্থান ভেঙ্গে অপসারণের জন্য নিলাম ডাকা হয়েছে। প্রতি বছর যমুনা নদীর ভাঙ্গানের কারণে এ এলাকার জনগণের চরম দূর্ভোগ পোহাতে হয়। ২০০৮ সালের বন্যায় উপজেলা সদরের উজানে ব্যাপক ভাঙ্গানের ফলে দালাই বাজার, স্কুল, মাদ্রাসা, সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনাসহ কৃষি জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে নদী তীর থেকে উপজেলা সদরের আনুভূমিক দুরত্ব মাত্র ২৫০ মিটার। নদী ভাঙ্গানরোধে জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সদরসহ অন্যান্য স্থাপনা রক্ষাকল্পে ২০০৫-২০০৬ হতে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে ১৭৩ মিটার নদী তীর রক্ষা কাজ করা হয়েছে। কিন্তু এ কাজ সাময়িকভাবে ভাঙ্গান প্রতিরোধে সক্ষম হলেও বর্তমান প্রতিরক্ষা কাজের ভাটি ও উজানে ভাঙ্গানের হার এত তীব্র যে যদি অতি সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে যে কোন মুহূর্তে বিদ্যমান প্রতিরক্ষা কাজসহ উপজেলা কমপ্লেক্স

৯.২ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। উক্ত প্রেক্ষাপটে এ প্রকল্পটি বাস্তায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

সম্প্রতি Institute of Water Modeling (IWM) এর সমীক্ষার মাধ্যমে "Construction of Flood Control Embankment and River Bank Protection on the left bank of Jamuna and the Right bank of Dhaleswari at Nagorpur and Chowhali" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়। উক্ত প্রকল্পে চৌহালী উপজেলা যমুনা নদীর ভাঙ্গান থেকে রক্ষার জন্য ১৫০০ মিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৮.০০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে নদী ভাঙ্গান প্রতিরোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এবং মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী শুধুমাত্র ১৭,১৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সংস্থান রেখে ৩৭.৪০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষক মূল প্রকল্পটির ডিপিপি'র ওপর গত ০৪-০২-২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৩৬০৫.৬৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্বায়নের জন্য গত ১৩-০৪-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। বছরভিত্তিক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়ায় আইএমইডির সুপারিশক্রমে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

১১। <u>প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম</u> :

- ✦ তীর রক্ষা কাজ -১৭১৫ মিঃ
- ✦ যানবাহন ক্রয় -১টি মোটর সাইকেল
- ✦ জিওলজিক্যাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) ক্রয়-২টি
- ✦ যানবাহন মেরামত -৩টি জীপ, ৫টি মোটর সাইকেল।

১২। <u>প্রকল্পের সার্বিক ও বাস্তব অবস্থা:</u>

<u>প্রকল্পের আর্থিক অবস্থা:</u>

- ❖ প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৩৬০৫.৬৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ৩২৯০.৫০ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯১.২৬%। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য ও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সব ভৌত কাজ ১০০% সমাপ্ত।
- ❖ প্রকল্পটির অনুকূলে অবমুক্ত করা হয়েছে মোট ৩২৯০.৫০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে অবমুক্তকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

১৩। <u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u>

পিসিআর অনুযায়ী ১৭১৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনকালে বাস্তবায়িত কাজের ১৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ দৃষ্টি গোচর হয় (চিত্র ১, ২ ও ৩)। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১৫৭০ মিটার কাজ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে (চিত্র ৪ ও ৫)। এর কারন জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ত্রুটিযুক্ত ডিজাইন, উজান ও ভাটিতে ভাঙ্গনের ফলে যমুনা নদীর বাম তীর দেশকূলের দিকে Shift হওয়ায় ভাঙ্গন দেখা দেয়। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, নদীতে নতুন করে চর জেগে ওঠায় (চিত্র ৬) নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন হয় যা ভাঙ্গন ত্বরান্বিত করে।

চিত্র ১

চিত্র ২

চিত্র ৩

চিত্র ১, ২ ও ৩: বাস্তবায়িত কাজের ১৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ

চিত্র ৪: বিলীন হওয়া কাজ

চিত্র ৫: বিলীন হওয়া কাজ

চিত্র ৬: জেগে ওঠা চর

১৪। <u>প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:</u>

প্যাকেজ/ লট নং BRC-01 এর মাধ্যমে তীর সংরক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ২৫০ কেজি ওজনের ১০৭২০০ টি এবং ১৭৫ কেজি ওজনের ১০২০৫৫টি জিও-টেক্সটাইল ক্রয় করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ১৯/০৪/২০১০ তারিখে **'The New Nation'**, গত ২০/০৪/২০১০ তারিখে **'The Bangladesh Today'** এবং ১৯/০৪/২০১০ তারিখে **'দৈনিক ভোরের কাগজ'** ও ২০/০৪/২০১০ তারিখে **'দৈনিক আমাদের সময়'** পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে টেন্ডার জমা দেয়ার তারিখ ছিল ১৭/০৫/২০১০। সংস্থা হতে ০৫টি টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় করা হয়েছে, ০৪টি টেন্ডার জমা পড়েছে। রেসপন্সিভ হয়েছে ০৪টি । প্যাকেজটির ক্ষেত্রে অফিসিয়েল এসটিমেট হচ্ছে ৪,৬০,০০,০৫৫.০০ টাকা (চার কোটি ষাট লক্ষ পঞ্চান্ন)। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ৩ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৮ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে এবং ৮ সদস্যবিশিষ্ট TEC- তে ২ জন বহি:সদস্য রাখা হয়েছে (গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশর অধিদপ্তর)। ৮ সদস্যবিশিষ্ট TEC গঠন পিপিআর ২০০৮ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে অফিসিয়েল প্রাক্কলন হতে ১৪.০০%

নিম্নদরে এফ. জে. জিও-টেক্সটাইল লিমিটেড নামক সংস্থার এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক নিম্ন দরে কাজ করার কারনে কাজের গুণগত মান খারাপ হয়েছে কিনা বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে।

১৫। কমিটির মতামতঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন, পরিদর্শনকালে উপস্থিত স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র/কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং অনুচ্ছেদ ৭ বর্ণিত সীমাবদ্ধতার আলোকে "সিরাগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" এর অধীনে বাস্তবায়িত প্রতিরক্ষা কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার প্রকৃত কারণ নিরূপণের জন্য বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরী কমিটির মতামত নিম্নরূপঃ

- সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করার পূর্ব হতে এবং বাস্তবায়নকালে উহার উজান ও ভাটিতে ভাঙ্গানের ফলে যমুনা নদীর বাম তীর দেশকূলের দিকে Shift হওয়া এবং উক্ত উজান ও ভাটির ভাঙ্গন প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণেই বর্ণিত প্রকল্প এলাকায় সম্পাদিত কাজের অধিকাংশ দৈর্ঘ্যের (মোট ১৭১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের কাজের মধ্যে ১২৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের কাজ, যা মোট কাজের ৭৫%) কাজ সম্পূর্ণভাবে out flank এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে বলে কমিটির কাছে আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়েছে।

- সম্পাদিত কাজের দৈর্ঘ্যের প্রায় ৭৫% অংশ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার কারণে নদীর মরফোলজিক্যাল অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয় বলে কমিটির নিকট মনে হয়েছে। পরিবর্তিত মরফোলজিক্যাল অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্পাদিত অবশিষ্ট প্রতিরক্ষা কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে বলে কমিটির নিকট মনে হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে সম্পাদিত অবশিষ্ট প্রতিরক্ষা কাজের ২৮৫ মিটার (মোট কাজের দৈর্ঘ্যের প্রায় ১৭%) অংশ প্রথম ভাঙ্গানের ১০ দিন হতে ২০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ভাঙ্গান পরবর্তী নদীর মরফোলজিক্যাল অবস্থার কারণেই উল্লেখিত ২৮৫ মিটার বাস্তবায়িত কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে কমিটির নিকট আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়েছে।
- মোট সম্পাদিত কাজের অবশিষ্ট ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রতিরক্ষা কাজের স্লোপ পিচিং কাজ কমিটির কাছে আপাতঃ দৃষ্টিতে ভাল আছে বলে মনে হয়েছে। কিন্তু উক্ত কাজের উজান ও ভাটির বাস্তবায়িত কাজ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে উল্লেখিত ১৫০ মিটার প্রতিরক্ষা কাজ বর্তমানে হুমকীর মূখে আছে বলে কমিটির নিকট মনে হয়েছে।
- ২০১৩ সালের সম্ভাব্য বন্যা থেকে চৌহালী উপজেলা কমপ্লেক্সকে রক্ষার্থে প্রয়োজনে জরূরী ভিত্তিতে বর্ণিত ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রতিরক্ষা কাজ মেরামত এবং সংশ্লিষ্ট ডিজাইন অফিসের প্রকৌশলীর মাধ্যমে আরও নুন্যতম দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক উহা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- সিরাজগঞ্জ চৌহালী উপজেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে স্থায়ীভাবে রক্ষাকল্পে ইতিপূর্বে বর্ণিত প্রকল্পের Feasibility Study, 2007 এর Bank line migration এর আলোকে বিস্তারিত Study এর ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা কাজের দৈর্ঘ্য/ধরন পুনঃনির্ণয়পূর্বক সে মোতাবেক ডিজাইন প্রণয়ন করে উহা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৬। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত) ২ জন প্রকৌশলী/কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব কে এম নাজমুল হক	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৯/০৬/২০১০ হতে ২৫/
২।	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৫/০৯/২০১১ হতে ৩০/

১৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কোন সুফল পাওয়া যায়নি যেহেতু এটি একটি ব্যর্থ প্রকল্প।

১৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

- **আইএমইডি'র মতামত:**
  - পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত ডিজাইন নতুন নয়, পূর্বেও ডিজাইন ত্রুটির কারনে

অনেক প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে এবং অনেক প্রকল্পের কাজ শুরু করার এক বছরের মধ্যেই তা মেরামত করার প্রয়োজন হয়েছে। আইএমইডি হতে ইতোপূর্বে প্রণীত বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদনে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করে দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ করা হলেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এমন তথ্য পাওয়া যায় না। কোন ব্যবস্থা না নেয়ার ফলে দায়িত্বহীনতা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, কোন স্থানে তীর সংরক্ষণ কাজ পরিকল্পনা করার পূর্বে কাজটি টেকসই করার জন্য প্রকল্প এলাকার উজান-ভাটিতে তীর সংরক্ষণ কাজ করা প্রয়োজন কিনা ডিজাইনারগণ ও ডিপিপি পরিকল্পনাকারীগণ সে বিষয়ে কোন চিন্তাই করেননি। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকারের ৩২,৯০.৫০ লক্ষ টাকা পুরোপুরি পানিতে বিলীন হয়েছে - বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। চর জেগে ওঠার কারনে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন হতে পারে যদিও একদিনে সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত এত বৃহৎ চর জেগে ওঠা অসম্ভব। মনিটরিং এ দুর্বলতা ছিল বলেই চর জেগে ওঠার বিষয়টি অনুধাবন করা যায়নি।

- প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ BRC-01 এ ১৪.০০%, BRC-05 এ ২২.০০% ও BRC-04 এ ৩৭.৯৫% নিম্ন দরে কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে। নিম্ন দরের কারনে ঠিকাদারগণ নিম্নমানের কাজ করেছেন কিনা এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে।

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির মত অনুযায়ী তীর সরেক্ষণ কাজের ৭৫% ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে নদীর মরফোলজিক্যাল অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে যার ফলে প্রকল্প এলাকার ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হয়েছে। এই কমিটি কাজ ভাঙ্গানের জন্য দায়ী কে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করা যেতে পারে। হয়েছে। বিবেচ্য প্রকল্প পরিকল্পনা, ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সাইটে কোন Inspection Book ছিল না। এ কারণে বাস্তবায়নকারে কাজে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না।

- ঠিকাদারগণ এর Performance Security কর্তৃপক্ষের কাছে জমা আছে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ত্রুটি মেরামতের জন্য মূলত: Performance Security। সম্পূর্ণ কাজ বিলীন হয়ে গেছে বিধায় Performance Security এর অর্থ দিয়ে তা পুনরায় নির্মাণ করা যাবে না।

১৯। <u>সুপারিশ:</u>

প্রকল্পটি একটি ব্যর্থ প্রকল্প। এ প্রকল্পে ৩২,৯০.৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বিবেচ্য প্রকল্প পরিকল্পনা, ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

<u>কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ টেকসই না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান:</u>

কারিগরী কমিটি কর্তৃক গত ১১ মার্চ, ২০১৩ তারিখে টাঙ্গাইল পওর বিভাগের আওতায় "সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" এর সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও শাখা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কমিটি কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ কাজের সম্পূর্ণ অংশ পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকালে শুধুমাত্র চৌহালী উপজেলা কমপ্লেক্সের সন্নিকটে কিছু অংশে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ দেখা যায় এবং অবশিষ্ট কোন অংশেই প্রাথমিকভাবে কোন প্রতিরক্ষা কাজ দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী সাইট পরিদর্শনকালে কমিটিকে জানান যে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করার কিছু পূর্ব হতেই চৌহালী উপজেলা সদর হতে উজানে যমুনা নদীর ভাঙ্গানের ফলে নদীর Bank Line প্রায় ২৫০-৫০০

মিটার এবং ভাটির দিকে প্রায় ৫০-১৫০ মিটার ভিতরের দিকে সরে আসে। কিন্তু অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মূল ডিজাইন অনুসরণপূর্বক কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ডিজাইন সার্কেল হতে হাল নাগাদ ডিজাইন প্রস্তুতপূর্বক কাজটির বাস্তবায়ন কাজ চলমান রাখা হয়। কিন্তু প্রকল্পের প্রতিরক্ষা কাজটি জুন, ২০১২ তারিখে সমাপ্ত করণের পরপরই প্রকল্প এলাকার উজানে ৪.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ব্যাপক ভাঙ্গনের ফলে প্রকল্প এলাকার নিকটস্থ উজানে ৪৫০মিঃ ও কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০০-৬০০ মিঃ নদীর তীর থেকে Country side এ ভিতরের দিকে ঢুকে বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কমিটিকে আরও জানান যে, বাস্তবায়িত কাজের উজানে নদী তীর Out flank হওয়ায় এবং ২০১২ সালে প্রকল্প এলাকায় পর পর চার বার বন্যা আঘাত হানায় সংকটাপন্ন স্থান বিবেচনা পূর্বক জিও ব্যাগ ও সি সি ব্লক ডাম্পিং করেও সমাপ্তকৃত কাজটির অধিকাংশ দৈর্ঘ্যের প্রতিরক্ষা কাজ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিরক্ষা কাজের অধিকাংশ অংশই নদী Bank Line shift হয়ে সম্পূর্ণভাবে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে বলেও তিনি কমিটিকে জানান। কমিটি কর্তৃক সাইট পরিদর্শনকালে বর্ণিত কাজের বর্তমান অবস্থার সাথে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর উল্লেখিত বর্ণনার বাস্তব মিল পাওয়া যায়।

পরিদর্শনকালে কাজটির U/S End termination এর অবস্থানসহ কিছু ব্লক নদীর তীর হতে নদীর দিকে অনেক ভিতরে দেখা যায়। U/S End termination এর বর্তমান অবস্থান দেখে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, উজান হতে Bank Line out flank হয়ে সমাপ্তকৃত প্রতিরক্ষা কাজটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে Bank Line shift হয়ে ভিতরের দিকে প্রবেশ করে এবং এ কারণে U/S End termination এর সাথে সংযুক্ত সমাপ্তকৃত প্রতিরক্ষা কাজের কিছু দৈর্ঘ্যের অস্তিত্ব পরিদর্শনকালে কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে চৌহালী উপজেলা কমপ্লেক্সের নিকটে কিছু দৈর্ঘ্যে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজের পানির উপরের অংশ আপাতঃদৃষ্টিতে ভাল অবস্থার দেখা যায়। চৌহালী উপজেলা কমপ্লেক্সের ভাটিতে সমাপ্তকৃত কাজের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। তবে D/S End termination এর কিছু ব্লক ও জিও ব্যাগ ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় দেখা যায়। ক্ষতিগ্রস্থ D/S End termination এর অবস্থান দেখে ধারণা করা যায় যে, এ ক্ষেত্রেও নদীর হয়ে Bank Line shift হয়ে ভিতরের দিকে প্রবেশ করেছে।

"সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ডিজাইন কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিজাইন সার্কেল-১ কর্তৃক এপ্রিল, ২০১০ সালে উল্লেখিত প্রকল্পের চৌহালী উপজেলা কমপ্লেক্স রক্ষার্থে যমুনা নদীর বাম তীর বরাবর চেইনেজ ৭৮৫.০০ মিটার হতে চেইনেজ ২২৮৫.০০ মিটার পর্যন্ত ১৫০০.০০ মিটার এবং উজানে ১৪০.০০ মিটার ও ভাটিতে ৭৫.০০ মিটার End terminationসহ মোট ১৭১৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রতিরক্ষা কাজের ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়। বর্ণিত প্রতিরক্ষা কাজটি শুরু করার পূর্বেই ২০১০ সালে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে যমুনা নদীতে পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাপক ভাঙ্গন শুরু হলে চৌহালী উপজেলা সদর হতে উজানের দিকে Bank Line ২৫০.০০ মিটার হতে ৫০০.০০ মিটার এবং ভাটির দিকে প্রায় ৫০.০০ মিটার হতে ১৫০.০০ মিটার পূর্ব দিকে সরে আসে। এতে তীর ঘেষে নদীর গভীরতাও অনেক বৃদ্ধি পায়। বিগত ৫-৭ বছর প্রমত্তা যমুনা নদীর মারাত্মক ভাঙ্গনে প্রায় ৯ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বিস্তীর্ণ এলাকা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে চৌহালী উপজেলায় খাষ কাউলিয়া ইউনিয়নের প্রায় ৫৫ শতাংশ ও ঘোরজান ইউনিয়নের ৮৫ শতাংশ এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়। প্রতি বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই ভাঙ্গন শূরু হয় এবং পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ভাঙ্গনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রকল্পের Feasibility study, ২০০৭ এ বর্ণিত চৌহালীর উজান ও ভাটিতে Bank Line Migration এর সম্ভাবনার প্রস্তাবনার আলোকে চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কাজের অনুমোদিত ডিজাইনের special note বর্ণিত Bank Line Shifting এর ব্যাপারে Protective measures নেওয়ার যে কথা উল্লেখ রয়েছে তা যথাযথই ছিল বলে কমিটির কাছে মনে হয়েছে। প্রকল্পের উজান/ভাটিতে প্রতিরক্ষা কাজ করার নিমিত্তে কোন প্রকল্প/অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় উজানে Bank Line Shifting বন্ধ করার ব্যাপারে বাস্তবধর্মী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি এবং এ কারণেই পরবর্তীতে বর্ণিত প্রকল্পের উজান হতে Bank Line Shift হয়ে আসতে থাকায় এক সময় সমাপ্তকৃত প্রতিরক্ষা কাজটির অধিকাংশ অংশ Out flank হয়ে সম্পূর্ণভাবে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অনুমোদিত ড্রইং এ সিসি ব্লক/জিও ব্যাগ ৩০ এপ্রিল এর মধ্যে ডাম্পিং করার কথা উল্লেখ থাকরেও বন্যার সময় নদীর পাড় ভাঙ্গনের হার তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ার কারণে বাস্তবায়নাধীন প্রতিরক্ষা কাজকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে/উপস্থিতিতে ডাম্পিং প্রক্রিয়া ৩০শে এপ্রিলের পরেও অব্যাহত রাখা হয়।

কমিটির সীমাবদ্ধতাঃ

২০১১-১২ সালে সমাপ্তকৃত "সিরাগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" এর অধীনে বাস্তবায়িত প্রতিরক্ষা কাজ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার প্রকৃত কারণ নিরূপণের নিমিত্তে গঠিত কারিগরী কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন এবং এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে কমিটির কিছু সীমাবদ্ধতা থাকার পরও সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের পর্যালোচনার ভিত্তিতে কমিটি কর্তৃক তাঁর মতামত প্রকাশ করা হয়। সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নরূপঃ

- বাস্তবায়িত কাজটির উজান ও ভাটির বিগত বছরসমূহের ভাঙ্গানের প্রকৃত হার নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের দেয় তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।
- বর্ণিত প্রকল্পের কাজ শুরুর পূর্বে এবং কাজ চলাকালীন সময়ে ভাঙ্গনকৃত দৈর্ঘ্যের প্রকৃত পরিমাণ এবং পাড় ভেঙ্গে দেশকূলে অংশে প্রবেশকৃত অংশের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ণয় করাও কমিটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে এ ক্ষেত্রেও মাঠ পর্যায়ের দেয় তথ্যাদিই বিবেচনা করা হয়েছে।
- ডাম্পিংকৃত জিও ব্যাগ/ব্লকসমূহের পরিমাণ চেক/Verify করা কমিটির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ক্ষেত্রেও মাঠ পর্যায়ের দেয় তথ্যাদির ভিত্তিতেই কমিটি কাজ করেছে।
- জিওব্যাগ/ব্লক ডিজাইন মোতাবেক সঠিক স্থানে ডাম্পিং করা হয়েছিল কি না/ ডাম্পিং এর পর উহা সঠিক স্থানে ছিল কি না সেটা নির্ণয় করাও কমিটির পক্ষে সম্ভব হয়নি।
- যেহেতু বর্ণিত প্রকল্পের অধিকাংশ কাজই সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, সেহেতু কাজ বাস্তবায়ন শেষে উহা রক্ষার্থে Stock pile হতে যে সমস্ত ব্লক/জিওব্যাগ ডাম্পিং করা হয়েছিল তা যথার্থ ছিল কি না/সঠিক স্থানে সঠিক সময়ে ডাম্পিং করা হয়েছিল কি না সেটাও কমিটির পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না।
- কাজটির উজান ও ভাটিতে End termination out flank হয়ে End termination সহ অধিকাংশ দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এমতাবস্থায়, ক্ষতিগ্রস্থ অংশে ব্লক প্লেসিং এর সংশ্লিষ্ট কাজসমূহ ডিজাইন মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছিল কিনা তাও Verify করা কমিটির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

"সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ (সংশোধিত)"
সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০১। (ক) প্রকল্পের নাম : সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ (সংশোধিত)।
(খ) প্রকল্পের অবস্থান : সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা ।
০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

০৪। <u>প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৬,২৩.৮৫	৭১,৪৫.১২	৬৪,৫৩.৭৭	জুলাই, ২০১০ হতে জুন ২০১২	জুলাই, ২০১০ হতে জুন ২০১২	জুলাই, ২০১০ হতে জুন ২০১২	৭.৮৭%	-

০৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :</u>

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক
ক্র.	১	২	৩	৪	৫	৬
	রাজস্ব খাত					
	সরবরাহ ও সেবা					
১।	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	_	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৮
২।	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন	_	থোক	২.০০	থোক	১.৯৬
৩।	ষ্টেশনার, সিল ও স্ট্যাম্প	-	থোক	২.০০	থোক	১.৯৯
৪।	হাইড্রো প্রো সফটয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	জন	৬ জন	২.০০	৬ জন	২.০০
৫।	জরিপ ও অনুসন্ধান	-	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৯
৬।	মটর যানবাহন মেরামত (জীপ ৩টি, মোটর সাইকেল ৩টি)	-	থোক	৬.০০	থোক	৫.৯৭
	উপ-মোট (রাজস্ব)			২৭.০০		২৬.৮৯
	মূলধন খাত					
	সম্পদ সংগ্রহ					
৭।	মোটর সাইকেল ক্রয় (১২৫ সিসি, ১টি)	সংখ্যা	১টি	১.২৫	১টি	১.২৫
৮।	ইঞ্জিনসহ সার্ভে বোট ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১টি	১২.০০	১টি	১১.৪০
৯।	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০
১০।	স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট	সংখ্যা	১টি	০.৫০	১টি	০.৪৮
১১।	ডিজিটাল ইকো সাউন্ডার	সংখ্যা	১টি	১৮.০০	১টি	১৯.৭৭
১২।	ডিফারেন্সিয়াল জিপিএস (১টি), হ্যান্ড জিপিএস (২টি)	সংখ্যা	৩টি	৩.০০	৩টি	
১৩।	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার (১টি)	সংখ্যা	১টি	১.০০	১টি	১.০০
১৪।	ক) পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ (চেইনেজ: সেকশন C-0 হতে সেকশন C-666, সেকশন D-0 হতে সেকশন D-210, সেকশন D-430 হতে সেকশন D-1500 (মোট ১৯৪ মিটার)	ক) মিটার	ক) ১৯৪ মিটার	৭০,৮২.১০	ক) ১৯৪ মিটার	৬৩,৯১.৪৮
	খ) বিআরই কাম রাস্তা উন্নয়ন (চেইনেজ: মিটার m-0 হতে মিটার m-3000.00), মোট ৩০০০.০০ মিটার	খ) মিটার	খ) ৩০০০ মিটার		খ) ৩০০০ মিটার	
	উপ-মোট (মূলধন)			**৭১,১৮.১২**		**৬৪,২৬.৪৪**

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক
ক্র.	১	২	৩	৪	৫	৬
	সর্বমোট:	-	-	**৭১,৪৫.১২**	-	**৬৪,৫৩.৭৭**

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পের কোন অঙ্গের কাজ অসম্পূর্ণ নেই।

০৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।

০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ এবং যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেরার ৩২,৬০০ হেক্টর জমি এবং আনুমানিক ৫৭৮.৭৭ কোটি টাকা মূল্যের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করা।

০৯। প্রকল্পের পটভূমিঃ

সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষাকল্পে River Bank Protection Project (1st Phase) শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৬-৯৯ মেয়াদকালে ২,৫৫০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট (স্কচ ১) নির্মাণ করা হয়। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে হার্ড পয়েন্টের চেইনেজ সেকশন ডি-২১০ থেকে ডি-৩৩০ পর্যন্ত ১২০ মিটার এলাকাব্যাপী ধ্বংস নামে। একই মাসে চেইনেজ সেকশন ডি-৩৪০ থেকে সেকশন ডি-৪৩০ পর্যন্ত ৯০ মিটার এলাকায় ২য় দফায় ধ্বস নামে। ধ্বসে যাওয়া হার্ড পয়েন্টের চেইনেজ সেকশন ডি-২১০ থেকে ডি-৪৩০ পর্যন্ত ২২০ মিটার রাজস্ব বাজেটের আওতায় মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। জুলাই, ২০১০ এ সেকশন সি-১৭০ থেকে সেকশন সি-২৪০ মিটার পর্যন্ত ৭০ মিটার এলাকায় ধ্বস নামে। জিপিএস ইকোসাউন্ডার প্রভৃতির সাহায্যে পরিচালিত ব্যাথিম্যাট্রিক সার্ভেতে দেখা যায় যে, হার্ড পয়েন্টের যেসকল স্থানে ধ্বস নামে সে সকল স্থানের Scouring Level ডিজাইন লেভেলকে অতিক্রম করেছে। তাছাড়া ব্যাথিম্যাট্রিক সার্ভে এবং ডুবুরি দ্বারা পর্যবেক্ষণে হার্ড পয়েন্টের অপরাপর অংশেও Scouring Level ডিজাইন লেভেলকে অতিক্রম করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ প্রেক্ষিতে হার্ডপয়েন্টের ১.৯৪৬ মিটার অংশ শীক্তশালী ও পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ (সংশোধিত)" শীর্ষক মূল প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর বিগত ২৭-০৬-২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৬৬২৩.৮৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১২-১০-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। যমুনা নদীর মূল প্রবাহের স্থানান্তর সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টমুখী হওয়ায় ও পানি প্রবাহের মাত্রা ও শক্তি বৃদ্ধি (স্কচ ২, স্কেচ ৩) পাওয়ায় মূল ডিপিপি অপেক্ষা অধিক গভীরতায় (৪২.৪ মিটার) ক্ষয় দেখা দেয়। ফলে ১৮, ২১ ও ২৪ জুলাই, ২০১১ তে সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের তিনটি স্থানে ৩৫৫ মিটার অংশে (সেকশন ডি-৬১৫ হতে ডি-৬৯৫, সেকশন ডি-৪২০ হতে ডি-৫৩৫, সেকশন ডি-১৩৫ হতে ডি-২৩৫ এবং সেকশন ডি-৩২৫ হতে ডি-৩৮৫) ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষিতে ভাঙ্গনরোধে ৭১৪৫.১২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মূল অনুমোদিত মেয়াদে পানি সম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

১১। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম :

১. সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ ১,৯৪৬ মিটার; ২. বাঁধ কাম রাস্তা উন্নয়ন ৩,০০০ মিটার।

১২। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব সম্পাদন অগ্রগতিঃ

১২.১ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬২৩.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১৪৫.১২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ৬৪৩৩.৭৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯০.০৪%। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য ও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পের

আওতায় সব ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- ❖ প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১৪৫.১২ লক্ষ টাকা। অবমুক্ত করা হয়েছে ৭১২২.৭৭ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ৬৪৩৩.৭৭ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ অব্যয়িত রয়েছে (৭১২২.৭৭ - ৬৪৩৩.৭৭) = ৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা।

১২.২ <u>প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি:</u>

- **<u>রাজস্ব খাত:</u>**

প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব খাতে পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট, প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন, ষ্টেশনার, সিল ও স্ট্যাম্প, হাইড্রো প্রো সফটয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, জরিপ ও অনুসন্ধান ও মটর যানবাহন মেরামত (জীপ ৩টি, মোটর সাইকেল ৩টি) আইটেম অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাইড্রো প্রো সফটয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আইটেমের আওতায় ৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় নতুন ক্রয়কৃত আধুনিক মেশিনগুলো (ডিজিটাল ইকো সাউন্ডার, ডিফারেন্সিয়াল জিপিএস, হ্যান্ড জিপিএস ইত্যাদি) কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং এগুলো দিয়ে কিভাবে ডাটা নিতে হয় ৬ জন এ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে সিরাজগঞ্জ স্টেশনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৫ জন কর্মরত আছেন।

রাজস্ব খাতে ২৭.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজস্ব খাতে ব্যয় হয়েছে ২৬.৮৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ অব্যয়িত রয়েছে (২৭.০০ - ২৬.৮৯) = ০.১১ লক্ষ টাকা।

- **<u>মূলধন খাত:</u>**

○ **<u>সম্পদ সংগ্রহ:</u>**

মূলধন খাতে সম্পদ সংগ্রহ কম্পোনেন্টের আওতায় মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি, ১টি), ইঞ্জিনসহ সার্ভে বোট ও সরঞ্জামাদি, ফটোকপিয়ার (১টি), স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট, ডিজিটাল ইকো সাউন্ডার, ডিফারেন্সিয়াল জিপিএস (১টি), হ্যান্ড জিপিএস (২টি), প্রিন্টারসহ কম্পিউটার (১টি) ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ যন্ত্রগুলো আধুনিক ও কার্যকরী। ডিজিটাল ইকো সাউন্ডার দিয়ে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভের ক্ষেত্রে পানির গভীরতা মাপা হয় ও অটোক্রেটে ড্রইং এর মাধ্যমে মাটি ক্ষয় কতটুকু হলো সে মানচিত্র পাওয়া যায়। ডিফারেন্সিয়াল জিপিএস দিয়ে তিন ডাইমেনশনে (ল্যাটিচ্যুড, লঙ্গিচ্যুড ও উচ্চতা) অত্যন্ত সূক্ষভাবে পানির তলদেশের সার্ভে করা সম্ভব। এতে Accuracy rate বেশি। এ সার্ভে থেকে বোঝা যায় তলদেশে scouring কতটুকু হচ্ছে এবং তীর প্রতিরক্ষা কাজ টেকসই করতে কতটা জিও-টেক্সটাইল ও সিসি ব্লক ডাম্পিং করতে হবে।

সম্পদ সংগ্রহ উপ-খাতে ৩৭.২৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজস্ব খাতে ব্যয় হয়েছে ৩৫.৪০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ অব্যয়িত রয়েছে (৩৭.২৫ - ৩৫.৪০) = ১.৮৫ লক্ষ টাকা।

○ **<u>নির্মাণ অংশ:</u>**

প্রকল্পের আওতায় ১,৯৪৬ মিটার প্রতি রক্ষা কাজ মেরামত ও ৩,০০০ মিটার বাঁধ কাম রাস্তা উন্নয়ন করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৭০৮২.১০ লক্ষ টাকা, ব্যয় হয়েছে ৬৩৯১.৪৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ অব্যয়িত রয়েছে (৭০৮২.১০ - ৬৩৯১.৪৮) = ৬৯০.৬২ লক্ষ টাকা।

- প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১৪৫.১২ লক্ষ টাকা। অবমুক্ত করা হয়েছে ৭১২২.৭৭ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ৬৪৩৩.৭৭ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ অব্যয়িত রয়েছে (৭১২২.৭৭ - ৬৪৩৩.৭৭) = ৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত এ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছু উল্লেখ নেই।

১২.৩ <u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u>

- **<u>তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামতকরণ:</u>**

সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় মেরামতকৃত তীর প্রতিরক্ষা কাজ এখনো ভালো আছে, কোথাও ভাঙ্গান পরিলক্ষিত হয়নি (চিত্র ১, ২, ৩ ও ৪)। বর্ডার লাইনে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে (চিত্র ২, ৩)। মেরামতকৃত স্থানে ব্লকগুলোর মধ্যে ফাঁক পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন জানতে চাওয়ায় প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ব্লক নির্মাণকালে ব্লকের চারদিকের ফিনিসিং ভালো হয়নি বিধায় ফাঁক দেয়া ব্যতীত ব্লকগুলো প্লেস করা যায় নি। তীর প্রতিরক্ষা কাজটি টেকসই করার জন্য প্রকল্পের আওতায় ব্লক ডাম্পিং করা হয়েছে (চিত্র ১ ও ৪)। প্রতিরক্ষা কাজের কোন কোন অংশে পানি জমে আছে যা কাজকে নষ্ট করতে পারে (চিত্র ৫)। প্রতিরক্ষা কাজের অনেক স্থানে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক খর ও বাঁশ স্তুপীকৃত করে রাখা হয়েছে যা অপসারন করা প্রয়োজন (চিত্র ৬ ও ৮)। বাঁশ আনা নেয়ার জন্য স্থানটিকে ঘাট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে (চিত্র ৭)। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ঘাট তৈরির অনুমতি দেয়নি। ঘাট অপসারন বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে। ঘাট একদিনে স্থাপিত হয়নি। অবৈধ

ঘাট উচ্ছেদ না করতে পারার বিষয়টি অনভিপ্রেত যেখানে ঘাটটি তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য হুমকীস্বরূপ।

চিত্র ১: মেরামতকৃত তীর প্রতিরক্ষা কাজ

চিত্র ২: মেরামতকৃত অংশ ও বর্ডার লাইনে ফাটল

চিত্র ৩: বর্ডার লাইনে ফাটল

চিত্র ৪: মেরামতকৃত প্রতিরক্ষা কাজ ও ডাম্পিংকৃত

চিত্র ৫: জমে থাকা পানি

চিত্র ৬: স্তুপীকৃত খড়

চিত্র ৭: অবৈধ ঘাট

চিত্র ৮: স্তুপীকৃত বাঁশ

- **<u>নির্মিত রাস্তা:</u>**

প্রকল্পের আওতায় মোট ৩,০০০ মিটার বাঁধ কাম রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ স্থানে রাস্তার সারফেস ভালো আছে (চিত্র ৯, ১০)। কয়েকটি স্থানে রাস্তা নষ্ট হয়েছে (চিত্র ১১)। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পানি ব্যবস্থাপনা (ওয়ামিপ) প্রকল্পের আওতায় ট্রাকে করে পাথর এনে রাস্তার পাশে রাখা হচ্ছে (চিত্র ১১, ১২)। ট্রাক রাস্তার পাশে খালি জায়গায় চলাচল করলে রাস্তা ভালো থাকবে।

চিত্র ৯: নির্মিত রাস্তা কাম বাঁধ

চিত্র ১০: তীর প্রতিরক্ষা কাজস্থলে নির্মিত বাঁধ কাম রাস্তা

চিত্র ১১: বাঁধ কাম রাস্তার ভেঙ্গে যাওয়া অংশ

চিত্র ১২: বাঁধ কাম রাস্তায় ট্রাক চলছে যা রাস্তা নষ্ট করছে

১২.৪ <u>প্রকল্প সংশোধনে ব্যয় পরিবর্তনের ভিত্তি:</u>

প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল **৬৬২৩.৮৫** লক্ষ টাকা । প্রকল্পের ১ম সংশোধনের সময় প্রকল্পের ব্যয় **৫২১.২৭** লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে মোট **৭১৪৫.১২** লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের ব্যয় হয়েছে **৬৪,৫৩.৭৭** লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ ছাড় হয়েছে **৭১২২.৭৭** লক্ষ টাকা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় হতে **(৭১২২.৭৭ - ৬৪৩৩.৭৭) = ৬৮৯.০০** লক্ষ টাকা এবং মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় হতেও **(৬৬২৩.৮৫ - ৬৪,৫৩.৭৭) = ১৭০.০৮** লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে।

১ম সংশোধনকালে প্রকল্প ব্যয় কিসের ভিত্তিতে ৫২১.২৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হলো তা বোধগম্য নয়। এছাড়াও নির্মাণধর্মী কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেয়ার পর কাজ শুরু হয় এবং কাজ সমাপ্তি শেষে ঠিকাদারকে বিল দেয়া হয়। অর্থাৎ ওয়ার্ক অর্ডার দেয়ার সময় নির্ধারণ করা যায় নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারকে কত টাকা দিতে হবে। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় এ প্রকল্পে ৬,৮৯.০০ লক্ষ টাকা বেশি অর্থ ছাড় করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের সংখ্যাধিক্য ও অর্থের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় পরিমান অর্থ নির্ধারণ ও ছাড়করণ আবশ্যক।

১২.৫ <u>সংশোধিত ডিপিপির সাথে অসামঞ্জস্যহীন ব্যয়:</u>

প্রকল্পটির অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ১ টি ডিজিটাল ইকো সাউন্ডার এর প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩.৫০ লক্ষ টাকা এবং ২টি হ্যান্ড জিপিএস ও ১টি ডিফারেন্সিয়েল জিপিএস এর প্রাক্কলিত ব্যয় ৬.২৭ লক্ষ টাকা উল্লেখ রয়েছে। পিসিআরে (পৃষ্ঠা নং ৩) এ ৩টি আইটেম ক্রয় বাবদ ১৯.৭৭ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের কাছে বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, আইটেম ৩টির ব্যয় পিসিআরে ভুল উল্লেখিত হয়েছে। ১ টি ডিজিটাল ইকো সাউন্ডার ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় ১৪.৪৩ লক্ষ টাকা (যা অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অপেক্ষা বেশি) এবং ২টি হ্যান্ড জিপিএস ও ১টি ডিফারেন্সিয়েল জিপিএস বাবদ প্রকৃত ব্যয় ৫.৩৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অপেক্ষা নির্দিষ্ট আইটেমে অধিক ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

১২.৬ <u>প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:</u>

প্যাকেজ/ লট নং RSHP-5 এর মাধ্যমে ৩০০০ মিটার কার্পেটিং রাস্তা উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে Official Estimate নির্ধারিত হয়েছে ৩,৫৬,৬৭,১৭৪.৫৩ টাকা (তিন কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার একশত চুয়াত্তর)। 'The Daily New Nation' পত্রিকায় ০৭/০৯/২০১১ তারিখে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ এ বহুল প্রচারিত ২টি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার বিধান রয়েছে। কোন বাংলা দৈনিক পত্রিকায় কেন বিজ্ঞাপন দেয়া হলো না তা বোধগম্য নয়। ২১/০৯/২০১১ তারিখে টেন্ডার খোলা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ১৪ দিন পরে টেন্ডার খোলা হয়। পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ২ কোটি টাকার উর্ধ্বে এবং ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কার্য সম্পাদনের জন্য বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ হতে দরপত্র প্রণয়ন ও দাখিলের সময় পার্থক্য ন্যূনতম ২১ দিন (একুশ) হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে পিপিআর লঙ্ঘিত হয়েছে। ২৫ জন ঠিকাদার কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু মাত্র ৬টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ২টি রেসপন্সিভ হয়েছে। প্রতিযোগিতা হ্রাস করার

জন্য টেন্ডার দাখিলের সময় কম ধার্য করা হয়েছে কিনা বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কার্পেটিং কাজে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকায় ১ জন এবং Average Annual Construction Turnover টেন্ডার ডকুমেন্টে নির্ধারিত পরিমান অপেক্ষা কম থাকায় ৩ জন মোট ৪ জন টেন্ডারার নন-রেসপন্সিভ ঘোষিত হয়েছেন। টেন্ডার ডকুমেন্টে সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত শর্তাবলীর কঠোরতা কিংবা ঠিকাদারগণের মধ্যে সমঝোতার কারনে ২৫ জন ঠিকাদার টেন্ডার ডকুমেন্ট ক্রয় করা সত্ত্বেও মাত্র ৬টি টেন্ডার জমা পড়েছে কিনা তা সুস্পষ্ট নয়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সচেতন থাকতে হবে। ৩ সদস্যবিশিষ্ট TOC ও ৫ জন সদস্যবিশিষ্ট TEC কমিটি গঠন করা হয়েছে। TEC কমিটি তে ১ জন বহি:সদস্য (এলজিইডি) রয়েছে যা পিপিআর এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী এ ৫ জন সদস্যবিশিষ্ট TEC কমিটিতে ২ জন বহি: সদস্য থাকার বিধান রয়েছে। প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ০.৩৪% নিম্নদরে PC-SS-MSJV এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

১২.৭ <u>প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:</u>

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯০.০৪% অর্থ ব্যয়ে ও অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১৩। <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত) ২ জন প্রকৌশলী/কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মো: আব্দুল মালেক	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০১০ হতে ১৫/১০/২০১০
২।	জনাব মো: সাজিদুর রহমান সরদার	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৬/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১২

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে ১৬/১০/২০১০ হতে ১৫/১০/২০১১ পর্যন্ত সময়ে কে প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তা PCR এর উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৪। <u>প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ</u>

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণ বন্যার পানি হতে রক্ষা পেয়েছে। তীর প্রতিরক্ষা কাজ করার ফলে জমির স্থায়িত্ব ও ব্যবহার বেড়ে গেছে, এলাকার জনগণের ঘর বাড়ি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান (যেমন, স্কুল ও মসজিদ) রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। বাঁধ কাম রাস্তা নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

১৫। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ</u>

- **সংস্থার মতামত:**

  প্রকল্প এলাকাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

- **আইএমইডি'র মতামত:**

  -- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সিরাজগঞ্জের জনগণ বন্যার পানি হতে রক্ষা পেয়েছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির স্থায়িত্ব ও ব্যবহার বেড়ে গেছে । নদীর তীর সংরক্ষণ করার ফলে এলাকার জনগণের ঘর বাড়ি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

  -- নির্মিত রাস্তা কয়েকটি স্থানে ভেঙ্গে গেছে যা মেরামত প্রয়োজন।

  -- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলনে ভুল ছিল বিধায় প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা **৬৮৯.০০** লক্ষ টাকা এবং মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় হতেও **(৬৬২৩.৮৫ - ৬৪,৫৩.৭৭) = ১৭০.০৮** লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে।

  -- সংশোধিত ডিপিপি অপেক্ষা ১টি আইটেমে অধিক ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

  -- RSHP-5 নং প্যাজের ক্ষেত্রে 'The Daily New Nation' পত্রিকায় ০৭/০৯/২০১১ তারিখে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ এ বহুল প্রচারিত ২টি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার বিধান রয়েছে। কোন বাংলা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়নি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ১৪ দিন পরে টেন্ডার খোলা হয়। পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ২ কোটি টাকার উর্ধ্বে এবং ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কার্য সম্পাদনের জন্য বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ হতে দরপত্র প্রণয়ন ও দাখিলের সময় পার্থক্য ন্যূনতম ২১ দিন (একুশ) হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে পিপিআর লঙ্ঘিত হয়েছে। ক্রয় কার্যে পর্যালোচিত প্যাকেজে (RSHP-5) পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়নি।

  -- পিসিআরে নির্দিষ্ট আইটেমের বিপরীতে ব্যয় প্রদর্শনে ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া পিসিআর এ পৃষ্ঠা ৩ এ উপ-মোট মূলধনে যোগফল ৭১১৮.১২ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হবে ৭১১৯.৩৫ লক্ষ টাকা। পিসিআরে এরূপ ভুল অনভিপ্রেত।

-- প্রয়োজনের তুলনায় এ প্রকল্পে ৬,৮৯.০০ লক্ষ টাকা বেশি অর্থ ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পে অব্যয়িত রয়েছে (৭১২২.৭৭ - ৬৪৩৩.৭৭) = ৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত এ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছু উল্লেখ নেই।

-- প্রকল্প এলাকা বাঁশ আনা নেয়ার জন্য ঘাট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘাট একদিনে স্থাপিত হয়নি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক অবৈধ ঘাট উচ্ছেদ না করতে পারার বিষয়টি অনভিপ্রেত, যেখানে ঘাটটি তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য হুমকীস্বরূপ।

১৬। <u>সুপারিশ:</u>

১৬.১ প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১৪৫.১২ লক্ষ টাকা। অবমুক্ত করা হয়েছে ৭১২২.৭৭ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ৬৪৩৩.৭৭ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ অব্যয়িত রয়েছে (৭১২২.৭৭ - ৬৪৩৩.৭৭) = ৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত এ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।

১৬.২ ১ টি ডিজিটাল ইকো সাউন্ডার ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় ১৪.৪৩ লক্ষ টাকা (যা অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অপেক্ষা বেশি) এবং ২টি হ্যান্ড জিপিএস ও ১টি ডিফারেন্সিয়েল জিপিএস বাবদ প্রকৃত ব্যয় ৫.৩৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অপেক্ষা নির্দিষ্ট আইটেমে অধিক ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

১৬.৩ পর্যালোচিত প্যাকেজ নং RSHP-5 এর ক্রয় কার্য সম্পাদনে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়নি। পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণ না করার বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে।

১৬.৪ ১ম সংশোধনকালে প্রকল্প ব্যয় অপ্রয়োজনে ৫২১.২৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনের তুলনায় এ প্রকল্পে ৬,৮৯.০০ লক্ষ টাকা বেশি অর্থ ছাড় বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে।

১৬.৫ কয়েকটি স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত করা প্রয়োজন। ট্রাক ও ভারী যান যেন রাস্তায় না চলাচল করে সে বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৬.৬ প্রতিরক্ষা কাজের অনেক স্থানে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক স্তুপীকৃত করে রাখা খড় ও বাঁশ অপসারন করা প্রয়োজন। বাঁশ আনা নেয়ার জন্য অবৈধ ঘাট স্থাপন বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া প্রয়োজন।

১৬.৭ অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৬ এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে জানাবে।

"ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প"
সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০১। (ক) প্রকল্পের নাম : **ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প** ।

(খ) প্রকল্পের অবস্থান : দিনাজপুর জেলার সদর ও কাহারোল উপজেলা ।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

০৪। <u>প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)					
২২৮৫.৬৩	-	১৫৫১.২৫	অগাষ্ট, ২০১০ হতে জুন ২০১২	-	অগাষ্ট, ২০১০ হতে জুন ২০১২	-	-

০৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :</u>

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া গেল :

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
১।	পেট্রোল	_	থোক	০৬.০০	থোক	৬.০০
২।	প্রিন্টিং	_	থোক	০১.০০	থোক	০১.০০
৩।	ষ্টেশনারী	-	থোক	০২.০০	থোক	০২.০০
৪।	প্রশিক্ষণ	-	থোক	১৪.৫৮	থোক	১৪.৫৮
৫।	জরিপ	-	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
৬।	মটর যানবাহন মেরামত	-	থোক	২.০০	থোক	২.০০
৭।	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	১৫.৪৫ হেক্টর	৭২.৬২	৪.৭০ হেক্টর	৫০.০০
৮।	বাঁধ নির্মাণ	কি. মি.	১৭.৬৬৫ কি. মি.	৩৭২.৭০	১৭.৬৬৫	৩৫৬.৯৮
৯।	তীর সংরক্ষণ	কি. মি.	২.০৭৫ কি. মি.	৯২০.৫৭	২.০৭৫ কি.মি.	৬৭৪.১৭
১০।	রেগুলেটর নির্মাণ- ১ ভেন্ট	সংখ্যা	০৪টি	৩৭৫.৭৩	০৪টি	২২৬.৪২
১১।	রেগুলেটর নির্মাণ- ২ ভেন্ট	সংখ্যা	১টি	১১৭.৭৫	১টি	৭৩.৬৭
১২।	আউটলেট	সংখ্যা	১টি	৬৬.৪৫	১টি	৫২.২৩
১৩।	ইরিগেশন ইনলেট	সংখ্যা	৮টি	১৮.৫৩	৮টি	১৪.৭৫
১৪।	খাল পুন: খনন	কি:মি:	১২.০৪ কি. মি.	২৫৫.৭০	৭.৫৫ কি. মি.	৬৭.৪৫
১৫।	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	থোক	থোক	৫০.০০	থোক	০.০০
	সর্বমোট:	**-**	-	**২২৮৫.৬৩**	**-**	**১৫৫১.২৫**

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

❖ ১৭.৬৬৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে ১৫.৪৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৪.৭০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বাঁধটি সরকারি খাস জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে বিধায় (১৫.৪৫-৪.৭০) = ১০.৭৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি (পিসিআর পৃষ্ঠা নং ৪, অনুচ্ছেদ ৫)। ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৭২.৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও ৪.৭০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এ অঙ্গে অব্যয়িত রয়েছে (৭২.৬২-৫০.০০) = ২২.৬২ লক্ষ টাকা।

❖ ডিপিপিতে ১২.০৪ কি. মি. খাল পুন: খননের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও প্রকৃত পক্ষে ৭.৫৫ কি. মি. খাল পুন: খনন করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ সহযোগিতা না করায় ৪.৪৯ কি.মি. খাল পুন: খনন করা সম্ভব হয়নি (পিসিআর পৃষ্ঠা নং ৪, অনুচ্ছেদ ৫ ও পৃষ্ঠা নং ১৩-১৯)। ১২.০৪ কি. মি. খাল পুন: খনন বাবদ ২৫৫.৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৭.৫৫ কি. মি. খাল পুন: খনন বাবদ ৬৭.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে (২৫৫.৭০ - ৬৭.৪৫) = ১৮৮.২৫ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

০৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।

০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

❖ নীট ২,২০৩ হেক্টর এলাকায় সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করে ধানের বর্তমান উৎপাদন ১৪,৩৮৬ মে: টন থেকে ২২,০৬৬ মে: টনে উন্নীত করা,

❖ শুষ্ক মৌসুমে নৌ চলাচলের ব্যবস্থা করা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং প্রকল্প এলাকায় সামাজিক অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখা।

০৯। প্রকল্পের পটভূমিঃ

খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা বাংলাদেশের খাদ্যনীতি ও কৌশলের অন্যতম উদ্দেশ্য । এ উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ইতোপূর্বে বিভিন্ন কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭০ সাল থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং ছোট ও মাঝারী আকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে নেদারল্যান্ড-সুইডেন, সিডা, আইডিএ এবং এডিবি - এর সহায়তায় অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে বৈদেশিক সহায়তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ক্ষুদ্রায়তন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের ১ম পর্যায়, ২য় পর্যায় এবং ৩য় পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। ক্ষুদ্রায়তন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়-এর আওতায় **"ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প"** এর সম্ভাব্যতা Development Design Consultant Ltd., House of Consultant Ltd. এবং Bangladesh Engineering & Technological Services Ltd. এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ২৪৯৫.৬৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগষ্ট, ২০১০ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হলে গত ০৯/০৩/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম পিইসি সভায় প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, কার্যক্রম বিভাগ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রকল্পের ডিপিপি পুন:গঠন করলে গত ২৪/০৩/২০১০ তারিখে ২য় বার পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী ২২৮৫.৬৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগষ্ট, ২০১০ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গত ০৫/০৯/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম :

- ১৫.৪৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ, ১৭.৬৬৫ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ,
- ২.০৭৫ কি:মি: তীর সংরক্ষণ, ১২.০৪ কি. মি. খাল পুন: খনন,
- ৪টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর, ১টি ২ ভেন্ট রেগুলেটর,
- ১টি আউটলেট ও ৮টি ইরিগেশন আউটলেট নির্মাণ ও
- যানবাহন মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

১২। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব সম্পাদন অগ্রগতিঃ

১২.১ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ২২৮৫.৬৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ১৫৫১.২৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬৭.৮৭%। অব্যয়িত রয়েছে ৭৩৪.৩৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় সরকারি খাস জমিতে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে বিধায় ১০.৭৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি। এছাড়া প্রকল্প এলাকার জনগণের অসহযোগিতার কারনে ৪.৪৯ কি. মি. খাল পুন: খনন করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্পের প্রায় ৯৫% এর অধিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু ব্যয় হয়েছে ৬৭.৮৭% টাকা।

১২.২ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের রাজস্ব উপ-খাতে পেট্রোল, প্রিন্টিং, স্টেশনারি, প্রশিক্ষণ, সার্ভে ও যানবাহন মেরামত ইত্যাদি আইটেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ডিপিপিতে এ আইটেমগুলো বাবদ মোট ৩৫.৫৮ লক্ষ টাকা নির্ধারিত ছিল। পিসিআর হতে দেখা যায়, রাজস্ব উপ-খাতে সংস্থানকৃত সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ রাজস্ব উপখাতে (পেট্রোল, প্রিন্টিং, স্টেশনারি, প্রশিক্ষণ, সার্ভে ও যানবাহন মেরামত আইটেম) কোন অর্থ অব্যয়িত নেই। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্ট্রাকচারসমূহের প্রতিটির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্ট্রাকচারগুলো কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে বিষয়ে কমিটির সদস্যসহ স্ট্রাকচার এর সুফলভোগী জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কারা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সম্প্রসারণ বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ কর্তৃক এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- ডিপিপিতে ১৫.৪৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৪.৭০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বাঁধটি সরকারি খাস জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে বিধায় (১৫.৪৫-৪.৭০) = ১০.৭৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি (পিসিআর পৃষ্ঠা নং ৪, অনুচ্ছেদ ৫)। ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৭২.৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও ৪.৭০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এ অঙ্গে অব্যয়িত রয়েছে (৭২.৬২-৫০.০০) = ২২.৬২ লক্ষ টাকা।

- ডিপিপিতে ১৭.৬৬৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ বাবদ ৩৭২.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ১৭.৬৬৫ কি. মি. বাঁধ নির্মাণ বাবদ ৩৫৬.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৩৭২.৭০ - ৩৫৬.৯৮) = ১৫.৭২ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

- ❖ প্রকল্পের আওতায় ২.০৭৫ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের জন্য ৯২০.৫৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২.০৭৫ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত হলেও এ বাবদ ৬৭৪.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৯২০.৭০ - ৬৭৪.১৭) = ২৪৬.৪০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ প্রকল্পের আওতায় ৪টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করার জন্য ৩৭৫.৭৩ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৪টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা হলেও এ বাবদ ২২৬.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৩৭৫.৭৩ - ২২৬.৪২) = ১৪৯.৩১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ প্রকল্পের আওতায় ১টি ২ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করার জন্য ১১৭.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প

  বাস্তবায়নকালে ১টি ২ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা হলেও এ বাবদ ৭৩.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে (১১৭.৭৫ - ৭৩.৬৭) = ৪৪.০৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ প্রকল্পের আওতায় ১টি আউটলেট নির্মাণ করার জন্য ৬৬.৪৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ১টি আউটলেট নির্মাণ করা হলেও এ বাবদ ৫২.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে (৬৬.৪৫ - ৫২.২৩) = ১৪.২২ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ প্রকল্পের আওতায় ৮টি ইরিগেশন আউটলেট নির্মাণ করার জন্য ১৮.৫৩ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৮টি ইরিগেশন নির্মাণ করা হলেও এ বাবদ ১৪.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ এ অঙ্গে (১৮.৫৩ - ১৪.৭৫) = ৩.৭৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ প্রকল্পের আওতায় ১২.০৪ কি. মি. খাল পুন: খনন করার জন্য ২৫৫.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। স্থানীয় জনগণের অসহযোগিতার কারনে ৪.৪৯ কি. মি. খাল পুন: খনন করা যায়নি। পিসিআর পৃষ্ঠা নং ১১ তে দেখা যায় ৪.৪৯ কি. মি খাল খনন করা হলে এলাকার জনগণের প্রায় ১৫০ বিঘা আবাদী জমি বিনষ্ট হবে। এ প্রেক্ষিতে ১২.০৪ কি.মি. খাল খননের পরিবর্তে ৭.৫৫ কি. মি. খাল খনন করা হয়েছে। এ বাবদ খরচ হয়েছে ৬৭.৪৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ অঙ্গে (২৫৫.৭০ - ৬৭.৪৫) = ১৮৮.২৫ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।
- ❖ ডিপিপিতে প্রাইস কন্টিনজেন্সী বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও এ খাতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

  প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৮৫.৬৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত টাকার পরিমান ১৫৭৮.৫৮ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ১৫৫১.২৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় মোট অব্যয়িত রয়েছে (১৫৭৮.৫৮-১৫৫১.২৫) = ২৭.৩৩ লক্ষ টাকা।

১২.৩ প্রকল্প পরিদর্শন:

১২.৩.১ বাঁধ:

প্রকল্পের আওতায় মোট ১৭.৬৬৫ .কি. মি. বাঁধ নির্মিত হয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনকালে গোসাইপুর গ্রামে বাঁধের সামান্য অংশে রেইনকাট (চিত্র ১) পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন মার্চ, ২০১২ তে বাঁধের গোসাইপুর অংশে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কাজটির Defect Liabilities Period সমাপ্ত হয়নি বিধায় ঠিকাদারের ৫% বিল এখনও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট জমা আছে। তবে বাঁধস্থলে ঠিকাদার কর্তৃক বাঁধ মেরামতের জন্য রক্ষিত মাটি দেখা যায় (চিত্র ৩)। গোসাইপুর পরিদর্শনকালে ঠিকাদারের সাথে আলাপ হয়। তিনি আশ্বস্ত করেন যে, দ্রুত রেইনকাট মেরামতের জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। কর্নাই গ্রামে বাঁধের অংশ পরিদর্শনকালে কয়েকটি স্থানে বাঁধের সারফেস উঁচু-নীচু দেখা যায় (চিত্র ৪)। বাঁধের পরিদর্শিত অংশের অধিকাংশ স্থান এখনও ভালো রয়েছে। পরমেশপুর গ্রামে বাঁধের অংশ পরির্দশকালে দেখা যায় বাঁধের সারফেস এখনও ভালো আছে (চিত্র ৬,৭)।

চিত্র ১: বাঁধের গোসাইপুর গ্রামের অংশে রেইনকাট

চিত্র ২: গোসাইপুর গ্রামে বাঁধের অংশ বিশেষ

চিত্র ৩: গোসাইপুর গ্রামের রেইনকাট মেরামতের জন্য সংরক্ষিত মাটি

চিত্র ৪: কর্নাই গ্রামে বাঁধের উঁচু-নীচু সারফেস

চিত্র ৫: কর্নাই গ্রামে বাঁধের অংশ বিশেষ

চিত্র ৬ ও ৭: পরমেশপুর গ্রামে বাঁধের অংশ

১২.৩.২ তীর সংরক্ষণ কাজ:

প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি অনুযায়ী ২.০৭৫ কি. মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে। তীর সংরক্ষণ কাজগুলোতে ব্লকের মাঝে ফাঁক দেখা গেলেও কোন অংশ ভেঙ্গে পড়েনি। ইটুয়া গ্রামে ২০১০ সালে তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয় (চিত্র ৮ ও ৯)। ইটুয়াতে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ করার ফলে গ্রামের আদিবাসী স্কুলটি ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে (চিত্র ১০)। গড়নুর পুর আশ্রম এলাকায় তীর সংরক্ষণ কাজেও ব্লকগুলোর মাঝে ফাঁক (চিত্র ১১) দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেন, প্রকল্পের

আওতায় ২.০৭৫ কি. মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজের জন্য ৯২০.৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ঠিকাদার কর্তৃক ৬৭৪.১৭ লক্ষ টাকায় অথাৎ ২৬.৭৭% কম খরচে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ঠিকাদারকে দিয়ে কাজটি উঠিয়ে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

চিত্র ৮: ইটুয়াতে ব্লকের মাঝে ফাঁক

চিত্র ৯: ইটুয়াতে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ

চিত্র ১০: আদিবাসী স্কুল রক্ষা পেয়েছে

চিত্র ১১: গড়নুর পুর আশ্রম এলাকায় তীর রক্ষা কাজ

<u>১২.৩.৩ খাল পুন: খনন:</u>

প্রকল্পের আওতায় ১২.০৪ কি. মি খাল পুন: খননের জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৭.৫৫ কি. মি. খাল পুন: খনন করা হয়েছে। জণগণের ও জনপ্রতিনিধির বিরোধের ফলে ৪.৪৯ কি.মি. খাল খনন করা যায়নি। গোসাইপুর গ্রামে ৩.৫০ কি. মি. খাল খনন করা হয়েছে (চিত্র ১২)। পরিদর্শনকালে খালটি বৃষ্টির পানিতে ভরপুর ছিল। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেগুলেটরের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করা হচ্ছিল (চিত্র ১৩)।

চিত্র ১২: গোসাইপুর গ্রামে ৩.৫০ কি. মি. খাল খনন

চিত্র ১৩: রেগুলেটরের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন

গোসাইপুর গ্রামে উপকারভোগীর সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, খার খননেনর ফলে তাদের শুষ্ক মৌসুমে পানির চাহিদা পূরণ হচ্ছে এবং রেগুলেটর নির্মাণের ফলে পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হচ্ছে। এতে বোরো শস্য অতিবৃষ্টি হতে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। তবে **রেগুলেটরের পাশে যে ব্লক দেয়া হয়েছে তার শেষ অংশ ধ্বসে পড়েছে (চিত্র ১৪)। এতে রেগুলেটর ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তবে এ অংশটি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করতে হবে।**

পরমেশপুর গ্রামে ১.৫ কি.মি. খাল খনন করা হয়েছে। এত প্রায় ১৫০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় এসেছে।

চিত্র ১৬ ও ১৭: পরমেশপুরে খননকৃত খালে খুব অল্প পানি পরিরক্ষিত হয়

চিত্র ১৮: পরমেশপুর গ্রামে চাষের আওতায় আসা জমি

খালে কম পানি পরিলক্ষিত হয় বিধায় এলাকার জনগণের সাথে এর সুফল সম্পর্কে আলোচনাকালে একজন কৃষক জানান যে, খাল খননের পূর্বে সেচের অভাবে তাঁর জমি আবাদ করা যেত না, সেখানে কোন ফসল উৎপাদন করা যেত না। খাল খননের ফলে তিনি এখন ফসল উৎপাদন করতে পারছেন (চিত্র ১৮)।

১২.৩.৪ রেগুলেটর ও আউটলেট নির্মাণ:

প্রকল্পে আওতায় ৪টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর (চিত্র ১৯), ১টি ২ ভেন্ট রেগুলেটর (চিত্র ২০), ১টি আউটলেট (চিত্র ২১) ও ৮টি ইরিগেশন আউটলেট (চিত্র ২২) নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র ১৯: ১ ভেন্ট রেগুলেটর

চিত্র ২০: ২ ভেন্ট রেগুলেটর

রেগুলেটর ও আউটলেটসমূহ নির্মাণ করার ফলে পানি অপসারন করা সম্ভব হচ্ছে। এতে জলাবদ্ধতা থেকে ফসলী জমিকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। আউলেট দ্বারা শুষ্ক স্থানে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। অধিক জমি সেচের আওতায় আসছে এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র ২১: আউটলেট

চিত্র ২২: ইরিগেশন আউটলেট

১২.৩.৫ পানি সংরক্ষণ:

দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন আত্রাই নদী হতে ঢেপা নদী উৎপত্তি লাভ করে পূর্ব সীমান্তে সম্মুখের দিকে প্রবাহিত হয়ে দিনাজপুর শহরের নিকট রাজাপাড়ায় পুনর্ভবা নদীতে পতিত হয়েছে। পুনর্ভবা নদী পশ্চিম তীরবর্তী কামদেবপুর ও বনগাঁও এর নিকট দিয়ে ভারতীয় সীমান্তে পড়েছে (এনেক্স ১)। বাংলাদেশ সীমান্তে নদীর উপর প্রয়োজনীয় স্ট্রাকচার নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রাখা যায় কিনা সে বিষয়টি যাচাই করা যেতে পারে।

১২.৫ প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:

প্যাকেজ/ লট নং DLBP -01 এর মাধ্যমে ঢেপা নদীর বাম তীরে কর্নাই এর ১১.৪০০ কি.মি. হতে ১১.৯০০ কি.মি. পর্যন্ত ৫০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে 'দৈনিক কালের কন্ঠ' পত্রিকায় ১৪/১২/২০১০ তারিখে ও 'Daily The Independent' পত্রিকায় ১৩/১২/২০১০ তারিখে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ০৬/০১/২০১১ তারিখে টেন্ডার খোলা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ২২ দিন পরে টেন্ডার খোলা হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে। ১৪টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ১১টি রেসপন্সিভ হয়েছে। টেন্ডার সিকিউরিটি জমা না দেয়ার কারনে ২ জন ও টেন্ডার সঠিকভাবে পূরণ না করার জন্য ১ জনসহ মোট ৩ জন ঠিকাদারকে নন-রেসপনসিভ ঘোষনা করা হয়। ৩

সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে। ৩ সদস্য বিশিষ্ট TOC তে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত ১ জন সদস্য (বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) রাখা হয়েছে । TEC তে ৫ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (এলজিইডি ও বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) রয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ২৩.২৮% নিম্নদরে JV HR & SE, Alamnagar এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

প্যাকেজ DLR-12/২০১১-১২ এর মাধ্যমে পরমেশপুরে ড্রেনেজ আউটলেট (১-১.৫০মি.X১.৮০মি.) নির্মাণের কাজ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে **'দৈনিক ইনকিলাব'** পত্রিকায় ১৫/০৮/২০১১ তারিখে ও **'Daily The News Today'** পত্রিকায় ১৬/০৮/২০১১ তারিখে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ২০/০৯/২০১১ তারিখে টেন্ডার খোলা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ৩৪ দিন পরে টেন্ডার খোলা হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে। ১০টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৭টি রেসপন্সিভ হয়েছে। গড় বার্ষিক নির্মাণ টার্ণওভার না থাকার কারনে ৩ জন ঠিকাদারকে নন-রেসপনসিভ ঘোষনা করা হয়। ৩ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে। ৩ সদস্য বিশিষ্ট TOC তে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত ১ জন সদস্য (বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) রাখা হয়েছে । TEC তে ৫ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বহি:সদস্য (এলজিইডি ও বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) রয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত দর হতে ৩২.৭১% নিম্নদরে মেসার্স সঞ্জয় এন্টারপ্রাইজ এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্যাকেজগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, Estimated Cost হতে ২৩.২৮% থেকে ৩২.৭১% পর্যন্ত নিম্নদরে রেসপন্সিভ টেন্ডারার এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। নিম্নদর বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে, কাজ পাওয়ার আশায় ঠিকাদার অতিরিক্ত নিম্নদর প্রস্তাব করেন। এতে ঠিকাদারকে দিয়ে গুণগতমানসম্পন্নভাবে কাজ সমাপ্ত করা কঠিন হয়েছে।

১২.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল আগষ্ট, ২০১০ হতে জুন, ২০১২। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬৭.৮৭% অর্থ ব্যয়ে ও অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে যা প্রশংসার দাবী রাখে।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে (অগষ্ট, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত) ২ জন প্রকৌশলী/কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মো: আব্দুল মতিন	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৫/০২/২০০৯ হতে ১১/০১/২০১১
২।	জনাব মো: নওশাদ আলী	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১২

প্রকল্পের বাস্তবায়ন আগষ্ট, ২০১০ এ শুরু হলেও PCR এর PART-B, অনুচ্ছেদ 06 এ প্রথম প্রকল্প পরিচালকের প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব হিসেবে কর্মকাল ২৫/০২/২০০৯ হতে ১১/০১/২০১১ দেখানো হয়েছে। বিষয়টি সঠিক নয় বলে মনে হয়।

১৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণ বন্যার পানি হতে সুরক্ষিত হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির স্থায়িত্ব ও ব্যবহার বেড়ে গেছে । খাল খনন, রেগুলেটর ও পাইপ আউটলেট (চিত্র ১২, ২১, ২২) নির্মাণের ফলে ক্ষরায় পানি সেচ প্রদান ও অতি বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হয়েছে। এতে শস্য উৎপাদন বেড়ে গেছে (চিত্র ১৮) এবং উৎপাদিত শস্য বন্যা হতে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। কৃষকের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, সেপ্টেম্বরে অতি বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও জমির ধান গাছ নষ্ট হয়নি। বাঁধের ফলে জমি রক্ষা পেয়েছে ও রেগুলেটরের ফলে জমি হতে পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নদীর তীর সংরক্ষণ করার ফলে এলাকার জনগণের ঘর বাড়ি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান (যেমন, স্কুল ও মসজিদ) রক্ষা করা (চিত্র ১০) সম্ভব হয়েছে।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত (পিসিআর অনুযায়ী)	আইএমইডি'র মতামত
নীট ২,২০৩ হেক্টর এলাকায় সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান করে ধানের বর্তমান উৎপাদন ১৪,৩৮৬ মে: টন থেকে ২২,০৬ মে: টন বৃদ্ধি করা।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণ বন্যার পানি হতে সুরক্ষিত হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির স্থায়িত্ব ও ব্যবহার বেড়ে গেছে। খাল খনন, রেগুলেটর ও পাইপ আউটলেট (চিত্র ১২, ২১, ২২) নির্মাণের ফলে ক্ষরায় পানি সেচ প্রদান ও অতি বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হয়েছে। তবে বাঁধের কিছু স্থানে রেইনকাট সৃষ্টি হয়েছে এবং সারফেস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা মেরামত করা প্রয়োজন।
ভূমি, অবকাঠামো, সম্পদ রাস্তাঘাট এবং জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা।	উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় নদীর তীর সংরক্ষণ করার ফলে এলাকার জনগণের ঘর বাড়ি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান (যেমন, স্কুল ও মসজিদ) রক্ষা করা (চিত্র ১০) সম্ভব হয়েছে।

১৬। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:**

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল আগষ্ট, ২০১০ হতে জুন, ২০১২। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৮৫.৬৩ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ১৫৫১.২৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় মোট অব্যয়িত রয়েছে (২২৮৫.৬৩-১৫৫১.২৫) = ৭৩৪.৩৮ লক্ষ টাকা। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬৭.৮৭% অর্থ ব্যয়ে ও অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে যা প্রশংসার দাবী রাখে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অঙ্গগুলোর কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিধায় মেরামত করা প্রয়োজন।

১৭। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১৭.১ প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত টাকার পরিমান ১৫৭৮.৫৮ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ১৫৫১.২৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় মোট অব্যয়িত রয়েছে (১৫৭৮.৫৮-১৫৫১.২৫) = ২৭.৩৩ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত এ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছু উল্লেখ না থাকায় মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে (অনুচ্ছেদ ১২.৩.১)।

১৭.২ গোসাইপুর গ্রামে বাঁধের রেইনকাট সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক মেরামতের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে (অনুচ্ছেদ ১২.২)।

১৭.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেগুলেটরের পাশে ধ্বসে পড়া ব্লক জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.৩.৩)।

১৭.৪ নদীটি বাংলাদেশ থেকে উৎপত্তি হয়ে ভারতে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্তে নদীর উপর প্রয়োজনীয় স্ট্রাকচার নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রাখা যায় কিনা সে বিষয়ে সম্ভাব্যতা জরীপ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১২.৩.৫)।

১৭.৫ অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.২ এবং ১৭.৩ এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে জানাবে।

"পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প"
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২.০। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

৩.০। প্রকল্পের অবস্থান : গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানি, ও মুকসুদপুর উপজেলা।

৪.০। <u>প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয়**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয়** (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	**অতিক্রান্ত সময়** (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	**সর্বশেষ সংশোধিত**						
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**
১৫৩.৯৭৮	১৫৩.৯৭৮	১০৫.৮৪৫	মে, ২০১০ হতে এপ্রিল, ২০১১	মে, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	মে, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	প্রযোজ্য নয়	১৪ মাস (১১৬.৬৬%)

৫.০। <u>প্রকল্পের সাধারণ পর্যবেক্ষণ</u>

৫.১ <u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u> পশ্চিম গোপালগঞ্জ প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দুরীকরণ, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, নৌ চলাচল সম্প্রসারণ এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। প্রকল্প এলাকাটির দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে মধুমতি নদী এবং পূর্ব ও উত্তর দিকে মাদারীপুর বিল রুট চ্যানেল ও কুমার নদী অবস্থিত। এ সকল নদীর অববাহিকাসমূহ আবার ছোট ছোট নদী, খাল এবং বিল দ্বারা সংযুক্ত। প্রকল্প এলাকাটি ৬টি ইউনিটে বিভক্ত। ২ নং ও ৪নং ইউনিটের সমন্বয়ে একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ১৯৯১ সালে আরম্ভ হয়। এ প্রকল্পের কাজ আংশিক বাস্তবায়িত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া আংশিক বাস্তবায়িত স্ট্র্যাকচার ও বাঁধসমূহ অর্থের অভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি এবং স্থাপনাগুলো ২০০৪ ও ২০০৯ এর বন্যায় আংশিক/সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস হয়ে যায়। পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বা Environmantal Impact Assessment (EIA), সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন বা Social Impact Assessment (SIA) সহ ম্যাথেমেটিক্স মডেলিং-এর সাহায্যে ৬টি ইউনিটের সামগ্রিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার লক্ষ্যে প্রকল্পটি নেয়া হয়।

৫.২ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

- প্রকল্প এলাকার ভিতর ও বাহিরের বর্তমান বন্যা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা ও সমাধান বের করা;
- বন্যার প্রকোপ, ফসল বিনষ্ট, মানুষের দুর্বিষহ পরিস্থিতি ও সম্পদ বিনষ্ট হওয়া কমিয়ে আনা;
- প্রকল্প এলাকার বন্যা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা;
- বর্তমান সেচ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্প এলাকায় ভূ-উপরিস্তর পানি (Surface Water) প্রাপ্তির সম্ভাব্য পদক্ষেপ স্টাডি ও পরামর্শ প্রদান করা;
- প্রকল্প এলাকার জন্য একটি কম্প্রিহেন্সিভ বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ;
- প্রকল্প এলাকার বর্তমান পানি নিষ্কাশন সমস্যা মূল্যায়ন এবং একটি টেকসই পানি নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- মৎস্য চাষের উপযোগী এলাকা শনাক্ত করা;
- শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা সৃষ্টি করা;
- কৃষির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে কৃষি উন্নয়নের পন্থা উদ্ভাবন ও মৎস্য উৎপাদন এবং অন্যান্য খাতে আয় বর্ধন করা;
- বছরব্যাপি নৌপথ পরিমাপ সুপারিশ করা;
- এলাকা জুড়ে যে সকল পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়েছে তার প্রভাব স্টাডি করা ;
- প্রকল্পের Environmental Impact Assessment (EIA) ও Social Impact Assessment (SIA) স্টাডি করা ;
- পূর্বে বাস্তবায়িত অসমাপ্ত একই জাতীয় প্রকল্প মূল্যায়ন এবং বর্তমান প্রকল্পটির সাথে সমন্বয় করা ।

৫.৩ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে সমীক্ষা প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৩.৯৭৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল মে ২০১০ থেকে এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত। পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন শেষে ১৮ আগস্ট ২০১০ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ১২ (বার) মাস মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি ২৯ আগস্ট ২০১০ তারিখে কাজ শুরু করে। ফলে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকল্পটির কোন কাজ হয়নি। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় প্রকল্পটির কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়। এছাড়া Mathematical Modeling এবং Validation এর জন্য শুষ্ক মৌসুম এবং বর্ষা মৌসুমের পানি উপাত্তের প্রয়োজন হয় বিধায় সুষ্ঠুভাবে সমীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৫.৪ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল	
				আরম্ভ	সমাপ্ত
১।	মোঃ আজাহারুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৯ জানুয়ারি ২০০৮	২৪ জানুয়ারি ২০১১
২।	মোঃ আব্দুল মান্নান	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৫ জানুয়ারি ২০১১	১৪ মার্চ ২০১১
৩।	মোঃ শরাফত হোসেন খান	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১৫মার্চ ২০১১	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

৬.০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অঙ্গের নাম (ডিপিপি/পিএসপি অনুযায়ী)	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি /পিএসপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	কনসালটেন্সী	৫২.৫ জনমাস	১৫০.৪৯৮	৫২.৫ জনমাস	১০৩.১৬১
২।	অন্যান্য ভাতা	থোক	০.৪৮	থোক	০.১৬
৩।	টিএ/ডিএ বিডব্লিউডিবি পার্সোনাল	থোক	১.৫০	থোক	১.০৩০
৪।	স্টেশনারী	থোক	০.৫০	থোক	০.৪৯৮
৫।	ও এন্ড এম, যানবাহন এবং জ্বালানী খরচ	থোক	১.০০	থোক	০.৯৯৬
	মোট (১-৫)	-	**১৫৩.৯৭৮**	**১০০%**	**১০৫.৮৪৫** (৬৮.৭৪%)

৭.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৮.০। প্রকল্পের সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের সমীক্ষা প্রস্তাব পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা;
- সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা;

৯.০। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

৯.১ প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতিঃ

অর্থবছর	মূল এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
২০০৯-১০	০.০০	০.০০	০.০০
২০১০-১১	১৫০.০০	৭৪.০০	৩৯.৫৬৫
২০১১-১২	৪১.০০	৭৩.০০	৬৬.২৮০
সর্বমোট		-	**১০৫.৮৪৫**

৯.২ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০% এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৪০%, মোট ১০০% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে কোন বরাদ্দ না থাকায় উক্ত অর্থবছরে কোন প্রকার বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

৯.৩ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে মেইন কনসালটেন্ট নিয়োগ, ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং স্টাডি, Environmental Impact Assessment (EIA) এবং Social Impact Assessment (SIA) স্টাডি করা। উক্ত স্টাডির ভিত্তিতে সুপারিশসহ যে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় তা মূল পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (DPM Consultant Limited) চুড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট উপস্থাপন করেছে যার সংক্ষিপ্তরূপ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- বর্তমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা পর্যালোচনাকালে ৮ (আট) টি অপশন এবং সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩ (তিন) টি অপশন মডেল ম্যাথম্যাটিক্যাল মডেলিং-এর সহায়তায় ডিজাইন ও টেস্ট করা হয়েছে।
- প্রতিবেদনটিতে কৃষি উৎপাদন এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার কৃষিনির্ভর জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মৎস্য চাষের উপযোগী এলাকা শনাক্তকালে জলাবদ্ধতা, বিভিন্ন জলাশয়ে কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও নানবিধ আবর্জনার প্রভাব বিবেচনা করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় মধুমতি, কুমার, বারাসিয়া ও মাদারীপুর বিল রুট এবং বলুগ্রাম তেতুলিয়া খাল (ভিন্ন নামঃ ওয়াপদা/বশের/আরুয়া), তালতলা হাতিয়রা খাল, বানিয়ার খাল, ভাদুলিয়া খাল এবং মহারাজপুর খালের পরিমাপ বিষয়ক প্রয়োজনীয় স্টাডি করা হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকার Social Demography, নৌপথ সংযোগ (River Networks), River Morphology, জলবায়ু, ভূমির টপোগ্রাফি, বৃষ্টিপাত, কৃষি, মৎস্য, মাটির অবস্থা প্রভৃতি উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক বর্তমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা পর্যালোচনাকালে ৮ (আট) টি অপশন মডেলে আলাদা আলাদাভাবে সকল প্রকার প্রভাবসমূহ স্টাডি করা হয়েছে ।

১০.০। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য: বর্ণিত প্রকল্পটি একটি সমীক্ষাধর্মী কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং প্রতিবেদন নির্ভর হওয়ায় এতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্পে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটির চুক্তিমূল্য ছিল ১০৩.১৬১ লক্ষ টাকা। কিন্তু নিয়ম মোতাবেক চুক্তিমূল্য বা ক্রয়মূল্য ১০০.০০ লক্ষ টাকার (১ কোটি) উর্দ্ধে হলে প্রয়োজনীয় তথ্য পিসিআর-এ উল্লেখ করার কথা থাকলেও তার প্রতিফলন হয়নি।

১১.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য (ডিপিপি/পিএসপি অনুযায়ী)	অর্জন (পিসিআর অনুযায়ী)
প্রকল্প এলাকার ভিতর ও বাহিরের বর্তমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন পর্যালোচনা করা ও এর সমাধান বের করা।	প্রকল্প এলাকার ভিতর ও বাহিরের বর্তমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন পর্যালোচনা করা ও উহার সমাধান বের করা বিষয়টি পর্যালোচনা (Review) করা হয়েছে।
বন্যার প্রকোপ, ফসল বিনষ্ট হওয়া, মানুষের দুর্বিষহ পরিস্থিতি ও সম্পদ বিনষ্ট হওয়া কমিয়ে আনা।	বন্যার প্রকোপ, ফসল বিনষ্ট হওয়া, মানুষের দুর্বিষহ পরিস্থিতি ও সম্পদ বিনষ্ট হওয়া কমিয়ে আনার বিষয়টি পর্যালোচনা (Review) করা হয়েছে।
প্রকল্প এলাকার বন্যা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা।	বন্যা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হয়েছে।
বর্তমান সেচ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা।	বর্তমান সেচ ব্যবস্থা পর্যালোচনা (Review) করা হয়েছে।
প্রকল্প এলাকার জন্য একটি কম্প্রিহেন্সিভ বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।	প্রকল্প এলাকার জন্য একটি কম্প্রিহেন্সিভ বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
প্রকল্প এলাকার বর্তমান পানি নিষ্কাশন সমস্যা মূল্যায়ন করা এবং একটি টেকসই পানি নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ।	বর্তমান পানি নিষ্কাশন সমস্যা মূল্যায়ন করা এবং একটি টেকসই পানি নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য (ডিপিপি/পিএসপি অনুযায়ী)	অর্জন (পিসিআর অনুযায়ী)
শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা সৃষ্টি করা।	শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা সৃষ্টি করার বিষয়টি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং রিপোর্টে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
প্রকল্প এলাকায় ভূ-উপরিস্তর পানি (Surface Water) প্রাপ্তির সম্ভাব্য পদক্ষেপ স্টাডি করা ও পরামর্শ প্রদান করা।	প্রকল্প এলাকায় ভূ-উপরিস্তর পানি (Surface Water) প্রাপ্তির সম্ভাব্য পদক্ষেপ সংক্রান্ত পরামর্শ স্টাডি রিপোর্টে প্রদান করা হয়েছে।
মৎস্য চাষের উপযোগী এলাকা শনাক্ত করা।	মৎস্য চাষের উপযোগী এলাকা পরীক্ষাপূর্বক শনাক্ত করা হয়েছে।
কৃষির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং কৃষির সাথে সমন্বয় করে এর উন্নয়নের পন্থা উদ্ভাবন করা এবং মৎস্য উৎপাদন বাড়ানো এবং অন্যান্য আয় বর্ধন করা।	কৃষির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং রিপোর্টে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
বছরব্যাপী নৌপথ পরিমাপ সুপারিশ করা।	এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করা হয়েছে।
এলাকা জুড়ে যে সকল পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়েছে তার প্রভাব স্টাডি করা।	এ সমীক্ষা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সকল কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন সম্ভব হবে।
প্রকল্পের Environmental Impact Assessment (EIA) স্টাডি করা।	প্রকল্পের Environmental Impact Assessment (EIA) স্টাডি করা হয়েছে।
প্রকল্পের Social Impact Assessment (SIA) স্টাডি করা।	প্রকল্পের Social Impact Assessment (SIA) স্টাডি করা হয়েছে।
পূর্বে বাস্তবায়িত অসমাপ্ত একই জাতীয় প্রকল্প মূল্যায়ন করা এবং বর্তমান প্রকল্পটির সাথে সমন্বয় করা।	পূর্বে বাস্তবায়িত অসমাপ্ত একই জাতীয় প্রকল্প মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এ সমীক্ষা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সমন্বয় করা হবে।

১২.০। <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ</u>: প্রযোজ্য নয়।

১৩.০। <u>সমস্যাদিঃ</u>

১৩.১। অর্থ প্রাপ্তি, অর্থ ব্যয় ও সমীক্ষা প্রকল্পটির কার্য পরিধির ব্যাপকতা বিবেচনায় মূল অনুমোদিত সময় থেকে অতিরিক্ত ১৪ মাস লেগেছে যা মূলত পরামর্শক নিয়োগ ও কর্মপরিধি নির্ণয়, প্রকল্প অনুমোদনের সময়, সম্ভাব্য ঝুঁকি (Probable Risk) নির্ধারণপুর্বক বাস্তবায়ন সময়কাল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থার গাফিলতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

১৩.২। পিসিআর- এর অনুচ্ছেদ ৮.১-এ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটির সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রয় সংক্রান্ত কোন তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।

১৪.০। <u>আইএমইডির সুপারিশ/মতামতঃ</u>

১৪.১। ভবিষ্যতে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ প্রকল্প পরিচালক ব্যবস্থা নিবেন।

১৪.২। বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২২,৩২,২৭৪ জনমাসের কাজের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বর্ধনের সাথে দারিদ্র বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে বলে প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবে উল্লেখ রয়েছে। উল্লিখিত কাজের সুযোগ সৃষ্টির সংখ্যার ভিত্তির বিস্তারিত এবং দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিশদভাবে উল্লেখ নেই। বিনিয়োগ প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে।

১৪.৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ৪৮,৫৭৭ মেঃটন ধান উৎপাদন বাড়বে এবং পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদন বাড়বে বলে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ রয়েছে। ভবিষ্যতে প্রণীতব্য বিনিয়োগ প্রকল্প দলিলে ধান উৎপাদনের পাশাপাশি অন্যান্য অর্থকরী ফসল ও মৎস্য উৎপাদনেরও সম্ভাব্য পরিমাণসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ থাকতে হবে।

১৪.৪। প্রকল্পের Environmental Impact Assessment (EIA), Social Impact Assessment (SIA) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১৪.৫। প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বৈততা এড়ানোর নিমিত্তে পূর্বে বাস্তবায়িত অসমাপ্ত একই জাতীয় প্রকল্প মূল্যায়নের বিস্তারিত বিবরণ সারণী আকারে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য বিনিয়োগ প্রকল্পের দলিলে সংযুক্ত করতে হবে।

১৪.৬। ভবিষ্যতে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে প্রকল্প দলিল প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সকল দিক বিবেচনা করতে হবে।

"সুরেশ্বর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাষণ ও সেচ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প"

সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

১.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২.০। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

৩.০। প্রকল্পের অবস্থান : শরীয়তপুর জেলার শরীয়তপুর সদর, জাঁজিরা, ভেদরগঞ্জ, নরিয়া, ডামুড্ডা এবং গোসাইরহাট উপজেলা।

৪.০। <u>প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত						
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫৫.৯৫১	১৫৫.৯৫১	১৪০.১৩২	মে, ২০১০ হতে এপ্রিল, ২০১১	মে, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	মে, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	প্রযোজ্য নয়	১৪ মাস (১১৬.৬৬%)

৫.০। <u>প্রকল্পের সাধারণ পর্যবেক্ষন</u>

৫.১ <u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u> প্রস্তাবিত **"সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রজেক্টটি"** শরীয়তপুর জেলার সদর, জাঁজিরা, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া, ডামুড্ডা এবং গোসাইরহাট উপজেলা নিয়ে গঠিত। প্রকল্প এলাকার চারপাশে মেঘনা নদী, আড়িয়াল খাঁ, জয়ন্তি নদী এবং পদ্মা নদী অবস্থিত। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ৩টি পোল্ডারে বিভক্ত। পোল্ডারগুলো হলো (১) আপার পোল্ডার, (২) মিডল পোল্ডার, (৩) লোয়ার পোল্ডার। আপার পোল্ডারটি শরীয়তপুরের জাঁজিরা উপজেলা, মাদারীপুর সদর ও শিবচর উপজেলা নিয়ে গঠিত। এ পোল্ডারটির মোট আয়তন ২১,৬০০ হেক্টর এবং নেট আয়তন ১৭,৫০০ হেক্টর। মিডল পোল্ডারটি শরীয়তপুর সদর, জাঁজিরা উপজেলা ও নড়িয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত। এ পোল্ডারটির মোট আয়তন ২০,০০০ হেক্টর এবং নেট আয়তন ১৫,৭০০ হেক্টর। লোয়ার পোল্ডারটি শরীয়তপুর সদর, গোসাইরহাট, ডামুড্ডা, ভেদরগঞ্জ এবং নড়িয়া উপজেলাসহ মাদারীপুর সদর, কালকিনী উপজেলা নিয়ে গঠিত। এ পোল্ডারটির মোট আয়তন ৩৬,০০০ হেক্টর এবং নেট আয়তন ২৮,৮০০ হেক্টর। আলোচ্য প্রকল্পটির বেনিফিসিয়ারি এলাকা হচ্ছে ৭৭,৬০০ হেক্টর এবং নেট আয়তন ৬২,০০০ হেক্টর। প্রকল্পটির ধারণা পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৬৩ সালের মাষ্টার প্লান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গ্রহণের জন্য **"সুরেশ্বর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাষণ ও সেচ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি"** গ্রহণ করা হয়।

৫.২ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

- প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তর ও বহিরভাগে বর্তমান বন্যা এবং নিষ্কাশন পদ্ধতি পর্যালোচনা (Review) করা।
- প্রকল্প এলাকার পলি জমাটবদ্ধতা (Siltation) বিবেচনা (Review) করা।
- ফসল উৎপাদনে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকাকে লবনাক্ততা (Salinity intrusion) হতে রক্ষা করা।
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলোচ্ছাস জনিত বন্যা (Tidal flooding) এবং পানি নিষ্কাশন আবদ্ধতা হতে প্রকল্প এলাকাকে রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তর ও বহিরভাগে পলি জমাটবদ্ধতা (Siltation) সমস্যা সম্পর্কে স্টাডি করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
- বর্তমান কৃষি বিষয়ক অবস্থা সম্পর্কে স্টাডি করা ও সম্ভাব্য উন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান করা ।
- শুষ্ক মৌসুমে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত এলাকার কৃষি, মৎস্য ও পরিবহনের উন্নয়ন করা।
- প্রকল্প এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকার বর্তমান বন্যা সেচ পদ্ধতি পর্যালোচনা (Review) করা।
- প্রকল্প এলাকার ভূপৃষ্ঠ পানি (Surface water) প্রাপ্যতা বিষয়ে সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ (Possible intervention) সম্পর্কে স্টাডি করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
- মৎস্য চাষের (চিংড়ি চাষ সহ ও চাষ ছাড়া) উপযোগী এলাকা শনাক্ত করা।
- প্রকল্পের Environmental Impact Assessment (EIA) ও Social Impact Assessment (SIA) স্টাডি করা।

- পানি সম্পদ সুবিধাদি উন্নয়নের দ্বারা খামার আয় বর্ধন এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রকল্প এলাকার দারিদ্রতার স্তর কমিয়ে নিয়ে আসা।
- ১৯৮৮-৯৯ থেকে ২০০০- ০১ পর্যন্ত সমাপ্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ মুল্যায়ণ করা এবং প্রস্তবিত প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করা।

৫.৩ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে প্রস্তাবিত সমীক্ষা প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৩.৯৭৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল মে,২০১০ থেকে এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত। প্রকল্পের অনুকূলে ২০০৯-১০ অর্থবছরের কোন বরাদ্দ ছিলনা। ফলে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে প্রকল্পটির কোন কাজ হয়নি। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে অর্থ বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় যথাবিধি অনুসরণ করে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন শেষে গত ১৮ আগস্ট ২০১০ তারিখে মূল পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের (BETS Consulting Services Ltd.) সাথে ১২ (বার) মাস মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরামশক প্রতিষ্ঠানটি ২৯ আগস্ট ২০১০ তারিখে কাজ শুরু করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় প্রকল্পটির কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়। এছাড়া Mathematical Modeling এর Calibration এবং Validation এর জন্য শুষ্ক মৌসুম এবং বর্ষা মৌসুমের পানি উপাত্তের প্রয়োজন হওয়ায় জুন এবং জুলাই মাসের পূর্বেই বর্ষা মৌসুমের উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে সমীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য প্রকল্পটির মেয়াদ মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয় ও তা অনুমোদিত হয়। সময়, অর্থ প্রাপ্তি, অর্থ ব্যয় ও সমীক্ষা কার্য বিলম্বে শুরু হওয়া এবং চুক্তি মোতাবেক ধাপভিত্তিক বিল পরিশোধ ইত্যাদি বাস্তবতার নিরিখে BETS Consulting Services Ltd এর সাথে চুক্তির মেয়াদ ১৫ মে ২০১২ তাং পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। সার্বিক বিবেচনায় মূল প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটির ২য় বারের মতো সংশোধিত মেয়াদকাল অনুমোদিত হয় মে, ২০১০ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত।

৫.৪ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম : প্রকল্পটি সমীক্ষা ধরনের এবং এর মূল কার্যক্রম হলো প্রকল্পের উদ্দেশ্য-এর উপর ভিত্তি করে পরামর্শকের মাধ্যমে স্টাডি সম্পন্ন করা । এর ধারাবহিকতায় প্রকল্পে ৩ (তিন) ধরনের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো মূল পরামর্শক, Mathematical Modeling স্টাডি বিষয়ক পরামর্শক এবং Environmental Impact Assessment (EIA) ও Social Impact Assessment (SIA) স্টাডি বিষয়ক পরামর্শক। সমীক্ষা প্রকল্পের সমাপনান্তে এই সকল পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report) সমূহে যে সুপারিশ প্রদান করেছে তার ভিত্তিতে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এছাড়া প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অনুমোদিত প্রকল্প দলিল মোতাবেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান ও স্টেশনারী ক্রয় করা হয়েছে।

৬.০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল	
				আরম্ভ	সমাপ্ত
১।	জনাব মো: আজহারুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৯ জানুয়ারি ২০০৮	২৪ জানুয়ারি ২০১১
২।	জনাব মো: আবদুল মান্নান	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৫ জানুয়ারি ২০১১	১৪ মার্চ ২০১১
৩।	জনাব মো: শরাফত হোসেন খান	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১৫মার্চ ২০১১	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত (৩০ জুন ২০১২)

৭.০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অঙ্গের নাম (আরডিপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (আরডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	**কনসালটেন্সী** (৪৮৭৪)					
	(ক) মেইন কনসালটেন্ট	সংখ্যা	১ টি	৭৪.৩৮৮	১ টি (১০০%)	৫৯.০২৩ (৭৯.৩৫%)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অঙ্গের নাম (আরডিপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (আরডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	**কনসালটেন্সী** (৪৮৭৪)					
	(খ) ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং স্টাডি	সংখ্যা	১ টি	৫৩.৮৮৪	১ টি (১০০%)	৫৩.৮৫৪ (৯৯।৯৪%)
	(গ) ইআইএ/এসআইএ স্টাডি	সংখ্যা	১ টি	২৬.৩৫৯	১ টি (১০০%)	২৬.২৫ (৯৯.৫৮%)
	কনসালটেন্সী খাতের উপ-মোটঃ			**১৫৪.৬৩১**		**১৩৯.১২৭**
২।	অন্যান্য ভাতাদি (৪৭৯৫)	-	-	০.৩২	-	০.০৮ (২৫%)
৩।	স্টেশনারী (৪৮২৮)	সংখ্যা	--	০.৫০	--	০.৪২৬ (৮৫.২০%)
৪।	বিডব্লিউডিবি ব্যক্তিবর্গের টিএ/ডিএ (৪৮০১)	সংখ্যা	--	০.৫০	--	০.৪৯৯ (৯৯.৮০%)
	সর্বমোট:	**-**	-	**১৫৫.৯৫১**		**১৪০.১৩২ (৮৯.৮৫ %)**

৮.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

উদ্দেশ্য মোতাবেক প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে মেইন কনসালটেন্ট, ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং স্টাডি এবং ইআইএ/এসআইএ স্টাডি করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন তৈরি করে তা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট উপস্থাপন করা। সার্বিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে উক্ত তিনটি কাজসহ প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯.০। প্রকল্প পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও অডিটিং

বর্ণিত প্রকল্পটি একটি সমীক্ষা প্রকল্প এবং পরামর্শক প্রতিবেদন নির্ভর হওয়ায়, এর বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন করা হয়নি। পিসিআরে অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য সন্নিবেশিত হয়নি।

১০.০। প্রকল্পের সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন তথা সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা
- সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা।

১১.০। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব সম্পাদন অগ্রগতিঃ

১১.১ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ

অর্থ বছর	মূল এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
২০০৯-১০	০	০	০	কোন ব্যয় হয়নি
২০১০-১১	১৫৬ (মূ: ২ + রা: ১৫৪)	৭৭ (মূ: ০ + রা: ১৫৪)	৫৪.৮৬৭	০১ জুলাই ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১১পর্যন্ত
২০১১-১২	৭৭ (মূ: ০ + রা: ৭৭)	৮৫.৫৮৪ (মূ: ০ + রা: ৮৫.৫৮৪)	৮৫.২৬৫	০১ জুলাই ২০১১ হতে ৩০ জুন ২০১২পর্যন্ত
সর্বমোট		**১৫৫.৫৮৪**	**১৪০.১৩২**	-

১১.২ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্ব অগ্রগতি ৪৫% এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%, মোট ১০০% বাস্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় উক্ত অর্থবছরে কোন প্রকার বাস্ব অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

১২.০। **প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য**: বর্ণিত প্রকল্পটি একটি সমীক্ষা প্রকল্প এবং পরামর্শক প্রতিবেদন নির্ভর হওয়ায় এতে সেবা জাতীয় ৩ (তিন)টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্রয় তথা প্রকল্পে চুক্তিপত্র সাক্ষরের মধ্য দিয়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৩ (তিন)টি হলো মেইন কনসালটেন্ট হিসেবে BETS Consulting Services Ltd., ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং স্টাডির জন্য Institute of Water Modelling (IWM) এবং ইআইএ/এসআইএ স্টাডি করার জন্য Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) । পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৩ (তিন)টির চুক্তিমূল্য ছিল যথাক্রমে ৫৯.০২৩ লক্ষ টাকা, ৫৩.৮৫৪ লক্ষ টাকা এবং ২৬.২৫ লক্ষ টাকা। কোন ক্রয় কার্যক্রম ১০০.০০ লক্ষ টাকা বা এর উর্ধে না হওয়ায় ক্রয় সংক্রান্ত কোন তথ্য ছক মোতাবেক পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি।

১৩.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	**অর্জন** (পিসিআর অনুযায়ী)
প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তর ও বহিরভাগে বর্তমান বন্যা এবং নিষ্কাশন পদ্ধতি পুনঃবিবেচনা (Review) করা।	স্টাডির সময় পুনঃবিবেচনা (Review) করা হয়েছে।
প্রকল্প এলাকার পলি জমাটবদ্ধতা (Siltation) পুনঃবিবেচনা (Review) করা। এছাড়া প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তর ও বহিরভাগে পলি জমাটবদ্ধতা (Siltation) সমস্যা সম্পর্কে স্টাডি করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।	স্টাডির সময় পুনঃবিবেচনা (Review) করা হয়েছে এবং স্টাডি রিপোর্টে সম্ভাব্য সমাধানের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
ফসল উৎপাদনে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকাকে লবনাক্ততা (Salinity intrusion) হতে রক্ষা করা।	স্টাডির উপর গৃহীতব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের পর এলাকা লবনাক্ততা (Salinity intrusion) হতে রক্ষা পাবে।
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলোচ্ছাস জনিত বন্যা (Tidal flooding) এবং পানি নিষ্কাশন আবদ্ধতা (Drainage congestion) হতে প্রকল্প এলাকাকে রক্ষা করা।	স্টাডির উপর গ্রীহীতব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের পর জলোচ্ছাস জনিত বন্যা (Tidal flooding) এবং পানি নিষ্কাশন আবদ্ধতা (Drainage congestion) কমে আসবে।
বর্তমান কৃষি বিষয়ক অবস্থা সম্পর্কে স্টাডি করা ও সম্ভাব্য উন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান করা ।	CEGIS কর্তৃক EIA ও SIA করার সময় মাটি, জমির প্রকৃতি, সেচ সুবিধা, বন্যার গভীরতা ও স্থায়িত্ত ইত্যাদির ভিত্তিতে ক্রপিং প্যাটার্ন নির্ণয় সম্পন্ন করা হয়েছে।
শুষ্ক মৌসুমে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত এলাকার কৃষি, মৎস্য ও পরিবহনের উন্নয়ন করা।	মূল পরামর্শক (Main Consultant) কর্তৃক স্টাডি করা হয়েছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক সড়ক পথ, নদী পথ (unclassified, minor ও informal routes) নির্ণয় করা হয়েছে।
প্রকল্প এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা।	প্রকল্প এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপ মূল পরামর্শক (Main Consultant) কর্তৃক স্টাডিপূর্বক সুপারিশ করা হয়েছে।
প্রকল্প এলাকার বর্তমান বন্যা সেচ পদ্ধতি পর্যালোচনা (Review) করা।	স্টাডির সময় পুনঃবিবেচনা (Review) করা হয়েছে।
প্রকল্প এলাকার ভূপৃষ্ঠ পানি (Surface water) প্রাপ্যতা বিষয়ে সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ (Possible intervention) সম্পর্কে স্টাডি করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।	প্রকল্প এলাকার ভূপৃষ্ঠ পানি (Surface water) প্রাপ্যতা বিষয়ে ১১০.৩০ কিলোমিটার নদী ও খাল পুনঃখননের সুপারিশ করা হয়েছে।
মৎস্য চাষের (চিংড়ি চাষ সহ ও চাষ ছাড়া) উপযোগী এলাকা শনাক্ত করা।	CEGIS কর্তৃক EIA ও SIA করার সময় মৎস্য প্রজাতি, মৎস্যর গমনাগমন পথ, মৎস্য আহোরন এলাকা ইত্যাদি বিবেচনায় এনে মৎস্য চাষের (চিংড়ি চাষ সহ ও চাষ ছাড়া) উপযোগী এলাকা স্টাডিপুর্বক শনাক্ত করা হয়েছে।
প্রকল্পের Environmental Impact Assessment (EIA) ও Social Impact Assessment (SIA) স্টাডি করা।	CEGIS কর্তৃক Environmental Impact Assessment (EIA) ও Social Impact Assessment (SIA) স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।
পানি সম্পদ সুবিধাদি উন্নয়নের দ্বারা খামারের আয় বর্ধন এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।	এই সমীক্ষা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে খামারের আয় বর্ধন এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
প্রকল্প এলাকার দারিদ্রতার স্তর কমিয়ে নিয়ে আসা।	এই সমীক্ষা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দারিদ্রতার স্তর কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।
১৯৮৮-৯৯ থেকে ২০০০- ০১ পর্যন্ত বাস্তবায়িত অসমাপ্ত প্রকল্প সমূহ মুল্যায়ন করা এবং প্রস্তবিত প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করা।	স্টাডিকালে ১৯৮৮-৯৯ থেকে ২০০০- ০১ পর্যন্ত বাস্তবায়িত অসমাপ্ত প্রকল্প সমূহ মুল্যায়ন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যত বিনিয়োগ প্রকল্পে এটি সমন্নয় করা হবে।

১৪.০। <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:</u> প্রযোজ্য নয়।

১৫.০। <u>প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব</u> <u>(পিসিআর অনুযায়ী):</u>

১৫.১। প্রকল্পের উপকারভোগীগণ সমীক্ষা প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সম্যক ধারণা নিয়েছে।

১৫.২। এই সমীক্ষা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বর্ধন এবং নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে।

১৫.৩। প্রকল্পের O & M কর্মসূচী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড করবে।

১৫.৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সরাসরি প্রভাব হিসেবে ধান উৎপাদন বাড়বে ১,০৯,০৭০ মেঃটন এবং ৭, ০৭৩ মেঃটন অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হবে। পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জীবন যাত্রার মানের উন্নতি ঘটবে।

১৬.০। <u>আইএমইডিরসুপারিশ/মতামতঃ</u>

১৬.১। অর্থ প্রাপ্তি, অর্থ ব্যয় ও সমীক্ষা প্রকল্পটির কার্যপরিধির ব্যাপকতা বিবেচনায় মূল অনুমোদিত সময় থেকে অতিরিক্ত ১৪ মাস লেগেছে যা মূলত প্রকল্পটি গ্রহণ ও কর্মপরিধি নির্ণয়, প্রকল্প অনুমোদনের সময় সম্ভাব্য ঝুঁকি (Probable Risk) নির্ধারণপুর্বক বাস্তবায়ন সময়কাল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থার গাফিলতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

১৬.২। ভবিষ্যতে এ জাতীয় কারিগরী সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের পুর্বে এবং সমীক্ষার উপর ভিত্তিতে প্রণীত চুড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীতব্য বিনিয়োগ প্রকল্প দলিল প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের পূর্বে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সকল দিক বিবেচনার সুপারিশ প্রদান করা হলো।

পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা (১ম সংশোধিত)

(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

০১। **প্রকল্পের অবস্থান :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

০২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা :** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

০৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

০৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৩৩৮.৬০ (--)	১৫৩২৪.১৮ (--)	১৩১৭৮.৫৫ (--)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	প্রযোজ্য নয়	৬৬.৬৬%

০৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :**

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ক) রাজস্ব ব্যয়					
১.	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	-	থোক	১০.৫০	থোক (১০০%)	১০.৫০ (১০০%)
২.	স্টেশনারি, সীল, স্ট্যাম্পস	-	থোক	২.০০	থোক (১০০%)	২.০০ (১০০%)
৩.	পাবলিসিটি ও নোটিশ	-	থোক	১.০০	থোক (১০০%)	০.৭০ (৭০%)
৪.	সার্ভে	-	১টি	১.০০	১টি (১০০%)	১.০০ (১০০%)
৫.	কম্পিউটার এক্সেসরিজ	-	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)
৬.	অন্যান্য ব্যয়	-	থোক	৩.০০	থোক (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
৭.	মটর যানবাহন মেরামত	-	থোক	৬.৫০	থোক (১০০%)	৬.৫০ (১০০%)
৮.	থিওডোলাইট, লেভেলিং মেশিন	-	১ আইটেম	১.০০	১ আইটেম (১০০%)	১.০০ (১০০%)
উপ-মোট রাজস্ব ব্যয় =				২৬.০০		২৫.৭০ (৯৮.৮৫%)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ক) রাজস্ব ব্যয়					
	খ) মূলধন ব্যয়					
৯.	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	৩.৭৫	৩০.০০	৩.৫৫ (৯৪.৬৬%)	২৯.৪৭ (৯৮.২৩%)
১০.	নিউ ব্যাংক রিভেটমেন্ট	কি:মি:	১১.৬৭	১৪৬০৭.৮১	১১.৬৭ (১০০%)	১২৫৯১.১৯ (৮৬.১৯%)
১১.	৩ নং স্পার শক্তিশালীকরণ	-	১ আইটেম	২০০.০০	১ আইটেম (১০০%)	১৪৭.২৯ (৭৩.৬৫%)
১২.	(-) ১১৬৫৫ মি: টার্মিনেশান	-	১ আইটেম	২৪১.৭৭	১ আইটেম (১০০%)	১৮০.৩১ (৭৪.৫৮%)
১৩.	রিটায়ার্ড এমব্যাংকমেন্ট তৈরি	কি:মি:	১.০৬৫	১৮.৬০	১.০৬৫ (১০০%)	১৩.২৬ (৭১.২৯%)
১৪.	নির্মাণকালীন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	১ আইটেম	২০০.০০	১ আইটেম (১০০%)	১৯১.৩৩ (৯৫.৬৭%)
উপ-মোট মূলধন =				১৫২৯৮.১৮		১৩১৫২.৮৫
	সর্ব মোট			**১৫৩২৪.১৮**		**১৩১৭৮.৫৫ (৮৬%)**

০৬। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:</u>

আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ শেষের দিকে ৯নং ও ১০ নং প্যাকেজের কাজ করা হয় বলে প্রকল্প দপ্তর থেকে বলা হলেও ২৯ ডিসেম্বর,২০১২ তারিখের পরিদর্শণের সময় এ দুটো প্যাকেজের কাজ ভাঙ্গা/অসমাপ্ত দেখা গেছে।

০৭। <u>মূল্যায়ন পদ্ধতি:</u>

আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত।

০৮। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য:</u> চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পাকানারায়নপুর নামক স্থানে বাপাউবো নির্মিত স্পার-২ এর নিকটবর্তী পদ্মা নদীর সাথে পাগলা নদী একীভূত হওয়া রোধকরণ, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে নদীর বাম তীর রক্ষাকরণ এবং পাকানারায়নপুর-এ নির্মিত ব্যাংক রিভেটমেন্ট কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।

৯। <u>প্রকল্পের পটভূমি:</u> চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পাকা-নারায়ণপুরে পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গনের প্রবণতা ব্যাপক। এ ভাঙ্গনের ফলে ভুমি এবং সম্পদ ধ্বংসের সাথে সাথে পাগলা নদী এবং পদ্মা নদী পাকা-নারায়ণপুর এলাকায় একীভূত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। অপরদিকে মহানন্দা নদীও পাগলা নদীর সাথে মিলে যাবার উপক্রম হয়। যার ফলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গোদাগাড়ী এবং রাজশাহী শহর হুমকীর মুখে পড়ে। এ অবস্থায় ১৪কি:মি: তীর সংরক্ষণের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বিগত ২০০১ সালে ৮টি স্পার নির্মাণের জন্য "চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পাকা নারায়ণপুর নামক স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ"-শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পটি জুন,২০০৭ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত পাকা-নারায়ণপুর প্রতিরক্ষা কাজের স্পার-১ গত ২০০৩ সালে এবং স্পার-২ গত ২০০৪ সালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ২০০৪ সালে পদ্মার বাম তীর ১.৫০ কি:মি: ভেঙ্গে ভেতরে চলে আসে এবং স্পার অকার্যকর হয়ে পড়ে। ক্রমাগত ভাঙ্গন

রোধ এবং বিদ্যমান স্পারের পুন:ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ঠেকানোর জন্য পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১০। <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:</u> প্রকল্পটি ১৪৩৩৮.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৭ থেকে জুন,২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০/০১/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধিসহ অতিরিক্ত রিভেটমেন্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১৫৩২৪.১৮ লক্ষ টাকা সংশোধিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৬ থেকে জুন,১০১১ পর্যন্ত পুন:নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কিছু অঙ্গের কাজ বাকী থাকায় প্রকল্পের মেয়াদ পুনরায় জুন,১০১২ পর্যন্ত আরও ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়। এতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেলেও প্রকল্পের ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে।

১১। <u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রম</u>:

- ৩.৭৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ,
- নিউ ব্যাংক রিভেটমেন্ট (১১.৬৭ কি:মি:),
- ৩ নং স্পার শক্তিশালীকরণ,
- (-) ১১৬৫৫ মি: টার্মিনেশান,
- রিটায়ার্ড এমব্যাংকমেন্ট তৈরি (১.০৬৫ কি:মি),
- নির্মাণকালীন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ,
- যানবাহন মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

১২। <u>প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় ও বাস্তব অর্জন</u> :

১২.১ <u>আর্থিক ব্যয়:</u> প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৩২৪.১৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত বাস্তবায়নকাল জুলাই,২০০৭ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত। পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুন,২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় হয়েছে ১৩১৭৮.৫৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৬%।

১২.২ <u>বাস্তব অর্জন:</u> প্রকল্প কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৩.৭৫ হেক্টর এর স্থলে ৩.৫৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১১.৬৭ কি:মি: নিউ ব্যাংক রিভেটমেন্ট, ৩ নং স্পার শক্তিশালীকরণ, (-) ১১৬৫৫ মি: টার্মিনেশান, ১.০৬৫ কি:মি রিটায়ার্ড এমব্যাংকমেন্ট তৈরি, নির্মাণকালীন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, যানবাহন মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ, কম্পিউটার এক্সেসরিজ, থিওডোলাইট, লেভেলিং মেশিন প্রভৃতি ক্রয়, মটর যানবাহন মেরামত প্রভৃতি অঙ্গের শতভাগ অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পটির জুন,২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৫%।

১৩। <u>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রম:</u>

১৩.১ **<u>২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর: (দরপত্র নং-০৩/২০০৭-০৮):</u>** প্যাকেজ নং 'এ' হতে 'জি' পর্যন্ত ৭টি প্যাকেজে মিটারেজ (-) ৮৩৬৫.০০ মিটার হতে (-) ১১৬৫৫.০০ মিটার পর্যন্ত (উজিরপুর হতে বাবুপুর) মোট ৩২৯০ মিটার নিউ ব্যাংক রিভেটমেন্ট কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ৩৫৮৯.৩৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রতিটি প্যাকেজেই নিম্নদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ২৫.০২ % হতে ৩৫.৩৭ % পর্যন্ত নিম্নদরে এসব কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ ৭টি প্যাকেজের কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ২৪৬৪.৩৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৬৮%।

১৩.২ **<u>২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর : (দরপত্র নং-০১/২০০৮-০৯):</u>** প্যাকেজ নং 'এ' হতে 'এইচ' পর্যন্ত ৮টি প্যাকেজে মিটারেজ (+) ১৩৬২.০০ মিটার হতে (+) ৪১৬২.০০ মিটার পর্যন্ত (মিরেরচড়া, নবাব জায়গীর, মুন্নাপাড়া, চন্দ্রনারায়নপুর এলাকা) মোট ২৮০০ মিটার নিউ ব্যাংক রিভেটমেন্ট কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ৩৫১৯.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রতিটি প্যাকেজেই নিম্নদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ৩৬.০০ % হতে ৪০.১৪ % পর্যন্ত নিম্নদরে এসব কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ ৮টি প্যাকেজের কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ২১৮১.৭৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৬১%।

১৩.৩ **২০০৯-২০১০ অর্থ বছর :**

(ক) **দরপত্র নং-০৪/২০০৯-১০:** প্যাকেজ নং 'এ' হতে 'ই' পর্যন্ত ৫টি প্যাকেজে মিটারেজ (-) ৫২০৫.০০ মিটার হতে (-) ৬৭৮৫.০০ মিটার পর্যন্ত (চকঘোরাপাখিয়া এলাকা) মোট ১৫৮০ মিটার নিউ ব্যাংক রিভেটমেন্ট কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ২৮৪৫.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রতিটি প্যাকেজেই নিম্নদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ২৪.৯২ % হতে ২৫.১৬ % পর্যন্ত নিম্নদরে এসব কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ ৫টি প্যাকেজের কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ২১২৪.৩৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৭৪%। প্যাকেজ নং 'এফ' দ্বারা মিটারেজ (-) ৪৪৮৫-এ ৩ নং স্পার মজবুতীকরণের লক্ষ্যে ২০০.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের কাজ ২৬.৫৬ % নিম্নদরে ১৪৭.২৯ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৭৩%। প্যাকেজ নং 'জি' দ্বারা বাবুপুর এলকায় মিটারেজ (-) ১১৬৫৫-এ এন্ড টারমিনেশনের কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ২৪১৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের কাজ ২৫.১৩ % নিম্নদরে ১৮০.৩১ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৭৪.৫৮%। প্যাকেজ নং 'এইচ' দ্বারা মিটারেজ (-) ১০৯৮৫ মিটার হতে (-) ১২০৫০ মিটার পর্যন্ত মোট ১.০৬৫ মিটার রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে ১৮.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের কাজ ২৭.৪২ % নিম্নদরে ১৩.২৬ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৭১.২৯%। একই দরপত্রে ১৭৬.২২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ৫৪.৬০% নিম্নদরে ৮০.০০ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৪৫.৪০%।

(খ) **দরপত্র নং-০৫/২০০৯-১০:** প্যাকেজ নং 'আই' হতে 'আর' পর্যন্ত ১০টি প্যাকেজে মিটারেজ (+) ৪১৬২.০০ মিটার হতে (+) ৬১৬২.০০ মিটার পর্যন্ত (চন্দ্রনারায়নপুর হতে আলীমনগর) মোট ২০০০.০০ মিটার নিউ ব্যাংক রিভেটমেন্ট কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ৩৫৬৫.৯৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রতিটি প্যাকেজেই নিম্নদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ২৪.০৮ % হতে ২৬.০০ % পর্যন্ত নিম্নদরে এসব কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ ১০টি প্যাকেজের কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ২৬৭৩.৭৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৭৪.৯৮%।

১৩.৪ **২০১০-২০১১ অর্থ বছর : (দরপত্র নং-০১/২০১০-১১):** প্যাকেজ নং 'ডব্লিউপি-১' হতে 'ডব্লিউপি-১০' পর্যন্ত ১০টি প্যাকেজে মিটারেজ (+) ৬১৬২.০০ মিটার হতে (+) ৮১৬২.০০ মিটার পর্যন্ত (বাখেরআলী এলাকা) মোট ২০০০.০০ মিটার নিউ ব্যাংক রিভেটমেন্ট কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ৩৫৮০.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রতিটি প্যাকেজেই নিম্নদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ২৪.০৪ % হতে ২৬.৪৪ % পর্যন্ত নিম্নদরে এসব কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ ১০টি প্যাকেজের কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ২৬৮১.৮৬ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৭৪.৯০%। একই দরপত্রে ১৯.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের নির্মানকালীন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ২১.৩০ % নিম্নদরে ১৪.৯৮ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৭৮.৫৯%।

১৩.৫ **২০১১-২০১২ অর্থ বছর:**

(ক) (দরপত্র নং-০২/২০১১-১২): প্যাকেজ নং 'পি-২' দ্বারা মিটারেজ (-) ৮৯৮০.০০ মিটার হতে (-) ৯১৬০.০০ মিটার পর্যন্ত (উজিরপুর এলাকা) মোট ১৮০.০০ মিটার নির্মানকালীন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ১০৪.৮৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র আহ্বান করা হয়। কাজটি ৬.০০ % নিম্নদরে কার্যাদেশ দিয়ে ৯৬.৩৫ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৯৭.৭৩%।

(খ) (দরপত্র নং-ই-১/২০১১-১২): প্যাকেজ নং 'ডিপি-১' হতে 'ডিপি-২১' পর্যন্ত ২১টি প্যাকেজে মিটারেজ (+) ৬৭০৯.০০ মিটার হতে (+) ৮১৬২.০০ মিটার পর্যন্ত (বাখেরআলী এলাকা) জরুরী অতিরিক্ত লাঞ্চিং এ্যাপ্রোণ উন্নয়ন কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ৫৩৯.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রতিটি প্যাকেজেই নিম্নদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৫.৯৮ % হতে ১৬.১৮ % পর্যন্ত নিম্নদরে এসব কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ ২১টি প্যাকেজের কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ৪৫৩.১৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৭০.২৯%।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য : প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২) পর্যন্ত ৫ বছরে ৫ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলো:

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন কিনা	সময়কাল
১।	মোঃ আব্দুল মান্নান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	হ্যাঁ	১৭.০৪.২০০৫ হতে ২১.১২.২০০৯
২।	মোঃ মাহতাবউদ্দিন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	হ্যাঁ	০৩.০১.২০১০ হতে ৩০.০৩.২০১১

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন কিনা	সময়কাল
৩।	আবু মোঃ শফিউল আজম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	হ্যাঁ	৩০.০৩.২০১১ হতে ২৯.০৩.২০১২
৪।	সর্দার সিরাজুল হক	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	হ্যাঁ	২৯.০৩.২০১২ হতে ১৬.০৫.২০১২
৫।	মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	হ্যাঁ	১৬.০৫.২০১২ হতে সমাপ্তি পর্যন্ত

১৫। **প্রকল্প পরিদর্শন :** প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্তিতে গত ২৯/১২/২০১২ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প পরিদর্শনে যে সকল বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ :

- শিবগঞ্জ উপজেলা এলাকায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সিসি ব্লকসমূহ তদারকীর অভাবে এলাকার জনগণ বসার বেঞ্চ (চিত্র-০১), দোকানঘরের খুটি (চিত্র-০২), বাড়ি লাগোয়া রাস্তা (চিত্র-০৩) বানিয়ে ব্যবহার করছে। সিসি ব্লকসমূহের এ অব্যবস্থাপনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি।
- প্রকল্পের আওতায় সিসি ব্লক দ্বারা নির্মিত নদী তীরের ঢাল বেশ খাড়া প্রতীয়মান। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে কয়েকটি মহিষ বারবার চেষ্টা করেও নদী তীরে উঠতে ব্যর্থ হচ্ছে (চিত্র-০৪)। এ এলাকাটি গরু-মহিষের করিডোর হিসেবে পরিচিত। এ এলাকায় নদী তীরের ঢাল ডিজাইন অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে কিনা মন্ত্রণালয় তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

চিত্র-০১

চিত্র-০২

চিত্র-০৩

চিত্র-০৪

- প্রকল্পের আওতায় ভয়াবহ অব্যবস্থাপনার চিত্র পাওয়া গেছে বাখেরআলী এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজে। এ এলাকায় প্যাকেজ নং 'ডব্লিউপি-১' হতে 'ডব্লিউপি-১০' পর্যন্ত ১০টি প্যাকেজে মিটারেজ (+) ৬১৬২.০০ মিটার হতে (+) ৮১৬২.০০ মিটার পর্যন্ত মোট ২০০০.০০ মিটার নিউ ব্যাংক রিভেটমেন্ট কাজ জুন,২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং এ কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ২৬৮১.৮৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে এ কাজ সম্পাদিত হয়েছে বলে উল্লেখ থাকলেও পরিদর্শনকালে 'ডব্লিউপি-৯' হতে 'ডব্লিউপি-১০' পর্যন্ত ২টি প্যাকেজের কাজ একবারে বিপর্যস্ত/ভাঙ্গা/অসমাপ্ত দেখা গেছে (চিত্র ০৫-০৮)। অথচ এ এলাকায় প্যাকেজ নং 'ডিপি-১' হতে 'ডিপি-২১' পর্যন্ত ২১টি প্যাকেজে মিটারেজ (+) ৬৭০৯.০০ মিটার হতে (+) ৮১৬২.০০ মিটার পর্যন্ত জরুরী অতিরিক্ত লাঞ্চিং এ্যাপ্রোণ উন্নয়ন কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ৪৫৩.১৪ লক্ষ টাকা মাত্র ০১ মাস সময়ে (১৭/০৫/২০১২ তারিখ হতে ২৭/০৬/২০১২ তারিখ পর্যন্ত) ব্যয় করা হয়। প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কাজের এ বেহাল অবস্থার বিষয়ে সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারেননি। এলাকাবাসীর

সাথে আলাপ করে জানা গেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তদারকীর অভাবে ঠিকাদারের নিয়োজিত জনবল কর্তৃক এখানে জিও ব্যাগে বালির পরিবর্তে মাটি ব্যবহারের সময় এলাকাবাসী হাতে-নাতে তা ধরে ফেলে। বিষয়টি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের টাস্ক ফোর্সের জনৈক কর্মকর্তাও সরেজমিনে প্রমাণ পেয়েছেন বলে এলাকাবাসী জানান। উক্ত এলাকায় অসম্পূর্ণ/ভাঙ্গা (চিত্র-১০) কাজের ব্লক স্তুপাকারে নদীর পাড়ে দেখা গেছে (চিত্র ০৯)। কাজ সম্পাদনের মাত্র ৬ মাসের মাথায় এ বেহাল চিত্র তদন্তের দাবী রাখে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি তদন্ত করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দোষীদের বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। একইসাথে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে কিনা বা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখবে।

চিত্র-০৫

চিত্র-০৬

চিত্র-০৭

চিত্র-০৮

চিত্র-০৯

চিত্র-১০

১৬। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:</u>

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন	মন্তব্য
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পাকানারায়নপুর নামক স্থানে বাপাউবো নির্মিত স্পার-২ এর নিকটবর্তী পদ্মা নদীর সাথে পাগলা নদী একীভূত হওয়া রোধকরণ, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে নদীর বাম তীর রক্ষাকরণ এবং পাকানারায়নপুর-এ নির্মিত ব্যাংক রিভেটমেন্ট কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাখেরআলী এলাকা ব্যতীত প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য এলাকার কাজ সম্পাদিত হয়েছে।	প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

১৭। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:** পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে নদীর বাম তীর রক্ষাকরণ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও প্রকল্প সমাপ্তিতে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন হয়নি। এতে বলা যায়, প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

১৮। **সমস্যা/বাস্তবায়ন ত্রুটি:** প্রকল্পের প্রধান সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রকল্প কাজ চলাকালে ঠিকাদারের কাজ সুষ্ঠু তদারক না করা। প্রকল্পটির মোট ৫ বছর মেয়াদে ৫ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। এরমধ্যে প্রকল্পের শেষ আড়াই বছরে ৪জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। ফলে প্রকল্পের দূর্বল ও ভঙ্গুর বাস্তবায়ন, প্রকল্প এলাকা হতে সিসি ব্লক-এর মতো মূল্যবান সম্পদ বেহাত হওয়া ইত্যাদি বিষয় ঘটেছে।

১৯। **সুপারিশ/মতামত:**

১৯.১ শিবগঞ্জ উপজেলা এলাকায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সিসি ব্লকসমূহ তদারকীর অভাবে এলাকার জনগণ দোকানঘরের খুটি, বসার বেঞ্চ, বাড়ি লাগোয়া রাস্তা বানিয়ে ব্যবহার করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে।

১৯.২ প্রকল্পের আওতায় সিসি ব্লক দ্বারা নির্মিত নদী তীরের ঢাল ডিজাইন অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে কিনা মন্ত্রণালয় তা পরীক্ষা করে দেখবে।

১৯.৩ কাজ সমাপ্তির মাত্র ৬ মাসের মাথায় বাখেরআলী এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজের 'ডব্লিউপি-৯' হতে 'ডব্লিউপি-১০' পর্যন্ত ২টি প্যাকেজের কাজ বিপর্যস্ত/ভাঙ্গা/অসমাপ্ত থাকা, এ এলাকায় জরুরী অতিরিক্ত লাঞ্চিং এ্যাপ্রোণ উন্নয়ন কাজ সম্পাদনের জন্য মোট ৪৫৩.১৪ লক্ষ টাকা মাত্র ০১ মাস সময়ে (১৭/০৫/২০১২ তারিখ হতে ২৭/০৬/২০১২ তারিখ পর্যন্ত) ব্যয় স্বত্বেও কাজ বিলীন হওয়া, ঠিকাদারের নিয়োজিত জনবল কর্তৃক এখানে জিও ব্যাগে বালির পরিবর্তে মাটি ব্যবহারের অভিযোগ তদন্তের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। বিষয়টি তদন্ত করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দোষীদের বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯.৪ উক্ত তদন্ত কমিটি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে কিনা বা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখবে।

"পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হতে হুলারহাট পর্যন্ত বেড়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প"
সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
০২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।
০৩। প্রকল্পের অবস্থান : পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর ও পিরোজপুর সদর উপজেলা ।

০৪। <u>প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯,৮৬.৩৮	৩২,৮৩.৭৯	৩২,৫১.৬২	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন ২০০৯	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন ২০১২	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন ২০১২	৮.৮৮%	৭৫.০০%

০৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :</u>

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	রাজস্ব খাত					
১।	সার্ভে ও ইভেস্টিগেশন	_	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০
২।	ওভারহেড	-	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৫.০০
৩।	অন্যান্য	-	থোক	১৩.৬৪	থোক	১৩.৬৪
৪।	ফুয়েল	-	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০
	উপ-মোট রাজস্ব	-		**৭৮.৬৪**		**৭৮.৬৪**
	মূলধন খাত					
৫।	বৃক্ষ রোপণ		থোক	১.০০	থোক	০.৯৯
৬।	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	৫.৫০ হেক্টর	৭১.৫০	৫.৫০ হেক্টর	৭১.৫০
৭।	স্ট্যাম্প ডিউটি	-	থোক	৫.০০	থোক	-
৮।	রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য	-	থোক	১.৫০	থোক	-
৯।	বাঁধ নির্মাণ	কি. মি.	৩৭.৫০	৬০০.০০	৩৭.৫০	৬০০.০০
১০।	বাঁধ কাম রাস্তা	কি. মি.	১৮.০০	২৬৯.৮০	১৬.৯৮	২৬৮.৮৫
১১।	অভ্যন্তরীণ বাঁধ	কি. মি.	৬.০০	৩৫.৬৫	৪.১৫	৩৫.২৮
১২।	ক্লোজার	সংখ্যা	২টি	১৮.২০	২টি	১৭.৬৮
১৩।	খাল পুন:খনন	কি. মি.	৫২	২২২.৫০	৪৪.১০	২২০.৬৪
১৪।	ড্রেনেজ কাম ফ্লাসিং স্লুইজ- ১ ভেন্ট	সংখ্যা	৯টি	৭১২.০০	৯টি	৭০৪.৯৪

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	(১.৫০মি.১.৮০মি)					
১৫।	ড্রেনেজ কাম ফ্লাসিং স্লুইজ- ২ ভেন্ট (১.৫০মি.১.৮০মি)	সংখ্যা	৫টি.	৫৪২.০০	৫টি	৫৩৯.০৫
১৬।	ড্রেনেজ কাম ফ্লাসিং স্লুইজ- ৩ ভেন্ট (১.৫০মি.১.৮০মি)	সংখ্যা	৪টি	৪৬৪.০০	৪টি	৪৬৩.৮৫
১৭।	ফ্লাসিং ইনলেট	সংখ্যা	২০টি	১৯০.০০	২০টি	১৯০.০০
১৮।	ফুট ব্রীজ	সংখ্যা	৭টি	৫২.০০	৫টি	৪৫.৫১
১৯।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.৬৯
২০।	WMO স্থাপণা	-	থোক	৫.০০	থোক	-
	উপ-মোট মূলধন			**৩২,০৫.১৫**		**৩১,৭২.৯৮**
	সর্বমোট:	**-**	-	**৩২,৮৩.৭৯**	**-**	**৩২,৫১.৬২**

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

- অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫২ কি.মি. খাল পুন:খনন বাবদ ২২২.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্পের আওতায় ৪৪.১০ কি.মি. খাল পুণ;খনন করা বাবদ ২২০.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

- অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৮ কি.মি. বাঁধ কাম রাস্তা নির্মাণ বাবদ ২৬৯.৮০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্পের আওতায় ১৬.৯৮ কি.মি. খাল পুণ;খনন করা বাবদ ২৬৮.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

- অনুমোদিত ডিপিপিতে ৬.০০ কি.মি. অভ্যন্তরীণ বাঁধ নির্মাণ বাবদ ৩৫.৬৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্পের আওতায় ৪.১৫ কি.মি. খাল পুণ;খনন করা বাবদ ৩৫.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এ তিনটি আইটেমের ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রাইস, ডিপিপিতে এগুলো বাবদ সংস্থানকৃত অর্থ অপেক্ষা বেশি হওয়ার কারণে আইটেমগুলো সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

০৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।

০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

পিরোজপুর জেলার নবগঠিত জিয়ানগর (ইন্দুরকানী) হতে হুলারহাট পর্যমত্ম এলাকার বেড়ী বাঁধ নির্মাণ ও অন্যান্য পানি ব্যবসহাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলোচ্ছাসজনিত প্লাবনের ব্যাপকতা হ্রাস, নিষ্কাশন ব্যবসহার উন্নয়ন ও ভূ-পরিসহ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদান করা এবং ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এ জনপদে আর্থ-সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নিরাপদ রেখে জাতীয় অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব সমুন্নত রাখা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

০৯। প্রকল্পের পটভূমিঃ

সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটায় প্রভাবিত বলেশ্বর, পানকুচি, কচা ইত্যাদি নদী বেষ্টিত পিরোজপুর সদর ও জিয়ানগর এলাকাটি উত্তর ও দক্ষিণ এ দু'ভাগে বিভক্ত। উত্তরাংশ পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন এলাকার পরিমান মোট ১৮,৩০০ হেক্টর (নীট এলাকা ১৪,৮২৩ হেক্টর) এবং নদী তীর বরাবরে বন্যা সমতলে ৮৫.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত। অপরদিকে দক্ষিনাংশে নবগঠিত জিয়ানগর (ইন্দুরকানী উপজেলা) এলাকাটি গ্রস ৪,৯০০ হেক্টর (নীট এলাকা ৪০৩৭ হেক্টর) এবং নদী তীর বরাবরে বন্যা সমতলে ৪৯.২০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত। প্রকল্প এলাকাভুক্ত দু'অংশে বেড়ী বাঁধ দ্বারা পোল্ডার বেষ্টিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে মোট ২৩,২০০ হেক্টর (নীট ১৮,৮৬০ হেক্টর) এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ব্যবসহা উন্নয়ন ও সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে বিধায় আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

১০.১ মূল প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে মোট ২৯৮৬.৩৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই'২০০৫ হতে জুন'২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৬/১২/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হওয়ার পর এর বাস্তবায়ন শুরু হয়। তবে জমি অধিগ্রহণজনিত সমস্যার কারণে প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাছাড়া, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ভৌত কাজের ডিজাইন পরিবর্তন ও সিডিউল রেট পরিবর্তনের কারণে কতিপয় অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধি, কাজের পরিমাণের হ্রাস/বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটির কাজ নির্ধারিত ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন'২০১০ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধি করাসহ প্রকল্পটিকে ৩২৭৬.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করা হলে গত ১৯/০৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) সভার সিদ্ধান্তক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটির বিভিন্ন অঙ্গের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিরূপণ করে প্রকল্পটিকে মোট ৩২৮৩.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

১০.২ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব পুনরায় ২২/১২/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) সভায় বিবেচিত হয় এবং সেমোতাবেক প্রকল্পটি জুলাই'২০০৫ থেকে জুন'২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩২৮৩.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ১ম সংশোধনী অনুমোদন সংক্রান্ত প্রশাসনিক পত্র গত ০৯/০২/২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারী করা হয়। পরবর্তীতে আইএমইডির সুপারিশক্রমে ১ম বার ২০১১ ও ২য় বার ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

১১। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম :

- ৭১.৫০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ,
- ৬.০০ কি:মি: অভ্যন্তরীণ বাঁধ নির্মাণ, ৩৭.৫০ কি:মি: বহি:স্থ বাঁধ নির্মাণ, ৫২ কি.মি. খাল পুন: খনন,
- ড্রেনেজ কাম ফ্লাসিং স্লুইজ ১ ভেন্ট ৯টি (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ), ২ ভেন্ট ৫টি (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ), ৩ ভেন্ট ৪টি (১.৫ মিঃ x ১.৮ মিঃ) নির্মাণ ও
- যানবাহন মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

১২। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত আইটেমসমূহ স্কেচে দেখানো হলো। প্রকল্প পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ড্রেনেজ কাম ফ্লাসিং স্লুইজগুলো কার্যকর অবস্থায় আছে। বাঁধগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ডিজাইন অনুযায়ী বাঁধের যে পাশে নদী রয়েছে সে পাশে ১:৩ এবং যে পাশে লোকালয় রয়েছে সেখানে ১:২ স্লোপ থাকার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে কোন স্লোপ দেখা যায়নি (চিত্র ১,২)। বাঁধের সারফেস নষ্ট হয়েছে (চিত্র ৩)। অনেক ক্ষেত্রে বাঁধ নির্মিত হয়েছে তাই বোঝা যায় না। ৮ কি.মি. বাঁধ সম্পূর্ণ নদীতে নিমজ্জিত হয়েছে (চিত্র ৪, ৫)। নদীগুলো খরস্রোতা বিধায় তীর সংরক্ষণ করা প্রয়োজন ছিল। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর O&M থেকে কিছু অংশে তীর প্রতিরক্ষা কাজ করা হয়েছে, যেগুলো এখনও ভালো আছে (চিত্র ৬)। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তার সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এ প্রতিরক্ষা কাজে অনেক কম খরচ হয়েছে কারণ এখানে জিওব্যাগ ও ব্লক ডাম্পিং এর প্রয়োজন নেই।

চিত্র ১: বাঁধ

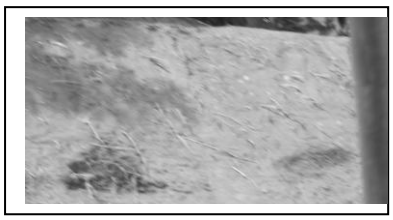

চিত্র ২: স্লোপ ঠিক নেই

চিত্র ৩: বাঁধের সারফেস নষ্ট হয়েছে

চিত্র ৪: ভেঙ্গে যাওয়া বাঁধ

চিত্র ৫: নদীতে নিমজ্জিত বাঁধ

চিত্র ৬: তীর প্রতিরক্ষা কাজ

১৩। <u>প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:</u>

প্যাকেজ/ লট নং 31-P এর মাধ্যমে লাহুরী খালে ড্রেনেজ কাম ফ্লাসিং স্লুইস নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ২৯/০৯/২০০৬ তারিখে 'দৈনিক ইনকিলাব', 'দৈনিক সংবাদ', **'The** Daily Observer' ও 'The Daily Financial Express' পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে টেন্ডার জমা দেয়ার তারিখ ছিল ৩১/১১/২০০৬। পরবর্তীতে টেন্ডার ডকুমেন্ট ৩ বার সংশোধন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ১৫/১০/২০০৬ ও ০৯/১১/২০০৬ তারিখে 'দৈনিক ইনকিলাব', ১১/১০/২০০৬ ও ০৯/১১/২০০৬ তারিখে 'দৈনিক সংবাদ', ১১/১০/২০০৬ ও ০৯/১১/২০০৬ তারিখে 'The Daily Observer' এবং ১১/১০/২০০৬ ও ০৯/১১/২০০৬ তারিখে 'The Daily Financial Express' পত্রিকায় পুন:বিজ্ঞাপণ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে টেন্ডার জমা দেয়ার তারিখ ছিল ২১/১১/২০০৬। সংস্থা হতে ৩৭টি ফার্ম টেন্ডার ডকুমেন্ট নিয়েছে কিন্তু ০৯টি টেন্ডার জমা পড়েছে। রেসপন্সিভ হয়েছে ০৯টি । ৩৭টি ফার্ম কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্ট ক্রয় করা সত্ত্বেও মাত্র ০৯টি ফার্ম কর্তৃক টেন্ডার জমা দেয়ার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। প্যাকেজটির ক্ষেত্রে অফিসিয়েল এসটিমেট হচ্ছে ৬৬,৫৯,৯৬৫.৪৭ টাকা (ছেষট্টি লক্ষ উনষাট হাজার নয়শত পয়ষট্টি টাকা সাতচল্লিশ পয়সা)। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে এবং ৫ সদস্যবিশিষ্ট TEC- তে ২ জন বহি:সদস্য রাখা হয়েছে (গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশর অধিদপ্তর)। পিপিআর ২০০৮ অনুসারে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৩ সদস্য বিশিষ্ট TOC গঠন করা বাঞ্ছনীয়। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে ৫ সদস্য বিশিষ্ট TOC গঠন করা হয়েছে, যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে অফিসিয়েল প্রাক্কলন হতে ১২.৫০% নিম্নদরে মেসার্স আনসারি বিল্ডার্স নামক সংস্থার এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

প্যাকেজ/ লট নং 75-P এর মাধ্যমে পিরোজপুর সদর উপজেলায় ৪৯.৬৯৫ কি.মি. বাঁধ নির্মিত হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ৩০/০৬/২০০৮ তারিখে 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দেয়া হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ অনুসারে বহুল প্রচারিত ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দেয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে টেন্ডার জমা দেয়ার তারিখ ছিল ২২/০৭/২০০৮। সংস্থা হতে ০৮টি ফার্ম টেন্ডার ডকুমেন্ট নিয়েছে এবং ০৮টি টেন্ডার জমা পড়েছে। রেসপন্সিভ হয়েছে ০৩টি। প্যাকেজটির ক্ষেত্রে অফিসিয়েল এসটিমেট হচ্ছে ৬৬,৫৯,৯৬৫.৪৭ টাকা (ছেষট্টি লক্ষ উনষাট হাজার নয়শত পয়ষট্টি টাকা সাতচল্লিশ পয়সা)। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ৩ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে এবং ৫ সদস্যবিশিষ্ট TEC- তে ২ জন বহি:সদস্য রাখা হয়েছে (পিরোজপুর পৌরসভা, সড়ক ও জনপথ)। পিপিআর ২০০৮ অনুসারে টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটির ১ জন সদস্যকে টেন্ডার ওপনিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এক্ষেত্রে

তা করা হয়নি, যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে অফিসিয়েল প্রাক্কলন হতে ১৯.২২% নিম্নদরে মো: শামীম আহসান এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্যাকেজগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পিপিআর ২০০৮ অনুসারে কমিটি গঠন করা হয়নি এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দেয়া হয়নি।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত) ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মো: শহীদুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৪/১০/২০০৩ - ২৮/৪/২০০৬
২।	জনাব মো: শাহাবুদ্দীন আহমেদ	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৮/৪/২০০৬ - ১৫/১০/২০০৬
৩।	জনাব মো: আব্দুল মালেক	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৫/১০/২০০৬ - ১৬/০৭/২০০৯
৪।	জনাব মো: মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৫/০৮/২০০৯ - ১৩/০২/২০১১
৫।	জনাব মো: জাকির হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৩/০২/২০১১ - ৩০/০৬/২০১২

১৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৯। প্রকল্পটি সমাপ্ত হতে ৩ বছর অধিক সময় ব্যয় হয়। এতে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক অঙ্গ আর্থায়নের অভাবে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৬। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণ বন্যার পানি হতে সুরক্ষিত হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির স্থায়িত্ব ও ব্যবহার বেড়ে গেছে । খাল খনন, রেগুলেটর ও পাইপ আউটলেট নির্মাণের ফলে ক্ষরায় পানি সেচ প্রদান ও অতি বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হয়েছে। এতে শস্য উৎপাদন বেড়ে গেছে এবং উৎপাদিত শস্য বন্যা হতে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। বাঁধের ফলে জমি রক্ষা পেয়েছে ও রেগুলেটরের ফলে জমি হতে পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

- **আইএমইডি'র মতামত:**
  - প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৮ কি.মি. বাঁধ সম্পূর্ণই নদীতে নিমজ্জিত হয়েছে। খরস্রোতা নদীতে প্রতিরক্ষা কাজ না করে বাঁধ নির্মাণ ফলপ্রসু হয়নি বরং প্রতি বছর মেরামত বাবদ অর্থ ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
  - ডিজাইন অনুযায়ী বাঁধের স্লোপ দেখা যায়নি।
  - প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

১৮। সুপারিশ:

১৮.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮.২ প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ না করার বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে।

১৮.৩ অনুচ্ছেদ ১৭ এবং অনুচ্ছেদ ১৮.১ হতে ১৮.২ এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে জানাবে।

নদী প্রবাহ ও মরফোলজির উপর বান্ডেলিং-এর প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা (ফেজ-২)

সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট

০২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

০৩। প্রকল্প এলাকা :

	জেলার নাম	উপজেলা	নদীর নাম
(১)	টাঙ্গাইল	ভূয়াপুর	যমুনা নদীর শাখা
(২)	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	কুমার নদী
(৩)	বরিশাল	বাবুগঞ্জ	সুগন্ধা নদী (দোয়ারিকা ব্রীজ সংলগ্ন)
(৪)	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ফরিদপুরে ল্যাবরেটরী ষ্ট্যাডি।	

০৪। <u>প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৭.৯২	-	৮৪.৯৫৫২৩	ডিসেম্বর, ২০০৯ - জুন, ২০১২	-	ডিসেম্বর, ২০০৯ - জুন, ২০১২	-	-

০৫। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :</u>

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
	রাজস্ব খাতঃ					
১।	ভাতা	থোক	০.৮৪%	১.৫০	০.৫৫%	০.৯৭৮৩৩
২।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৯২.১৭%	১৬৩.৯৮	৪৪.৬৩%	৭৯.৪১৪৪৯
৩।	মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	২.২৬%	৪.০০	-	-
	রাজস্ব খাতের উপমোটঃ		**৯৫.২৭%**	**১৬৯.৪৮**	**৪৫.১৮%**	**৮০.৩৮১৫৯**
	মূলধন খাতঃ					
৪।	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	থোক	০.৫৫%	১.০০	০.৫৪%	০.৯৬৫৫১
৫।	VAT/IT	থোক	৪.১৮%	৭.৪৪	২.০২%	৩.৫৯৬৯
	মূলধন খাতের উপমোটঃ		**৪.৭৩%**	**৮.৪৪**	**২.৫৬%**	**৪.৫৬২৪১**
	সর্বমোট ব্যয়:		**১০০%**	**১৭৭.৯২**	**৪৭.৭৪%**	**৮৪.৯৫৫২৩**

০৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পটি একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে নদী প্রবাহ ও মরফোলজির ওপর বান্ডেলিং এর প্রভাব বিষয়ক মডেল উন্নয়ন এবং পরবর্তীতে ছোট ছোট নদীতে এর প্রয়োগ করে নদী তীরের ভাঙ্গনরোধ করাই হচ্ছে এ প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণাগারে মডেল উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু ব্যান্ডেল পদ্ধতি প্রয়োগ করে তীরের ভাঙ্গনরোধ করা সম্ভব কিনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বাস্তবায়নের জন্য নিধারিত মোট ভৌতকাজের মাত্র ৪৭.৭৪% কাজ প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন করা হয়েছে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে মডেল দেখা গেলেও ব্যবহারিকভাবে বরিশালে সুগন্ধা নদীতে ও ফরিদপুরে কুমার নদীতে ব্যান্ডেল নির্মাণ করা হলেও সংস্থার মহাপরিচালকের অনীহার কারণে নির্মিত ব্যান্ডেলগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। কাজের ধারাবাহিকতার অভাব থাকায় মাঠ পর্যায়ে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের অনুমোদিত দলিলে টাঙ্গাইলের ভূয়াপরে যমুনা নদীর শাখায় ব্যান্ডেল নির্মাণের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নে করার মনোভাব না থাকার কারণে টাঙ্গাইল ব্যান্ডেল নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ বলা যায় যে, মাঠ পর্যায়ে গবেষণাটি মোটেই প্রয়োগ করা হয়নি।

০৭। মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।

০৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ♦ বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব পাড়ের উজানে যমুনা নদীর তীরে পলি মাটি জমা করা;
- ♦ বর্ণিত এলাকা যমুনা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন রোধ করা;
- ♦ ভূমি পুনঃউদ্ধার করা;
- ♦ ব্যান্ডেলিং পদ্ধতি যে কম খরচে নদী ভাঙ্গন রোধ করতে পারে উহা পর্যবেক্ষণ করা
- ♦ সেমিনার/সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে এ পদ্ধতি দেশে/বিদেশে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৯। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশের যমুনা অত্যন্ত ভাঙ্গণপ্রবন নদী। প্রতি বছর নদীটির দুই তীর ভেঙ্গে প্রসারিত হচ্ছে এবং এ ধরণের ভাঙ্গনের সম্মূখীন হয়েছে যা টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলার অন্তর্গত যমুনা সেতুর পূর্ব গাইড বাঁধের শহীদ সালাহউদ্দিন সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকা। যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের একটি প্রতিবেদন অনুসারে গত বছরেও নদীর সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকায় ৫০মিটার থেকে ৬০ মিটার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গত ১৭/১২/২০০৮ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যমুনা সেতু পূর্ব গাইড বাঁধের সেনানিবাস সংলগ্ন এলাকায় ভাঙ্গন প্রতিরোধে Bandalling পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে কার্যকর করার বিষয়ে নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে। নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ফরিদপুর কর্তৃক গবেষণালব্ধ Bandalling পদ্ধতির ফলাফল অন্যত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ধরণের পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। Research on the Effect of Bandalling on River Flow & Morphology (Phase-II) যা ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে শেষ হবে এবং এর আওতায় বুয়েট কর্তৃক ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং সফট্ওয়্যার তৈরী করার জন্য নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বুয়েটের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এতে বুয়েট ৩ বছর বিনা খরচে তৈরীকৃত সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডাটা ব্যবহার করে বর্ণিত সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ হবে।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত "Research on the Effect of Bandalling on River Flow & Morphology (Phase-II)" শীর্ষক জরীপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি গত ০৯-১২-২০০৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কতৃক অনুমোদিত হয়।

১১। <u>প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম :</u>

- গবেষণাগারে ব্যান্ডেলিং পদ্ধতির মডেল উন্নয়ন এবং
- ব্যান্ডেলিং পদ্ধতি যে কম খরচে নদী ভাঙ্গন রোধ করতে পারে উহা পর্যবেক্ষণ করা

১২। ব্যান্ডেলিং পদ্ধতির প্রয়োগ:

<u>তীর ভাঙ্গন রোধ করে:</u>

- স্থানীয়ভাবে দেশীয় প্রযুক্তির কম খরচের স্ট্রাকচার হলো বাঁশের ব্যান্ডেল এবং এ ব্যান্ডেলের উপরের অংশ বন্ধ থাকে এবং নীচের অংশ খোলা থাকে ফলে পানি নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- ব্যান্ডেলকে প্রবাহিত পানির দিকের সাথে কোণ করে বসানো হয়, ফলে পানির স্রোত নদীর তীরে আঘাত না করে মূল স্রোতধারায় মিলিত হয়।
- পানি এসে ব্যান্ডেলের সম্মুখে বাঁশের চাটাইয়ে আঘাত করে এবং পানির কিছু অংশ নিচের দিকে নদীর বেড দিয়ে ব্যান্ডেলের পশ্চাতে নিয়ে যায় এবং সেখানে পানির তুলনায় পলি মাটি বেশি থাকে বিধায় নদীর তীরে অতিরিক্ত পলি মাটি জমা হয়ে ভূমি পুন:রুদ্ধার হয় এবং নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ হয়।

<u>নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করে:</u>

- ব্যান্ডেলের সম্মুখে ও পশ্চাতে চাপের পার্থক্য সৃষ্টি হয় ফলে পলি চলে নদীর পাড়ের দিকে এবং পানি স্তানান্তর করে নদীর মাঝখান বরাবর।
- অধিক পরিমান পানি, অল্প পরিমান পলিসহ চলে প্রধান চ্যানেল বরাবর। ফলে চ্যানেল অধিক গভীর হয় এবং নাব্যতার সৃষ্টি হয়।

১৩। <u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি</u>

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৭.৯২ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের ৪৭.৭৪% ভৌতকাজ সম্পাদনে ব্যয় হয়েছে ৮৪.৯৫৫২৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় (১০০.০০ - ৪৭.৭৪) = ৫২.২৬% ভৌতকাজ সম্পন্ন করা হয়নি। প্রকল্পের পিসিআর এ প্রকল্প চলাকালে বছরওয়ারী কত অর্থ ছাড় করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি বিধায় ব্যয়িত অর্থের বেশি অর্থ ছাড় করা হয়েছে কিনা অথবা অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

১৪। <u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u>

নদ-নদী বাংলাদেশর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ও অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিধায় নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অনেক কার্যকরী প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মডেল উন্নয়ন করা হয়েছে নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটে। Research on the Effect of Banda ling on River Flow & Morphology (Phase-II) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়, অনেকগুলো গবেষণাগার যেগুলোর কাঠামো এখনও খুব ভালো আছে যদিও সব তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে (চিত্র ১ ও ২)।

প্রকল্প পরিচালক গবেষণাগারে ব্যান্ডেলিং পদ্ধতির মডেল (চিত্র ৩ ও ৪) দেখান। এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে বাঁশ দিয়ে নির্মিত ব্যান্ডেল পানির স্রোতের সাথে কৌনিকভাবে স্থাপন করা হয় এবং নির্মিত কাঠামোর নিচের অংশ খোলা থাকে, যা একাধারে পানির প্রবাহকে বাঁধা প্রদান করে এবং পানির প্রবাহকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের ছোট ছোট নদীতে নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রয়োজনীয় পরিমান ব্যান্ডেল নির্মিত হলে পানি প্রবাহ সরাসরি তীরে আঘাত করা হতে বিরত থাকে। এতে ক্রমানুসারে পানি প্রবাহের গতি হ্রাস পায় বলে তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ হয়। অবকাঠামো নির্মাণে দেশীয় পণ্য বাঁশ ব্যবহৃত হয়। নির্মাণের পূর্বে বাঁশকে ট্রিট করা হয় যেন তা পানিতে নষ্ট না হয়। সংস্থায় বাঁশ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (চিত্র ৫) নির্মিত হয়েছে যা অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটি ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

অনুমোদিত ডিপিপিতে বরিশালের সুগন্ধা নদীতে, ফরিদপুরের কুমার নদীতে ও টাঙ্গাইলের ভূয়াপুরে যমুনা নদীর শাখায় ব্যান্ডেল নির্মাণের জন্য নির্ধারিত থাকলেও শুধুমাত্র বরিশালের সুগন্ধা নদীতে ব্যান্ডেল নির্মিত হয়েছে। দোয়ারিকা ব্রীজ সংলগ্ন সুগন্ধা নদী পরিদর্শনকালে মাত্র একটি কাঠামো দেখা যায় (চিত্র ৬)। ব্যান্ডেলের অস্তিত্ব না থাকার কারন জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ব্যান্ডেল নির্মিত হওয়ার পর মেরামত করা হয়নি। প্রকল্পের নির্মিত অঙ্গের মেরামত বাবদ ২০১১-১২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচিতে ৪,০০,০০০.০০ টাকা (চার লক্ষ) বরাদ্দ ছিল। সুগন্ধাস্থ ব্যান্ডেল মেরামতে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মহাপরিচালকের অনুমোদনের জন্য নথিতে উপস্থাপন করা হলে প্রকল্পটি জুন, ২০১২ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বিধায় মহাপরিচালক কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়নি। আইএমইডি'র প্রতিনিধি কর্তৃক এ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনাকালে দেখা যায়, ১,৯৮,৩৭৯.০০ টাকার (একলক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশত উনআশি) একটি প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক গত ১৫/০৪/২০১২ তারিখে তা মহাপরিচালকের অনুমোদনের জন্য নথিতে পেশ করা হলে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের ৩৪ তম সভার সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে মেরামত প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়নি। উল্লেখ্য, পরিচালনা বোর্ডের ৩৪

তম সভার কার্যবিবরণীতে দেখা যায়, প্রকল্পটি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে অব্যাহত না রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ না করার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। পুনরায় গত ০৭/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প এলাকার জনগণ সংস্থার মহাপরিচালকের নিকট একটি আবেদন পত্র দেন। আবেদন পত্রে এলাকাবাসী বলেন যে, প্রকল্প এলাকায় ২/১ বছর পূর্বে নির্মিত ব্যান্ডেল নদী তীর ভাঙ্গনরোধে সহায়ক হয়। তারা পরীক্ষামূলকভাবে আরো ব্যান্ডেল নির্মাণের অনুরোধ জানান। প্রকল্প পরিচালক বিষয়টি নথিতে উপস্থাপন করলে মহাপরিচালক কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়নি। দোয়ারিকা ব্রীজ সংলগ্ন সুগন্ধা নদী তীরে অবস্থিত এলাকাকে ভাঙ্গন হতে প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় তীর সংরক্ষণ কাজ দেবে গেছে (চিত্র ৭ ও ৮)। এলাকাবাসীর নিকট হতে জানা যায় যে, তীর সংরক্ষণ কাজটি নির্মাণের ৩ মাসের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষা কাজের তুলনায় ব্যান্ডেল পদ্ধতি অর্থ সাশ্রয়ী। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্যান্ডেলিং পদ্ধতি যে কম খরচে নদী ভাঙ্গন রোধ করতে পারে উহা পর্যবেক্ষণ করা। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়িত হয়নি। ব্যান্ডেলিং পদ্ধতি নদী ভাঙ্গন রোধ করতে পারে কি না প্রকল্পের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়নি। যথাসময়ে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ না করার কারনে ফরিদপুরের কুমার নদীতে নির্মিত ব্যান্ডেল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়া টাঙ্গাইলের ভূয়াপুরে যমুনা নদীর শাখায় ব্যান্ডেল নির্মাণের পূর্বেই প্রকল্প সমাপ্ত হয়।

চিত্র ১: বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ সংস্থার স্টোর রুম

চিত্র ২: সংস্থার গবেষণাগার

চিত্র ৩

চিত্র ৪

চিত্র ৩ ও ৪: গবেষণাগারে ব্যান্ডেলিং পদ্ধতির মডেল

চিত্র ৫: বাঁশ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট

চিত্র ৬: সুগন্ধা নদীতে নির্মিত ব্যান্ডেল

চিত্র ৭: সুগন্ধা নদীতে তীর প্রতিরক্ষা কাজের দেবে যাওয়া অংশ

চিত্র ৮: প্রতিরক্ষা কাজের গণগত মান ভালো হয়নি

১৫। <u>প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:</u>

প্রকল্পের ক্রয় কার্যাদি Request for Quotation Method এ করা হয়েছে। ক্রয় কমিটি গঠনে পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে। টেন্ডার মূল্যায়ন কমটির প্রতিবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরাসরি Head of Procuring Entity (HOPE) এর নিকট নথি উপস্থাপনের বিষয়ে পিপিআর এ নির্দেশনা থাকলেও এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালককে নথি কয়েকজন পরিচালকের মাধ্যমে HOPE এর নিকট অনুমোদনের জন্য দেয়া হয়েছে। এতে একেকটি প্রতিবেদন অনুমোদিত হতে এক হতে দেড় মাস সময় প্রয়োজন হয়েছে যা পিপিআর এর সাথে সাংঘর্সিক। এ বিষয়টি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বারংবার প্রকল্পটির স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভায় পিপিআর অনুসরণ করা বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হলেও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করেননি।

১৬। <u>প্রকল্প সমাপ্তকরণ:</u>

প্রকল্পের মোট ভৌত কাজের ৪৮% সম্পন্ন হয়েছে এবং অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় না হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পটি সমপ্তি ঘোষণা করার বিষয়টি বিস্ময়কর। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে মডেল তৈরির পর তা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়। এটি গবেষণারই অংশ। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ করার বিষয়ে মহাপরিচালকের অনীহা বোধগম্য নয়। নথি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বারংবার মহাপরিচালক মাঠ পর্যায়ে গবেষণার চেয়ে সংস্থায় মডেল তৈরিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি গবেষণা সম্পর্কে অজ্ঞতা নাকি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা তা স্পষ্ট নয়।

১৭। <u>প্রকল্প পরিচালনায় প্রকল্প পরিচালকের স্বাধীনতা:</u>

বিবেচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো: লুৎফর রহমানকে তাঁর দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসোবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বিভিন্ন নথি পর্যবেক্ষণে প্রমান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তিনি আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হননি। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যেকোন স্বল্পমূল্যের দ্রব্যাদি (যেমন, ৫০০০.০০ টাকা মূল্যের প্রিন্টারের টোনার, ২৫০০.০০ টাকা মূল্যের ফটোকপি মেশিনের টোনার, স্টেশনারি ইত্যাদি) সংগ্রহ করার জন্য নথিতে মহাপরিচালকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়েছে। আর্থিক ক্ষমতা বিধি অনুসারে ২০.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয়বিশিষ্ট প্রকল্প/কার্যক্রম/কার্যাবলীর দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক পণ্য যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ২৫.০০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং ভৌত সেবার ক্ষেত্রে ৫০.০০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করতে পারে। অর্থাৎ আর্থিক ক্ষমতা বিধি অনুসারে প্রকল্প পরিচালক পর্যায়ে নিস্পন্ন বিষয়াদি মহাপরিচালক পর্যায়ে নিস্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, গত ০৮/০৮/২০১১ তারিখে মহাপরিচালক বরাবর এবং প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির একাধিক সভায় তিনি আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা না পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্প পরিচালককে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও সংস্থা তা মেনে চলার প্রয়োজন মনে করেননি। প্রকল্প পরিচালনায় সরকারের আর্থিক ক্ষমতা বিধি লঙ্ঘিত হওয়ার বিষয়টি সংস্থার পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোহাম্মদ আজম খান এর দৃষ্টিগোচর করা হলে তিনি অত্যন্ত দাম্ভিকভাবে বলেন যে, প্রকল্প পরিচালকের কোন অস্তিত্ব নেই, জেনারেটর চালাতে গেলেও প্রকল্প পরিচালককে পরিচালক (প্র: ও অ:) এর অনুমতি নিতে হয়। অবস্থাদৃষ্টে সুস্পষ্ট যে, প্রকল্পটির সব কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ার প্রধান কারণ মহাপরিচালক ও পরিচালক (প্র: ও অ:) এর সরকারি বিধি না মেনে চলার মানসিকতা এবং প্রকল্প কাজে অযাচিত হস্তক্ষেপ। নথি পর্যবেক্ষণে আরো দেখা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিস্পত্তি হতে অনেক সময় ক্ষেপণ হয়েছে যদিও সংস্থার সব কর্মকর্তাগণই একই ক্যাম্পাসে পাশাপাশি কক্ষে তাদের দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করেন। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, মাসের অধিকাংশ সময় মহাপরিচালক ঢাকায় অবস্থান করেন বিধায় নথি নিস্পন্ন করতে প্রচুর সময় প্রয়োজন হয়।

১৮। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে (ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত) ১ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মো: লুৎফর রহমান	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৭/০৬/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২

১৯। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

প্রকল্পটি অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর সুপ্রভাব দেখা যায়নি।

২০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

- **সংস্থার মতামত:**

নদী ভাঙ্গন রোধে ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি কল্পে ব্যান্ডেল পদ্ধতি উপকারি।

- **আইএমইডি'র মতামত:**

- প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজের অংশ বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রকল্পের কোন সুফল দেখা যায়নি। স্থানীয় জনগণের ভাষ্যমতে প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে সুফল দেখা যেত। অর্থাৎ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

- প্রকল্পটি একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প। গবেষণাগারে মডেল উন্নয়ন করা যেমন গবেষণার অংশ তেমনি গবেষণালব্ধ ফল মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে প্রয়োগ করা যাবে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করাও গবেষণার একটি অংশ। গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা পূর্ণাংগ গবেষণা নয়। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের অনীহার কারনে এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে মাঠে পর্যায়ে ব্যান্ডেল পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি যা অত্যন্ত অনভিপ্রেত। অনুমোদিত ডিপিপিতে মাঠে পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন না করা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

- প্রকল্পটিতে প্রকল্প পরিচালককে ডিপিপি অনুযায়ী কাজ করতে দেয়া হয়নি। প্রকল্প পরিচালক নির্মিত ব্যান্ডেলগুলো মেরামত করতে চাইলেও মহাপরিচালকের অনুমোদন না পাওয়ায় তার পক্ষে মেরামত কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি যদিও এ বাবদ ডিপিপিতে ৪.০০ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ ছিল।

- প্রকল্প পরিচালনায় আর্থিক ক্ষমতা বিধি ও পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়নি। আর্থিক ক্ষমতা বিধি অনুসারে ২০.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয়বিশিষ্ট প্রকল্প/কার্যক্রম/কার্যাবলীর দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক পণ্য যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ২৫.০০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং ভৌত সেবার ক্ষেত্রে ৫০.০০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করতে পারে। বিবেচ্য প্রকল্পে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যেকোন স্বল্পমূল্যের দ্রব্যাদি (যেমন, ৫০০০.০০ টাকা মূল্যের প্রিন্টারের টোনার, ২৫০০.০০ টাকা মূল্যের ফটোকপি মেশিনের টোনার, স্টেশনারি ইত্যাদি) সংগ্রহ করার জন্য নথিতে মহাপরিচালকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ক্ষমতা বিধি অনুসারে প্রকল্প পরিচালক পর্যায়ে নিস্পন্ন বিষয়াদি মহাপরিচালক পর্যায়ে নিস্পন্ন হয়েছে।টেন্ডার মূল্যায়ন কমটির প্রতিবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরাসরি Head of Procuring Entity (HOPE) এর নিকট নথি উপস্থাপনের বিষয়ে পিপিআর এ নির্দেশনা থাকলেও এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালককে নথি কয়েকজন পরিচালকের মাধ্যমে HOPE এর নিকট অনুমোদনের জন্য দেয়া হয়েছে। এতে একেকটি প্রতিবেদন অনুমোদিত হতে এক হতে দেড় মাস সময় প্রয়োজন হয়েছে যা পিপিআর এর সাথে সাংঘর্সিক।

-প্রকল্পের পিসিআর যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি। অর্থ অবমুক্তি বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছুই উল্লেখ করা নেই।

২১। সুপারিশ:

২১.১ অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত না করে গবেষণাধর্মী প্রকল্পটি শেষ করার কারন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়/সংস্থা ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

২১.২ প্রকল্প পরিচালনায় আর্থিক ক্ষমতা বিধি ও পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ না করার বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে।

২১.৩ প্রকল্পের পিসিআর যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি। অর্থ অবমুক্তি বিষয়ে পিসিআরে কোন কিছুই উল্লেখ করা নেই।

২১.৪ অনুচ্ছেদ ২১ এবং অনুচ্ছেদ ২০.১ হতে ২০.৩ এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে জানাবে।

"প্রিপারেশন অফ মাস্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ডেটাবেজ ফর হাওরস' এন্ড ওয়েটল্যান্ডস প্রকল্প"

সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

১.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ হাওর এন্ড ওয়েটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড।

২.০। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

৩.০। প্রকল্পের অবস্থান : সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত						
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৩৯.৪৮	৭৩৯.৪৮	৭৩৯.০০	১ জানুয়ারি ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১১	১ জানুয়ারি ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১২	১৬ মে, ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১২	প্রযোজ্য নয়	১২ মাস (১০০%)

৫.০। প্রকল্পের সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৫.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জলাভূমি রয়েছে। এর মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে চলনবিল, চান্দার বিল, চেঞ্চুরি বিল, ডাকাতিয়া বিল ইত্যাদি, দক্ষিণ-পশ্চিমে আড়িয়াল বিল, মধ্য অঞ্চলে ঘুঘুরাজলা এবং উত্তর-পূর্বের হাওড় এলাকা অন্যতম। এছাড়া সারাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক হাজার ক্ষুদ্রাকৃতির জলাভূমি রয়েছে। এসব জলাভূমি কয়েকটি প্রধান নদী যেমন, গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা এবং এগুলোর শাখা নদী দ্বারা সংযুক্ত। হাওর বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ পানির গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উৎস। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রায় ২৫ শতাংশ এলাকায় এসব হাওর বিস্তৃত । সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রায় ৮ হাজার বর্গ কিঃমিঃ ব্যাপী এলাকায় ৪২২ টি হাওর বিদ্যমান। নদী প্রধান বাংলাদেশের মিঠা পানির মাছের উৎস হচ্ছে নদী এবং হাওর। পরিবেশগত (ecological) ভারসাম্য রক্ষার জন্য নদী এবং হাওর এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আন্তখাতভিত্তিক সমন্বয়হীনতা এবং লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রাকৃতিক জলাশয়ের সম্পদ বিক্ষিপ্ত, অপরিকল্পিত এবং বিশৃংখলভাবে সংগ্রহ করার ফলে সামাজিক পরিবেশ এবং জলজ সম্পদ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

২০০৪ সালের ৭-৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় 'Mitigation of Flood Risk and Damage' বিষয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে যে সুপারিশ করা হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদ্যমান জলাভূমিসমূহে সারা বছর ব্যাপী পানি ধরে রাখার লক্ষ্যে এগুলোকে retention ponds হিসেবে ব্যবহার করা। উক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি জেলার (সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মনবাড়িয়া) বিস্তৃত হাওর এলাকার জন্য মাস্টার প্ল্যান এবং তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রকল্পটির আওতায় দু'টি কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হয়েছে। একটি কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে বাংলাদেশের হাওড় ও জলাভুমি এলাকা উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং অপর কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে বাংলাদেশের হাওড় ও জলাভূমির জন্য ডাটাবেজ প্রণয়ন করা ।

মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ ১০ জন (১৪৭ জনমাস) ও সহযোগী জনবল ৮ জন (১০৮ জনমাস) এবং ডাটাবেজ উন্নয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ ১০ জন (১৬৪ জনমাস) ও সহযোগী জনবল ১৩ জন (২২৮ জনমাস) নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া কৃষি অর্থনৈতিক জরিপ (Social Impact Assessment, Environmental Impact Assessment, Participatory Rural Appraisal/Rapid Rural Appraisal), ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদি প্রকল্পের মুল কর্যক্রম।

৫.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশের জলাভূমি এবং হাওর উন্নয়নের লক্ষে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা।
- বাংলাদেশের জলাভূমি এবং হাওরের ডেটাবেজ প্রণয়ন করা।

- বাংলাদেশের জলাভূমি এবং হাওরের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও উদ্ধারকরণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের মধে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর এন্ড ওয়েটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কার্যক্ষমতা বাড়ানো।

৫.৩ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি গত ২৪ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। অতঃপর ০৯ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ৭৩৯.৪৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। এরপর গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে প্রকল্পটির অনুকূলে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। এরপর প্রকল্পটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ বৃদ্ধির প্রস্তাবের উপর গত ০৫ এপ্রিল ২০১১ তারিখে আইএমইডি-এর মতামত/সুপারিশ প্রদান করা হয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ভিত্তিতে গত ০৫ মে ২০১১ তারিখে মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশাসনিক পত্র জারী করে। এরপর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০১২ বৃদ্ধির প্রস্তাবের উপর গত ০৩ এপ্রিল ২০১২ তারিখে আইএমইডি-এর মতামত/সুপারিশ প্রদান করা হয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ভিত্তিতে গত ০৯ মে ২০১২ তারিখে মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশাসনিক পত্র জারী করে।

৬.০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল	
				আরম্ভ	সমাপ্ত
১।	মেজর মোঃ গোলাম কিবরিয়া খান চৌধূরী (অবঃ)	মহাপরিচালক	পূর্ণকালীন	২৬ মে ২০০৯	২৪ মে ২০১২
২।	মোঃ আবুল কাশেম	মহাপরিচালক	পূর্ণকালীন	২৪ মে ২০১২	৩০ জুন ২০১২

৭.০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী):

(লক্ষ টাকায়)

		কাজের বিবরণ	সংখ্যা	মোট	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) রাজস	৪৮৪২	ওয়ার্কশপ, সেমিনার, স্টকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ কর্মসূচী, সম্মানী	থোক	১৬.০০	১৬.০০
	৪৮১৫	ডাক	থোক	২.০০	২.০০
	৪৮১৬	টেলিফোন ও সেল	থোক	২.০০	২.০০
	৪৮১৭	ফ্যাক্স	থোক	৫.০০	৫.০০
	৪৮২৭	প্রিন্টিং	থোক	১০.০০	১০.০০
	৪৮৯৯	অন্যান্যঃ	থোক	৫.০০	৫.০০
	৪৮০৬	অফিস ভাড়া	থোক	৯.০০	৯.০০
		কম্পোনেন্ট -১			
	৪৮৭৪	পরামর্শক সেবা	২৫৫ জনমাস	২৪৬.৪৮	২৪৬.৪৮
	৪৮২৮	স্টেশনারী	থোক	১.৫	১.৫০
	৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	৩.০০	৩.০০
	৪৮২৯	ইঞ্জিনিয়ারিং ইনভেস্টিগেশনের জন্য ডাইরেক্ট কস্ট	থোক	৮.০০	৮.০০
	৪৮৮৬	এ্যাগ্রো ইকনোমিক সার্ভে (SIA, EIA, PRA/RRA)	থোক	৫০.০০	৫০.০০
		কম্পোনেন্ট -২			
	৪৮৭৪	পরামর্শক সেবা	৩৯২ জনমাস	৩০০.০০	৩০০.০০
	৪৮২৮	স্টেশনারী	থোক	১.৫০	১.৫০
	৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	৩.০০	৩.০০
	৪৮৯৩	যানবাহন ভাড়া (মোটর/জলযান)	থোক	১০.০০	১০.০০
		মোট (রাজস)		**৬৭২.৪৮**	**৬৭২.৪৮**
(খ) মূলধন		**কম্পোনেন্ট -১**			
	৬৮২১	ফার্নিচার	থোক	৫.০০	৫.০০
	৬৮১৯	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	২.০০	২.০০
	৬৮০৭	যানবাহন ক্রয় (জিপ)	১টি	৩০.০০	৩০.০০
	৬৮১৫	কম্পিউটার/যন্ত্রপাতি	থোক	৩.১০	৩.১০

		কাজের বিবরণ	সংখ্যা	মোট	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬
	৬৮১৭	সফট্ওয়ার এবং লাইসেন্স	থোক	৪.০০	৪.০০
		কম্পোনেন্ট -২			
	৬৮১৫	কম্পিউটার/যন্ত্রপাতি	থোক	১৮.৯০	১৮.৪২
	৬৮১৭	সফট্ওয়ার এবং লাইসেন্স	থোক	৪.০০	৪.০০
		মোট (মূলধন)		**৬৭.৯০**	**৬৬.৫২**
		সর্বমোট (রাজস+মূলধন)	-	**৭৩৯.৪৮**	**৭৩৯.০০**

৮.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে বাংলাদেশের জলাভূমি এবং হাওর উন্নয়নের লক্ষে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা, বাংলাদেশের জলাভূমি এবং হাওরের ডেটাবেজ প্রণয়ন করা এবং বাংলাদেশ হাওর এন্ড ওয়েটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কার্যক্ষমতা বাড়ানো। সার্বিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে উক্ত তিনটি কাজসহ প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে, কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯.০। প্রকল্প পরিদর্শন ,পর্যবেক্ষন ও অডিটিং

বর্ণিত প্রকল্পটি একটি সমীক্ষা প্রকল্প এবং পরামর্শক প্রতিবেদন ও বুদ্ধিবৃত্তি সেবা নির্ভর হওয়ায় এর বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন করা হয়নি। আভ্যন্তরীন অডিট ও বাহ্যিক অডিট বিষয়ক কোন তথ্য সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত নেই। তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, আভ্যন্তরীন অডিট ও বাহ্যিক অডিট ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

১০.০। প্রকল্পের সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন তথা সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা
- সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা।

১১.০। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব সম্পাদন অগ্রগতিঃ

১১.১ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

অর্থবছর	মূল এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
২০০৯-১০	৩০০.০০	১৮৯.০০	১৮৯.০০
২০১০-১১	৪৩৯.০০	৩০৩.০০	৩০৩.০০
২০১১-১২	৩৩০.০০	২৪৭.০০	২৪৭.০০
সর্বমোট		**৭৩৯.০০**	**৭৩৯.০০**

১১.২ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থবছরে মূল এডিপিতে যথাক্রমে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ও ৪৩৯.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৭৩৯.০০ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৩%) বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ায় বর্ণিত বছরে আরএডিপিতে যথাক্রমে ১৮৯.০০ লক্ষ টাকা ও ৩০৩.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৪৯২.০০ লক্ষ টাকা (৬৬.৫৭%) বরাদ্দ দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শুরু থেকে প্রকল্প সমাপ্তির দিন পর্যন্ত **অর্থাৎ ৩০** জুন, ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৭৩৯.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে **১০০%**।

১২.০। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

বর্ণিত প্রকল্পটি একটি সমীক্ষা প্রকল্প এবং এটি মূলতঃ ২ টি কম্পোনেন্টে প্রধান কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। যথাবিধি অনুসরণপুর্বক সেবা জাতীয় ২ (দুই)টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২ (দুই)টির চুক্তিমূল্য ছিল যথাক্রমে ৩৪৫.৮৮ লক্ষ টাকা এবং ৩৫৬.৬০ লক্ষ টাকা ।

১৩.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)	**অর্জন** (পিসিআর অনুযায়ী)
বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব এলাকার হাওরের সমন্বিত, টেকসই উন্নয়নের লক্ষে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা।	মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।
বাংলাদেশের সমগ্র হাওর এলাকার একটি বিশদ ডেটাবেজ স্থাপন করা।	ডেটাবেজ স্থাপন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ হাওর এন্ড ওয়েটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কার্যক্ষমতা বাড়ানো।	মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও ডেটাবেজ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ হাওর এন্ড ওয়েটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কার্যক্ষমতা বেড়েছে।

১৪.০। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ: প্রযোজ্য নয়।

১৫.০। প্রকল্পের সমস্যাদিঃ

প্রকল্পটিতে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে কাজের পরিধি ও বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল।

১৬.০ । প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

পিসিআরে প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর কোন প্রভাবের কথা উল্লেখ নেই। তবে জানা গেছে যে, JICA, EU ইত্যাদি দাতা সংস্থাসমুহ প্রণীত মাস্টার প্ল্যান, ডেটাবেজ ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সংস্থাকে এই মাস্টার প্ল্যান, ডেটাবেজ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ হাওর এন্ড ওয়েটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের প্রত্যয়নপত্র নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭.০। সুপারিশ/মতামতঃ

১৭.১। অর্থ প্রাপ্তি, অর্থ ব্যয় ও সমীক্ষা প্রকল্পটির কার্য পরিধির ব্যাপকতা বিবেচনায় মূল অনুমোদিত সময় থেকে অতিরিক্ত ১৪ মাস লেগেছে যা মূলত প্রকল্পটি গ্রহণ ও কর্মপরিধি নির্ণয়, প্রকল্প অনুমোদনের সময় সম্ভাব্য ঝুঁকি (Probable Risk) নির্ধারণপুর্বক বাস্তবায়ন সময়কাল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থার গাফিলতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

১৭.২। ভবিষ্যতে এ জাতীয় কারিগরী সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের পুর্বে এবং সমীক্ষার উপর ভিত্তিতে প্রণীত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীতব্য বিনিয়োগ প্রকল্প দলিল প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের পূর্বে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সকল দিক বিবেচনার সুপারিশ প্রদান করা হল।

১৭.৩। এ জাতীয় প্রকল্প সহ অন্যান্য প্রকল্প সমাপনান্তে ভবিষ্যতে সঠিকভাবে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অর্থাৎ পিসিআর প্রণয়নে অধিক সচেষ্ট থাকতে হবে।

"Institutional Development and Capacity Building of River Research Institute, Faridpur"

জুন: ২০১২

০২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর।

০৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

০৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর।

০৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)	মোট (প্রঃসাঃ)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৫৮.০০	১৯৫৪.৪৯	৪৬১.৫২	জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০০৯	জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১২	---	১০০%

০৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :**

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো :

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
১।	গবেষণাগার ও ওয়ার্কশপের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৮টি	২১.৩০	৮টি	২১.৩০
২।	পুরাতন যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৯৩টি	২০.৬৩	৯৩টি	২০.৬৩
৩।	বই ও গবেষণা উপকরণ ক্রয়	সংখ্যা	১২৫টি	৪.১০	১২৫টি	৪.১০
৪।	প্রশিক্ষণ ব্যয়	সংখ্যা	১৩টি আইটেম	৩৯.০০	০৪টি আইটেম	৮.৮১
৫।	যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	৮৪টি আইটেম	১৮৬৪.৭১	৭০টি আইটেম	৪০১.৯৩
৬।	গবেষণাগারের আসবাবপত্র	সংখ্যা	৭টি আইটেম (১৪৫টি)	৭.৭৫	৭টি আইটেম (১৪৫টি)	৪.৭৫
	সর্বমোট	-	-	**১৯৫৪.৪৯**	-	**৪৬১.৫২**

০৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রশিক্ষণ ব্যয় কম্পোনেন্টের আওতায় স্থানীয়ভাবে ১৩টি বিষয়ে মোট ১০৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান থাকলেও ৪ টি বিষয়ে মোট ২২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প

পরিচালককের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, যন্ত্রের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন সঠিক না হওয়ার কারণে বিবেচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সব যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের আওতায় অন জব প্রশিক্ষণের সংস্থান ছিল। যন্ত্রপাতি কেনার বিষয় বাদ দেয়ার কারণে সংস্থার ব্যক্তিবর্গকে যন্ত্র সংশ্লিষ্ট অন জব প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি।

০৮। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।

০৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের জিও-টেকন্যিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর সুবিধাদির উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করাসহ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের ম্যান্ডেটের আওতায় পানি সম্পদ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে পরীক্ষা/নিরীক্ষা/গবেষণা কাজ পরিচালনা করার জন্য ফিজিক্যাল ও ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কাজে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।

১০। প্রকল্পের পটভূমিঃ

আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত এবং নব্বইয়ের দশক হতে প্রকৃতপক্ষে কর্মরত ফরিদপুরস্থ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট মূলতঃ একটি গবেষণামূলক স্বায়ত্বশাসিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে গঠিত প্রতিষ্ঠানটি মূলত বাংলাদেশের নদ-নদীর উপর বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম তথা নদীর গতি ও প্রকৃতি, প্রবাহ, ধারা ইত্যাদি বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে কারিগরি ও সেবামূলক পরামর্শাদি প্রদান করে আসছে। অবশ্য নব্বইয়ের দশকের পর হতে প্রতিষ্ঠানটি পানি উন্নয়ন বোর্ড ছাড়াও নদী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী সংস্থার প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে কারিগরী ও প্রকৌশলগত সেবা প্রদান করে আসছে। এ সকল কারিগরী ও পরমর্শমূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃজন করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, রিভার হাইড্রলিক্স ফিল্ডে বহুমুখী গবেষণা, পরীক্ষা তথা জল অবকাঠামো, সেচ, মাটি পরীক্ষা, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, পলি প্রযুক্তি গবেষণা, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা সম্পাদনের লক্ষ্যে ফরিদপুরে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ৩টি ডাইরেক্টরেট এর মাধ্যমে (যথাঃ হাইড্রলিক রিসার্চ ডাইরেক্টরেট, জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ ডাইরেক্টরেট এবং প্রশাসন ও ফাইনান্স ডাইরেক্টরেট) কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির গবেষণাসহ মডেল স্ট্যাডি/টেস্টিং কাজে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকায় গবেষণা কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সকল বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে “Institutional Development and Capacity Building of River Research Institute, Faridpur” শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ফরিদপুরে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

মূল প্রকল্পটি ১০১৩.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হলে বিগত ০৯/০৪/২০০৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভায় আইএমইডি'র মাধ্যমে প্রকল্পটির ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণপূর্বক ডিপিপিটি পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার প্রেক্ষিতে গত ০৮/০৫/২০০৬ তারিখে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, পরিকল্পনা কমিশন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার প্রেক্ষিতে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১০১৩.২৪ লক্ষ টাকার স্থলে ৮৫৮.০০ লক্ষ টাকায় (১৫.৩২% ব্যয় হ্রাসপূর্বক) যুক্তিযুক্তকরণ করা হয়। অতঃপর পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১১/১০/২০০৬ তারিখে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে জুলাই'২০০৬ থেকে জুন'২০০৯ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্পের সংস্থানকৃত কতিপয় যন্ত্রপাতির বাজারদর বৃদ্ধির কারণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৯ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধিসহ প্রকল্পটি ২৩৮৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ১৭৮.২০% বৃদ্ধি) অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করলে গত ০৩/০৮/২০০৯ তারিখে প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাবের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভায় পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ প্রধান (কৃষি) এর নেতৃত্বে আইএমইডি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক সংশোধিত প্রকল্পে সংগৃহীতব্য যন্ত্রপাতির প্রস্তাবিত মূল্য যাচাইপূর্বক যৌক্তিকভাবে পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৮৭.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ২০১১.৪৫ লক্ষ টাকায় (১৫.৭৩% ব্যয় হ্রাসপূর্বক) যুক্তিযুক্তকরণ করা হয়। উল্লেখ্য, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটিকে ২০১১.৪৫ লক্ষ টাকায় সংশোধনের প্রস্তাব করার প্রেক্ষিতে সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ১১৫৩.৪৫ লক্ষ টাকা বা ১৩৪.৪৩% বৃদ্ধি পায়। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর পুনরায় গত ২০/০১/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ মোতাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পুনরায় আইএমইডি'র মাধ্যমে প্রকল্পটির ব্যয় যাচাই করার অনুরোধ করা হয়। আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ আন্তঃমন্ত্রণালয় ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির প্রস্তাবিত ২০১১.৪৫ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৫৮.৪৯ লক্ষ টাকায় নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় গত ১০/০৮/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৯৫৪.৪৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে নির্ধারিত মূল্যের মধ্যে Tide Generator নামক বিশেষ ধরনের যন্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদানের পর সরবরাহ পেতে ন্যূনতম ৬ মাস প্রয়োজন বিধায় এটি সংগ্রহের জন্য আইএমইডির সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ জুন, ২০১২ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।

১১। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম :

- গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আরআরআই এর দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
- সংস্থার জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১২। প্রকল্প পরিদর্শন:

নদ-নদী বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ও অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিধায় নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অনেক কার্যকরী প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মডেল উন্নয়ন করা হয়েছে নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটে। "Institutional Development and Capacity Building of River Research Institute, Faridpur" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়, অনেকগুলো গবেষণাগার যেগুলোর কাঠামো এখনও খুব ভালো আছে যদিও সব তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। এই সংস্থায় বিশেষায়িত কোন কাজ করা হচ্ছে কিনা তা জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, শুধুমাত্র রুটিন কাজ করা হচ্ছে। পদ্মা সেতুর মডেল নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ করার পর আর কোন বিশেষায়িত কাজ করা হচ্ছেনা। সংস্থাটিতে যে পরিমান জনবল আছে সে তুলনায় কাজের সুযোগ এবং জনবলকে প্রশিক্ষিত করার সুযোগ অনেক কম। সম্প্রতি নদী বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক নতুন তত্ত্ব ও যন্ত্রপাতি নির্মিত হচ্ছে। এগুলোর সাথে এ সংস্থার বিজ্ঞানীগণ পরিচিত নন বিধায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় কেনা নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতিগুলো দেখা যায়। যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করা জরুরী। সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে এগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রকল্প পরিচালক হতে জানা যায় যে, সংস্থাটিতে নতুন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন। নদীমার্তৃক বাংলাদেশের স্বার্থে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে অধিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

চিত্র ১: Compressive Strength Machine চিত্র ২: Universal testing Machine চিত্র ৩: Turbidity

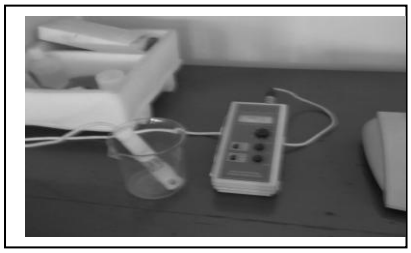
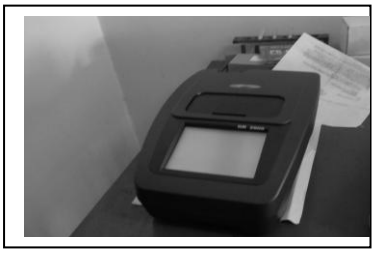

চিত্র ৪: alyzer চিত্র ৫: চিত্র ৬: Balance

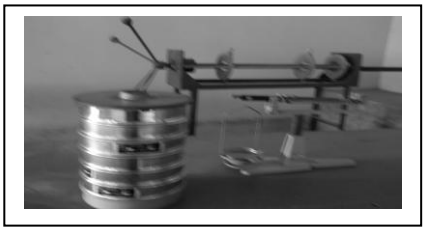

চিত্র ৭: ample চিত্র ৮: Horizontal Sample Ejector, Sieve and চিত্র ৯: Mechanic Lab.

১০: Consolidation Test Machine চিত্র ১১: Digita চিত্র ১২: Miniature

১৩। **<u>প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:</u>**

প্যাকেজ/ লট নং DPP-03/2007 - 08 এর মাধ্যমে কনসলিডেশন বেস প্লেট, ওভেন, ক্রাশিং মেশিন, একেসেলারেটেড কিউরিং ট্যাঙ্ক, এসি, রেফ্যিচারেটর, কনফারেন্স কক্ষের সাউন্ড সিস্টেম আপগ্রেডেশন এবং ১৫০ কেভিএ জেনারেটর মেরামত করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ১০/০৭/২০০৮ তারিখে **'দৈনিক সমকাল'** ও গত ১৯/০৭/২০০৮ তারিখে '**The Daily Independent'** পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দেয়া হয়েছে। ০৬টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০৩টি রেসপন্সিভ হয়েছে। প্যাকেজটির ক্ষেত্রে অফিসিয়েল এসটিমেট হচ্ছে ৪,৩৪,৫০০.০০ (চার লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা)। অর্থাৎ এটি একটি স্বল্পমূল্যের পণ্য ক্রয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ৪ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৪ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে এবং ৪ সদস্যবিশিষ্ট TEC- তে কোন বহি:সদস্য রাখা হয়নি। পিপিআর ২০০৮ অনুসারে স্বল্পমূল্যের পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৩ সদস্য বিশিষ্ট TOC ও ন্যূনতম ৩ সদস্যবিশিষ্ট TEC গঠন করতে হবে এবং TEC -তে একজন বহি:সদস্য থাকতে হবে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে ৪ সদস্য বিশিষ্ট TOC গঠন করা হয়েছে এবং TEC -তে বহি:সদস্য রাখা হয়নি যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে অফিসিয়েল প্রাক্কলন হতে ৯.৩২% নিম্নদরে বিদ্যুত প্রবাহ নামক সংস্থার এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

প্যাকেজ/ লট নং DPP-08-/R.R.I/2007/ এর মাধ্যমে পয়েন্ট গেজ, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ভেলোসিটি মিটার ও বেড প্রোফাইলার ক্রয় করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ২০/০৩/২০০৮ তারিখে **'দৈনিক সমকাল'** ও '**The Daily Independent'** পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দেয়া হয়েছে। ০১টি টেন্ডার জমা পড়েছে ও ০১টি রেসপন্সিভ হয়েছে। প্যাকেজটির ক্ষেত্রে অফিসিয়েল এসটিমেট হচ্ছে ২৮,০০,০০০.০০ (আটাশ লক্ষ টাকা)। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ৫ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপনিং কমিটি (TOC) ও ৭ সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে এবং ৭ সদস্যবিশিষ্ট TEC- তে ২ জন বহি:সদস্য রাখা হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ এ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৩ সদস্য বিশিষ্ট TOC গঠন করার বিধান রয়েছে। এ প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে ৫ সদস্য বিশিষ্ট TOC গঠন করা হয়েছে যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে অফিসিয়েল প্রাক্কলন হতে ০.০৭% নিম্নদরে আহমেদ ইন্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নামক সংস্থার এর সাথে চুক্তি করা হয়েছে।

টেন্ডার মূল্যায়ন কমটির প্রতিবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরাসরি Head of Procuring Entity (HOPE) এর নিকট নথি উপস্থাপনের বিষয়ে পিপিআর এ নির্দেশনা থাকলেও এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালককে নথি কয়েকজন পরিচালকের মাধ্যমে HOPE এর নিকট অনুমোদনের জন্য দেয়া হয়েছে। এতে একেকটি প্রতিবেদন অনুমোদিত হতে এক হতে দেড় মাস সময় প্রয়োজন হয়েছে যা পিপিআর এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বিষয়টি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বারংবার প্রকল্পটির স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভায় পিপিআর অনুসরণ করা বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হলেও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করেননি।

উপরোক্ত প্যাকেজগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 'দৈনিক সমকাল' ও 'The Daily Independent' বিজ্ঞাপণ দেয়া হয়েছে। প্যাকেজ/ লট নং DPP-08-/R.R.I/2007/ এর ক্ষেত্রে মাত্র ১টি টেন্ডার জমা পড়েছে। সংস্থা কর্তৃক মাত্র ১টি টেন্ডার জমা পড়ার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ৩ সদস্যের অধিক সদস্য বিশিষ্ট TOC গঠন করা হয়েছে যা পিপিআর ২০০৮ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৪। <u>প্রকল্প সমাপ্তকরণ:</u>

নদী গবেষণা ইনিস্টটিউটের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ৮৪টি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রপাতি কেনার বিষয়ে অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৭০টি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। এতে টাইড জেনারেটর, ওয়েভ জেনারেটরের মতো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র কেনা হয়নি যা নদী বিষয়ক গবেষণায় অপরিহার্য। টাইড জেনারেটরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র কেনার বিষয়ে সংস্থাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৫। প্রকল্প পরিচালনায় প্রকল্প পরিচালকের স্বাধীনতা:

বিবেচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো: রেজাউল করিমকে তাঁর দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসোবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বিভিন্ন নথি পর্যবেক্ষণে প্রমান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তিনি প্রচলিত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ পরিপত্র অনুযায়ী তার আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হননি। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যেকোন স্বল্পমূল্যের দ্রব্যাদি (যেমন, ৫০০০.০০ টাকা মূল্যের প্রিন্টারের টোনার, ২৫০০.০০ টাকা মূল্যের ফটোকপি মেশিনের টোনার, স্টেশনারি ইত্যাদি) সংগ্রহ করার জন্য নথিতে মহাপরিচালকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়েছে। আর্থিক ক্ষমতা বিধি অনুসারে ২০.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয়বিশিষ্ট প্রকল্প/কার্যক্রম/কার্যাবলীর দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক পণ্য যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ২৫.০০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং ভৌত সেবার ক্ষেত্রে ৫০.০০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করতে পারে। অর্থাৎ আর্থিক ক্ষমতা বিধি অনুসারে প্রকল্প পরিচালক পর্যায়ে নিস্পন্ন বিষয়াদি মহাপরিচালক পর্যায়ে নিস্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালনায় সরকারের আর্থিক ক্ষমতা বিধি লঙ্ঘিত হওয়ার বিষয়টি সংস্থার পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোহাম্মদ আজম খান এর দৃষ্টিগোচর করা হলে তিনি অত্যন্ত দাম্ভিকভাবে বলেন যে, প্রকল্প পরিচালকের কোন অস্তিত্ব নেই, জেনারেটর চালাতে গেলেও প্রকল্প পরিচালককে পরিচালক (প্র: ও অ:) এর অনুমতি নিতে হয়। অবস্থাদৃষ্টে সুস্পষ্ট যে, প্রকল্পটির সব কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ার প্রধান কারণ মহাপরিচালক ও পরিচালক (প্র: ও অ:) এর সরকারি বিধি না মেনে চলার মানসিকতা এবং প্রকল্প কাজে অযাচিত হস্তক্ষেপ। নথি পর্যবেক্ষণে আরো দেখা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় ক্ষেপণ হয়েছে যদিও সংস্থার সব কর্মকর্তাগণই একই ক্যাম্পাসে পাশাপাশি কক্ষে তাদের দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করেন। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, মাসের অধিকাংশ সময় মহাপরিচালক ঢাকায় অবস্থান করেন বিধায় নথি নিস্পন্ন করতে প্রচুর সময় প্রয়োজন হয়।

১৬। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত) ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মো: আবদুস সামাদ	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	জুলাই, ২০০৬ - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮
২।	জনাব মো: রফিকুল আলম	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ - মার্চ, ২০১০
৩।	জনাব মো: রেজাউল করিম	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	মার্চ, ২০১০ - জুন, ২০১২

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

- **আইএমইডি'র মতামত:**

১. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
২. নদী বিষয়ক গবেষণায় অপরিহার্য টাইড জেনারেটরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র কেনার বিষয়ে সংস্থাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩. প্রকল্প পরিচালনায় ও ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারী আর্থিক ক্ষমতা বিধি ও পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। আর্থিক ক্ষমতা বিধি অনুসারে ২০.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয়বিশিষ্ট প্রকল্প/কার্যক্রম/কার্যাবলীর দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালক পণ্য যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ২৫.০০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং ভৌত সেবার ক্ষেত্রে ৫০.০০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করতে পারে। বিবেচ্য প্রকল্পে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যেকোন স্বল্পমূল্যের দ্রব্যাদি (যেমন, ৫০০০.০০ টাকা মূল্যের প্রিন্টারের টোনার, ২৫০০.০০ টাকা মূল্যের ফটোকপি মেশিনের টোনার, স্টেশনারি ইত্যাদি) সংগ্রহ করার জন্য নথিতে মহাপরিচালকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক ক্ষমতা বিধি অনুসারে প্রকল্প পরিচালক পর্যায়ে নিস্পন্ন বিষয়াদি মহাপরিচালক পর্যায়ে নিস্পন্ন হয়েছে। টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরাসরি Head of Procuring Entity (HOPE) এর নিকট

নথি উপস্থাপনের বিষয়ে পিপিআর এ নির্দেশনা থাকলেও এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালককে নথি কয়েকজন পরিচালকের মাধ্যমে HOPE এর নিকট অনুমোদনের জন্য দেয়া হয়েছে। এতে একেকটি প্রতিবেদন অনুমোদিত হতে এক হতে দেড় মাস সময় প্রয়োজন হয়েছে যা অনভিপ্রেত।

১৮। <u>সুপারিশ:</u>

১৮.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৮.২ প্রকল্প পরিচালনায় ও ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারী আর্থিক ক্ষমতা বিধি ও পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ না করার বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে।

১৮.৩ নদী বিষয়ক গবেষণায় অপরিহার্য টাইড জেনারেটরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র কেনার বিষয়ে সংস্থাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৮.৪ অনুচ্ছেদ ১৭ এবং অনুচ্ছেদ ১৮.১ হতে ১৮.৩ এর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে জানাবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র	মন্ত্রণালয়	মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্প সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সংখ্যা	জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্প সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্প সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্প সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	বাণিজ্য	০২	০০	০২	০০	০০	০২	২৫%-৫০%	০০	--

১। সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যাঃ ০২

২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ
সমাপ্ত দু'টি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই মূল অনুমোদিত সময়ের তুলনায় সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। সময় অতিক্রান্তের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার যথাক্রমে ২৫% ও ৫০%; তবে দুটি প্রকল্পই অনুমোদিত মূল ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ
বাস্তবায়ন পর্যায়ে অন্তঃখাত সমন্বয়, দরপত্রজনিত বিলম্ব ইত্যাদির কারণে মূলত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পায়।

৪। সমাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণের অভাব।	৪.১ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে।
৪.২ অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয়।	৪.২ অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয় পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৪.৩ অসম্পূর্ণ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' দাখিল করা।	৪.৩ ভবিষ্যতে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্যসহ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-কেসচেষ্ট থাকতে হবে।
৪.৪ আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন না থাকা।	৪.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রসমূহের গায়ে প্রকল্পের নাম নির্দেশক সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪.৫ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করা।	৪.৫ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়-কে সচেষ্ট থাকতে হবে।

"রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) ট্রেড প্রমোশন"

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১)

০১। প্রকল্পের অবস্থান ঃ ঢাকা

০২। নির্বাহী সংস্থা ঃ Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)
সহযোগিতায়ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, আরএমজি এসোসেয়েসন

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

০৪। বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকা)

প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোট	৬৯৯.০০	৬৯৯.০০	৬৯৯.০০	জুলাই, ২০০৯-জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৯-ডিসেম্বর, ২০১১	জুলাই, ২০০৯-ডিসেম্বর, ২০১১	--	০৬ মাস (২৫%)

০৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রদর্শিত তথ্য এবং টিপিপিতে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) নিচে সন্নিবেশিত হলোঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (প্রঃসাঃ)	বাস্তব	আর্থিক (প্রঃসাঃ)
(ক) রাজস্ব অংশ						
০১	বৈদেশিক পরামর্শক	জনমাস	০৪	৫১.০০	০৩	২৭.৩৯
০২	স্থানীয় পরামর্শক					
	ট্রেড স্পেশালিস্ট	জনমাস	২.৩	১০.০০	০৩	১০.০০
	মার্কেট এক্সেস স্পেশালিস্ট	জনমাস	২.৫	১২.৬৫	০৩	১৯.৪০
	স্ট্র্যাটেজি এনালিস্ট	জনমাস	০৬	১৯.৪০	০৮	২২.৪০
	অফিস এডভাইসরি সার্ভিস কন্সাল্টেন্ট	জনমাস	--	--	৩৫	২৩.৮০
০৩	সহায়ক জনবল	জনমাস	৭৮	৬৭.৮০	৯৫	৯৬.২৫
০৪	স্থানীয় আর্থিক সাহায্য চুক্তি					
	বিজিএমইএ					
	স্কোপিং মিশন	--	থোক	১৩৪.৫৬	থোক	১০৫.৫০
	গবেষণা সেল শক্তিশালীকরণ	--	থোক	৪৮.১০	থোক	৪৬.০০
	বাণিজ্য মেলা বাটেক্সপো	--	থোক	২৪.০০	থোক	১৫.০০
	বিকেএমইএ					
	স্কোপিং মিশন	--	থোক	১১৬.১৮	থোক	১১৪.২২
	গবেষণা সেল শক্তিশালীকরণ	--	থোক	৬৪.৭৪	থোক	৪৮.৫০
	বাণিজ্য মেলা নিটেক্সপো	--	থোক	২৫.৩৮	থোক	২৫.৩৮
০৫	প্রশিক্ষণ					
	স্থানীয়	--	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০
	বৈদেশিক	--	থোক	৩৭.০০	থোক	৪৯.০০
০৬	গাড়িভাড়া, জ্বালানি (০১টি গাড়ি)	--	থোক	৭.০৪	থোক	৮.৫০
০৭	প্রকাশনা	--	থোক	৬.০০	থোক	১২.০০
০৮	সেমিনার/কর্মশালা	--	থোক	১৫.০০	থোক	২৯.০০

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (প্রঃসাঃ)	বাস্তব	আর্থিক (প্রঃসাঃ)
০৯	অন্যান্যা সেবা					
	স্ক্রিপ্ট লিখন	সংখ্যা	০২	৩.৫০	০২	৩.৫০
	ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ ফিল্ম	সংখ্যা	০১	২৫.০০	০১	২৩.০০
	নতুন পণ্য উন্নয়ন	--	থোক	১৮.০০	--	--
	বিল্ডিং ইমেজ অফ বাংলাদেশ	সংখ্যা	০১	৮.৬৫	০১	৯.৬৫
১০	পরিচালনা ও প্রশাসন	--	থোক	১.০০	থোক	৬.৫০
(খ) মূলধন অংশ						
	--	--	--	--	--	--
	সর্বমোট (ক+খ)	--	--	৬৯৯.০০	--	৬৯৯.০০

০৬। প্রকল্প সাহায্যের উৎসঃ জার্মান সরকার।

০৭। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

৮.১। প্রকল্পের পটভূমি

দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭৫% এরও অধিক আসে তৈরি পোষাক রপ্তানি থেকে। দেশের তৈরি পোষাকের প্রায় ৯৪% রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে। তৈরি পোষাক রপ্তানিতে এ সকল দেশ/বাজারসমূহের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা এ খাতের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হতে পারে। এছাড়া, ২০০৪ সাল থেকে মাল্টি ফাইবার এরেঞ্জমেন্ট উঠে যাওয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তৈরি পোষাক শিল্পের প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ও মধ্যম আকারের পোষাক কারখানার পক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের অবস্থান ধরে রাখা কঠিন হচ্ছে। এমতাবস্থায়, দেশের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের এ খাতটির বাজার সম্প্রসারণ এবং বাজার বহুমুখীকরণ একান্ত জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে, আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো দেশের দেশের তৈরি পোষাক খাতের বাজার সম্প্রসারণ এবং বাজার বহুমুখীকরণ।

৮.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

প্রকল্পটি জার্মান সরকারের মোট ৬.৯৯ কোটি টাকা সম্পূর্ণ অনুদানে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ২২-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে মেয়াদ আরও ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়, এবং গত ০৪-০৫-২০১১খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

০৯। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক-সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

১০। প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ

১০.১ প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্পটি'র সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত গত ২৩-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জিটিজেড এর ঢাকার গুলশানস্থ প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সিনিয়র উপদেষ্টা, জনাব আফসারউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত থেকে সহায়তা করেন।

১০.২ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুসারে সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে। এ হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

১১। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ

বৈদেশিক পরামর্শক

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতে ০৪ জনমাসের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৫১.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে ০৩ জনমাসের জন্য ব্যয় হয়েছে ২৭.৩৯ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৫৪%।

স্থানীয় পরামর্শক

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শকের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৪২.০৫ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে ব্যয় হয়েছে ৭৫.৬০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ১৮০%।

সহায়ক জনবল

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতে ৭৮ জনমাসের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৬৭.৮০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে ৯৫ জনমাসের জন্য ব্যয় হয়েছে ৯৬.২৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ১৪২%।

স্থানীয় আর্থিক সাহায্য চুক্তি-বিজিএমইএ

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতের অধীনে স্কোপিং মিশন, গবেষণা সেল শক্তিশালীকরণ, বাণিজ্যমেলা আয়োজনের বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০৬.৬৬ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে ব্যয় হয়েছে ১৬৬.৫০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৮১%।

স্থানীয় আর্থিক সাহায্য চুক্তি-বিকেএমইএ

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতের অধীনে স্কোপিং মিশন, গবেষণা সেল শক্তিশালীকরণ, বাণিজ্যমেলা আয়োজনের বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০৬.৩০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে ব্যয় হয়েছে ১৮৮.১০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯১%।

প্রশিক্ষণ

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতের অধীনে স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪.০০ লক্ষ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৭.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে স্থানীয় প্রশিক্ষণে সম্পূর্ণ বরাদ্দই ব্যয় হয়েছে এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ব্যয় হয়েছে ৪৯.০০ লক্ষ টাকা, এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ১৩২%।

গাড়িভাড়া, জ্বালানি

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতের অধীনে একটি গাড়ি ভাড়া ও জ্বালানির জন্য বরাদ্দ ছিল ৭.০৪ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে ৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ১২১%।

প্রকাশনা

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে ১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ২০০%।

সেমিনার/কর্মশালা

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৫.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে ২৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ১৯৩%।

অন্যান্যা সেবা

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতের অধীনে স্ক্রিপ্ট লিখন, ব্র্যান্ডিং এবং অন্যান্য ফিল্ম তৈরির জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৫৫.১৫ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে এ খাতে ৩৬.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৬৬%।

পরিচালনা ও প্রশাসন

অনুমোদিত টিপিপিতে এ খাতের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুসারে এ খাতে ৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৬৫০%।

☞ *বিশেষভাবে লক্ষণীয়*

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুমোদিত টিপিপি'তে বিভিন্ন অঙ্গে বরাদ্দকৃত ভৌত ও আর্থিক পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয় নি। অধিকাংশ অংগের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয় নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভৌত পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং অধিকাংশ অঙ্গের ক্ষেত্রে অনুমোদিত আর্থিক বরাদ্দের অধিক ব্যয় করা হয়েছে। অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয় পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী। এক্ষেত্রে প্রকল্প সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের চিত্র নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য অর্জন
০১	Development of a market access guide to aacess better in to potential and emerging RMG markets.	৪০০০ মার্কেট এক্সেস গাইড প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ৩০০০ মার্কেট এক্সেস গাইড বিজিএমইএ-এর সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
০২	Market development through scoping missions.	ব্রাজিল, চিলি, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, পেরু, কলম্বিয়া, জাপান, হংকং, দক্ষিণ আফ্রিকায় স্কোপিং মিশন পরিচালনা করা হয়েছে। জাপান, হংকং, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, চিলিতে তৈরি পোষাক রপ্তানি কিছুটা বৃদ্ধিতে এ প্রকল্প ভূমিকা রেখেছে।
০৩	Product development and diversification.	নতুন পণ্য হিসেবে তিনটি পণ্য চিহ্নিত হয়েছে। ২০০জন স্টেকহোল্ডারকে এ নতুন তিনটি পণ্য সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে এবং পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
০৪	New markets information provision.	বিজিএমইএ থেকে পাঁচটি এবং বিকেএমইএ থেকে দু'টি মার্কেট ব্রিফ প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্ভাব্য প্রস্তুতকারকগণ এ সকল ব্রিফ থেকে তথ্য/জ্ঞান গ্রহণ করতে পারবেন।
০৫	Export promotion.	নিটেক্সপো মেলায় জাপান ও হংকং থেকে ৫৯জন ক্রেতা অংশগ্রহণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ০৭জন ক্রেতা অংশ নেয়। বাটেক্সপো মেলায় তিনটি বিখ্যাত কোম্পানি এবং ফ্রান্সের একটি বিখ্যাত কোম্পানি অংশ নেয়। চিলি'র ক্রেতা কোম্পানি পার্ক রোস ঢাকায় তাদের কার্যালয় স্থাপন করেছে।
০৬	Building image of Bangladesh/Branding Bangladesh.	"Amazing People of Bangladesh" শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে। এটি স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষায় ডাবিং করে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পেরু ও কলম্বিয়া'র সম্ভাব্য ক্রেতার মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, জাপানের সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, চেম্বার অফ কমার্স-কে বিতরণ করা হয়েছে।

১৩। সমস্যা :

- প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি

  প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে নির্ধারিত মেয়াদকালে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মেয়াদকাল আরও ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়; তবে প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে।

- অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয়

  মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুমোদিত টিপিপি'তে বিভিন্ন অঙ্গে বরাদ্দকৃত ভৌত ও আর্থিক পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয় নি। অধিকাংশ অংগের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয় নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভৌত পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং অধিকাংশ অঙ্গের ক্ষেত্রে অনুমোদিত আর্থিক বরাদ্দের অধিক ব্যয় করা হয়েছে। অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয় পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী। এক্ষেত্রে প্রকল্প সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল।

- 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ তথ্যগত অসংগতি
  বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, সেটিতে বেশকিছু তথ্যগত অসংগতি রয়েছে।

১৪। সুপারিশ/মতামত

১৪.১ তৈরি পোষাক খাত এদেশের প্রধান রপ্তানি খাত। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭৫% এরও অধিক আসে তৈরি পোষাক রপ্তানি থেকে। দেশের তৈরি পোষাকের অধিকাংশ রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে। তৈরি পোষাক রপ্তানিতে এ সকল দেশ/বাজারসমূহের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে এ খাতটির নতুন নতুন দেশ (ক্রেতা) নিয়মিতভবে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাজারে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে টিকে থাকতে হলে এ খাতের নতুন বাজার সম্প্রসারণ এবং বাজার বহুমুখীকরণ একান্ত জরুরি। এ স্বার্থে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিতভাবে নানামুখী বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৪.২ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে তৈরি পোষাক রপ্তানি ক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্তরায়সমূহ দূর করে লভ্য সুযোগসুবিধা কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৪.৩ অনুমোদিত বরাদ্দের অধিক ব্যয় পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অঙ্গের বিপরীতে অনুমোদিত টিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের অধিক ব্যয় করা হয়েছে; এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

১৪.৪ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক এবং পূর্ণাংগ তথ্য-সংবলিত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে;

১৪.৫ প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে সেগুলো নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৪.৬ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৪.৭ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

"স্ট্রেনদেনিং দি অফিস অফ দি ফোকাল পয়েন্ট (ডব্লিউটিও সেল অফ দি মিনিস্ট্রি অফ কমার্স) ইন প্রমোটিং এন্ড ডাইভার্সিফাইং দি ট্রেড"

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.১	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১.২	নির্বাহী সংস্থা	ঃ	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১.৩	প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
১.৪	প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য	ঃ	

১.৪.১ পটভূমি

- স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এ সকল প্রতিবন্ধকতার দরুণ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা থেকে সর্বোচ্চ বাণিজ্য সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে এ সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে ২০০৯ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'র Enhanced Integrated Framework (EIF) প্রক্রিয়ায় যোগদান করেছে বাংলাদেশ; যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ইআইএফ সুবিধাদির একটি সুবিধাভোগী দেশে পরিণত হয়েছে। মূলত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ইআইএফ প্রক্রিয়ার প্রধানতম দায়িত্ব। ইআইএফ প্রক্রিয়ার সদস্য হওয়ার ফলে বাংলাদেশ তার বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহায়তা পাবে। ইআইএফ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ফোকাল পয়েন্ট (এফপি) কর্মকর্তা হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল-এর মহাপরিচালক-কে এবং দাতা পরামর্শক হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন-কে নিযুক্ত করেছে। বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে পঁচিশ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি (National Steering Committee-NSC) গঠন করা হয়েছে। এ কমিটিতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা আছেন। এছাড়া, বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে গবেষণা পরিচালনা তথা Diagnostic Trade Intregation Study (DTIS) প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক-কে প্রধান সংস্থা'র দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ডিটিআইএস প্রণয়ন এবং চূড়ান্তকরণই হলো ইআইএফ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ ডিটিআইএস এর মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য-সংক্রান্ত সকল প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হবে, এবং এ সকল প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে অগ্রাধিকারভিত্তিতে একটি Action Matrix প্রস্তুত করা হবে।

- ডিটিআইএস প্রণয়ন এবং ইআইএফ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রাক-ডিটিআইএস (Pre-DTIS) অর্থায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অথার্য়ন মূলত ফোকাল পয়েট কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। ফোকাল পয়েন্ট কার্যালয় শক্তিশালী হলে তা জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি-কে সহায়তা প্রদান, এবং স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে বাণিজ্য-সংক্রান্ত অন্তরায় দূরীকরণে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবে। এ লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪.২ উদ্দেশ্য

- Enhanced Integrated Framework (EIF) প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে কারিগরি সহায়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রদান;
- জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, ফোকাল পয়েন্ট, জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিট এর সদস্য, এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল বেসরকারি খাত ও তাদের অংগসংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

১.৫ প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ সম্পূর্ণ UNOPS (United Nations Office for Project Services) জেনেভা, সুইটজারল্যান্ড এর অনুদান।

২.০ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ এবং অংগভিত্তিক অগ্রগতি

২.১ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ ঃ সারণী-০১ ও ০২ দ্রষ্টব্য।

সারণী-০১

(লক্ষ টাকায়)

টিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয় *	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	মূল অনুমোদিত	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম সংশোধিত)		
মোট	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৩.৯০	(-) ১.১০ [(-) ৩.১৪%]
জিওবি	--	--	--	--
প্রকল্প সাহায্য	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৩.৯০	(-) ১.১০ [(-) ৩.১৪%]

* *প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে দু'রকম তথ্য পাওয়া যায়; বিধায়, প্রতিবেদনটিতে প্রদর্শিত ব্যয়-বিভাজনে উল্লিখিত মোট ব্যয় (৩৩.৯০ লক্ষ টাকা)-কে এখানে বিবেচনা করা হয়েছে।*

সারণী-০২

টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল অনুমোদিত	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম সংশোধিত)		
জানুয়ারি, ২০১১-ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারি, ২০১১-জুন, ২০১২	জানুয়ারি, ২০১১-জুন, ২০১২	০৬ মাস (৫০.০০%)

২.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রদর্শিত তথ্য, এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সারণী-০৩-এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণী-০৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব অংশ						
০১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	০৬	২.১০	০৬	১.০০
০২	ভ্রমণভাতা	--	থোক	১৫.৪০	থোক	১৫.৪০
০৩	সেমিনার/কনফারেন্স/কর্মশালা	--	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০
	উপ-মোটঃ (ক)	--	--	২৪.৫০	--	২৩.৪০
(খ) মূলধন অংশ						
০৪	কম্পিউটার ও সরঞ্জাম	সংখ্যা	১০	৭.০০	১০	৭.০০
০৫	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	১৪	১.৪০	১৪	১.৪০
০৬	বিবিধ ব্যয়	--	থোক	২.১০	থোক	২.১০
	উপ-মোটঃ (খ)	--	--	১০.৫০	--	১০.৫০
	সর্বমোট (ক+খ)	--	--	৩৫.০০	--	৩৩.৯০

তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৪

৩.০ প্রকল্পের আওতায় কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

প্রযোজ্য নয়।

৪.০ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়/পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছেঃ

- ✓ প্রকল্পের টিপিপি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✓ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- ✓ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা।

৫.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

৫.১ অনুমোদন

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' থেকে জানা যায় যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক UNOPS-এর নির্ধারিত টেমপ্লেট অনুসারে প্রাথমিকভাবে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রস্তাব ইআইএফ সচিবালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন/অনুমোদন-সংক্রান্ত পরিপত্রে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পুনরায় প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটি UNOPS-এর মোট ৩৫.০০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ অনুদানে জানুয়ারি, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৩-০১-২০১১খ্রিঃ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৫.২ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি

পরবর্তীতে প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে মেয়াদ আরও ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়, এবং গত ০১-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

☞ *লক্ষণীয়*

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে জারিকৃত প্রশাসনিক অনুমোদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে পাওয়া যায় নি। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে যোগাযোগ করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি'র কপি সংগ্রহ করা হয়; তবে জানা যায় যে, অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রশাসনিক অনুমোদন পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরেও পাওয়া যায় নি।

৬.০ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি, এবং ব্যয়

অনুমোদিত টিপিপিতে প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বছরওয়ারি এডিপি বরাদ্দ চাহিদা উল্লেখ ছিল। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মোট ০২টি আর্থিক বছরে প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী ৩৪.৭৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে মোট ৩৩.৬৫ লক্ষ টাকা; যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯৬.১৪% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের প্রায় ৯৬.৮৩%।

সারণী-০৪

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০১০-২০১১	২২.৭৫	--	২২.৭৫	২২.৭৫	২১.৬৫	--	২১.৬৫
২০১১-২০১২	১২.২৫	--	১২.২৫	১২.০০	১২.০০	--	১২.০০
সর্বমোট	৩৫.০০	--	৩৫.০০	৩৪.৭৫	৩৩.৬৫	--	৩৩.৬৫

তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৭

☞ *লক্ষণীয়*

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ এতদ্সংক্রান্ত তথ্যে (পার্ট-সি এর ০১ (বি)নং অনুচ্ছেদ) ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বৈদেশিক অনুদানে অর্থায়িত এবং এখানে বাংলাদেশ সরকারের কোন অর্থায়ন না থাকলেও সমাপ্তি প্রতিবেদনের পার্ট-সি এর ০১ (বি)নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন প্রদর্শন করা হয়েছে, যা সঠিক নয়। এছাড়া, এ অনুচ্ছেদে অন্যান্য অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনটিতে প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে দু'রকম তথ্য পাওয়া যায়। প্রতিবেদনের ০২নং ও ০৪নং পৃষ্ঠাসমূহে প্রকৃত ব্যয় উল্লেখ আছে ৩৩.৯০ লক্ষ টাকা এবং ০৫নং ও ০৭নং পৃষ্ঠাসমূহে উল্লেখ আছে ৩৩.৬৫ লক্ষ টাকা; ফলে প্রকল্পের আওতায় প্রকৃতপক্ষে কত ব্যয় হয়েছে, তা বোধগম্য নয়।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

প্রকল্প পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দান করা হয়েছে।

৭.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

৭.১ প্রকল্পটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে ডব্লিউটিও সেল এবং UNOPS এর আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল এর মহাপরিচালক, জনাব অমিতাভ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ উল্লিখিত প্রকল্প পরিচালক-সম্পর্কিত তথ্য নিচের সারণীতে সন্নিবেশিত হলো।

সারণী-০৫

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি, ও বেতন স্কেল	নিয়োগের ধরন	একের অধিক প্রকল্পে নিয়োজিত	কার্যকাল	
				যোগদান	বদলি
০১।	জনাব অমিতাভ চক্রবর্তী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (বেতন স্কেলঃ টাঃ ৩৩,৫০০-৩৯,৫০০/-)	*	*	*	*

তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৪

☞ *লক্ষণীয়*

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ এতদ্সংক্রান্ত নির্ধারিত ছকটি (পার্ট-বি এর ০৬নং অনুচ্ছেদ) অসম্পূর্ণ পাওয়া যায়। ছকটিতে প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগের ধরন (পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন), তিনি একের অধিক প্রকল্পে নিয়োজিত কি-না, প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগদানের তারিখ এবং প্রকল্পের সমাপ্তির পর বদলির তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৮.১ প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত ঘোষিত হয় এবং এর 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' গত ২৭-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সাব-সেক্টরে পাওয়া যায়। প্রকল্পটি'র সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক, জনাব রনি রহমান কর্তৃক গত ২৩-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়-এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল-এ বাস্তবায়িত অংশ সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক এবং ডব্লিউটিও সেল-এর মহাপরিচালক, জনাব অমিতাভ চক্রবর্তী (অতিরিক্ত সচিব); পরিচালক, ড. মোঃ মনিরুজ্জামান (উপ-সচিব); এবং উপ-পরিচালক, জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন (উপ-সচিব) উপস্থিত থেকে সহায়তা করেন।

৮.২ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন

অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫.০০ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রদর্শিত ব্যয়-বিভাজন অনুসারে প্রকল্পটির আওতায় মোট ব্যয় হয়েছে ৩৩.৯০ লক্ষ টাকা। এ হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৬.৮৬%।

৮.৩ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের অনুমোদিত খাতওয়ারি বাস্তবায়ন এবং অর্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ

৮.৩.১ রাজস্ব অংশ

- কর্মকর্তাদের বেতন

পরিকল্পনা কমিশন থেকে সংগৃহীত প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় যে, সেখানে প্রকল্পের আওতায় খাতওয়ারি ব্যয়/বরাদ্দ বিভাজন এবং ভৌত লক্ষ্যমাত্রা প্রদর্শন করা হয় নি। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ খাতে ০৬ জনবলের জন্য বরাদ্দকৃত ২.১০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.৬২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০.০০%।

- ভ্রমণভাতা

'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ খাতে বরাদ্দকৃত ১৫.৪০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে; আর্থিক অগ্রগতি ১০০.০০%।

- সেমিনার/কনফারেন্স/কর্মশালা

'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ খাতে বরাদ্দকৃত ৭.০০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে; আর্থিক অগ্রগতি ১০০.০০%।

পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, দেশের বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ প্রতিবন্ধকতা, অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং এ সকল অন্তরায় উত্তরণের পদ্ধতি/সমাধা বের করা, বাণিজ্য-সংক্রান্ত উচ্চতর ও সমন্বিত ধারণা প্রদান, এবং ইআইএফ প্রক্রিয়া ও ডিটিআইএস সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা করেন ডব্লিউটিও সেল, UNCTAD, UNDP এর বিশেষজ্ঞগণ। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, দেশের বাণিজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাগেরহাট, রংপুর, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ঢাকায় সেমিনার/কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদান এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-

সম্পর্কিত বিষয় ও ইআইএফ প্রক্রিয়া নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, ইআইএফ প্রক্রিয়া এবং এর কার্যকারিতার উপর জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় ক্যাম্বোডিয়া এবং নেপালে দু'টি শিক্ষাসফর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮.৩.২ মূলধন অংশ

- সম্পদ সংগ্রহ

'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ খাতে বরাদ্দকৃত ৮.৪০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে; আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০.০০%।

  - কম্পিউটার ও সরঞ্জাম

'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ উপ-খাতের অধীনে ১০টি কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ৭.০০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে; আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০.০০%।

সংগৃহীত সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ল্যাপটপ কম্পিউটার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রজেক্টর, এলসিডি স্ক্রিন, ক্যামেরা, ফটোকপিয়ার, স্ক্যানার, প্রিন্টার।

  - অফিস সরঞ্জাম

'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ উপ-খাতের অধীনে ১৪টি আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ১.৪০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে; আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০.০০%।

সংগৃহীত আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার টেবিল, কাবার্ড, ফাইল-র‍্যাক্।

  - বিবিধ ব্যয়

'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ খাতে বরাদ্দকৃত ২.১০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে; আর্থিক অগ্রগতি ১০০.০০%।

☞ *লক্ষণীয়*

পরিকল্পনা কমিশন থেকে সংগৃহীত প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় যে, সেখানে প্রকল্পের আওতায় খাতওয়ারি ব্যয়/বরাদ্দ বিভাজন এবং ভৌত লক্ষ্যমাত্রা প্রদর্শন করা হয় নি; বিধায় এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর উপরই কেবল নির্ভর করতে হয়েছে।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

৯.১ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য অর্জন
০১	Enhanced Integrated Framework (EIF) প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে কারিগরি সহায়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রদান।	প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশে ইআইএফ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন, ডিটিআইএস ধারণাপত্র প্রণয়ন, এবং ডিটিআইএস-সম্পর্কিত কার্যাদি বিষয়ে এ সকল সেমিনার/কর্মশালায়ে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে তাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্র. নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য অর্জন
০২	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, ফোকাল পয়েন্ট, জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিট এর সদস্য, এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	প্রকল্পের আওতায় জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, ফোকাল পয়েন্ট, এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমরূপ প্রকল্প পর্যবেক্ষণ এবং ইআইএফ প্রক্রিয়া এবং এর কার্যকারিতার উপর জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, এবং জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিট এর সদস্য, ফোকাল পয়েন্ট, ডব্লিউটিও সেল-এর কর্মকর্তা, এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে নেপাল ও ক্যাম্বোডিয়াতে শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়েছে।
০৩	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল বেসরকারি খাত ও তাদের অংগসংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।	বাণিজ্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রকল্পের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত উপকৃত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগ/বেসরকারি খাত এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে ইআইএফ প্রক্রিয়ার সুবিধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। চূড়ান্ত ডিটিআইএস প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁরা ফোকাল পয়েন্টের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৮

১০.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর ফলাফল

১০.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ডিটিআইএস ধারণাপত্র মোতাবেক বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক খসড়া ডিটিআইএস প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস, এবং নাগরিকের কল্যাণবর্ধন নিশ্চিতকল্পে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশ-কে একীভূতকরণের লক্ষ্যে গবেষণাটিতে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানি খাত সম্প্রসারণ করতে খসড়া ডিটিআইএস-এ ভৌত ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, এবং কর্মপন্থা/নীতি চিহ্নিত করা হয়েছে। খসড়া ডিটিআইএস-এ বাংলাদেশের বিবিধ সম্ভাবনাময় শিল্প/সেবা খাতের উপর বিশদ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ-কে বহুমুখী অর্থনীতি/বাণিজ্য পদ্ধতির সাথে একীভূতকরণের লক্ষ্যে গবেষণাটির Action Matrix-এ চিহ্নিত কর্মপন্থা/নীতি এবং সীমাবদ্ধতাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত খসড়া ডিটিআইএস এর প্রতিপাদনের উপর আগামি ২২-২৩, অক্টোবর, ২০১৩খ্রিঃ তারিখে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কর্মশালায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের বিভিন্ন মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে চূড়ান্ত ডিটিআইএস প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য সেটি পরবর্তীতে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটিতে উত্থাপন করা হবে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা যায় যে, ডিটিআইএস চূড়ান্ত হলে সেটি বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাণিজ্য-কে প্রধান ধারা/অংগ হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণে একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি 'Aid for Trade' তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি হিসেবেও কাজ করবে।

১১.০ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন, বাস্তবায়নোত্তর, এবং অন্যান্য সমস্যা

১১.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যা

১১.১.১ প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি প্রেরণ না করা

কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৩৫.০০ লক্ষ টাকা হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যা সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন/অনুমোদন-সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসারে প্রতিপালিত হয়েছে; কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি'র অনুলিপি এবং অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে জারিকৃত প্রশাসনিক অনুমোদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করা হয় নি।

১১.১.২ প্রকল্পের মেয়ায়দকাল বৃদ্ধি

প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারি, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে নির্ধারিত মেয়াদকালে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মেয়াদকাল আরও ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়; তবে প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে।

১১.২ অন্যান্য সমস্যা/ত্রুটি

১১.২.১ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করা

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হলেও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া যায় গত ২৬-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে। প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করার বিধান আছে; কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় এক বছর বিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

১১.২.২ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ তথ্যগত অসংগতি

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, সেটিতে বেশকিছু তথ্যগত অসংগতি রয়েছে। Part-A-এর ৯.২নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিল এবং Part-B-এর ০২নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিল এর তথ্যে অসংগতি/ত্রুটি আছে। Part-B-এর ০৬নং অনুচ্ছেদে পূর্ণাংগ তথ্য সন্নিবেশ করা হয় নি। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বৈদেশিক অনুদানে অর্থায়িত হলেও সমাপ্তি প্রতিবেদনের পার্ট-সি এর ০১ (বি)নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন প্রদর্শন করা হয়েছে। অধিকন্তু, প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে সমাপ্তি প্রতিবেদনটিতে দু'রকম তথ্য পাওয়া যায়। প্রতিবেদনের ০২নং ও ০৪নং পৃষ্ঠাসমূহে প্রকৃত ব্যয় উল্লেখ আছে ৩৩.৯০ লক্ষ টাকা এবং ০৫নং ও ০৭নং পৃষ্ঠাসমূহে উল্লেখ আছে ৩৩.৬৫ লক্ষ টাকা; ফলে প্রকল্পের আওতায় প্রকৃতপক্ষে কত ব্যয় হয়েছে, তা বোধগম্য নয়।

১২.০ সুপারিশ/মতামত

১২.১ বিশ্ব বণিজ্য সংস্থা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার জন্য ডব্লিউটিও সেল তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিতভাবে নানামুখী বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১২.২ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্তরায়সমূহ দূর করে লভ্য সুযোগসুবিধা কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১২.৩ অনুমোদিত চূড়ান্ত ডিটিআইএস-এ সন্নিবেশিত Action Matrix-এর আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম/গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা প্রয়োজন;

১২.৪ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সেটির অনুমোদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র এখতিয়ারভুক্ত হলেও প্রকল্পটির অনুমোদিত টিপিপি/ডিপিপি'র অনুলিপি এবং অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে জারিকৃত প্রশাসনিক অনুমোদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১১.১.১);

১২.৫ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এবং দ্বৈততা পরিহারের স্বার্থে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রসমূহের গায়ে প্রকল্পের নাম নির্দেশক সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১২.৬ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় এক বছর পর প্রকল্পের 'সমাপ্তি প্রতিবেদন' আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা

প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ-১১.২.১);

১২.৭ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক এবং পূর্ণাংগ তথ্য-সংবলিত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে (অনুচ্ছেদ-১১.২.১ ও ১১.২.২);

১২.৮ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে প্রদর্শিত দু'রকম তথ্যের বিষয়ে মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ-১১.২.২);

১২.৯ প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে সেগুলো নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১২.১০ বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করে বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়নকল্পে দেশের রপ্তানিখাতে বিদ্যমান ইতিবাচক দিকসমূহ আরও সংহত করে রপ্তানি বহুমুখীতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে, তৈরি পোশাক খাতের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত, পর্যটন খাত, হালকা প্রকৌশল খাত, ঔষধ খাত, জাহাজ নির্মাণ খাতসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতসমূহে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে এ সকল খাতের সীমান্ত বাণিজ্য এবং বহুমুখী বাণিজ্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি। রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনা এবং রপ্তানির নতুন নতুন ক্ষেত্র ও নতুন নতুন দেশ (ক্রেতা) নিয়মিতভবে আবিষ্কার করা প্রয়োজন; এবং

১২.১১ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পর ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০১টি	০১টি	০১টি		১টি	১টি	২০%	প্রযোজ্য নয়	২০%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ **১টি** (Involvement of Parliamentarians in Reproductive Health, Rights, Issues and Development (IPRGD)

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ ১৬৪.৭৬ লক্ষ টাকা, জানুয়ারী, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১।

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ আলোচ্য প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ২০০৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে। কিন্তু ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হয় এবং পুনরায় চালু করা হয় ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে। প্রকল্পটি মূলত সংসদ সদস্যদের নিয়ে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল । ফলে মধ্যবর্তী সময়কাল অর্থাৎ ২ বছর (২০০৭-২০০৮) প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত থাকে। একারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয় এবং বাকী কাজ সম্পন্ন করার জন্য মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়;

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ আলোচ্য প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ২০০৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে। কিন্তু ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হয় এবং পুনরায় চালু করা হয় ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে। প্রকল্পটি মূলত সংসদ সদস্যদের নিয়ে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল । ফলে মধ্যবর্তী সময়কাল অর্থাৎ ২ বছর (২০০৭-২০০৮) প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত থাকে। একারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয় এবং বাকী কাজ সম্পন্ন করার জন্য মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়;	৪.১। ভবিষ্যতে সংসদ সদস্যগণের সমন্বয়ে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন নতুন সরকার গঠনের পরপরই প্রকল্প কার্যক্রম আরম্ভ করা শ্রেয়; যাতে করে সরকারের মেয়াদের মধ্যেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।
৪.২। প্রকল্পটি একটি সীমিত বাজেটের ক্ষুদ্রাকার প্রকল্প হলেও গ্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যাবলী অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ন এবং জনগুরুত্ব সম্পন্ন। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬ বার প্রকল্প পরিচালক পদে পরিবর্তন এসেছে, যা কোনভাবে কাম্য নয়।	৪.২। প্রকল্প পরিচালক পদে ঘন ঘন বদলী যথাসম্ভব পরিহার করা বাঞ্ছনীয়; ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

“Involvement of Parliamentarians in Reproductive Health, Rights, Gender Issues and Development (IPRGD)”

ডিসেম্বর, ২০১১

০১ প্রকল্পের অবস্থান : **সমগ্র বাংলাদেশ**

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : **বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়**

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : **বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়**

০৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৫০.১৪	১৮২.৪৫	**১৬৪.৭৬**	জানুয়ারী, ২০০৬ - ডিসেম্বর,২০১০	মার্চ, ২০০৬ - ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারী, ২০০৬ - ডিসেম্বর, ২০১১	**প্রযোজ্য নয়**	**২০%**

০৫. প্রকল্পের অর্থায়ন : **UNFPA কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান**

০৬. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন
(সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**Evidence based Advocacy/Policy Dialogue at national and regional level**	-	৪১.২৭	২২.৬২% (১৪)	৩৬.২৩	১৯.৮৬% (১২)
২.	**Capacity building (Orientation, training, workshop, study tour ,etc.)**	-	৮৩.২৭	৪৫.৬৪% (২২)	৮১.৫২	৪৪.৬৮% (২২)
৩.	**Meetings and conferences**	-	১৩.৮৪	৭.৫৯% (৩০)	৭.৮৬	৪.৩১%
৪.	**Programme Managenent /equipment**	-	৩৭.১১	২০.৩৪%	৩৪.২৫	১৮.৭৭%
৫.	**Operations and Maintenance**	-	৬.৯৬	৩.৮১%	৪.৯০	২.৬৯%
	Total	-	১৮২.৪৫		১৬৪.৭৬	৯০.৩০%

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠেয় ১৪টি Policy Dialogue এর মধ্যে অনিবার্য কারণবশত ২টি Policy Dialogue অনুষ্ঠিত করা যায়নি। এছাড়া APPD এর ২টি সভা এবং Gender ও Youth সাব কমিটির কয়েকটি সভাও অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। সেই অনুযায়ী প্রকল্পে প্রকৃত ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে।

৮.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

দেশের যেকোন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ হচ্ছেন মূল চালিকা শক্তি। দেশের সকল শ্রেনীর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তারা জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সাধারণ মানুষদের বিশেষত: দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার ও লিংগ বৈষম্য দূরীকরণে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে UNFPA এর অর্থায়নে " Involvement of Parliamentarians in Population & Development " শীর্ষক ০৭.৮০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় মোট ৩১-১২-২০০৫ তারিখে সমাপ্ত হয়। উক্ত কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর UNFPA কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের সাথে Country Programme Action Plan (CPAP) স্বাক্ষর করা হয়। এই CPAP- এ " Reproductive health", "Gender Issue" and "Population & Development" ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং একাধিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন Component এর কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়। তারই একটি অংশ হিসেবে " Involvement of Parliamentarians for integration of Reproductive health, Reproductive right and gender issues with development activeties" শীর্ষক প্রকল্পটি জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক ২০০৬-২০১০ সাল মেয়াদে ২৫০.১৪ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

০১. দরিদ্র ও দুঃস্থ শ্রেনীর জনগোষ্ঠীর প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার এবং লিংগ বৈষম্য বিষয়ক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মাননীয় সংসদ সদস্যদের সহায়তা বৃদ্ধি করা।

০৯. অনুমোদন পর্যায়ঃ আলোচ্য প্রকল্পটি গত ২৮-১২-২০০৫ তারিখে জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত DSPEC সভায় ২০০৬-২০১০ সময়কালে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে অর্থ্যাৎ ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার কারনে প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত থাকে। পুনরায় ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে সংসদ চালু হওয়ার পর প্রকল্পের কার্যক্রমও পুনরায় শুরু করা হয়। প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে এবং UNFPA এর 7th Country Program ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং সংশোধিত RTPP টি ১৬-০৩-২০১১ তারিখে মাননীয় স্পীকার অনুমোদন করেন।

১০.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ 'প্রকল্প পরিচালক' এর দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ	ধরন
০১	জনাব দেওয়ান জাকির হোসেন	যুগ্ম সচিব (মানব সম্পদ)	০১-০১-২০০৬	০৭-০৪-২০০৬	খন্ডকালীন
০২.	খোন্দকার আনোয়ার ইসলাম	উপসচিব	০৮-০৪-২০০৭	১৯-০৮-২০০৭	খন্ডকালীন লীন
০৩.	জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন	উপসচিব	২০-০৮-২০০৭	২৩-০১-২০০৯	খন্ডকালীন
০৪.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	উপসচিব	২৪-০১-২০০৯	১৮-১০-২০০৯	খন্ডকালীন
০৫	জনাব এ এম এম মাহবুবুল আলম	উপসচিব (মানব সম্পদ)	১৮-১০-২০০৯	০৩-১২-২০১০	খন্ডকালীন
০৬	জনাব ওয়াহিদুল ইসলাম খান	যুগ্ম সচিব	০৩-১২-২০১০	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত	খন্ডকালীন

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
a) Evidence Based Advocacy and Policy Dialogue at National / Regional Level	a) জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে Policy Dialogue এর আয়োজন করা হয়েছে। Policy Dialogue এর বিষয়বস্তু ছিলঃ 1)Population and Development 2)Youth Development 3)Strengthening Family Planning

উদ্দেশ্য		অর্জন
		Program in Bangladesh ; and 4)Can Bangladesh Encash Demographic Dividend? a-২) জাতীয় পর্যায়ে Round Table Discussion এর আয়োজনঃ প্রকল্পের অধীনে সর্বমোট ৩টি Round Table Discussion আয়োজন করা হয়েছে। বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরুপঃ 1)Population and Development 2)Role of Parliamentarians as Change Agent 3)Transforming Youth into Skilled Human Resources: Perspective Bangladesh; and 4)Budget Allocation for Strengthening Population and Family Planning Program in Bangladesh. a-3) " Bangladesh in a world of 7 Billion: opportunities and challenges" বিষয়ে আলোচনা ও **র‍্যালীর** আয়োজন।
b)	Capacity Building of Parliamentarians and Parliament secretariat officials on population and Development issues	a-4) বিভাগ পর্যায়ে ' Dialogue' এর আয়োজন। প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ এবং পঞ্চগড় জেলায় "Population & Development" বিষয়ের উপর 'Dialogue' এর আয়োজন করা হয়েছে। a-5) Population & Development বিষয়ের উপর Documentary Film প্রস্তুতকরণ। a-6) IEC / B C C সামগ্রী প্রস্তুত ও বিতরন।
c)	Formation of committees and Organize meetings	b-1) সংসদ সদস্যগণের জন্য দিনব্যাপী Orientation workshop এর আয়োজন। b-2) জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য দিনব্যাপী Orientation workshop আয়োজন। b-3) স্ট্যাডি ট্যুর এর আয়োজন। c-1) "Association of Parliamentarians on Population and Development (APPD)" গঠন c-2) Gender সংক্রান্ত সাব কমিটি গঠন c-3) Youth সাব কমিটি গঠন c-4) প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন c-5) দরপত্র উন্মুক্তকরণ এবং মূল্যায়ন কমিটি গঠন।

১১.১ উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে অর্জিত হয়েছে।

১২.০ মনিটরিং ঃ

ক. মন্ত্রণালয় / এজেন্সীঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পটির সুষ্ঠু কার্যসম্পাদন এবং এর গুনগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ তদারকী করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

খ. আইএমইডিঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে আইএমইডি কর্তৃক ৩১-০৩-২০১৩ তারিখে পরিদর্শন করা হয় এবং প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রকল্প কার্যাবলীর সুষ্ঠু এবং সময়মত সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকল্প জনবল নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে।

১৩.০ অডিটঃ

প্রকল্পটির কোন অভ্যন্তরীন অডিট করা হয়নি। তবে বহিঃসংস্থা কর্তৃক প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬ বার প্রকল্পের অডিট সম্পাদিত হয়েছে। কোনবারই কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি মর্মে Project Completion Report (PCR) এবং পরিদর্শনকালে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে।

১৪.০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে;

ক. ডিপিপি ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

খ. প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা; এবং

গ. বাস্তব অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা।

১৫.০। প্রকল্প পরিদর্শনঃ " Involvement of Parliamentarians in Reproductive Health, Rights, Gender Issues and Development (IPRGD)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যালয় গত ২৬/০৮/২০১৩ তারিখ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, দাতা সংস্থা UNFPA এর সহযোগী কর্মকর্তা এবং সংসদ সচিবালয়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রকল্প সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন।

১৫.১। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যাবলীঃ

প্রকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনগণ বিশেষ করে দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার রক্ষা এবং লিঙ্গ বৈষম্যের উন্নয়ন সাধনের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সহায়তা বৃদ্ধি। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাদের পক্ষে জনসাধারণের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ, প্রজনন অধিকার, লিংগ বৈষম্য দূরীকরণ এবং এইচআইভি এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং উদ্বুদ্ধকরণ সহজতর। এই উদ্দেশ্যে প্রকল্পের কাজে মাননীয় সাংসদগণকে জড়িত করে প্রকল্প উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের আওতায় 1) "Population and Development", 2)"Youth Development", 3)"Strengthening Family Planning Program in Bangladesh ;4) and Can Bangladesh Encash Demographic Dividend?" এ ৪টি বিষয়ের উপর জাতীয় পর্যায়ে জুলাই ১৯৯৯-২০১১ সাল পর্যন্ত সময়ে Policy Dialogue অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় সাংসদগণ, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারসহ মোট ২০০ জন এই Policy Dialogue গুলোতে অংশগ্রহণ করেন।

১৫.২। Round Table আলোচনা অনুষ্ঠানঃ

"Population and Development", "Role of Parliamentarian as Change Agent", "Transforming Youth into skilled Human Resourees: Perspective Bangladesh", "and Budget Allocation for strengthening Population and Family planning Program in Bangladesh" এ ৪টি বিষয়ের উপর সর্বমোট ৩টি 'Round Table Discussion' এর আয়োজন করা হয়েছে। সংসদ সদস্য, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি সহ মোট ১৫০ জনের অংশগ্রহণে Round Table Discussion অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনসংখ্যা ও যুব উন্নয়ন বিষয়ে জ্ঞানের প্রসারতা এবং এ বিষয়টির সাথে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সম্পৃক্ততা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করাই ছিল এই Round Table আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

১৫.৩। বিভাগ পর্যায়ে Dialogue এর আয়োজনঃ

Population and Development সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রকল্প অধীনে কিশোরগঞ্জ ও পঞ্চগড়ে দুটি Dialogue অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দুই শতাধিক অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে এই আয়োজন করা হয়।

১৫.৪। Documentary Film প্রস্তুতকরণঃ

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং মাননীয় সাংসদদের সহায়তা সহজলভ্য ও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে " আমাদের জনতা আমাদের সম্পদ: সম্ভাবনার বাংলাদেশ " নামে একটি Documentary Film প্রকল্পের অধীনে তৈরী করা হয়েছে।

১৫.৫। Information, Education, & Communication (IEC)/ Behavior Change Communication (BCC) সামগ্রী প্রস্তুতকরণ ও বিতরণঃ

এই কাজের আওতায় সর্বমোট ৫০০টি T- শার্ট এবং ৫০০টি মগ তৈরী করা হয়েছে এবং মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করা হয়েছে।

১৫.৬। সংসদ সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠানঃ

প্রকল্পের আওতায় জনসংখ্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, Gender এবং HIV/AIDS সংক্রান্ত বিষয়াবলীর উপর সংসদ সদস্যগণের জন্য ১১টি দিনব্যাপী Orientation Workshop এর আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে ২টি কর্মশালা শুধুমাত্র মহিলা সাংসদদের জন্য আয়োজন করা হয়। এছাড়া সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য ৯টি দিনব্যাপী Orientation Workshop অনুষ্ঠিত করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল কর্মকর্তাগণকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এর ঝুকি এবং লিংগ বৈষম্য সম্পর্কে ওযাকিবহাল করা। এছাড়া জনসংখ্যা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে যে কার্যকরী সম্পর্ক রয়েছে সে ব্যাপারে ধারণা প্রদানও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

১৫.৭। বিভিন্ন কমিটি গঠনঃ

-প্রকল্পের আওতায় ১৭ জন সংসদ সদস্যকে নিয়ে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে “Association of Parliamentarians on Population and Development (APPD) ” গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার। কমিটি মূলত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি, Policy Dialogue অনুষ্ঠান, Round Table discussion ও Gender ও Youth সাবকমিটি গঠনে ভূমিকা পালন করে।

-মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিকে আহবায়ক করে ১৫ জন সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে Gender Sub-Committee গঠন করা হয়।

- সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের সভাপতিত্বে ১৫ জন সংসদ সদস্যকে নিয়ে Youth সাব কমিটি গঠন করা হয়।

১৫.৮। স্ট্যাডি ট্যুরঃ

প্রকল্পের আওতায় থাইল্যান্ড ও চীনে ২টি সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। শিক্ষা সফরের অংশগ্রহণ করে সংসদ সদস্যগণ ও সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণমূলক (Participatory) আলোচনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসকরণ, প্রজনন স্বাস্থ্য শক্তিশালীকরণ, প্রজনন অধিকার প্রতিষ্ঠা, লিংগ সমতা বজায় রাখা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণালাভে সমর্থ হয়েছেন মর্মে আলোচনাকালে অবহিত করা হয়।

১৫.৯। প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়াঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রিন্টার, ইউপিএস ও ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার সহ একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি ল্যাপটপ, ১টি ফটোকপিয়ার, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টার, ১টি ফ্যাক্স মেশিন, ১টি স্প্লিট এয়ারকন্ডিশনার, ১টি স্টীলের আলমারী, ২টি ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং UNFPA এর অনুদানে বাস্তবায়িত হয়েছে, তাই ক্রয় প্রক্রিয়া UNFPA এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সম্পাদিত হয়েছে।

১৬.০। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৬.০১। আলোচ্য প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ২০০৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে। কিন্তু ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হয় এবং পুনরায় চালু করা হয় ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে। প্রকল্পটি মূলত সংসদ সদস্যদের নিয়ে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল । ফলে মধ্যবর্তী সময়কাল অর্থাৎ ২ বছর (২০০৭-২০০৮) প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত থাকে। একারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয় এবং বাকী কাজ সম্পন্ন করার জন্য মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়;

১৬.০২। প্রকল্পটি একটি সীমিত বাজেটের ক্ষুদ্রাকার প্রকল্প হলেও গ্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যাবলী অত্যন্ত গূরূত্বপূর্ণ এবং জনগূরুত্ব সম্পন্ন। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬ বার প্রকল্প পরিচালক পদে পরিবর্তন এসেছে, যা কোনভাবে কাম্য নয়।

১৭.০। সুপারিশঃ

১৭.১। ভবিষ্যতে সংসদ সদস্যগণের সমন্বয়ে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন নতুন সরকার গঠনের পরপরই প্রকল্প কার্যক্রম আরম্ভ করা শ্রেয়; যাতে করে সরকারের মেয়াদের মধ্যেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

১৭.২। প্রকল্প পরিচালক পদে ঘন ঘন বদলী যথাসম্ভব পরিহার করা বাঞ্ছনীয়; ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পর ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন -সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	০১টি	০১টি	০১টি	-	-	১টি	৬৬%	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ **১টি** **(ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান শীর্ষক প্রকল্প)**

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ **মোটঃ** ৫৪২৮৮.৬৯. জিওবিঃ ১৮৮৯৬.৭০, প্রঃসাঃ ৩৫৩৯১.৯৯
জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

৩.১ বিগত ০৬ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধনের যৌক্তিকতা ছিল নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত পণ্য ও সেবা সামগ্রীর মূল্য এবং সংখ্যা বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা;
- ডিপিপিতে বর্ণিত ব্যয় খাতসমূহের জন্য বরাদ্দ বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অন্তখাত সমন্বয় সাধন ও পুনঃনির্ধারণ করণ;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিপিপি'র বাজেট লাইন আইটেমসমূহে নতুন কিছু লাইন আইটেম সংযুক্তকরণ।

৩.২ ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ২য় সংশোধন অনুমোদন লাভ করে। ২য় সংশোধনের যৌক্তিকতা ছিল নিম্নরূপঃ

- জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের মেয়াদ দুই (২) বৎসর বৃদ্ধি করণ;
- Database Cleansing and Oracle Migration-এর মাধ্যমে ডাটাবেজকে অধিকতর ব্যবহার। Automated Finger Print Identification System (AFIS) ম্যাচিং সম্পন্ন করে ডাটাবেজ হতে দ্বৈত ভোটার চিহ্নিত করণ ও দূরীকরণ;
- সেন্ট্রাল ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারী সিস্টেম স্থাপন ও কার্যকরকরণ;
- বাংলাদেশে ভোটার রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (BVRS) স্থাপন ও কার্যকরকরণ।

৩.৩। প্রকল্পের ৩য় এবং সর্বশেষ সংশোধন ২৯ মার্চ ২০১১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ৩য় সংশোধনের যৌক্তিকতা ছিল নিম্নরূপঃ

- আর্ন্তজাতিক বাজারে ডলার এবং দাতাগোষ্ঠির মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে ডিপিএস খাতে প্রায় ১.৬২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থ অন্তর্ভুক্ত না করা হলে BVRS ও IT Master Plan যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না বিধায় প্রকল্প ব্যয়ে অতিরিক্ত ১.৬২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রকল্প সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়;
- প্রকল্পের টেকনিক্যাল জনবল (টেকনিক্যাল এক্সপার্ট/সাপোর্ট) এর বেতনাদি প্রকল্প সাহায্য খাত হতে প্রদান করা হতো। জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির ফলে তাদের বেতন জিওবি খাত হতে

পরিশোধের প্রয়োজন দেখা দেয় যার জন্য প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়;

- প্রকল্পের অফিস ভাড়া বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বর্ধিত হার অনুমোদন। ভোটার নিবন্ধন ফরম ও ভোটার তালিকা মুদ্রণ ব্যয় খাতে UNDP কর্তৃক সরাসরি ব্যয়িত অর্থ সমন্বয়করণ;
- প্রকল্পের মোট বরাদ্দ অপরিবর্তিত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, ইকুইপমেন্ট ও সিডি ভ্যাট খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হয়নি মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে জানা গেছে। তবে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে, তা হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের জন্য সমগ্র দেশে একযোগে ল্যাপটপের সাহায্যে জনগণের ছবি তোলাসহ অন্যান্য সকল কাজ সমাধা করা হয় এবং তার পরপরই ল্যাপটপসহ অন্যান্য Office equipment পর্যায়ক্রমে সকল Field Office এ প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত Equipment গুলো ২০০৭ সনের পর থেকে বিতরণ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে Equipmentসমূহ বিশেষ করে ল্যাপটপগুলো ব্যাটারির দুর্বলতার কারণে যথাযথ সার্ভিস দিতে অক্ষম হয়ে পড়ছে। ব্যাটারি পুনঃস্থাপনও হচ্ছে না। ফলে কিছুটা হলেও কাজে বিঘ্ন ঘটছে।	৪.১। প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুতর কোন সমস্যা না থাকলেও মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত equipment সমূহের মেরামত ও প্রয়োজনে পুনঃ স্থাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন;
৪.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্রে ওয়েব ক্যামের সাহায্যে তোলা ছবির মান গ্রহণযোগ্য হয়নি। এ ব্যাপারে অধিকাংশ উপকারভাগী অভিযোগ করেছেন।	৪.২।ভবিষ্যতে জাতীয় পরিচয়পত্রে ছবি তোলার জন্য ডিজিট্যাল/অত্যাধুনিক ক্যামেরা ব্যবহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
	৪.৩। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, প্রকল্পের আওতায় ১ম শ্রেনীর ৮টি পদসহ মোট ২৩টি পদ সৃজন করা হয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পদসমূহ পূরণ করা হয়। এ সীমিত সংখ্যক জনবল তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার সাথে পালনে সমর্থ হওয়ায় মাত্র ১৪ (চৌদ্দ) মাসের মধ্যে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সংগৃহীত ভোটারের তথ্য ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরী ও প্রদান সম্ভবপর হয়েছে। তবে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে বর্তমানে কর্মরত ১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনায় রেখে তাদের চাকুরী বিধি-বিধানের আলোকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে।

"ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান" শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

০১ প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

০৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৫৪৬৯৮.৩৬ জিওবিঃ ২০২৪৩.২৩ প্রঃসাঃ ৩৪৪৫৫.১৩	মোটঃ ৫৫৮২৯.৯০ জিওবিঃ ২০২৪৩.২৩ প্রঃসাঃ ৩৫৫৮৬.৬৭	মোটঃ ৫৪২৮৮.৬৯ জিওবিঃ ১৮৮৯৬.৭০ প্রঃসাঃ ৩৫৩৯১.৯৯	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত	প্রযোজ্য নয়	৬৬%

০৫. প্রকল্পের অর্থায়ন : জিওবি এবং ইউএনডিপি, ডিএফআইডি, ইসি, নেদারল্যান্ডস্, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, ও দক্ষিণ কোরিয়া।

উৎস	কারেন্সী	ডলারের পরিমাণ	ধরন	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
ইউএনডিপি	ইউএসডি ডলার	৩.৫ মিলিয়ন	অনুদান	০১-০৭-২০০৭
ইউরোপিয়ান কমিশন	ইউরো	২০.১৩ মিলিয়ন	অনুদান	১৩-১৩-২০০৭
ডিএফআইডি	ইউএসডি ডলার	২০.০০ মিলিয়ন	অনুদান	২৯-০৮-২০০৭
নেদারল্যান্ডস্	ইউএসডি ডলার	৪.৯৪ মিলিয়ন	অনুদান	২৭-১১-২০০৭
নরওয়ে	এনওকে	১.০০ মিলিয়ন	অনুদান	১৭-০৯-২০০৭
সুইডেন	এসইকে	১.০০ মিলিয়ন	অনুদান	০৫-০৯-২০০৭
সুইজারল্যান্ড	ইউএসডি ডলার	১.০০ মিলিয়ন	অনুদান	০১-১১-২০০৭
ডেনমার্ক	ডিকেকে	০.৯১৮মিলিয়ন	অনুদান	৩০-০৮-২০০৭
দক্ষিণ কোরিয়া	ইউএসডি ডলার	০.৫০০মিলিয়ন	অনুদান	০৩-০৯-২০০৭

০৬. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন
(সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক)	**রাজস্ব ব্যয়**					
১	অফিসারদের বেতন	জন	৫৪৬.০৪	১১	৫৩৪.৭৫ (৯৮%)	১১
২	কর্মচারীদের বেতন*	জন	১১৯৪.৫৯	৪০	৭৯১.৩৫ (৬৬%)	৪০
৩	ভাতাদি	থোক	১৫৭.৭৩	থোক	১২৯.৬৮ (৮২%)	থোক
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৭০০৩.৯৭	থোক	৩৬৪৪৭.৬২ (৯৯%)	থোক

৫	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন **	থোক	৩৪৪.৭৭	থোক	৮১.০৯ (২৪%)	থোক
৬	উপ মোট রাজস্ব ব্যয়		৩৯২৪৭.১০		৩৭৯৮৪.৪৯ (৯৭%)	
(খ)	**মূলধন ব্যয়**					
৭	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	নং	১৫৫,৯৪.৪৭	ল্যাপটপ-৮৫০০ ডেস্কটপ-৭৪০ ওয়েবক্যাম-৮৫০০, ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার-১০০০০, প্রিন্টার-৬১৪, পোর্টেবল জেনারেটর-৩০৪০, গাড়ী-১৫, ডাটাসেন্টার-০১, ডিজাস্টার রিকভারী সিস্টেম-১ BVRS&AFIS সিস্টেম।	১৫৫৬৩.৮৭ (৯৯.৮%)	ল্যাপটপ-৮৫০০ ডেস্কটপ -৭৪০ ওয়েবক্যাম-৮৫০০, ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার-১০০০০, প্রিন্টার-৬১৪, পোর্টেবল জেনারেটর-৩০৪০, গাড়ী-১৫, ডাটাসেন্টার-০১, ডিজাস্টার রিকভারী সিস্টেম-১ BVRS&AFIS সিস্টেম।
৮	কনটিনজেন্সী	থোক	২৫০.০৫		১২.১৯ (৫%)	
৯	সিডি ভ্যাট	থোক	৭৩৮.২৮		৭২৮.১৪ (৯৯.৯৮%)	
১০.	উপ মোট		১৬৫৮২.৮০		১৬৩০৪.২০ (৯৮%)	
	সর্বমোট (ক+খ)		**৫৫৮২৯.৯০**		**৫৪২৮৮.৬৯ (৯৭.২৪%)**	

***** কর্মচারীদের বেতন খাতে মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের জন্য বরাদ্দ রাখা হলেও বাস্তব কাজের জন্য অপারেটর নিয়োগ প্রদানের প্রয়োজন না হওয়ায় এ খাতে প্রায় চার (৪) কোটি টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

****** মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন খাতে প্রায় ২.০০ (দুই) কোটি এবং কনটিনজেন্সী খাতে প্রায় ২.৫০ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) কোটি টাকা অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নতুন গাড়ী, ডাটা সেন্টার ও বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট ক্রয় ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার ফলে এ খাতে ব্যয় কম হয়েছে। একইভাবে অপ্রত্যাশিত কোন ব্যয় না হওয়ায় এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টিমের দক্ষতার কারণে কনটিনজেন্সী খাতে প্রায় দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

০৭. অনুমোদন পর্যায়ঃ

৭.১.১ প্রকল্পটির উপর গত ৫ আগস্ট ২০০৭ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০ আগস্ট ২০০৭ তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। অনুমোদিত প্রকল্পটির জনগুরুত্ব এবং কাজের ব্যাপকতা বিবেচনা করে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পর্যায়ক্রমে ৩ বার সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়, যা নিম্নে বর্ণিত হলঃ

৭.১.২ বিগত ০৬ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধনের যৌক্তিকতা ছিল নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত পণ্য ও সেবা সামগ্রীর মূল্য এবং সংখ্যা বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা;
- ডিপিপিতে বর্ণিত ব্যয় খাতসমূহের জন্য বরাদ্দ বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অন্তখাত সমন্বয় সাধন ও পুনঃনির্ধারণ করণ;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিপিপি'র বাজেট লাইন আইটেমসমূহে নতুন কিছু লাইন আইটেম সংযুক্তকরণ।

৭.১.৩ ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ২য় সংশোধন অনুমোদন লাভ করে। ২য় সংশোধনের যৌক্তিকতা ছিল নিম্নরূপঃ

- জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের মেয়াদ দুই (২) বৎসর বৃদ্ধি করণ;
- Database Cleansing and Oracle Migration-এর মাধ্যমে ডাটাবেজকে অধিকতর ব্যবহার। Automated Finger Print Identification System (AFIS) ম্যাচিং সম্পন্ন করে ডাটাবেজ হতে দ্বৈত ভোটার চিহ্নিত করণ ও দূরীকরণ;
- সেন্ট্রাল ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারী সিস্টেম স্থাপন ও কার্যকরকরণ;
- বাংলাদেশে ভোটার রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (BVRS) স্থাপন ও কার্যকরকরণ।

৭.১.৪ প্রকল্পের ৩য় এবং সর্বশেষ সংশোধন ২৯ মার্চ ২০১১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ৩য় সংশোধনের যৌক্তিকতা ছিল নিম্নরূপঃ

- আর্ন্তজাতিক বাজারে ডলার এবং দাতাগোষ্ঠির মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে ডিপিএস খাতে প্রায় ১.৬২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থ অন্তর্ভুক্ত না করা হলে BVRS ও IT Master Plan যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না বিধায় প্রকল্প ব্যয়ে অতিরিক্ত ১.৬২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রকল্প সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়;
- প্রকল্পের টেকনিক্যাল জনবল (টেকনিক্যাল এক্সপার্ট/সাপোর্ট) এর বেতনাদি প্রকল্প সাহায্য খাত হতে প্রদান করা হতো। জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির ফলে তাদের বেতন জিওবি খাত হতে পরিশোধের প্রয়োজন দেখা দেয় যার জন্য প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়;
- প্রকল্পের অফিস ভাড়া বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বর্ধিত হার অনুমোদন। ভোটার নিবন্ধন ফরম ও ভোটার তালিকা মুদ্রণ ব্যয় খাতে UNDP কর্তৃক সরাসরি ব্যয়িত অর্থ সমন্বয়করণ;
- প্রকল্পের মোট বরাদ্দ অপরিবর্তিত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, ইকুইপমেন্ট ও সিডি ভ্যাট খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ।

৮.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৯.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান-যার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সংসদ ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া। এ দায়িত্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত হালনাগাদকরণ। গণতন্ত্রের অগ্রগতির অনেকটাই নির্ভর করে অবাধ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের উপর। অবাধ, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ তথা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সঠিক ভোটার তালিকা প্রয়োজন। ছবিসম্বলিত ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও দেশব্যাপী ভোটারদের জন্য ভোটার আইডি কার্ড প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে আলোচনা, পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক কর্মপদ্ধতি, কাজের সময় ও প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জামাদি এবং সম্ভাব্য ব্যয়সম্বলিত একটি সুপারিশমালা প্রদান করে। এই সুপারিশমালার পরিপ্রেক্ষিতে ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরীর লক্ষ্যে গত জুন, ২০০৭ মাসে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার পৌরসভা এলাকায় পরিচালিত পাইলট প্রকল্পের মাধমে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুতির প্রায়োগিক দিক এবং পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করা হয়। এর উপর ভিত্তি করে একটি Development Project Proposal (DPP) তৈরী করা হয় এবং ২০/০৮/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি ৫৪৬৯৮.৬৬ লক্ষ টাকায় জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৯.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং এ কাজের মাধ্যমে সংগৃহীত ভোটারের তথ্য ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরী ও প্রদানের কাজের সহায়তা সম্প্রসারণ। এছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

০১. ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরীর জন্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংগৃহীত উপাত্ত যাচাই-বাছাই এবং ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়, জেলা, উপজেলা ও উপাত্ত সংগ্রহ দল পর্যায় পর্যন্ত আইসিটি অবকাঠামো তৈরী;

০২. ভোটার নিবন্ধীকরণ এবং ভোটারদের নিবন্ধীকরণ কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টিকরণ;

০৩. যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচয়পত্র তৈরি ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুযোগ সৃষ্টি;

০৪. ই-গভর্নেন্স চালুর লক্ষ্যে আইসিটি যন্ত্রপাতি বিতরণ; এবং

০৫. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জন্য সহায়ক অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি।

[[**১০.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ 'প্রকল্প পরিচালক' এর দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ	ধরন
০১	শাহাদাত হোসেন চৌধূরী,	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	২০/০৮/২০০৭	১৫/০৬/২০১০	পূর্ণকালীন

	পিএসসি, টিই	প্রকল্প পরিচালক			
০২.	আখতারোজ্জামান সিদ্দিকী, পিএসসি, টিই	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রকল্প পরিচালক	১৫/০৬/২০১০	৩০/০৬/২০১২	পূর্ণকালীন

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য		অর্জন
০১.	ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং এ কাজের মাধ্যমে সংগৃহীত ভোটারের তথ্য ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরী ও প্রদানের কাজে সহায়তা সম্প্রসারণ	➢ ৮১ মিলিয়ন ভোটারের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র মুদ্রণ করা হয়েছে এবং ২০০৭-০৮ সালে দেশব্যাপী বিতরণ করা হয়েছে।
		➢ ২০০৯ সালে দেশের স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ৩ সেট ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।
০২.	ভোটার তালিকা তৈরীর জন্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংগৃহীত উপাত্ত যাচাই বাছাই এবং ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়, জেলা, উপজেলা ও উপাত্ত সংগ্রহ দল পর্যন্ত ICT অবকাঠামো তৈরী।	➢ ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও ডাটাবেইজ প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়, জেলা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ICT অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
		➢ ভোটার রেজিস্ট্রেশনের জন্য সফ্টওয়ার এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি সংক্রান্ত সফটওয়ার Install করা হয়েছে।
০৩.	ভোটার নিবন্ধীকরণ এবং নিবন্ধীকরণ কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য গণসচিতনতা সৃষ্টি	➢ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সমন্বয়ে PERP এর আওতায় Multimedia out reach strategy প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য, গণ মাধ্যমগুলোতে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞাপন প্রচার, ম্যাপসহ নিবন্ধন কাজের অগ্রগতি এবং নির্বাচন কর্মকর্তাদের যোগাযোগ নম্বরসহ।
		➢ Election Working Group এবং Asia Foundation কর্তৃক গণসচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
০৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচয়পত্র তৈরী ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুযোগ সৃষ্টি	➢ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচয়পত্র তৈরী ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
		➢ নির্বাচন কমিশনের অধীনে National Identity Registration Wing প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
		➢ Bangladesh Voter Registration System (BVRS) চালু হয়েছে এবং IT Master Plan তৈরী করা হয়েছে।
		➢ Automated Finger Print Identification System (AFIS) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
০৫.	ই-গভর্নেন্স চালুর লক্ষ্যে আইসিটি যন্ত্রপাতি বিতরণ; এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জন্য সহায়ক অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি।	➢ ই-গভর্নেন্স চালুর লক্ষ্যে ৩৭০৬ জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা, ২৪৫,০১০ জন তথ্য সংগ্রহকারী এবং সুপারভাইজার, ২,২১,১৯০ জন অপারেটর ও প্রুফ রীডার, ২০৮,৯৫৯ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৪,১৯,০৮৬ পোলিং অফিসার কে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
		➢ ৯০০ জন কর্মকর্তাকে TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
		➢ উপজেলা সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণের উপর ৯৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
		➢ ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ৬৬৫টি ল্যাপটপ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৪১৪টি, স্থানীয় সরকার বিভাগে ১০৭৮টি, ভূমি রেকর্ড ও সার্ভে অধিদপ্তরে, বিসিএস প্রশাসন একাডেমীতে ৫০টি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৫০০টি ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে।

১১.১ উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১২.০ মনিটরিংঃ

ক. মন্ত্রণালয়/সংস্থাঃ বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকল্পটির সরাসরি মনিটরিং, প্রকল্পের অগ্রগতির দ্বিপাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের কার্যাবলী ও অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

খ. আইএমইডিঃ আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটি চলমান অবস্থায় সরাসরি পরিদর্শন করা না হলেও প্রকল্পের মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১৩.০ অডিটঃ প্রকল্পটির মোট ৩ বার অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অডিট কার্যক্রম Foreign Aided Projects Audit Directorate (FAPAD) কর্তৃক করা হয়েছে। পরপর ৩ বছর অর্থাৎ ২০০৮, ২০০৯ এবং ২০১০ সালে ৩ বার অডিট করা হয় যার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

- প্রথম বছর অর্থাৎ ২০০৮ সনের ২৬ মে মাসে প্রদত্ত অডিট প্রতিবেদনে "অফিস ভাড়া বাবদ বিলে আয়কর বিযোজন করা হয়নি" এ মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।
- পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০০৯ সনের ১৯ এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত প্রতিবেদনে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।
- ২০১১ সালের ২৯ মে তারিখে প্রদত্ত অডিট প্রতিবেদনে প্রথম আপত্তি হিসেবে "উপজেলা সার্ভার স্টেশনসমূহে আসবাবপত্র সরাসরি কারখানা থেকে সরবরাহ এবং স্টোর রুম থেকে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে প্রদেয় VAT এবং আয়করের বৈষম্যের কারণে অডিট আপত্তি দেয়া হয়"। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়।
- দ্বিতীয় আপত্তিতে অফিস ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আয়কর কর্তন করা হয়নি মর্মে আপত্তি উত্থাপিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ মর্মে নিষ্পত্তি করা হয় যে, প্রকল্পের শুরুতে প্রকল্প সাহায্য (PA) খাত থেকে অফিস ভাড়া মেটানো হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ জিওবি অর্থে ২ বছর বৃদ্ধি করার পর প্রকল্পের পুরো মেয়াদে প্রদত্ত ভাড়ার আয়কর জিওবি ফান্ড থেকে কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- অগ্রিম উত্তোলন সমন্বয় না করা সংক্রান্ত ৩নং আপত্তির বিপরীতে উল্লেখ করা হয় যে, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী টিমসহ নির্বাচন কর্মকর্তার যাতায়াত, তথ্য সংগ্রহকারীদের সম্মানী, সার্ভার রুম স্থাপন, জেনারেটর ফুয়েল ক্রয় ইত্যাদি কারণে অগ্রিম উত্তোলনের প্রয়োজন হয়। অডিট চলাকালে অগ্রিম সমন্বয় করা হয়নি, প্রকল্পের মেয়াদ শেষে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা গেছে।

১৪.০। প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পটির কার্যালয় গত ১১ মার্চ ২০১৩ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করেন। সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪.১। মূল্যায়ন পদ্ধতি(Methodology)ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে;

ক. ডিপিপি ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
খ. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
গ. কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
ঘ. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
ঙ. কিছু উপকারভোগীর সংগে আলোচনা।

১৪.২। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ

পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রীত মালামালের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়, যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	আইটেম	ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান শীর্ষক প্রকল্প	আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর ইনহান্সিং একসেস টু সার্ভিসেস (IDEA) শীর্ষক প্রকল্পে স্থানান্তরিত হয়েছে।	মন্তব্য
০১.	ল্যাপটপ কম্পিউটার	৮৫০০	৮৫০০	প্রকল্পের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হচ্ছে - ১০৫৮টি

				নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে - ৩৫৫৬টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হয়েছে - ৩৮৪৭টি UNDPকে প্রদান করা হয়েছে- ৩৯টি
০২.	ডেস্কটপ কম্পিউটার	৭৪০	৭৪০	প্রকল্প কার্যালয়ে – ৪০টি মাঠ পর্যায়ের জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ে -৭০০টি
০৩.	ওয়েব ক্যামেরা	৮৫০০	৮৫০০	প্রকল্প কার্যালয়ে – ৪৪৩৩টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে - ২২৮৫টি মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কার্যালয়ে -১৭৮২টি
০৪.	ফিংগার প্রিন্ট স্ক্যানার	১০,০০০	১০,০০০	প্রকল্প কার্যালয়ে – ৮৪২০টি মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কার্যালয়ে -১৫৮০টি
০৫.	পোর্টেবল জেনারেটর	৩০৪০	৩০৪০	প্রকল্প কার্যালয়ে – ০৩টি মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কার্যালয়ে – ৩০৩৭টি
০৬.	গাড়ী	১৫	১২	০৩টি গাড়ী আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাদের জন্য পুলভুক্ত হয়েছে।
০৭.	প্রিন্টার	৬১৪	৬১৪	প্রকল্প কার্যালয়ে – ১০৮টি মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কার্যালয়ে – ৫০৬টি
০৮.	সেন্ট্রাল ডাটা সেন্টার	০১	০১	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপন করা হয়েছে।
০৯.	ডিজাস্টার রিকভারী সিস্টেম	০১	০১	আপাতত প্রকল্প কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

১৪.৩। প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়াঃ

ক) যানবাহনঃ

প্রকল্পের আওতায় ১১টি জীপ, ২টি মাইক্রোবাস এবং ২টি পিক-আপ ক্রয় করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি মিৎসুবিশি পাজেরো জীপ সরাসরি প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড থেকে ক্রয় করা হয়েছে; ৫টি মিৎসুবিশি পাজেরো G2x জীপ ও ১টি Nissan জীপ ২টি মাইক্রোবাস এবং ১টি পিক-আপ উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যথাযথ বিধি অনুসরণপূর্বক ক্রয় করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট নথি-পত্র ঘেঁটে প্রতীয়মান হয়েছে।

খ) Office Equipment এবং আসবাবপত্রঃ

মোট ৮৫০টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ৭৪০টি ডেস্পটপ কম্পিউটার, Web-Cam, ফিংগারপ্রিন্টার স্ক্যানার, Bangla 102-কীবোর্ড ও প্রিন্টার ইত্যাদি UNDP থেকে সরাসরি সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অবহিত করেছেন। এছাড়া সমুদয় আসবাবপত্র অটবী থেকে ক্রয় করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

১৪.৪। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় যে সকল Office Equipment ও আসবাবপত্র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে সরবরাহ করার কথা ছিল – সেগুলোর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার অফিসসহ সদর উপজেলা ও মির্জাপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার অফিস, নরসিংদী জেলা ও সদর উপজেলা এবং বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মালামালের বেশীর ভাগ equipment এবং আসবাবপত্র মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত Office equipment ও আসবাবপত্রের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

ক) বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসমূহের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি	পরিমাণ
০১.	ডেস্কটপ কম্পিউটার	০১টি
০২.	ল্যাপটপ কম্পিউটার	০৩টি
০৩.	রেজিস্ট্রেশনের ল্যাপটপ	০১টি
০৪.	ডিজিটাল ক্যামেরা	০১টি
০৫.	ক্যামেরা ব্যাটারী	০১টি
০৬.	ক্যামেরা স্ট্যান্ড	০১টি

০৭.	সিগনেচার প্যাড	০১টি
০৮.	ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার	০১টি
০৯.	স্লিপ প্রিন্টার	০১টি
১০.	লাইট স্ট্যান্ড	০২টি
১১.	ইউএসবি হাফ	০১টি
১২.	লেজার প্রিন্টার	০১টি
১৩.	ইউপিএস	০২টি
১৪.	জেনারেটর	০৩টি
১৫.	ফ্যান	০৬টি
১৬.	এ্যানার্জি বাল্ব	১১টি

খ) আসবাবপত্রসমূহের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি	পরিমাণ
০১.	অফিসার্স টেবিল	০১টি
০২.	ক্লার্ক টেবিল	০২টি
০৩.	এ্যানাক্সার	০১টি
০৪.	কম্পিউটার টেবিল	০১টি
০৫.	ছোট টেবিল	০১টি
০৬.	স্পেশাল কম্পিউটার টেবিল	০১টি
০৭.	অফিসার্স চেয়ার	০১টি
০৮.	ভিজিটর চেয়ার (হাতলসহ)	০৮টি
০৯.	ভিজিটর চেয়ার (ছোট)	০২টি

১৪.৪.১ মির্জাপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ঃ

মির্জাপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জনাব মাসুদ আহমেদ সিকদার ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যোগদান করেছেন। তাঁর অফিসে নিয়ম মাফিক ১ জন অফিস সহকারী ও ১ জন এমএলএসএস এর পদ রয়েছে এবং দু'টি পদ পূরণকৃত আছে। আলোচনা কালে তিনি জানান, তাঁর কার্যালয়ে বর্তমানে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ চলছে। এছাড়া ইতোপূর্বে প্রদত্ত ভোটার আইডি কার্ড হারিয়ে ফেলা এবং সংশোধনের কারণেও প্রতিদিন গড়ে ৫/৭ জন তার কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দেন। কেন্দ্রীয় অফিস থেকে প্রাপ্ত Office equipment এর মধ্যে ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি ইউপিএস এবং জেনারেটর ৩টিই অকেজো অবস্থায় রয়েছে।

মির্জাপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়

১৪.৪.২ টাঙ্গাইল সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ঃ

জনাব মোঃ মনজুরুল হাসান সদর উপজেলার নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে কর্মরত আছেন। টাঙ্গাইল জেলা সার্ভার স্টেশন ভবনটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় উপজেলা পরিষদের দু'টি কক্ষ সাময়িকভাবে এ দপ্তরের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জানান, তাঁর দপ্তরে বর্তমানে ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ, জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন এবং হারানো পরিচয়পত্র প্রতিস্থাপনের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলছে। পরিচয়পত্র সংশোধনের প্রধান কারণসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মূলতঃ বয়স, নামের ভুল বানান, পরবর্তীতে বিবাহিত মহিলাদের স্বামীর নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদি কারণে পরিচয়পত্র সংশোধনের জন্য আবেদন পাওয়া যায়। আলোচনা কালে তিনি অবহিত করেন, সরবরাহকৃত মালামালের মধ্যে ডেস্কটপ সিপিইউটি প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়, ল্যাপটপ ৪টি অনেক দিন আগে অর্থাৎ ২০০৭-০৮ সালে সরবরাহ করায়

ব্যাটারী দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে ব্যবহারঅযোগ্য হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। একই সমস্যা উল্লেখ করেছেন মির্জাপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাও।

১৪.৪.৩ বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ঃ

সোনাতলা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন জানান তাঁর দপ্তরে 'অফিস সহকারী' এবং 'এমএলএসএস' এ দুটি পদই পুরণকৃত রয়েছে। দৈনিক গড়ে ৪/৫ জন তাঁর দপ্তরে তাদের পরিচয়পত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সংশোধনের জন্য আবেদন করে থাকেন। তিনি আরো জানান যে, কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সরবরাহকৃত ৪টি ল্যাপটপের মধ্যে একটি একেবারেই অচল। পরিচয়পত্র সংশোধনের কারণ সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি জানান, সম্প্রতি তার কার্যালয়ে এক মহিলা তার পরিচয়পত্রে প্রদত্ত স্বাক্ষর পরিবর্তনের জন্য পরিচয়পত্র সংশোধন করতে চান। এ ধরনের ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটেনি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়

উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার

১৪.৪.৪ নরসিংদী সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ঃ

নরসিংদী সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জনাব নজরুল ইসলাম জানান তিনি ছাড়াও একজন অফিস সহকারী ও একজন এমএলএসএস কর্মরত আছেন। বর্তমানে তার দপ্তরেও ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ, জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন ও হারানো পরিচয়পত্র পুনঃপ্রদানের লক্ষ্যে কাজ চলমান। তিনি আরও জানান যে, কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে ৪টি ল্যাপটপ সহ সকল সরঞ্জামাদি তিনি বুঝে পেয়েছেন এবং ৪টি ল্যাপটপ বর্তমানে সচল। আসবাবপত্রও তিনি পেয়েছেন তবে তার কার্যালয়ের ভবনটি নবনির্মিত হওয়ায় এখনও আসবাবপত্র ব্যবহার করছেন না। তার বড় ধরনের কোন সমস্যা নেই বলে তিনি জানিয়েছেন।

১৪.৪.৫ টাঙ্গাইল জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ঃ

টাঙ্গাইল জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়টি জেলা প্রশাসন কার্যালয় চত্বরের পেছন দিকে অবস্থিত। পরিদর্শনকালে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ছুটিতে ছিলেন। তবে দপ্তরের সংশ্লিষ্ট জনবলের নিকট থেকে জানা গেছে জেলা পর্যায়ে শুধু office equipment সরবরাহ করা হয়েছে, আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়নি। office equipment গুলো দিয়ে মোটামুটি কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

১৪.৪.৬ উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যারা জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়েছেন তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক উপকারভোগীর মতামত নেয়া হয়েছে (উপকারভোগীদের তালিকা সংযোজনী-ক)। অঞ্চলভেদে নারী ও পুরুষ উপকারভোগীদের বিভাজন নিম্নরূপঃ

জেলা	পুরুষ	মহিলা	সর্বমোট
টাংগাইল	৬	২	৮
বগুড়া	৯	৪	১৩
নরসিংদী	৪	২	৬
ঢাকা	১৬	৭	২৩
মোট	৩৫	১৫	৫০

সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে উপকারভোগীগণ এ মর্মে মতামত দিয়েছেন যে, তাদের এলাকায় অবস্থিত কোনও একটি বিদ্যালয়ে অস্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে তাদের ছবি তোলা হয়েছে এবং এব্যাপারে তাদেরকে পূর্বেই অবহিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রাপ্ত টোকেন প্রদর্শন করে পূর্ব নির্দিষ্ট তারিখে তারা পরিচয়পত্র বুঝে পেয়েছেন। এ বিষয়ে কোন বিঘ্ন

সৃষ্টি হয়নি। তবে, অল্পসংখ্যক (১০%) উপকারভোগী কতিপয় সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'কিছুসংখ্যক উপকারভোগীর নামের বানান ভুল হয়েছে', 'কয়েকটি অঞ্চলে পরিচয়পত্র বিতরণের সময়ে প্রচারনা যথেষ্ট ছিল না ফলে কবে পরিচয়পত্র বিতরণ করা হয়েছে তারা তা জানতে পারেননি; পরে সংগ্রহ করতে হয়েছে' ইত্যাদি। একজন মহিলা উপকারভোগী উল্লেখ করেছেন পরিচয়পত্রে তার ছবির পরিবর্তে তার শাশুড়ীর ছবি দেয়া হয়েছে, পরে তিনি তা সংশোধন করিয়েছেন। এছাড়া পরিচয়পত্রে সংযুক্ত ওয়েব ক্যাম-এ তোলা ছবির মান সম্পর্কে কমবেশী সবারই অভিযোগ রয়েছে।

১৪.৫ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামতঃ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপ প্রধানের মতামত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আলোচ্য প্রকল্পটি দেশের জন্য একটি বিরাট অর্জন। প্রকল্পটির আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রীয় ডাটা বেইজ দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে Key Indicator হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্থাপিত ডাটা বেইজটি বিশ্বের বৃহত্তম Bio-metrics ডাটাবেইজ বলে তিনি অভিহিত করেন। জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ব্যাংকিং, পাসপোর্ট/ইমিগ্রেশনে, টেলিফোন সংযোগ, ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ে VGF কার্ড প্রদান এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে বয়স্ক ভাতা প্রদান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

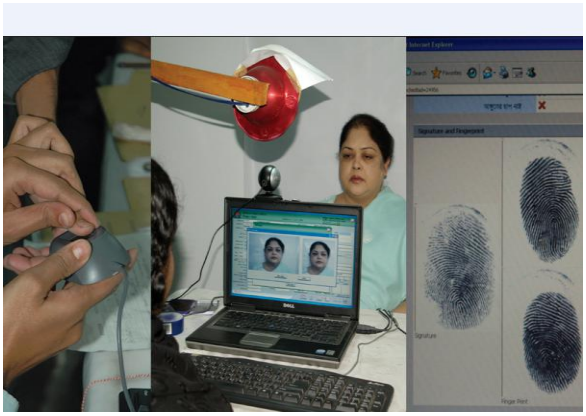

ওয়েব ক্যাম-এ ছবি তোলার প্রক্রিয়া

১৫.০। প্রকল্পের প্রভাবঃ প্রকল্পটির আওতায় একটি National Data Base স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ৮৬ মিলিয়ন ভোটারের Bio-metrics তথ্য সংগৃহীত আছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজিটাল ভোটার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি এবং Authentic Photo voter তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে যা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ডাটা-বেইজটি হালনাগাদ করে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয় যার ফলে ই-গভর্নেন্সের নিশ্চয়তাসহ দেশের আর্থ- সামাজিক বিভিন্ন দিকে উন্নয়ন সাধনের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।

১৬.০। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৬.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হয়নি মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে জানা গেছে। তবে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে, তা হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের জন্য সমগ্র দেশে একযোগে ল্যাপটপের সাহায্যে জনগণের

ছবি তোলাসহ অন্যান্য সকল কাজ সমাধা করা হয় এবং তার পরপরই ল্যাপটপসহ অন্যান্য Office equipment পর্যায়ক্রমে সকল Field Office –এ প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত Equipment গুলো ২০০৭ সনের পর থেকে বিতরণ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে Equipmentসমূহ বিশেষ করে ল্যাপটপগুলো ব্যাটারির দুর্বলতার কারণে যথাযথ সার্ভিস দিতে অক্ষম হয়ে পড়ছে। ব্যাটারি পুনঃস্থাপনও হচ্ছে না। ফলে কিছুটা হলেও কাজে বিঘ্ন ঘটছে।

১৬.২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্রে ওয়েব ক্যামের সাহায্যে তোলা ছবির মান গ্রহণযোগ্য হয়নি। এ ব্যাপারে অধিকাংশ উপকারভাগী অভিযোগ করেছেন।

১৭.০। সুপারিশঃ

ক) প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুতর কোন সমস্যা না থাকলেও মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত equipment সমূহের মেরামত ও প্রয়োজনে পুনঃ স্থাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন;

খ) ভবিষ্যতে জাতীয় পরিচয়পত্রে ছবি তোলার জন্য ডিজিট্যাল/অত্যাধুনিক ক্যামেরা ব্যবহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

গ) একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, প্রকল্পের আওতায় ১ম শ্রেনীর ৮টি পদসহ মোট ২৩টি পদ সৃজন করা হয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পদসমূহ পূরণ করা হয়। এ সীমিত সংখ্যক জনবল তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার সাথে পালনে সমর্থ হওয়ায় মাত্র ১৪ (চৌদ্দ) মাসের মধ্যে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সংগৃহীত ভোটারের তথ্য ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরী ও প্রদান সম্ভবপর হয়েছে। তবে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে বর্তমানে কর্মরত ১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনায় রেখে তাদের চাকুরী বিধি-বিধানের আলোকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মুল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ।

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিতে বিদ্যুৎ বিভাগের বিপরীতে অন্তর্ভুক্ত ০৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল : সমাপ্ত ০৫টি প্রকল্পের মধ্যে ০৩টি মূল অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয় এবং ২টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। প্রকল্প ২টির ব্যয় বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৯২.৮০ % ও ৪১.৮৩% । এছাড়া ০৫টি প্রকল্পের সবগুলোর ক্ষেত্রেই বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি ঘটে। প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নকালের বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭০০%, ২৩৭.৫%, ২০%, ১০০% ও ৩৩%।

৩। ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধির কারণ: বাস্তবায়ন পর্যায়ে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির মূল্য বৃদ্ধি, নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি, জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব ও জমির মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। প্রকল্প সংশোধন, প্রকল্প সাহায্য প্রাপ্তিতে বিলম্ব, পুন:দরপত্র আহ্বান ইত্যাদির ফলে প্রকল্পে বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা	সুপারিশ
১। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	১। প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
২। কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	২। ক। কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। ২। খ। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৩। সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত।	৩। সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপিতর বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৪। প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত।	৪। বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৫। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত।	৫। ক। প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়াগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। ৫। খ। বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষ্যতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৬। পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব।	৬। প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

সিলেট ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) (২য় সংশোধিত)
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ
৩। প্রকল্পের অবস্থান : ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
৪। প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন সময় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রকল্প সাহায্য)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫০৫৯১.৯২ (৩৫৭৪৫.০০)	৭১৭২২.৯৭ (-)	৭১৫৫১.৫০ (-)	জুলাই ১৯৯৮ হতে জুন ২০০২ (৪ বছর)	জুলাই ১৯৯৮ হতে ডিসেম্বর ২০১১ (১৩.৫ বছর)	জুলাই ১৯৯৮ হতে ডিসেম্বর ২০১১ (১৩.৫ বছর)	২০৯৫৯.৫৮ (৪১.৪৩%)	৯.৫ বছর (২৩৭.৫০%)

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৫.১ প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক এর পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী এর অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব**				
১	কর্মকর্তাদের বেতন	১০ জন	১১২.৬২৬	১০ জন (১০০%)	১১২.৬২৬ (১০০%)
২	কর্মচারীদের বেতন	১৭ জন	৫৮.৮৬৪	৫ জন (২৯.৪১%)	৫৮.৮৬৪ (১০০%)
৩	ভাতা	থোক	৩০.০১০	থোক	৩০.০১০ (১০০%)
৪	রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১৭.০০০	থোক	১৭.০০০ (১০০%)
	উপ-মোট (রাজস্ব)		**২১৮.৫০০**		**২১৮.৫০০** (১০০%)
(খ)	**মূলধন**				
৫	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৯৫.০০০	থোক	৯৫.০০০ (১০০%)
৬	যানবাহন	৪টি	১৫৩.৭৮৯	৪টি (১০০%)	১৫৩.৭৮৯ (১০০%)
৭	গ্যাস টারবাইন জেনারেটিং ইউনিট (২*৩৫ মেঃওঃ) ও অক্সিলারিস্	১ লট	২৫০৮৯.১৩৬	১ লট	২৫০৮৯.১৩৬ (১০০%)
৮	হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর ও অক্সিলারিস্	১ লট	১০১৫১.৮৬৮	১ লট	১০১৫১.৮৬৮ (১০০%)

ক্রঃ নং	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
৯	স্টিম টারবাইন জেনারেটর সেট কুলিং টাওয়ারসহ (৩৫ মেঃওঃ)	১ লট	৬৭৪৯.৫০৩	১ লট	৬৭৪৯.৫০৩ (১০০%)
১০	১৩২ কেভি স্টেপ-আপ ট্রান্সফরমার সেট, ১৩২ কেভি সুইচ গিয়ার ও ১৩২ কেভি টি/এল ম্যাটেরিয়াল	১ লট	২৩৫১.৮২১	১ লট	২৩৫১.৮২১ (১০০%)
১১	সেন্ট্রাল কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য	১ লট	২৮৫৪.৩৪৩	১ লট	২৮৫৪.৩৪৩ (১০০%)
১২	মেকানিক্যাল অক্সিলিয়ারি ইকুইপমেন্ট, মেইনটেন্যান্স সুবিধা ফায়ার ফাইটিং ও অন্যান্য মেক্যানিক্যাল সুবিধা	১ লট	১২৯৫.২০৩	১ লট	১২৯৫.২০৩ (১০০%)
১৩	এ্যাসেনসিয়াল স্পেয়ার পার্টস্	১ লট	২৬৩০.৫৯২	১ লট	২৬৩০.৫৯২ (১০০%)
১৪	সিভিল কাজ (টার্ণ-কী)	থোক	৬২৩২.৭৫৮	থোক	৬২৩২.৭৫৮ (১০০%)
১৫	গ্যারান্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস	২ বছর	২০৬.১৪৬	২ বছর (১০০%)	২০৬.১৪৬ (১০০%)
১৬	প্রশিক্ষণ	৪৮ জনমাস	৩৮২.৭৬০	৪৮ জনমাস (১০০%)	৩৮২.৭৬০ (১০০%)
১৭	পরামর্শক (স্থানীয়-৭০ জনমাস, বৈদেশিক-১০ জনমাস)	৮০ জনমাস	১২৮.৬৫৪	৪৯.৫ জনমাস (৬১.৮৭%)	৯১.৭০৪ (৭১.২৮%)
১৮	ভূমি অধিগ্রহণ	৫ একর	৩০.২২০	৫ একর (১০০%)	৩০.২২০ (১০০%)
১৯	ভূমি উন্নয়ন	৬০৭০৫ ঘঃমিঃ	১১০.১৮০	৬০৭০৫ ঘঃমিঃ (১০০%)	১১০.১৮০ (১০০%)
২০	সিভিল কাজ (অনাবাসিক)	১ লট	২৮২.৭০০	১ লট	২৬২.৭১০ (৯২.৯৩%)
২১	সিভিল কাজ (আবাসিক)	২৬৪৫.৩০ বঃমিঃ	৮৫৫.৭৯০	২৬৪৫.৩০ বঃমিঃ (১০০%)	৮৪৭.৬৬০ (৯৯.০৫%)
২২	পোস্ট অডিট	থোক	১.০০০	থোক	০.০০০
২৩	গ্যাস আরএমএস/সিএমএস রেনোভেশন এবং মডিফিকেশন	১ লট	১১০০.৫০০	১ লট	১১০০.৫০০ (১০০%)
২৪	গ্যাস সরবরাহ পাইপ লাইন নির্মাণ	১ লট	১৭৩.০০০	১ লট	১৭৩.০০০ (১০০%)
২৫	এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ)	থোক	২.২০০	থোক	২.২০০ (১০০%)
২৬	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইনিশিয়াল রানের জন্য গ্যাস বিল	থোক	৭৪৭.৪১৬	থোক	৭৪৭.৪১৬ (১০০%)
২৭	ফুয়েল ফর জেনারেটর টেস্ট	থোক	৩.০০০	থোক	১.২০০ (৪০%)
২৮	ব্যাংক এলসি কমিশন চার্জ	থোক	৯০৬.৪৩০	থোক	৮০২.৮৩১ (৮৮.৫৭%)

ক্রঃ নং	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯	সিডি ভ্যাট	থোক	৬৫০০.০০০	থোক	৬৫০০.০০০ (১০০%)
৩০	আইডিসি	থোক	২৪৭০.৪৬০	থোক	২৪৭০.৪৬০ (১০০%)
	উপ-মোট (মূলধন)		**৭১৫০৪.৪৭০**		৭১৩৩৩.০০০ **(৯৯.৭৬%)**
	সর্বমোটঃ		**৭১৭২২.৯৭০**		**৭১৫৫১.৫০ (৯৯.৭৬%)**

৬। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

বিদ্যুৎ কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা জরুরী। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ১৯৯৮ সালে বিদ্যুৎ সিস্টেমে সর্বোচ্চ চাহিদা, ঘাটতির পরিমাণ প্রভৃতি পর্যালোচনায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প্ল্যানে সিলেট ১০০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনাধীন ছিল। কিন্তু সে সময় বেসরকারি খাতে কয়েকটি বার্জ মাইন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে ফেঞ্চুগঞ্জে ২য় পর্যায় গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিবর্তে ১ম পর্যায়ের অনুরূপ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কারণ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি এবং গ্যাস টারবাইন হতে প্রাপ্ত অব্যবহার্য বাষ্প ষ্টীম টারবাইনে ব্যবহার করা হয়। ফলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানী ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক কম পড়ে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৮ সালে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

৭। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা।

৮। প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

বিবেচ্য প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১১-এ সমাপ্ত ঘোষিত হয়। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রাপ্তির পর সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য নিম্নরূপভাবে এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করা হয়ঃ

৮.১ সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি'র উপ-পরিচালক (বিদ্যুৎ) কর্তৃক গত ১৬/০২/২০১৩ এবং ১৭/০২/২০১৩ তারিখে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন ও বরাদ্দ, অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ, বাস্তব অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৮.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনাঃ

আইএমইডি কর্তৃক আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োজিত করে প্রকল্পটির উপর নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। উক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সমন্বয়ে স্টিয়ারিং ও টেকনিক্যাল কমিটির সভা এবং ব্যক্তি পরামর্শক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কাজী মুজিবুর রহমান কর্তৃক দাখিলকৃত খসড়া প্রতিবেদনের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি পরামর্শক জানুয়ারি, ২০০৯-এ তাঁর চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের কাজে নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য, ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এবং বাস্তবায়নকালীন সময়ে আইএমইডি কর্তক প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক বর্তমান সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ

৯.১ আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৫০৫৯১.৯২ লক্ষ (জিওবি ১৪৮৪৬.৯২ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য ৩৫৭৪৫.০০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই, ১৯৯৮ হতে জুন, ২০০২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৩/০২/১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'একনেক' বৈঠকে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জাপানী এক্সিম ব্যাংকের বায়ার্স ক্রেডিটের মাধ্যমে প্রত্যাশিত বৈদেশিক সাহায্য না পাওয়ায় প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন, কাজের পরিধি পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় জিওবি বাবদ মোট ৭১৭২২.৯৭ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বর্ধিত করে এর প্রথম সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় যা গত ১২/১০/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত 'একনেক' সভায় অনুমোদিত হয়।

৯.২ প্রকল্পটির কয়েকটি খাতে ব্যয় পরিবর্তন হওয়ায় মোট প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয় করে এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বর্ধিত করে এর ডিপিপি দ্বিতীয়বার সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ২য় সংশোধিত ডিপিপিটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৫/১০/২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রথমে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত এবং সর্বশেষ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে মোট ৮ (আট) জন প্রকৌশলী/কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকদের নাম, পদবী, দায়িত্বের ধরন, দায়িত্বের মেয়াদ প্রভৃতি তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকদের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরন	দায়িত্বের মেয়াদ
১	সালেহ ইমাম হাসান চৌধুরী	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২ জুলাই ২০০২ হতে ৯ আগস্ট ২০০৬ পর্যন্ত
২	মোঃ মকবুল হোসেন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	৯ আগস্ট ২০০৬ হতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত
৩	আবু রেজা মোঃ সালাউদ্দিন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হতে ১৮ জুন ২০০৭ পর্যন্ত
৪	প্রহ্লাদ চন্দ্র সাহা	নির্বাহী প্রকৌশলী	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৮ জুন ২০০৭ হতে ২০ জুন ২০০৭ পর্যন্ত
৫	জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২০ জুন ২০০৭ হতে ১ জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত
৬	বিশ্বনাথ হালদার	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩০ এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত
৭	বেলাল আহমেদ চৌধুরী	নির্বাহী প্রকৌশলী	অতিরিক্ত দায়িত্ব	৩০ এপ্রিল ২০০৯ হতে ১৯ মে ২০০৯ পর্যন্ত
৮	জাফর উল্লাহ ভুঁইয়া	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১৯ মে ২০০৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত

পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটিতে মোট ৬ জন প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন হিসেবে এবং ২ জন স্বল্প মেয়াদে অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করেন। প্রসঙ্গতঃ গত ০৮/১১/২০০৯ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগ হতে বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকা বা তার বেশি হলে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও এ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী জারী করা হয়। এছাড়া, গত ১৬/০২/২০১০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রকল্প পরিচালকদের তিন বছর কর্মকাল শেষ হবার পূর্বে বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। দেখা যায়, এ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/পরিপত্র জারীর পূর্বে প্রকল্পটিতে প্রকল্প পরিচালক পদে ঘন-ঘন নিয়োগ/বদলী করা হয়।

১১। প্রকল্পের অর্থায়নঃ

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৫০৫৯১.৯২ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৩৫৭৪৫.০০ লক্ষ টাকা জাপানী এক্সিম ব্যাংকের বায়ার্স ক্রেডিটের মাধ্যমে প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রত্যাশিত বৈদেশিক সাহায্য না পাওয়ায় ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে মোতাবেক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১২। প্রকল্পটির অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বরাদ্দ ও আর্থিক অগ্রগতিঃ

সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন অর্থ বছরে এর অনুকূলে প্রদত্ত সংশোধিত বরাদ্দ ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ			ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	%
১৯৯৯-২০০০	৫.০০	৫.০০	-	০.৭৫	০.৭৫	১৫%
২০০০-২০০১	১.০০	১.০০	-	০.০০	০.০০	০%
২০০১-২০০২	৫০.০০	৫০.০০	-	২.০২	২.০২	৪.০৪%
২০০২-২০০৩	২০.০০	২০.০০	-	১৯.৫৮	১৯.৫৮	৯৭.৯০%
২০০৩-২০০৪	১.০০	১.০০	-	১৩.৯৫	১৩.৯৫	১৩৯৫%
২০০৪-২০০৫	৩০.০০	৩০.০০	-	১৭.৮১	১৭.৮১	৫৯.৩৭%
২০০৫-২০০৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০	-	৫৯২৫.৬২	৫৯২৫.৬২	৯৮.৭৬%
২০০৬-২০০৭	৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০	-	৩৭১৩৮.৩৯	৩৭১৩৮.৩৯	৮৭.৩৮%
২০০৭-২০০৮	১৫৬০৩.০০	১৫৬০৩.০০	-	১১১৮৪.২৬	১১১৮৪.২৬	৭১.৬৮%
২০০৮-২০০৯	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	-	৩৩২১.৯৭	৩৩২১.৯৭	৮৭.৪২%
২০০৯-২০১০	২৩৭৯.০০	২৩৭৯.০০	-	২৩৭৯.০০	২৩৭৯.০০	১০০%
২০১০-২০১১	৮০০.০০	৮০০.০০	-	৮০০.০০	৮০০.০০	১০০%
২০১১-২০১২	১০৯১০.০০	১০৯১০.০০	-	১০৭৪৮.১৫	১০৭৪৮.১৫	৯৮.৫২%
মোট	**৮২০৯৯.০০**	**৮২০৯৯.০০**	**-**	**৭১৫৫১.৫০**	**৭১৫৫১.৫০**	**৮৭.১৫%**

পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ হিসেবে এর অনুকূলে মোট ৮২০৯৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে, বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ৭১৫৫১.৫০ লক্ষ টাকা (৮৭.১৫%) ব্যয় করা হয়েছে। অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

১৩। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থাঃ

প্রকল্পটির প্রধান অঙ্গসমূহের মধ্যে বেতন/ভাতা, মূল যন্ত্রপাতি ক্রয়, ভূমি অধিগ্রহণ, যানবাহন, গ্যাস আরএমএস/সিএমএস রেনোভেশন এবং মডিফিকেশন, সিভিল কাজ (অনাবাসিক ও আবাসিক), টার্ণকী কাজের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রভৃতি অন্যতম। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও প্রকল্প পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এর প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১৩.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন/ভাতাঃ

প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে ১০ জন কর্মকর্তার জন্য ১১২.৬২ লক্ষ টাকা, ১৭ জন কর্মচারীর জন্য ৫৮.৮৬ লক্ষ টাকা ও ভাতা বাবদ ৩০.০১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী ১০ জন কর্মকর্তার জন্য ১১২.৬২ লক্ষ টাকা (১০০%), ৫ জন কর্মচারীর জন্য ৫৮.৮৬ লক্ষ টাকা (১০০%) ও ভাতা বাবদ ৩০.০১ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যয় করা হয়েছে। জানা যায়, ৪ (চার) বছরের জন্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হলেও বাস্তবায়ন শেষ করতে সময় লেগেছে মোট ১৩.৬ বছর। সে কারণে ডিপিপিতে ১৭ জন কর্মচারীর সংস্থান থাকলেও মাত্র ৫ জন কর্মচারী নিয়োগ করেও এ খাতের পুরো অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১৩.২ মূল যন্ত্রপাতি ক্রয় ও টার্ণকী কাজ

প্রকল্পটির অনুকূলে সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রধান-প্রধান যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা এবং সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান যন্ত্রপাতিসমূহ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন (%)
১	গ্যাস টারবাইন জেনারেটিং ইউনিট (২*৩৫ মেঃওঃ) এবং অক্সিলারিস্	২৫০৮৯.১৩৬	২৫০৮৯.১৩৬ (১০০%)
২	হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর ও অক্সিলারিস্	১০১৫১.৮৬৮	১০১৫১.৮৬৮ (১০০%)
৩	স্টিম টারবাইন জেনারেটর সেট কুলিং টাওয়ারসহ (৩৫ মেঃওঃ)	৬৭৪৯.৫০৩	৬৭৪৯.৫০৩ (১০০%)
৪	১৩২ কেভি স্টেপ-আপ ট্রান্সফরমার সেট, ১৩২ কেভি সুইচ গিয়ার ও ১৩২ কেভি টি/এল ম্যাটেরিয়াল	২৩৫১.৮২১	২৩৫১.৮২১ (১০০%)
৫	সেন্ট্রাল কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য	২৮৫৪.৩৪৩	২৮৫৪.৩৪৩ (১০০%)

ক্রঃ নং	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান যন্ত্রপাতিসমূহ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন (%)
৬	মেকানিক্যাল অক্সিলিয়ারি ইকুইপমেন্ট, মেইনটেন্যান্স সুবিধা ফায়ার ফাইটিং ও অন্যান্য মেক্যানিক্যাল সুবিধা	১২৯৫.২০৩	১২৯৫.২০৩ (১০০%)
৭	এ্যাসেনসিয়াল স্পেয়ার পার্টস্	২৬৩০.৫৯২	২৬৩০.৫৯২ (১০০%)

দেখা যায়, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান-প্রধান যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয়ের জন্য ১০০% ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান **M/s Harbin Power Engineering Co. Ltd., China** টার্ণকী কাজের আওতায় প্রধান যন্ত্রপাতিসমূহ সরবরাহ করে।

১৩.৩ ভূমি অধিগ্রহণ

প্রকল্পটির অনুকূলে 'ভূমি অধিগ্রহণ' খাতে ৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য মোট ৩০.২২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এর বিপরীতে ৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং এজন্য মোট ৩০.২২ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য টার্ণকী চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ৫ একর ভূমি সরকারি বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করে ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তর করতে প্রায় ১৫ মাস ১৮ দিন (২৩/০২/২০০৬ হতে ১০/০৬/২০০৭) বিলম্ব হয়।

১৩.৪ যানবাহন

প্রকল্পটির অনুকূলে 'যানবাহন' খাতে ৪টি যানবাহন ক্রয়ের জন্য মোট ১৫৩.৭৯ লক্ষ টাকা (জিওবি)-এর সংস্থান ছিল। এর বিপরীতে এ খাতে মোট ৪টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে এবং এজন্য ব্যয় হয়েছে ১৫৩.৭৯ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী যানবাহন ক্রয় ও বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলোঃ

যানবাহনের ধরন	ডিপিপি অনুযায়ী সংখ্যা	ক্রয়কৃত সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	মন্তব্য/বর্তমান অবস্থা
জীপ	২	২	২৪/০৭/২০০৭	জীপ দু'টি ০৪/০৩/২০০৯ তারিখে পরিহন পুলে জমা দেয়া হয়েছে বলে পিসিআর-এ উল্লেখ আছে। জানা যায়, এগুলো সংস্থার নিজস্ব পরিহন পুলে জমা দেয়া হয়েছে।
কার	১	১	২৪/০৭/২০০৭	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়।
পিক-আপ	১	১	২৪/০৭/২০০৭	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়।
মোটঃ	**৪**	**৪**	**-**	

উল্লেখ্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৮/০১/২০০৬ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। এছাড়া, সংস্থার জন্য যানবাহনগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলে তা যথাসময়ে সংস্থার TO&E-তে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রয়েছে। দেখা যায়, জিওবি অর্থায়নে ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি এবং সংস্থার জন্য যানবাহনগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলে তা বিধান অনুযায়ী যথাসময়ে সংস্থার TO&E-তেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১৩.৫ গ্যাস আরএমএস/সিএমএস রেনোভেশন এবং মডিফিকেশন

প্রকল্পটির অনুকূলে 'গ্যাস আরএমএস/সিএমএস রেনোভেশন এবং মডিফিকেশন' খাতে ১১০০.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে এ খাতে পুরো অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য গত ০১/০৮/২০০৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ১৫/০৭/২০০৮ তারিখে কাজটি সমাপ্ত হয়।

১৩.৬ সিভিল কাজ (অনাবাসিক ও আবাসিক)

প্রকল্পটির অনুকূলে 'সিভিল কাজ (অনাবাসিক)' খাতে ২৮২.৭০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এর বিপরীতে এ খাতে ২৬২.৭১০ লক্ষ টাকা (৯২.৯৩%) ব্যয় হয়েছে। এছাড়া, 'সিভিল কাজ (আবাসিক)' খাতে ২৬৪৫.৩০ বর্গমিটার কাজের জন্য মোট ৮৫৫.৭৯ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এর বিপরীতে এ খাতে পুরো কাজ করা হয়েছে এবং এজন্য মোট ৮৪৭.৬৬ লক্ষ টাকা (৯৯.০৫%) ব্যয় হয়েছে।

১৩.৭ টার্ণকী কাজের অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির আওতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য M/s Harbin Power Engineering Co. Ltd., China-এর সাথে গত ১২/০৯/২০০৫ তারিখে টার্ণকী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং উহা গত ২৩/০২/২০০৬ তারিখে কার্যকর হয়। চুক্তি মোতাবেক টার্ণকী কাজ গত ০১/০২/২০০৮ তারিখে সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং ঠিকাদারের সাথে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনে বিলম্ব এবং অন্যান্য কারণে এ কাজের সময়সীমা কয়েকবার বর্ধিত করার প্রয়োজন পড়ে।

সর্বশেষ টার্ণকী কাজের সময়সীমা গত ৩১/১০/২০১১ তারিখ পযর্ন্ত বর্ধিত করা হয়। সে মোতাবেক প্রকল্পটির Initial Commercial Operation (ICO) গত ১১/০৯/২০১১ তারিখে শুরু হয় এবং তা গত ১৮/০৯/২০১১ তারিখে শেষ হয়। এছাড়া, প্রকল্পটির Performance and Acceptance Test গত ২৫/১০/২০১১ তারিখে শুরু হয় এবং তা গত ২৬/১০/২০১১ তারিখে শেষ হয়। গত ০৩/০১/২০১২ তারিখে প্রকল্পটির Provisional Acceptance Certificate (PAC) প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে নির্মিত ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অংশবিশেষ নিম্নের আলোকচিত্রে দেখানো হলো (চিত্র-১):

(ক) নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র

(খ) নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অংশবিশেষ

(গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একাংশ

(ঘ) নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্রীড উপকেন্দ্র

(উৎসঃ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ২০১৩)

চিত্র ১: প্রকল্পটির মাধ্যমে নির্মিত সিলেট ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের অংশবিশেষ

১৪। প্রকল্পের অডিট প্রতিবেদনঃ

প্রকল্পের অনুকূলে সম্পাদিত ব্যয় ও হিসাবসমূহ সংস্থার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ অডিট টীম এবং সাথে সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট অডিট অফিস কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। পরিদর্শনকালে জানা যায়, প্রকল্পটিতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব অডিট টীম কর্তৃক প্রকল্পের হিসাব অভ্যন্তরীণভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প শেষে সরকারের সংশ্লিষ্ট অডিট অফিস কর্তৃক প্রকল্পটির অনুকূলে সম্পাদিত ব্যয় ও হিসাব অডিট করা হয়নি।

১৫। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্পের কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

প্রকল্পটির পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও প্রকৃত অর্জন নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা।	(ক) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, (খ) দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বর্তমানে প্রায় ৯০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

১৭। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

১৭.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে ৯০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে প্রকল্প এলাকায় এর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সিলেটসহ দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিদর্শনকালে জানা যায়, নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বর্তমানে প্রায় ৯০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, কম্বাইন্ড সাইকেল হওয়ার কারণে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানী ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম পড়ছে অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জ্বালানীর সাশ্রয় হচ্ছে।

১৭.২ প্রকল্পটির অনুকূলে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম প্রকল্প এলাকাসহ দেশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নাধীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া, আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এবং এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ উক্ত এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাত যেমন কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সর্বোপরি বলা যায়, প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছে।

১৮। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

প্রকল্পটিতে কিছু সমস্যার কারণে বাস্তবায়ন কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, প্রকল্পটির পিসিআর, বাস্তবায়নকালীন সময়ে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণের আলোকে এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১৮.১ ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্বঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য টার্ণকী ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ৫ একর ভূমি সরকারি বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তর করতে প্রায় ১৫ মাস ১৮ দিন (২৩/০২/২০০৬ হতে ১০/০৬/২০০৭) বিলম্ব হয়। উক্ত বিলম্বের কারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

১৮.২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনে বিলম্বঃ

প্রকল্পের জন্য আমদানীকৃত মালামালের বৈদেশিক মূল্য পরিশোধকালে ভ্যাট এবং এআইটি বাবদ অর্থ কর্তন বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত জটিলতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সমাধান করতে গত ১৭/১১/২০০৮ হতে ১৬/০৮/২০০৯ পর্যন্ত এবং কর্তিত সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত প্রদানে নভেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ বছর সময় অতিবাহিত হয়। উক্ত সময়ে ঠিকাদার প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখায় এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

১৮.৩ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জটিলতা নিরসনে বিলম্বঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলাকালীন সময়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান M/s Harbin Power Engineering Co. Ltd., China আর্থিক সংকটের কথা জানিয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়িত অন্য দু'টি প্রকল্প যথাঃ (১) টংগী ৮০ মেঃওঃ জিটিপিএস এবং (২) চাঁদপুর ১০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট-এর বিপরীতে জমাকৃত Performance Guarantee (PG) এবং Final Acceptance Certificate (FAC)-এর অর্থ দাবি করে। বিষয়টি দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশস্থ চীনার রাষ্ট্রদূত-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা মোতাবেক গত ১৭/০৪/২০১১ তারিখে একটি যৌথ Dated Action Plan প্রস্তুত করা হয়। উক্ত প্ল্যান অনুযায়ী ১৫/০৯/২০১১ তারিখের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টেস্টিং এবং কমিশনিং সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্ধারিত হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত বিষয়গুলো ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা হতে ১ বছরের বেশি সময় (৩০/০৩/২০১০ হতে ১৭/০৪/২০১১) বিলম্ব হয়।

১৮.৪ টার্ণকী কাজের সময় বার-বার বর্ধিতকরণঃ

বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য M/s Harbin Power Engineering Co. Ltd., China-এর সাথে গত ১২/০৯/২০০৫ তারিখে টার্ণকী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং উহা গত ২৩/০২/২০০৬ তারিখে কার্যকর হয়। চুক্তি মোতাবেক টার্ণকী কাজ গত ০১/০২/২০০৮ তারিখে সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং ঠিকাদারের সাথে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনে বিলম্ব এবং অন্যান্য কারণে এ কাজের সময়সীমা কয়েকবার বর্ধিত করার প্রয়োজন পড়ে। সর্বশেষ টার্ণকী কাজের সময়সীমা গত ৩১/১০/২০১১ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

১৮.৫ বার-বার ডিপিপি সংশোধনঃ

প্রকল্পটির মূল ডিপিপিতে নির্ধারিত প্রকল্প সাহায্যের অর্থ না পাওয়া, প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে প্রকল্পের ডিপিপি দুই বার সংশোধন করতে হয়েছে। এছাড়া, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এর বাস্তবায়ন মেয়াদ কয়েক বার বৃদ্ধি করতে হয়েছে। বার-বার ডিপিপি সংশোধন এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে অনেক সময়ের অপচয় হয়েছে এবং এতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

১৮.৬ ঘন-ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে মোট ৮ (আট) জন প্রকৌশলী/কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তন্মধ্যে, দুই জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দেখা যায়, ঘন-ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী এবং অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের কারণে প্রকল্পের কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে।

১৮.৭ উল্লেখযোগ্য Time Overrun and Cost Overrun:

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর বাস্তবায়ন সময় এবং ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে অতিক্রান্ত (Time Overrun and Cost Overrun) হয়েছে। বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত সুফল সময়মত পাওয়া যায়নি। সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল ছিল ৪ বছর। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট সময় লেগেছে ১৩.৫ বছর অর্থাৎ ৯.৫ বছর সময় বেশি (২৩৭.৫০%) লেগেছে। এছাড়া, মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (৫০৫৯১.৯২ লক্ষ টাকা)-এর চেয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বেশী ব্যয় হয়েছে ২০৯৫৯.৫৮ লক্ষ টাকা (৪১.৪৩%)।

১৯। মতামত/সুপারিশঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমস্যা ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রণীত আইএমইডি'র মতামত/সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১৯.১ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষে সরকারের সংশ্লিষ্ট অডিট অফিস কর্তৃক এর অনুকূলে সম্পাদিত ব্যয় এবং হিসাব অডিট করা হয়নি। এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক সরকারের সংশ্লিষ্ট অডিট অফিস কর্তৃক প্রকল্পটির অনুকূলে সম্পাদিত ব্যয় এবং হিসাব অডিট সম্পাদন করে তার প্রতিবেদন যত দ্রুত সম্ভব আইএমইডিকে প্রেরণ করতে হবে।

১৯.২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৮/০১/২০০৬ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী সমাপ্ত প্রকল্পটির অনুকূলে জিওবি অর্থায়নে ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি। এছাড়া, সংস্থার জন্য যানবাহনগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলে তা বিধান অনুযায়ী যথাসময়ে সংস্থার TO&E-তেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরিপত্র অনুযায়ী যানবাহনগুলো কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা অথবা অত্যাবশ্যক হলে সংস্থার TO&E-তে অন্তর্ভুক্ত করে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে যত দ্রুত সম্ভব আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১৯.৩ আলোচ্য প্রকল্পটির উপর ২০০৯ সালে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উক্ত এলাকায় গ্যাসের প্রেসার পর্যাপ্ত থাকায় প্রকল্পে গ্যাস বুস্টার কম্প্রেসর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন না হওয়া সত্ত্বেও গ্যাস বুস্টার কম্প্রেসর অন্তর্ভুক্ত করায় প্রকল্পের অনেক ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা সমীচীন হবে।

১৯.৪ প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ডিপিপির চেয়ে বাস্তবায়ন সময় ৯.৫ বছর (২৩৭.৫০%) বেশি লেগেছে এবং ব্যয় ২০৯৫৯.৫৮ লক্ষ টাকা (৪১.৪৩%) বেশি হয়েছে অর্থাৎ বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় অস্বাভাবিক হারে অতিক্রান্ত (Time Overrun and Cost Overrun) হয়েছে। প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত সুফল সময়মত পাওয়ার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন সময় এবং প্রকল্প ব্যয় যাতে অতিক্রান্ত না হয় সে জন্য ভবিষ্যতে ভূমি অধিগ্রহণসহ প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ পরিকল্পনা, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ম্যাট্রিক্স প্রভৃতি সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৯.৫ প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডিতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু বিবেচ্য প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১১-এ সমাপ্ত হলেও এর পিসিআর ডিসেম্বর, ২০১২-এ অর্থাৎ প্রায় ১ বছর পর আইএমইডিতে পাওয়া যায়। আইএমইডি কর্তৃক যথাসময়ে সমাপ্তি মূল্যায়ন সম্পাদনের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে এর সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

১৯.৬ প্রকল্পটির মূল ডিপিপিতে নির্ধারিত প্রকল্প সাহায্যের অর্থ না পাওয়া, বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে প্রকল্পের ডিপিপি দুই বার সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদও কয়েকবার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বার-বার বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি ও ডিপিপি সংশোধন পরিহার করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের সময় অর্থায়ন ব্যবস্থা, বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয়, কাজের পরিধি, বাস্তবায়ন মেয়াদ প্রভৃতি সঠিকভাবে নিরূপণ করা সমীচীন হবে।

১৯.৭ প্রকল্পের সুষ্ঠু ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ হতে গত ০৮/১১/২০০৯ তারিখে জারীকৃত নির্দেশাবলী এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৬/০২/২০১০ তারিখের পরিপত্রসহ প্রচলিত বিধি-বিধান সঠিকভাবে অনুসরণ করে ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালক পদে নিয়োগ/পরিবর্তন করতে হবে।

Renovation and Augmentation of Distribution Lines and 11/0.4 KV Sub-stations under 6 (Six) Distribution Zones of BPDB

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ

৩। প্রকল্পের অবস্থান : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ৬টি জোন যথা (১) চট্টগ্রাম, (২) কুমিল্লা, (৩) সিলেট, (৪) ময়মনসিংহ, (৫) রাজশাহী এবং (৬) রংপুর।

৪। প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন সময় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রকল্প সাহায্য)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রকল্প সাহায্য)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৩৪৮.৪০ (-)	প্রযোজ্য নয়	১৪৭৩৩.৯৬ (-)	জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১১ (১.৫ বছর)	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২ (২ বছর)	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২ (২ বছর)	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি	০.৫ বছর (৩৩%)

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক এর পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী এর অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব**				
১	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অফিস আসবাবপত্র (পিডিবি'র নিজস্ব তহবিল)	থোক	২৮.০০	থোক	২৮.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব):		**২৮.০০**		**২৮.০০** (১০০%)
(খ)	**মূলধন**				
	বিতরণ লাইন				
২	১১ কেভি লাইন রিনোভেশন	৩৭.২০ কিঃমিঃ	৪০৪.৬৪	৩৭ কিঃমিঃ (৯৯.৪৬%)	৪০৩.২০ (৯৯.৬৪%)
৩	১১/০.৪ কেভি লাইন রিনোভেশন	১১১.৬০ কিঃমিঃ	১৭২৬.৪৫	১১২ কিঃমিঃ (১০০%)	১৭২৫.০০ (৯৯.৯২%)
৪	০.৪ কেভি লাইন রিনোভেশন	৫৯৫.২০ কিঃমিঃ	৭৩০৮.৪০	৫৯৫ কিঃমিঃ (৯৯.৯৭%)	৫৭২০.২৯ (৭৮.২৭%)
	উপ-মোট (বিতরণ লাইন):	**৭৪৪.০০ কিঃমিঃ**	**৯৪৩৯.৪৯**	**৭৪৪.০০ কিঃমিঃ** (১০০%)	**৭৮৪৮.৪৯** (৮৩.১৫%)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
	বিতরণ ট্রান্সফর্মার				
৫	বিতরণ ট্রান্সফর্মার ১১/০.৪ কেভি, ২৫০ কেভিএ	২৩৭টি	১৪০৭.৭৬	২৩৭টি (১০০%)	১৪০৫.১০ (৯৯.৮১%)
৬	বিতরণ ট্রান্সফর্মার ১১/০.৪ কেভি, ২০০ কেভিএ	৩০৭টি	১৫১৬.৫৫	৩০৭টি (১০০%)	১৫১০.৪০ (৯৯.৫৯%)
৭	বিতরণ ট্রান্সফর্মার ১১/০.৪ কেভি, ১০০ কেভিএ	৪৯২টি	১৭৩০.৯১	৪৯২টি (১০০%)	১৭২৮.০৫ (৯৯.৮৩%)
	উপ-মোট (বিতরণ ট্রান্সফর্মার):	**১০৩৬টি**	**৪৬৫৫.২২**	**১০৩৬টি** (১০০%)	**৪৬৪৩.৫৫** (৯৯.৭৫%)
৮	সিঙ্গেল ফেজ লাইনের জন্য সার্ভিস ড্রপ	৩৫৬০০টি	১৫১৮.৩৪	৩৫৪০০টি (৯৯.৪৪%)	৮৮০.৮১ (৫৮.০১%)
৯	মালামাল পরিবহন	থোক	৩১২.২৬	থোক	৩০৪.০৯ (৯৭.৩৮%)
১০	স্থাপন ব্যয় (পিডিবি'র নিজস্ব তহবিল)	থোক	১০৯২.৯১	থোক	৯৩৩.১৬ (৮৫.৩৮%)
১১	আইডিসি (নির্মাণকালীন সুদ) (পিডিবি'র নিজস্ব তহবিল)	থোক	৩০২.১৮	থোক	১৩৮.৪৬ (৪৫.৮২%)
	উপ-মোট (মূলধন: ২ হতে ১১):		**১৭৩২০.৪০**		**১৪৭৪৮.৫৬** (৮৫.১৫%)
১২	**আয়** (ব্যাংক সুদ ও সিডিউল ক্রয়)				৪২.৬০
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন-আয়)		**১৭৩৪৮.৪০**		**১৪৭৩৩.৯৬** (৮৪.৯৩%)

৬। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

বিদ্যুৎ কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা জরুরী। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিদ্যমান বৈদ্যুতিক অবকাঠামোর পুনর্বাসন, সম্প্রসারণ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যমান বৈদ্যুতিক লাইন এবং উপকেন্দ্রগুলো পুরাতন এবং ওভারলোডেড হয়ে যাওয়ার কারণে বিশেষতঃ পিক আওয়ারে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এসমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় ফোর্সড্ লোডশেডিং করতে হয়। উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ছয়টি জোনের বিদ্যমান বৈদ্যুতিক লাইন এবং ১১/০.৪ কেভি উপকেন্দ্রগুলোর পুনর্বাসন, সম্প্রসারণ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১০ সালে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭। প্রকল্প অনুমোদনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ১৭৩৪৮.৪০ লক্ষ (জিওবি ১৫৯২৫.৩১ লক্ষ + বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ১৪২৩.০৯ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০১/০৬/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'একনেক' বৈঠকে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ছয়টি জোনের ওভারলোডেড্ ট্রান্সফর্মার এবং বিতরণ লাইন রিনোভেশনের মাধ্যমে বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

৯। প্রকল্পের অর্থায়নঃ

প্রকল্পটি মূলতঃ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ১৭৩৪৮.৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে জিওবি বাবদ ১৫৯২৫.৩১ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব তহবিল

বাবদ ১৪২৩.০৯ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সে মোতাবেক জিওবি এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব তহবিলসহ মোট ১৪৭৩৩.৯৬ লক্ষ টাকা (৮৪.৯৩%) ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

১০। সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডিতে প্রাপ্তির পর এর সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে আইএমইডি'র উপ-পরিচালক (বিদ্যুৎ) কর্তৃক গত ১৩/০৫/২০১৩ এবং ১৪/০৫/২০১৩ তারিখে প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন বিতরণ বিভাগে বৈদ্যুতিক লাইন এবং উপকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্বাহী প্রকৌশলীসহ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন ও বরাদ্দ, অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ, বাস্তব অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উক্ত পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য, পিসিআর এবং বাস্তবায়নকালীন সময়ে আইএমইডি কর্তক প্রণীত প্রতিবেদন প্রভৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক বর্তমান সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে মোট ২ (দুই) জন প্রকৌশলী/কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকদের নাম, পদবী, দায়িত্বের ধরন এবং দায়িত্বের মেয়াদ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকদের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরন	দায়িত্বের মেয়াদ
১	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	১ জুলাই ২০১০ হতে ১৭ জুলাই ২০১০ পর্যন্ত
২	প্রকৌঃ কাজল কান্তি চৌধুরী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১৮ জুলাই ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত

পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটিতে নিয়োগকৃত দুই জন প্রকল্প পরিচালকের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব কাজল কান্তি চৌধুরী পূর্ণকালীন হিসেবে প্রকল্পের প্রায় পুরো মেয়াদ অর্থাৎ ১৮ জুলাই ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করেন। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খন্ডকালীন হিসেবে মাত্র কিছু দিনের জন্য অর্থাৎ ১-১৭ জুলাই ২০১০ মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১২। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দ ও আর্থিক অগ্রগতিঃ

সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন অর্থ বছরে এর অনুকূলে প্রদত্ত সংশোধিত বরাদ্দ ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ			ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	%
২০১০-২০১১	৭৭৪১.০০	৭৭৪১.০০	-	৭৭৪১.০০	৭৭৪১.০০	১০০%
২০১১-২০১২	৬০০০.০০	৬০০০.০০	-	৫৯৩৫.৯৪	৫৯৩৫.৯৪	৯৮.৯৩%
মোট	**১৩৭৪১.০০**	**১৩৭৪১.০০**	**-**	**১৩৬৭৬.৯৪**	**১৩৬৭৬.৯৪**	**৯৯.৯৩%**

পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ হিসেবে এর অনুকূলে মোট ১৩৭৪১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে, বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ১৩৬৭৬.৯৪ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৩%) ব্যয় করা হয়েছে। **উল্লেখ্য,** প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এডিপিতে বরাদ্দকৃত জিওবি অর্থ ছাড়াও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব তহবিল হতে জনবল, নির্মাণকালীন সুদ ও স্থাপন খাতের ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

১৩। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থাঃ

প্রকল্পটির প্রধান অঙ্গসমূহের মধ্যে বৈদ্যুতিক লাইন রিনোভেশন (১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি), ১১/০.৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফর্মার (২৫০ কেভিএ, ২০০ কেভিএ ও ১০০ কেভিএ), সিঙ্গেল ফেজ লাইনের জন্য সার্ভিস ড্রপ, মালামাল পরিবহন এবং স্থাপন ব্যয় অন্যতম। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্প পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এর প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১৩.১। ১১ কেভি লাইন রিনোভেশনঃ

প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ছয়টি জোনের আওতায় ৩৭.২০ কিঃমিঃ ১১ কেভি লাইন রিনোভেশনের জন্য ৪০৪.৬৪ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমাপ্তি প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রকল্পটির অনুকূলে ৩৭ কিঃমিঃ ১১ কেভি লাইন রিনোভেশন করা হয়েছে এবং এ জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ৪০৩.২০ লক্ষ টাকা (৯৯.৬৪%)।

১৩.২। ১১/০.৪ কেভি লাইন রিনোভেশনঃ

প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে ১১১.৬০ কিঃমিঃ ১১/০.৪ কেভি লাইন রিনোভেশনের জন্য ১৭২৬.৪৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুকূলে ১১২ কিঃমিঃ ১১/০.৪ কেভি লাইন রিনোভেশনের জন্য ১৭২৫.০০ লক্ষ টাকা (৯৯.৯২%) ব্যয় করা হয়েছে।

১৩.৩। ০.৪ কেভি লাইন রিনোভেশনঃ

অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫৯৫.২০ কিঃমিঃ ০.৪ কেভি লাইন রিনোভেশনের জন্য ৭৩০৮.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির অনুকূলে ৫৯৫ কিঃমিঃ ০.৪ কেভি লাইন রিনোভেশনের জন্য ৫৭২০.২৯ লক্ষ টাকা (৭৮.২৭%) ব্যয় হয়েছে।

১৩.৪। বিতরণ ট্রান্সফর্মার ১১/০.৪ কেভি, ২৫০ কেভিএঃ

প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে ২৩৭টি বিতরণ ট্রান্সফর্মার (১১/০.৪ কেভি, ২৫০ কেভিএ) স্থাপনের জন্য ১৪০৭.৭৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, প্রকল্পটির অনুকূলে সবগুলো ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হয়েছে এবং এ জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ১৪০৫.১০ লক্ষ টাকা (৯৯.৮১%)।

১৩.৫। বিতরণ ট্রান্সফর্মার ১১/০.৪ কেভি, ২০০ কেভিএঃ

অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩০৭টি বিতরণ ট্রান্সফর্মার (১১/০.৪ কেভি, ২০০ কেভিএ) স্থাপনের জন্য ১৫১৬.৫৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে প্রকল্পটির অনুকূলে সবগুলো ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হয়েছে এবং এ জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ১৫১০.৪০ লক্ষ টাকা (৯৯.৫৯%)।

১৩.৬। বিতরণ ট্রান্সফর্মার ১১/০.৪ কেভি, ১০০ কেভিএঃ

প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে ৪৯২টি বিতরণ ট্রান্সফর্মার (১১/০.৪ কেভি, ১০০ কেভিএ) স্থাপনের জন্য ১৭৩০.৯১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, প্রকল্পটির অনুকূলে সবগুলো ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হয়েছে এবং এ জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ১৭২৮.০৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৮৩%)।

১৩.৭। সিঙ্গেল ফেজ লাইনের জন্য সার্ভিস ড্রপঃ

প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩৫৬০০টি সিঙ্গেল ফেজ লাইনের জন্য সার্ভিস ড্রপ ক্রয় বাবদ ১৫১৮.৩৪ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, প্রকল্পটির অনুকূলে ৩৫৪০০টি সার্ভিস ড্রপ ক্রয় করা হয়েছে এবং এ জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ৮৮০.৮১ লক্ষ টাকা (৫৮.০১%)।

১৩.৮। মালামাল পরিবহনঃ

অনুমোদিত ডিপিপিতে মালামাল পরিবহনের জন্য ৩১২.২৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, প্রকল্পটির অনুকূলে এ খাতে ব্যয় হয়েছে মোট ৩০৪.০৯ লক্ষ টাকা (৯৭.৩৮%)।

১৩.৯। স্থাপন ব্যয়ঃ

প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে স্থাপন ব্যয় বাবদ ১০৯২.৯১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, প্রকল্পটির অনুকূলে এ খাতে ব্যয় হয়েছে মোট ৯৩৩.১৬ লক্ষ টাকা (৮৫.৩৮%)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব তহবিল হতে এ খাতের ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

১৩.১০। চট্টগ্রাম জোনের বাস্তবায়ন অবস্থাঃ

গত ১৩/০৫/২০১৩ এবং ১৪/০৫/২০১৩ তারিখে প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম শহরের বৈদ্যুতিক লাইন এবং ১১/০.৪ কেভি উপকেন্দ্র রিনোভেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চট্টগ্রাম জোনের বিভিন্ন বিতরণ বিভাগের আওতায় বৈদ্যুতিক লাইন রিনোভেশন (১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি), ১১/০.৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপন (২৫০ কেভিএ, ২০০ কেভিএ ও ১০০ কেভিএ) এবং সার্ভিস তার পরিবর্তন ও পুনঃস্থাপন কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক চট্টগ্রাম জোনের বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম (চট্টগ্রাম জোন)	১১ কেভি লাইন (কিঃমিঃ)	১১/০.৪ কেভি লাইন (কিঃমিঃ)	০.৪ কেভি লাইন (কিঃমিঃ)	২৫০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার	২০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার	১০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার	সার্ভিস তার পরিবর্তন ও পুনঃস্থাপন
১	হালিশহর	০.২৩৫	০.৭২	৪.৮৮	৫	৪	৪	৬০৯
২	রামপুর	০.২৩	০.৭২	২.৫৬	৫	৪	৩	৩৬৪
৩	আগ্রাবাদ	০.১২	০.৪	৬.৪১	৬	৪	৩	১০৬২
৪	খুলশী	০.২৩	১.১৯	৪.৩১	৪	৬	৫	৫১৭
৫	পাহাড়তলী	০.২৩	০.৭১	৫.১৪	১	৭	৩	৪৭৬
৬	ফৌজদারহাট	০.৩৯	১.৭	৮.৪৫	২	৬	১০	৩৯৩
৭	হাটহাজারী	০.৩৯	১.০৪	৮.৫৪	৫	৫	৯	৮৯২
৮	মোহরা	০.৩	০.৬৩	৫.২৬	৫	৯	৮	৪৩৭
৯	বাকলিয়া	০.৩৪৬	১.০৮৪	৪.০৯৫	৫	৩	৩	৫০৯
১০	পাথরঘাটা	০.০৭৪	০	৩.৮৯৯	৩	৩	২	৫৪৯
১১	কালুরঘাট	০.৩৭৫	১.৫৫৬	৬.১৫৬	৫	৩	৪	৫৮০
১২	স্টেডিয়াম	০.০৭৫	০.৭২৮	২.৪৮২	৬	১	৩	৫৯৮
১৩	ষোলশহর	০.১৭৫	০.২৭৮	৩.৮৮	৩	৩	৪	৫৯৯
১৪	মাদারবাড়ী	০.২৭৫	০.৬২৫	৩.৫৩৩	৪	৩	২	৭৫০
১৫	পটিয়া	০.২৭৫	১.৪৭৭	৬.৯৪৯	৪	১২	১২	৭৫১
১৬	কক্সবাজার	০.২৭৫	১.২০২	৯.৬০৭	২	৬	১৭	৪০০
১৭	বান্দরবান	০.৩৯৬	০.৩৮৭	৪.০৪২	০	৪	১৪	৩৫৫
১৮	রাঙ্গামাটি	০.৩৯৬	০.৭২৪	৪.১৫৩	০	২	১৬	৪২০
১৯	খাগড়াছড়ি	০.৩৯৬	১.২৯৭	২.৫৫১	০	০	১৮	৩৮৪
	সর্বোমাটঃ	**৫.১৮৩**	**১৬.৪৬৮**	**৯৬.৮৯৭**	**৬৫**	**৮৫**	**১৪০**	**১০৬৪৫**

পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির মাধ্যমে চট্টগ্রাম জোনে ৫.১৮ কিঃমিঃ ১১ কেভি লাইন, ১৬.৪৭ কিঃমিঃ ১১/০.৪ কেভি লাইন, ৯৬.৯০ কিঃমিঃ ০.৪ কেভি লাইন, ৬৫টি ২৫০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার, ৮৫টি ২০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার এবং ১৪০টি ১০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার রিনোভেশন/স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চট্টগ্রাম জোনে বৈদ্যুতিক লাইন এবং ১১/০.৪ কেভি সাব-স্টেশন রিনোভেশন কার্যক্রমের অংশবিশেষ নিম্নের আলোকচিত্রে দেখানো হলো (চিত্র-১):

(ক) চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে (পশ্চিম নিমতলা দোতলা মসজিদ) নতুন স্থাপিত ২০০ কেভি ট্রান্সফর্মার

(খ) চট্টগ্রামের কালুরঘাটে সার্ভিস পুনঃস্থাপন

(গ) রাঙ্গামাটির কল্যাণপুর এলটি লাইন রিনোভেশন

(ঘ) কক্সবাজারের রামু বাইপাস রোডে স্থাপিত ১০০ কেভি ট্রান্সফর্মার

(উৎসঃ পরিদর্শনকালে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত)

চিত্র ১: চট্টগ্রাম জোনে লাইন এবং ১১/০.৪ কেভি সাব-স্টেশন রিনোভেশন কার্যক্রমের অংশবিশেষ

১৪। প্রকল্পের অডিট প্রতিবেদনঃ

প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, এর অনুকূলে সম্পাদিত ব্যয় ও হিসাবসমূহ সংস্থার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ অডিট টীম এবং সাথে সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট অডিট অফিস কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব অডিট টীম কর্তৃক প্রকল্পের হিসাব অভ্যন্তরীণভাবে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট অডিট অফিস কর্তৃক প্রকল্পটির অনুকূলে সম্পাদিত ব্যয় ও হিসাব অডিট করে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য দেয়া হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায়, উক্ত পর্যবেক্ষণ/মন্তব্যগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে এবং বিষয়গুলো নিস্পত্তি করা হয়েছে।

১৫। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্পের কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

প্রকল্পটির পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও প্রকৃত অর্জন নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
(ক) প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ছয়টি জোনের ওভারলোডেড্ ট্রান্সফর্মার এবং বিতরণ লাইন রিনোভেশনের মাধ্যমে বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।	(ক) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ছয়টি জোনের ওভারলোডেড্ ট্রান্সফর্মার এবং বিতরণ লাইন রিনোভেশনের ফলে বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। (খ) ইতোপূর্বে বিতরণ ট্রান্সফর্মারের ক্ষমতা কম থাকায় ফোর্সড্ লোডশেডিং করতে হতো। কিন্তু প্রকল্পটির মাধ্যমে ট্রান্সফর্মারের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং লোড শেয়ার হওয়ার ফলে প্রকল্প এলাকার ঘন-ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং লোডশেডিং অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

১৭। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

প্রকল্পটির অনুকূলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ছয়টি জোনে বৈদ্যুতিক লাইন এবং ১১/০.৪ কেভি উপকেন্দ্রের রিনোভেশন এবং অন্যান্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রকল্প এলাকায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্প এলাকায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি হওয়ায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাত যেমন কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সর্বোপরি বলা যায়, প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছে।

১৮। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোন সমস্যার উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্প পরিদর্শনকালে জানা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। তবে প্রকল্পটির পিসিআর, বাস্তবায়নকালীন সময়ে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাপ্ত কয়েকটি বাস্তবায়ন সমস্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১৮.১। পর্যাপ্ত এডিপি বরাদ্দের অভাবে ক্রয় প্রক্রিয়া বিলম্বিতঃ

বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, এডিপিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাবে প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া কিছুটা বিলম্বিত হয়। এ জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ছয় মাস বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়ে।

১৮.২। Time Overrun:

প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর বাস্তবায়ন সময় কিছুটা অতিক্রান্ত (Time Overrun) হয়েছে। সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল ছিল ১.৫ বছর। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট সময় লেগেছে ২ বছর অর্থাৎ ০.৫ বছর (ছয় মাস) সময় বেশি (৩৩%) লেগেছে।

১৯। মতামত/সুপারিশঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমস্যা ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রণীত আইএমইডি'র মতামত/সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১৯.১। অনুমোদিত ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। তবে এর বাস্তবায়ন সময় কিছুটা অতিক্রান্ত (Time Overrun) হয়েছে অর্থাৎ বাস্তবায়ন শেষ করতে ছয় মাস (৩৩%) সময় বেশি লেগেছে। সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা এবং অন্যান্য সকল বিষয় বিবেচনায় প্রকল্পটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৯.২। প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ কম থাকায় মালামাল ক্রয়ে কিছুটা বিলম্ব হয় এবং এ জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ছয় মাস বৃদ্ধি করতে হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন যথাসময়ে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় এডিপি বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

১৯.৩। সময়মত প্রত্যাশিত সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন সময় এবং প্রকল্প ব্যয় যাতে অতিক্রান্ত না হয় সে জন্য প্রকল্পের দরপত্র পরিকল্পনা, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ম্যাট্রিক্স প্রভৃতি সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা সমীচীন হবে।

"আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কমপ্লেক্সের ইউনিট নং ৩,৪ ও ৫ এর পুনর্বাসন ও আধুনিকায়ন"

(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

১। প্রকল্পের অবস্থান : আশুগঞ্জ, **ব্রাহ্মণবাড়িয়া**

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ

৩। বাস্তবায়ন সংস্থা : **আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড** (APSCL)

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের%)
মূল (প্র: সা:)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্র: সা:)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪৫৯৪.৪০	১০২৪৬৪.৪৩	১০১২৯৪.৭০	জানুয়ারী, ২০০০ হতে জুন, ২০০১	জানুয়ারী, ২০০০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারী, ২০০০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১	১৯২.৮০%	৭০০%

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
১	আমদানীকৃত মালামাল/যন্ত্রাংশ	৭২৯৪৭.৯৪	৭১.১৯%	৭৪৬১২.১৮	৭৩.৬৬%
২	পরামর্শক সেবা	২৪১৭.৩৬	২.৩৬%	২১৬৪.৪১	২.১৪%
৩	পূর্ত কাজ (২টি ভবন)	১৪০.০০	০.১৩%	১৩৩.৫৭	.১৩%
৪	যানবাহন (১ টি জীপ ও ৮টি মটর সাইকেল)	৩৪.১৩	০.০৩%	৩৪.১৩	০.০৩%
৫	কাস্টম ডিউটি এ্যান্ড ভ্যাট	১৮০০০.০০	১৭.৫৭%	১৭০৭৬.২৭	১৬.৮৬%
৬	কন্টিনজেন্সী	৩২৫.০০	০.৩২%	-	০%
৭	ইন্টারেস্ট ডিউরিং কনস্ট্রাকশন	৭৯০০.০০	৭.৭১%	৭২৭৪.১৪	৭.১৮%
৮	মূল্য স্ফীতি	৭০০.০০	০.৬৮%	-	০%
	মোট :	১০২৪৬৪.৪৩	১০০%	১০১২৯৪.৭০	১০০%

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

৭। প্রকল্পের পটভূমি :

আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৯ (নয়)টি ইউনিটের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৭৭৭ মেগাওয়াট। অতএব দেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ সরবরাহে আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। ৯ (নয়)টি ইউনিটের মধ্যে ইউনিট নং-৩, ৪, ৫ এর প্রত্যেকটির সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০ মেগাওয়াট। এই ইউনিট ৩ (তিন)টি যথাক্রমে ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি ইউনিট স্থাপিত হবার ৫০,০০০ ঘণ্টা পর ওভারহোলিং করা জরুরী। কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রতুলতার কারণে কোন ইউনিট বন্ধ করে ওভারহোলিং করা সম্ভব হয়নি। তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদানকারী ইউনিট (ইউনিট নং-৩,৪,৫) কোন প্রকার ওভারহোলিং ছাড়াই ২০০০ সাল নাগাদ ১,২৫,০০০

ঘন্টার চেয়ে বেশী সময় ধরে চালু রয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে ইউনিট ৩টি প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টের এবং Auxiliary parts-এর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে এবং ইউনিটগুলোর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ইউনিট তিনটি পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে কেএফডব্লিউ (জার্মানী) এবং বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি) এর পক্ষে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান M/S Steag Power Engineering যৌথভাবে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে। এদের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ইউনিট তিনটির উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি ও প্ল্যান্টের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি নেয়া হয়।

৮। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন :

"আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কমপ্লেক্সের ইউনিট নং ৩, ৪ ও ৫ এর পুনর্বাসন ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩০/০১/২০০১ তারিখে ৩৪৫৯৪.৪০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০০০ হতে জুন,২০০১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের প্রথম সংশোধনী ২২/১১/২০০৪ তারিখে একনেক সভায় ৮৪৭৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০০০ হতে জুন,২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ২য় সংশোধনী ২০/০৮/২০০৭ তারিখে একনেক সভায় ৯৩৯৫৬.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০০০ হতে জুন,২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ৩য় সংশোধনী জানুয়ারী, ২০১০-এ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১০২৪৬৪.৪৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০০০ হতে জুন,২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে আইএমই বিভাগের সুপারিশক্রমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯। প্রকল্পের অর্থায়নঃ

ক) জিওবিঃ

(লক্ষ টাকা)

মোট	ঋণ	অনুদান	Cash Foreign Exchange
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
৬৮৭৩৬.৩৩	ঋণঃ ২৭৪৯৪.৫৩(৪০%) ইকুইটিঃ ৪১২৪১.৮০(৬০%)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

খ) প্রকল্প সাহায্য:

উৎস	মুদ্রার প্রকৃতি	ঋণের পরিমাণ	ঋণের প্রকৃতি	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি কার্যকরের তারিখ	চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখ	
						মূল	সংশোধিত
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*	*(৮)*
KfW, Germany	Euro	৩২.৩০ মিলিয়ন	বাংলাদেশ সরকারকে অনুদান, APSCL-কে ঋণ	-	৩১/১২/২০১১	-	৩১/১২/২০১২
KfW, Germany	Euro	৩.২৪৭ মিলিয়ন	APSCL-কে অনুদান	-	৩১/১২/২০১১	-	৩১/১২/২০১২
Debt Relief Grant Assistant, Japan	Yen	৬৬০৮.১৪ মিলিয়ন	APSCL-কে অনুদান	-	৩১/১২/২০১১	-	৩১/১২/২০১২

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

নিম্নবর্ণিত প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
১	মো: মোফাজ্জল হক	০১/০১/২০০০	১৯/০৬/২০০২
২	আমিনুল ইসলাম	২০/০৬/২০০২	১৪/০৭/২০০২
৩	মো: মোফাজ্জল হক	১৫/০৭/২০০২	১০/১১/২০০২
৪	আমিনুল ইসলাম	১১/১১/২০০২	০৯/১২/২০০২
৫	মো: মোফাজ্জল হক	১০/১২/২০০২	০৪/০১/২০০৩
৬	আমিনুল ইসলাম	০৫/০১/২০০৩	২৭/০৩/২০০৩

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
৭	শামছুল আজম	২৮/০৩/২০০৩	২৯/০১/২০০৪
৮	নির্মল চন্দ্র ঘোষাল	৩০/০১/২০০৪	৩১/১২/২০০৫
৯	রহমতুল্লাহ আহমেদ	০১/০১/২০০৬	২৪/০৪/২০০৬
১০	মো: আব্দুল খালেক	২৫/০৪/২০০৬	৩১/১২/২০১১

১১। পরিদর্শনঃ

এ বিভাগের পরিচালক **(যুগ্ম সচিব)** জনাব **মোঃ নিয়াজুল হক এবং সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ) মোঃ তাওসীফ রহমান প্রকল্প এলাকায়** আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২৬/**০১/২০১৪ হতে ২৭/০১/২০১৪ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে** আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো: নূরুল আলম, **প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট** ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১। আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট নং-৩,৪,৫ পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্নভাবে রেটেড ক্যাপাসিটিতে ৩X১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সুনিশ্চিত করা।	১। ইউনিট নং-৩ ,৪ ,৫ এর Overhauling করার পর ইউনিটগুলির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ১০০মে.ও./১৪০মে.ও./১১০মে.ও. হতে ১৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।
২। আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা, স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।	২। ৩, ৪, ৫ নং বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিটের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের পর এগুলোর উৎপাদনক্ষমতা, স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা, স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলা যায়।
৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি করা।	৩। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। আলোচ্য প্রকল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সার্বিক সরকারী-বেসরকারী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতি ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখা। যেহেতু আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩,৪,৫নং ইউনিটের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, সেহেতু প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলা চলে।
৪। বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্টের আয়ু আগামী ১৫-২০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা।	৪। ৩, ৪, ৫ নং বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিটের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়নের পর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্টের আয়ু আগামী ১৫-২০ বছরের জন্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-১- ইউনিট নং-৪, জেনারেটর অংশ, আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

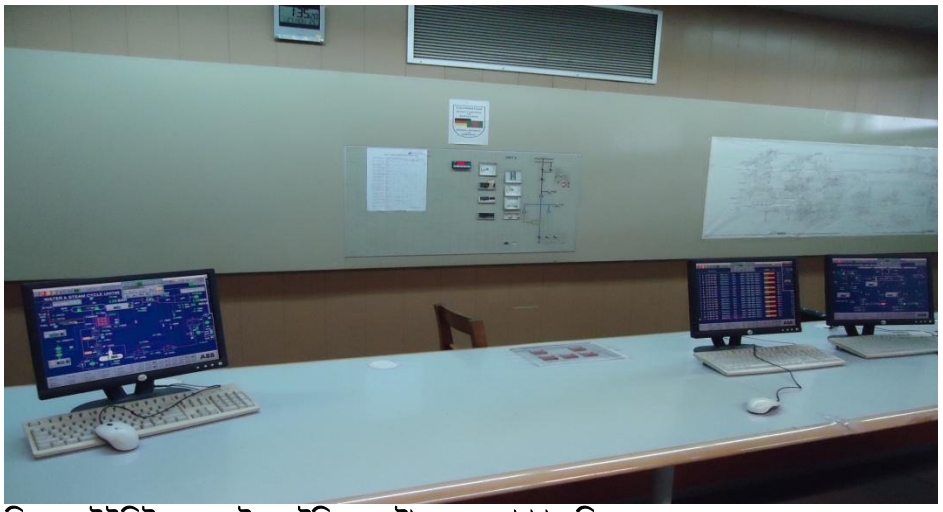

চিত্র-২- ইউনিট নং-৫, ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল রুম, আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

চিত্র-৩- সুইচ ইয়ার্ড, আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১৩। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৩.১। মূল প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০০০ হতে জুন, ২০০১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবার কথা থাকলেও ইউনিট নং-৩, ৪ ও ৫ Overhauling করার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে প্রকল্পটি শুরু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ইউনিট নং-৩ এর জন্য Debt Relief Grant Assistant(DRGA), Japan ফান্ডের সহায়তা নিশ্চিত হওয়াতে ফেব্রুয়ারী,২০০১ এ টেন্ডার আহবান করা হয় এবং সামগ্রিক প্রক্রিয়া শেষে অক্টোবর, ২০০২ এ Overhauling কাজ শুরু হয় এবং অক্টোবর, ২০০৩ এ কাজ সম্পন্ন হয়। এতে করে ইউনিট-৩ এর কাজ শেষ করতে Scheduled Time থেকে প্রায় ২(দুই) বছর বেশি সময় লাগে।

১৩.২। ইউনিট নং ৪ ও ৫ Overhauling করার জন্য টার্ণকী ঠিকাদার Alstom Power Generation AG, Germany এবং M/s IHI, Japan যৌথভাবে এপ্রিল, ২০০৬ এ কাজ শুরু করে। ৫নং ইউনিটের কাজ শুরু করার পর ঠিকাদার Alstom Power Generation AG, Germany অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিশদ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং পাওয়ার জেনারেটর, রোটর ইত্যাদি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পাঠায়। এতে অতিরিক্ত কিছু কাজ করার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যা মূল চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান KfW, Germany এর অনুরোধে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান M/S Fitchner /EnbW বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শন করে। অতঃপর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশনা মোতাবেক গঠিত কমিটির সুপারিশে অতিরিক্ত কাজসমুহ অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়।

১৩.৩। মে, ২০০৭ এ ইউনিট নং-৫ এর Synchronization করার কথা থাকলেও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কয়েকবার তারিখ পরিবর্তন করার পর জুলাই, ২০০৭ এ ১ম বার ইউনিটটি Synchronization করে। কিন্তু নানাবিধ কারিগরী ত্রুটির কারণে ইউনিটটি স্বাভাবিক অপারেশনে আসতে পারেনি। ফলে ইউনিট-৫ কে বার বার Shut Down করতে হয়। ২২/০৭/২০০৭ এ ইউনিটটি আবার চালু করা হলে Turbine Rotor এ সমস্যা থাকার কারণে সেটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করার পরেও ইউনিটটিকে স্বাভাবিক অপারেশনে আনতে অতিরিক্ত ১(এক) বছর সময় লেগে যায়। অবশেষে আগস্ট, ২০০৮ এ ইউনিটটিকে বাণিজ্যিকভাবে স্বাভাবিক লোডে চালানো সম্ভব হয়।

১৩.৪। ইউনিট-৫ এর overhauling এর সময় ইউনিট-৪ এর কিছু কিছু যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সকল যন্ত্রাংশসমূহের অভাবের কারণে ইউনিট-৪ এর কাজ সঠিক সময়ে শুরু করা যায়নি। Procurement Review Committee এর সুপারিশ অনুযায়ী **আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেডের বোর্ডসভায়** Variation Order **এর মাধ্যমে ইউনিট-৪ এর** Turbo Generator Parts **ক্রয় করার সিদ্ধান্ত হয়। ফেব্রুয়ারী, ২০১০ এ ইউনিট-৪ এর** overhauling **কাজ শেষ করার জন্য** APSCL **এর সাথে** ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ০১/১১/২০১১ হতে ইউনিট- ৪ বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হয়।

১৩.৫। আলোচ্য প্রকল্পে ৯ (নয়) বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে। এত ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটেছে।

১৪। সুপারিশঃ

১৪.১। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিটের পুনর্বাসন/আধুনিকায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের সময় ব্যয় প্রাক্কলন আরো সতর্কভাবে করা, যেন variation order এর সংখ্যা/ variation এর পরিমাণ খুব বেশি না হয়;

১৪.২। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট overhauling করার জন্য আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিজস্ব প্রশিক্ষিত জনবল তৈরী করা যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ নিজেরাই করতে পারে;

১৪.৩। ভবিষ্যতে এ ধরনের বড় মাপের Overhauling কাজ পর্যবেক্ষণ করার জন্য স্থানীয়ভাবে সরকারী সংস্থা এবং প্রয়োজনে পাবলিক কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে সুযোগ্য প্রকৌশলীদের নিয়ে Core technical Committee গঠন করা এবং উচ্চ বেতনে বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা;

১৪.৪। ডিপিপি প্রণয়নের/সংশোধনের সময় প্রকল্পের সময় নির্ধারণ যুক্তিযুক্তভাবে করা, যেন এত বেশি Time Over Run (৭০০%) না হয়।

১৪.৫। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পে জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করাই সমীচীন হবে।

Technical Assistance for Sector Assessment on Power System Efficiency Improvement Project

(সমাপ্ত : জুন, ২০১২)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা
২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ
৩। বাস্তবায়ন সংস্থা : বিদ্যুৎ বিভাগ
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের%)
মূল (প্র: সা:)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্র: সা:)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০৩২.০০ (৮৪০.০০)	-	৫৩৫.১৮ (৫১৬.১৮)	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	-	১০০%

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন: বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্র: নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
		আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
	(ক) রাজস্ব খাতঃ				
১	ভাতা	১.০০	-	১.০০	-
২	পরিবহন	১০.০০	-	৯.০০	-
৩	অফিস(ইন-কাইন্ড)	১৫৪.০০	-	-	-
৪	ইউটিলিটি(ইন-কাইন্ড)	১০.০০	-	-	-
৫	স্টেশনারীজ	১.০০	-	১.০০	-
৬	সম্মানী	১.০০	-	-	-
৭	প্রতিবেদন এবং গণ-সংযোগ	১৪.০০	-	২.০০	-
৮	ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও ত্রি-পক্ষীয় মিটিং	১৭.৫০	-	-	-
৯	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	৪১৫.৮০	-	৩৬৩.০০	-
১০	দেশী পরামর্শক	১২৬.০০	-	১১০.০০	-
১১	কন্টিনজেন্সি	১.০০	-	-	-
১২	অফিস সংস্কার	৩.০০	-	-	-
	উপমোট- রাজস্ব খাতঃ	৭৫৪.৩০	-	৪৮৬.০০	-
	(খ) মূলধন খাতঃ				
১৩	দেশী ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণ	১৩৬.৫০	-	৩০.০০	-
১৪	ফটোকপিয়ার এবং ফ্যাক্স	১.৮০	-	১.৫০	-
১৫	কম্পিউটার সামগ্রী	২৪.২০	-	১৩.০০	-
১৬	অফিস সরঞ্জাম	৪.০০	-	২.০০	-
১৭	প্রশাসনিক ব্যয়	৭.০০	-	১.১৮	-
১৮	আলোচনায় সহায়তাদান	৩.৫০	-	-	-
১৯	কন্টিনজেন্সি	১০০.৭০	-	১.৫০	-
	উপমোট- মূলধন খাতঃ	২৭৭.৭০	-	৪৯.১৮	-
	সর্বমোট(ক+খ) :	১০৩২.০০		৫৩৫.১৮	

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

৭। প্রকল্পের পটভূমি:

বাংলাদেশ সরকার ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা ও যোগানের বিপরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন ব্যবস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। এর প্রেক্ষিতে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্প চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এডিবি অনুদানে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। আলোচ্য কারিগরি প্রকল্পটি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক(এডিবি)-এর বাংলাদেশের কান্ট্রি স্ট্রাটেজীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ২০০৮-০৯ সালের Operations Business Plan এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ খাতে এডিবি'র পরবর্তী বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং একই সাথে চাহিদা ও সরবরাহ সাইড ম্যানেজমেন্টের জন্য কর্ম কৌশল নির্ধারণসহ সর্বোচ্চ কার্যকরী ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানী ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করা ছিল প্রকল্পটির উদ্দেশ্য।

৮। প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন:

"Technical Assistance for Sector Assessment on Power System Efficiency Improvement Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৫/০৫/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ১০৩২.০০ লক্ষ (এক হাজার বত্রিশ লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে জিওবি অংশ ১৯২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৪০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০১০ থেকে জুন, ২০১১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন,২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯। প্রকল্পের অর্থায়ন:

ক) জিওবিঃ

(লক্ষ টাকা)

মোট	ঋণ	অনুদান	Cash Foreign Exchange
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
১৯২.০০	-	১৯২.০০	N/A

খ) প্রকল্প সাহায্যঃ

উৎস	মুদ্রার প্রকৃতি	ঋণের পরিমাণ	ঋণের প্রকৃতি	বাংলাদেশী টাকায় পরিমাণ
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*
এডিবি	ইউ এস ডলার	১.২ মিলিয়ন	অনুদান	৮৪০.০০ লক্ষ টাকা

১০। পরিদর্শন:

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ০৮/১২/২০১৩ তারিখে আইএমই বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মো: তাওসীফ রহমান কর্তৃক প্রকল্প এলাকা প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, বিদ্যুৎ ভবন, ১নং আব্দুল গণি রোড ঢাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: নজরুল ইসলাম(যুগ্ম প্রধান) এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১১। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্পের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৩২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৫৩৫.১৮ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫১.৮%। অবশিষ্ট অর্থ সরকারী কোষাগারে ফেরত দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত না থাকায় সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ১০০%।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(১) Overall power sector assessment report for energy efficiency. (২) An update of electricity demand forecast to define medium-term investment requirements of energy efficiency improvement in power generation, transmission and distribution system	১-নং ও ২-নং উদ্দেশ্য দুটি বাস্তবায়িত হবার ফলেই অর্থাৎ সম্পাদিত ষ্টাডির ভিত্তিতেই এডিবি লিড ডোনার হিসেবে ২০১৩ হতে ২০১৮ সময়ে বাস্তবায়নের জন্য "Power System Expansion and Efficiency Improvement Program" শীর্ষক Multitranche Financing কার্যক্রমের আওতায় মোট ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এই কার্যক্রমের আওতায় energy efficiencY বিবেচনায় এনে এ পর্যন্ত উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের মোট ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১.০২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নিশ্চিত করা হয়েছে।
(৩) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কম্পোনেন্টসমূহ চিহ্নিত করে তদানুযায়ী বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প বাছাই করা।	মোট ৪(চার)টি প্রকল্প এডিবি অর্থ বিনিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়েছে- i) আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগা ওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, ii) Installation of 5 MW Solar Photo Voltaic(PV) Grid-Connected Power Generation Plant at Kaptai, iii) Installation of an Off-Grid Wind Solar Hybrid System with HFO Based Engine Driven Generator in Hatya Island, এবং iv) সোলার স্ট্রীট লাইটিং প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন।
(৪) একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ/জ্বালানী সাশ্রয়ী প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কারিগরী, আর্থিক, অর্থনৈতিক,আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ এবং পরিবেশগত এবং সামাজিক মূল্যায়ন।	আলোচ্য কারিগরী প্রকল্পের মাধ্যমে উল্লেখিত ৪টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে এবং এডিবি-তে পাঠানো হয়েছে। এডিবি উক্ত ৪টি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে সম্মত হয়েছে। এই ৪টি প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:
নিম্নবর্ণিত প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরন	সময়কাল
১	মোঃ নজরুল ইসলাম	যুগ্ম-প্রধান	খন্ডকালীন	২৬/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১২

১৪। বাস্তবায়ন সমস্যা:

১) অনুমোদিত ডিপিপি-তে রাজস্ব খাতে অফিস (ইন কাইন্ড) অংশে ১৫৪.০০ লক্ষ টাকা এবং ইউটিলিটি (ইন কাইন্ড) খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা ধরা থাকলেও এই দুইটি খাতে কোন টাকা ব্যয় হয়নি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপি-তে এই অংশটি সংযোজন করার প্রয়োজন ছিলনা।

২) মূলধন খাতে দেশী ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণ অংশে ১৩৬.৫০ লক্ষ টাকা ধরা থাকলেও এই খাতে ৩০.০০লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপি-তে এই অংশে ব্যয় প্রাক্কলন সঠিক ছিলনা।

৩) অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ যথেষ্ট থাকায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের কোন বিঘ্ন ঘটেনি।

১৫। সুপারিশ:

১) ভবিষ্যতে ব্যয় প্রাক্কলন যুক্তিযুক্তভাবে করতে হবে যেন এত বেশি পরিমাণ অর্থ (প্রায় ৪৮%) অব্যয়িত না থাকে।

২) ডিপিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের সময় নির্ধারণ যুক্তিযুক্তভাবে করা উচিত যেন এত বেশি Time Over Run (১০০%) না হয়।

‘‘পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থায় ১০ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ’

সমাপ্তঃ জুন, ২০১২

১। প্রকল্পের অবস্থানঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থায় ৪৯টি জেলার ৩৬৯টি উপজেলার।

২। বাস্তবায়ন সংস্থাঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৩৪৬৭.১০ (৮৭৬৪.২০)	৩৪৭৭৫.৮০ (৯৬০৯.১০)	৩১৩২৪.৮৫ (৯৩৩৮.৪৬)	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১০	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১	জুলাই ২০০৬ হতে জুন,২০১২	ব্যয় অতিক্রামত হয়নি	২৪ মাস (২০%)

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত PCR (Project Completion Report) এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব**				
১	জনবলের বেতন ভাতাদি	-	-	-	০.০০
২	অফিস ভাড়া	-	-	-	০.০০
৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	-	-		০.০০
৪	পরামর্শক ব্যয়	-	-		০.০০
৫	পরিবহন চার্জ	-	১০০০.০০	-	৪৫৫.৫২
৬	ইন্সুরেন্স ও ব্যাংক চার্জ		৩০০.০১		১৪৩.০৬
	উপ-মোট (রাজস্ব):	**-**	১৩০০.০১	**-**	৫৯৮.৫৮
(খ)	**মূলধন**				
৬	অফিস ইকুইপমেন্ট	-	-	-	০.০০
৭	যানবাহন ক্রয়	-	-	-	০.০০
৮	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	লট	৩১০৫১.০৯	লট	২৮৪৮৮.৭৮ (৯৮.০৪%)
৯	পূর্ত নির্মাণ (কন্ট্রোল রুম বিল্ডিং ফাউন্ডেশন, ট্রেন্স, উপকেন্দ্র, ইয়ার্ড ইত্যাদি)				
১০	ডিজাইন, ইনস্টালশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং				
১১	শুল্ক কর, ভ্যাট ও অন্যান্য চার্জ	যন্ত্রপাতির মূল্যের ৩০%	২২৬৮.০০	যন্ত্রপাতির মূল্যের ২৩.৯৬%	২২৩৭.৫০ (২৩.৯৬%)
১২	নির্মাণকালীন সুদ	থোক	১৫৬.৭০	থোক	০.০০
১৩	মূল্য বৃদ্ধি জনিত ব্যয়				
১৪	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি				

১৫	বিবিধ ও অন্যান্য ব্যয়				
	উপ-মোট (মূলধন):	-	৩৩৪৭৫.৭৯		৩০৭২৬.২৮
	সর্বমোটঃ	-	৩৪৭৭৫.৮০	(৯৮%)	৩১৩২৪.৮৬ (৯০%)

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম এর আওতায় ৫৮টি পল্লী বিদ্যুঃ সমিতির বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থায় নুতন ১০ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ বৃদ্ধি প্রকল্পটির মাধ্যমে নতুন ৯৮০৪১৬টি সংযোগ দেয়া সম্ভব হয়েছে।

৭। প্রকল্পের পটভূমিঃ

পল্লী বিদ্যুতায়ন মহা পরিকল্পনার আওতায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে যা দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।১০ লক্ষ গ্রাহক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থায় নতুন সংযোগ দেওয়া সম্ভব এমন ৫৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে সর্বোচ্চ একটি (০১) খুঁটি সম্প্রসারণ করে গ্রাহক সংযোগ বৃদ্ধি করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করা।বৈদ্যুতিক পোলে স্থাপিত বিতরণ ট্রান্সফরমার অথবা এলটি (৪৪০/২২০ ভোল্টেজ) পোল হতে যে সার্ভিস তারের মাধ্যমে গ্রাহকের মিটার পর্যমত সংযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে তাকে সার্ভিস ড্রপ বলে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো আর্থিকভাবে সচ্চল না হওয়ায় সমিতিগুলোর পক্ষে প্রতি কিলোমিটারে ২-৩ টি গ্রাহক সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। সে কারনে প্রতি বছর ২-৩ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বমোট ১০ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ সৃষ্টির জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড '১০লক্ষ গ্রাহক সংযোগ' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তাবনা করে যা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির লোকবল দ্বারা সম্পন্ন হবে। আশা করা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পল্লীর জনগনের আর্থ-সামাজিক তথা জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থান উন্নয়ন ঘটবে।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম এর আওতায় ৫৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থায় প্রতি বছর ২-৩ লক্ষ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে মোট ১০ লক্ষ নুতন গ্রাহক সংযোগ বৃদ্ধি করা।

(খ) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পল্লীর জনগনের আর্থ সামাজিক তথা জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

৯। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ১৪-০৯-২০০৬ তারিখে মোট ৩৩৪৬৭.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির প্রথম মেয়াদ বৃদ্ধি করে ০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১১ তারিখ পর্যন্ত সংশোধন করা হয় এবং পরবর্তীতে ৩০-০৬-২০১২ দ্বিতীয় বার মেয়াদ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১০। প্রকল্পের অর্থায়নঃ

প্রকল্পটি মোট ৩৩৪৬৭.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮৭৬৪.২০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ২৪৭০২.৯০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থায়ন। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ৩৪৭৭৫.৮০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে সংশোধন করা হয়।

১১। পরিদর্শনঃ

আইএমই বিভাগ কর্তৃক গত ০৫/০৫/২০১৩ তারিখে পটুয়াখালী জেলায় এবং ০৯-০৭-২০১৩ তারিখে ঢাকা জেলায় অবস্থিত প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ পরিদর্শন করা হয়। আইএমই বিভাগের ''উন্নয়ন প্রকল্প/সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি'' সংক্রান্ত ২৯.০৩.২০০৬ তারিখের পরিপত্র

মোতাবেক আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প/সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর প্রকল্প/কর্মসূচির পরিদর্শন এলাকায় উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন না। পরিদর্শনের আলোকে বাস্তব অবস্থা নিম্নরূপ:

(ক) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়: ৩১০৫১.০৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৮৪৮৮.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাপাতি যেমন বৈদ্যুতিক মিটার, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%।

(খ) শুল্ক, কর, ভ্যাট ও অন্যান্য চার্জঃ ২২৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২২৩৭.৫০ লক্ষ টাকা শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ ব্যয় করা হয়েছে।

(গ) পরিবহন চার্জঃ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৫৫.৫২ লক্ষ টাকা পরিবহন ও ব্যাংক চার্জ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে।

(ঘ) ইন্সুরেন্স ও ব্যাংক চার্জঃ ৩০০.০১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ইন্সুরেন্স ও ব্যাংক চার্জ বাবদ ১৪৩.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১২। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

১২.১। জুন, ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্প কাজের আর্থিক অগ্রগতি ৯০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%। প্রকল্পের মূল লক্ষ্যমাত্রা ১০ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ যার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা ৯,৮০,৪১৬টি।

১২.২। দেশে চাহিদার অনুপাতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে সরকারী নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে অক্টোবর-২০০৬ হতে সেপ্টেম্বর-২০০৭ পর্যমত ও মার্চ-২০১০ হতে অক্টোবর-২০১০ পর্যমত দুই দফায় নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল।

১২.৩। দশ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্পের বিপরীতে সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা (বছর ওয়ারী):

ক্রমিক নং	বছর	সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা (টি)	মমতব্য
১	জুন-২০০৮ পর্যমত	০	২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বাজেট প্রাপ্তি না থাকায় জুন-২০০৮ পর্যমত প্রকল্পের কোন অগ্রগতি সাধন হয় নাই।
২	জুন-২০০৯ পর্যমত	৯০৮০০	
৩	জুন-২০১০ পর্যমত	৩০৭১০১	
৪	ডিসেম্বর-২০১০ পর্যমত	৩৫৭৫০১	
৫	জুন-২০১১ পর্যমত	৪৫৯৭০১	
৬	জুন-২০১২ পর্যমত	৯৮০৪১৬	

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
৫৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতি বছর ২-৩ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগের মাধ্যমে মোট ১০ লক্ষ নতুন গ্রাহকের সংযোগ প্রদান করা।	৫৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থায় মোট নতুন সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা ৯,৮০,৪১৬ টি।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

নিম্নবর্ণিত প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরন	সময়কাল
১	মোঃ নজরুল ইসলাম-১	পরিচালক, পরিদর্শন এবং টেষ্টিং	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১-০৭-০৭ হতে ১২-১২-১০ পর্যন্ত
২	মোঃ নজরুল ইসলাম-২	প্রধান প্রকৌশলী (পওপ) চঃদাঃ	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৩-১২-১০ হতে ৩০-০৬-১২ পর্যন্ত

১৫। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

(ক) প্রকল্পের প্রারম্ভিক বছরে বরাদ্দ না থাকায় এবং চাহিদার অনুপাতে উৎপাদিত বিদ্যুতের ঘাটতি থাকায় সরকারীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অক্টোবর'২০০৬ হতে সেপ্টেম্বর'২০০৭ পর্যমত এবং গত মার্চ'২০১০ হতে অক্টোবর'২০১০ পর্যন্ত বিভিন্ন দফায় নুতন গ্রাহক সংযোগ প্রদান বন্ধ থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে।

(খ) ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হয়েছে।

১৬। সুপারিশঃ

(ক) ভবিষ্যতে সময়মত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

(খ) ভবিষ্যতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী পরিহার এবং পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

(গ) ভবিষ্যতে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে আইএমই বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প/সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত ২৯.০৩.২০০৬ তারিখের পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে পরিদর্শন এলাকায় উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র নং	মন্ত্রণালয়	মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্প সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সংখ্যা	জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্প সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্প সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্প সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০৭	০৭	০০	০০	০৩	০৪	৩৭%-১৩৩%	০৫	১৩%-৩৪%

১। সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যাঃ ০৭

২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ সমাপ্ত সাতটি প্রকল্পের মধ্যে তিনটির সময় ও ব্যয় উভয়ই মূল অনুমোদিত সময় ও ব্যয় অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল সময়ের তুলনায় চারটি প্রকল্পের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। সময় অতিক্রান্তের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার যথাক্রমে ৩৭% ও ১৩৩%। মূল ব্যয়ের তুলনায় পাঁচটি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয় অতিক্রান্তের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার যথাক্রমে ১৩% ও ৩৪%। দু'টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে মূল ব্যয় অপেক্ষা কম ব্যয়ে প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ বাস্তবায়ন পর্যায়ে নূতন অঙ্গের অন্তর্ভুক্তি, নির্মাণসামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি, ইউরো ও ডলারের বিপরীতে টাকা'র মূল্যমান হ্রাস পাওয়ার দরুণ বৈদেশিক যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধির কারণে মূলত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি পায়।

৪। সমাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ যন্ত্রপাতিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ।	৪.১ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহ সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
৪.২ প্রকল্পের সমাপ্তির পর গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা না দেয়া।	৪.২ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে অথবা সেটি ব্যবহারের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪.৩ প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয়।	৪.৩ প্রকল্প প্রণয়নে যেন পরিকল্পনা শৃংখলার কোন ব্যত্যয় না ঘটে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন-কে সচেষ্ট থাকতে হবে।
৪.৪ আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন না থাকা।	৪.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রসমূহের গায়ে প্রকল্পের নাম নির্দেশক সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪.৫ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করা।	৪.৫ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়-কে সচেষ্ট থাকতে হবে।

''সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড ডসিমেট্রি (এসএসডি) ল্যাবরেটরীর সুদিধাদি শক্তিশালীকরণ''
সমাপ্তিঃ ডিসেম্বর, ২০১১

১। প্রকল্পের অবস্থানঃ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাসত্মবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাসত্মবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (অনুমোদিত বাসত্মবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০২.৭৫	১৩৩৪.০০	১১১৬.৭২	জুলাই ২০০৬ - জুন ২০০৯	জুলাই ২০০৬ - ডিসেম্বর, ২০১১	জুলাই ২০০৬ - ডিসেম্বর, ২০১১	-	৫৪.৫৪%

০৫। **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাসত্মবায়নঃ</u>**

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান এবং PCR এ প্রদর্শিত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডিসেম্বর, ২০১১ সময় পর্যমত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সংক্রামত্ম বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদর্শিত হলো।

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**Revenue component**					
	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮৯.০২	থোক	৭৩.২৫ (৮২.২৮)	-
	বৈদেশিক সফর	০	০	০	০	০
	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৭.৭৮	থোক	৬.৮৫ (৮৮.০৪)	-
২.	**Capital Component**					
	আমদানীকৃত	সংখ্যা	৬২৫.৭২	৮৬.০০	৫৮০.২৭ (৯২.৭৩)	৮৪.০০ (৯৭.৬৭)
	স্থানীয়	সংখ্যা	৫০.৩৯	৬৩ .০০	৪৩.৭১ (৮৬.৭৪)	৬৩.০০ (১০০.০০)
	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৫.৬০	৮৬.০০	৫.৬০০ (১০০.০০)	৮৬.০০ (১০০.০০)
৩.	**Main Construction Works**					
	এক্স-রে ল্যাবরেটরীর জন্য শিল্ডিং	সিএফটি	৪.৪৫	৬১৬	৪.৪৫০ (১০০.০০)	৬১৬.০০ (১০০.০০)
	গামা সোর্স ক্যালিব্রেশনের জন্য শিল্ডিং (কংক্রিট, লেড, কপার)	সিএফটি সিএফটি কেজি	৩০.১৭	Conc.(600) Pb (28) Cu (500)	৩০.১৭০ (১০০.০০)	Conc.(600) Pb (28) Cu (500) (১০০.০০)
	এসএসডি ল্যাবরেটরী ভবন (চারতলা ভিত্তিসহ এক তলা ভবন)					
	i) Foundation cost (@10,000)/sqm)	বঃ মিঃ	৭৬.০০	৭৫৯.০০	৭৪.৮৯৮ (৯৮.৫৩)	৭৫৯.০০ (১০০.০০)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ii) Super structural (including shielding)(@22,890/sq m)	বঃ মিঃ	১৭৪.০০	৭৫৯.০০	১৬৯.৭৬৫ (৯৭.৫৬)	৭৫৯.০০ (১০০.০০)
৪.	**Others construction works**					
	লেড দরজা	সংখ্যা	১০.০০	৩	৬.৯০ ৬৯.০০	৩ ১০০.০০
	বহি বিদ্যুৎ সংযোগ	থোক	২২.০০	থোক	১৭.৩৯ (৭৯.০৪)	-
	পানির সংযোগ	থোক	৩.৫০০	থোক	০	০
৫.	**Vehicles:**					
	পিক-আপ-ভ্যান	সংখ্যা	২৩.৫০	১	২২.৪৮ (৯৫.৬৫)	১ ১০০
৬.	CD/VAT	থোক	৯২.০০	থোক	৮১.০০ (৮৮.০৪)	-
	(c) Physical Contingency	থোক	২৪.০০০	০	০	
	(d) Price Contingency	থোক	৯৫.৮৭০	০	০	
	Grand Total (a+b+c+d):		**১৩৩৪.০০০**		**১১১৬.৭২ (৮৩.৭১)**	৯৯.৭৭

০৬। **<u>প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u>** প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৭. <u>প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি</u>

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়/পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছেঃ

- ✓ প্রকল্পের আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✓ Random Selection-এর ভিত্তিতে কতিপয় কাজের দরপত্র পর্যালোচনা;
- ✓ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- ✓ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা।

৮। **<u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>** সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৩৪.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমান ১১১৬.৭২ লক্ষ টাকা যা মোট ব্যয়ের ৮৩.৭১%।

৮.১ **<u>প্রকল্পের পটভূমি ঃ</u>**

পরমাণু শক্তির শামিত্মপূর্ণ ব্যবহার আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। Radiation/বিকিরণ রশ্মি বর্তমানে চিকিৎসা ক্ষেত্র, শিল্প ও গবেষণা ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহার হচ্ছে। বিকিরণ রশ্মির দৈনন্দিন ব্যবহার যেমন আমাদের উন্নয়নে গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তেমনি অনিয়ন্ত্রিত বিকিরণ রশ্মির ব্যবহার অত্যমত্ম ঝুঁকিপূর্ণ। বিকিরণ রশ্মি যেমন ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে তেমনি অনিয়ন্ত্রিত বিকিরণ রশ্মির ব্যবহার ক্যান্সার সৃষ্টি করে এমনকি নীবর ঘাতক হিসাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে ইহার ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮৮ সালে IAEA/WHO SSDL Network-এর আওতায় একটি ল্যাবরেটরী বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আই এন এস টি ভবনে স্থাপন করা হয়। উক্ত ল্যাবরেটরীর বিকিরণ সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

১. চিকিৎসা, শিল্প ও গবেষণা ক্ষেত্রে ঝুঁকিহীন বিকিরণ রশ্মির নিশ্চিত করার জন্য বিকিরণ পরিমাপক যন্ত্রপাতির (সার্ভেমিটার, এরিয়া মনিটর, কন্টামিনেশন মনিটর, ও পকেট ডসিমিটার ইত্যাদির) ক্রমাংকন (Calibration) ও প্রমিতিকরণ (Standardization) সেবা ব্যাবহারকারীর বিকিরণ মান সম্পনন করা।

২. বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃত রেডিওথেরাপী তথা টেলিথেরাপী, ডিপথেরাপী এক্স-রে, লিনিয়র এক্সিলারেটর, বা্রকিথেরাপী ও ইলেকট্রন বীম-এর সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ ডোজমাত্রা পরিমাপন ও মান নিয়ন্ত্রণ।

৩. সরকারী/বেসরকারী হাসপাতালের রেডিওথেরাপীতে ব্যবহৃত অয়োনাইজেশন চেম্ববার ও ইলেকট্রোমিটারের ক্রমাংকন (Calibration) ও প্রমিতিকরণ (Standardization) সম্পনন করা।

৪. বিকিরণ রশ্মি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকিরণ কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত ব্যক্তিগত বিকিরণ পরিবীক্ষণ যন্ত্রপাতির (টিএলডি) ক্রমাংকণ (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদান।

৫. ডায়াগনষ্টিক রেডিওলজি তথা Fluoroscopy, Diagnostic X-ray, CT, Mammography, MRI-এর মান নিয়ন্ত্রণ এবং রোগীদের বিকিরণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সেবা প্রদান।

৬. বাংলাদেশে বিকিরণ নিয়ন্ত্রণে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে উক্ত ক্রমাংকন (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা একটি কেমদ্র থেকে প্রদান। মেডিক্যাল ফিজিক্স-এ গবেষণা ও উননয়ন।

৮.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ**

প্রকল্পটি ২০০২.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ও জুলাই ২০০৬-জুন ২০০৯ বাসত্মবায়ন মেয়াদে গত ১২-০৭-২০০৬ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাসত্মবায়নকাল বৃদ্ধি করে প্রথম সংশোধিত প্রকল্প ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে গত ১২-১০-২০০৮ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রথম সংশোধিত প্রকল্পের মোট ব্যয় ২২০০.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুলাই ২০০৬-জুন ২০১০ পর্যমত্ম ছিল। সর্বশেষ প্রকল্প থেকে একটি বৈদেশিক যন্ত্র বাদ দিয়ে ও বাসত্মবায়নকাল এক বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয়। ১৩৩৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ও জুলাই ২০০৬-জুন ২০১১ বাসত্মবায়ন মেয়াদে ২য় সংশোধিত প্রকল্প গত ০৮-০৪-২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.৪ **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থে বাসত্মবায়িত হয়েছে।

৮.৪.১ **প্রকল্পের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ**

গত ২৫/০৮/২০১৩ তারিখে জনাব আকমল হোসেন, পরিচালক, আইএমইডি প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত ল্যাবরেটরী সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ সাকিলুর রহমান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাপশক থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন। পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রায় সংগৃহীতব্য অধিকাংশ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিগুলোয় কোন সনাক্তকরণ চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে কোনভাবে অনুমিত হয়নি যে ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি গুলো বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয় করা হয়েছে। সংগ্রহীত যন্ত্রপাতিসমূহ বর্তমানে সচল রয়েছে এবং ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সেবা প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বিকিরণ মনিটরিং-এর জন্য ব্যবহৃত রেডিয়েশন সার্ভেমিটার, পকেট ডসিমিটার, এরিয়া মনিটর ইত্যাদির ক্রমাংকণ (Calibration) ও প্রমিতিকরণ (Standardization)-এর সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতালে ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত রেডিওথেরাপী সোর্স-এর ক্রমাংকণ, ডোজমাত্রা পরিমাপ করা ও মান নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রয়কার্য উন্মুক্ত দরপদ্ধতি অনুসরণে করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজ হিসাবে ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ রূপ প্রকল্প বাসত্মবায়নের ফলে সরাসরি কি ফলাফল পাওয়া গেছে এমন প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের সমর্থনে জানান যে প্রকল্প মেয়াদে যে R&D (Research & Development) কাজ নেয়া হয়েছে যার অধিকাংশ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

নিমেণ প্রকল্প অফিস ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ছবি দেয়া হলঃ

Fig. 1: Laboratory Building

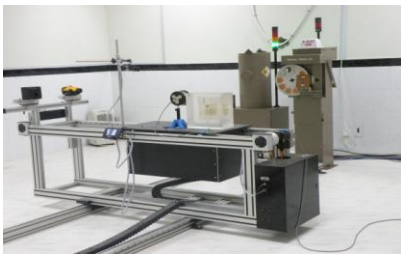

Fig. 2: Beta-gamma (GC-60) and low Energy Am-241 calibrator system.

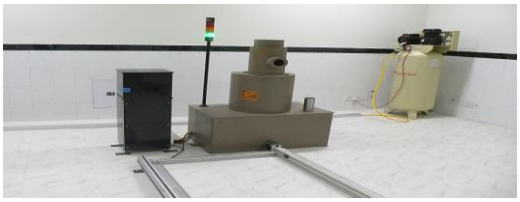

Fig. 3: Beta-gamma (GC-60) and low energy Am-241 calibrator system.

Fig. 4: Whole Body Counter (WBC) for internal radiation dosimetry of occupational worker and Accidental acute intake of radionuclide due to nuclear accident.

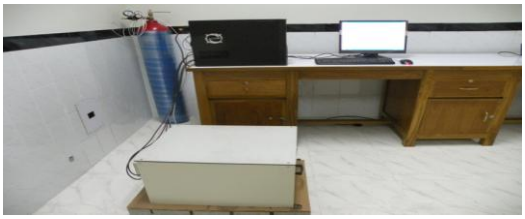

Fig. 5: Gross Alpha-beta counter for environmentalradioactivity monitoring.

Fig. 6:PTB (German) Standard Electrometer for radiotherapydosimetry used for the cancer patient.

৮.৪.২ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে নীচে প্রকল্পের ডিপিপিতে সংশোধিত এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্ত, বাৎসরিক ব্যয় এবং বাসত্মব অগ্রগতি প্রদর্শন করা হলোঃ

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্ত	ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
২০০৬-২০০৭	৭৩.০০	৫৬.২৫	৪৭.৭৮	৪.২৮%	
২০০৭-২০০৮	১৭.০০	১৯.২৫	১৬.৪৫	১.৪৭%	
২০০৮-২০০৯	১১৩.০০	১৬৫.৭৫	১০৯.০৯	৯.৭৭%	
২০০৯-২০১০	৪১৪.০০	৪৩০.৫০	৩৮৯.০৯	৩৪.৮৪%	
২০১০-২০১১	৪০২.০০	৪৫৯.৭৫	৪০০.০০	৩৫.৮৭%	
২০১১-২০১২	১৫৪.০০	১৭১.৭৫	১৫৩.৭৮	১৩.৭৭%	
মোট	১১৭৩.০০	১৩০৩.২৫	১১১৬.৭২	১০০%	

ছকটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১১৭৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বিগত ০৬ বছরে অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১৩০৩.২৫ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের চেয়ে বেশী অবমুক্ত করা হয়েছে ১৩০.২৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১১১৬.৭২ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত রয়েছে ১৮৬.৫৩ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৮.৫ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	কার্যকাল			মন্তব্য
	নিযোগের তারিখ	বদলির তারিখ	স্থায়িত্ব	
১	২	৩	৪	৫
জনাব আব্দুল কুদ্দুছ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা , বাপশক ।	১৫-১০-২০০৬	০৬-১০-২০০৯	২ বৎসর ১১ মাস ২১ দিন	
ড. দেবাশীষ পাল মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাপশক ।	০৫-১০-২০০৯	২৬-৭-২০১০	৯ মাস ২০ দিন	
ড. মো্ঃ সাকিলুর রহমান মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাপশক ।	২৫-৭-২০১০	৩১-১২-২০১১	১ বৎসর ৫ মাস ২৫ দিন	

৮.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণঃ

৮.**৬.১** বৈদেশিক যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৬টি ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের জন্য ৬২৫.৭২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ মধ্যে ৫৮০.২৭ লক্ষ (৯২.৭৩%) টাকা ব্যয়ে মোট ৮৪ টি যন্ত্র (৯৭.৬৭%) সংগ্রহ করা হয়েছে।

৮.৬.২ স্থানীয় যন্ত্রপাতিঃ অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৩টি স্থানীয় ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের সংস্থান ছিল। যার মধ্যে প্রকল্পের শেষ পর্যমত্ম ৪৩.৭১ লক্ষ (৮৬.৭৪%) টাকা ব্যয়ে করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে সংগৃহীত স্থানীয় ইকুইপমেন্টগুলো সচল অবস্থায় রয়েছে এবং সংশিস্নষ্ট ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮.৬.৩ নির্মান কাজঃ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৪.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক্স-রে ল্যাবরেটরীর জন্য বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। যার আর্থিক ও বাসত্মব অগ্রগতি ১০০%। গামা সোর্স ক্যালিব্রেশনের জন্য শিল্ডিং (কংক্রিট, লেড, কপার) খাতে বরাদ্দ ছিল ৩০.১৭ লক্ষ টাকা। যার সব টাকাই ব্যয় করা হয়েছে (১০০%)। এছাড়া ফাউন্ডেশন কষ্ট খাতে ৭৬.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৭৪.৮৯ লক্ষ টাকা (৯৮.৫৩%) এবং সুপারষ্ট্রাকচার খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭৪.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১৬৯.৭৬ লক্ষ টাকা (৯৭.৫৬%)।

৮.৬.৪ অন্যান্য নির্মান কাজঃ লেড দরজা খাতে বরাদ্দ ছিল ১০.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৬.৯০ লক্ষ টাকা (৬৯%)। বহি বিদ্যুৎ সংযোগ খাতে ২২.০০ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি পর্যমত্ম ব্যয় করা হয়েছে ১৭.৩৯ লক্ষ টাকা (৭৯.০৪%)।

৮.৬.৫ পিকআপ ভ্যানঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থানে পিকআপ ভ্যান অংগে ২৩.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ২২.৪৮ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৬৫%।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১. চিকিৎসা, শিল্প ও গবেষণার ক্ষেত্রে ঝুঁকিহীন বিকিরণ রশ্মির নিশ্চিত করার জন্য বিকিরণ পরিমাপক যন্ত্রপাতির (সার্ভেমিটার, এরিয়া মনিটর, কন্টামিনেশন মনিটর, ও পকেট ডসিমিটার ইত্যাদির) ক্রমাংকন (Calibration) ও প্রমিতিকরণ (Standardization) সেবা ব্যাবহারকারীর বিকিরণ মান সম্পনন করা।	বিভিন্ন বিকিরণ স্থাপনাগুলোতে ব্যবহৃত নিরাপত্তার জন্য বিকিরণ পরিমাপক যন্ত্র যেমন সার্ভেমিটার, পকেট ডসিমিটার, কন্টামিনেশন মনিটর, এরিয়া মনিটর ইত্যাদির ক্রমাংকন (Calibration) ও প্রমিতিকরণ (Standardization) সেবা ব্যাবহারকারীর বিকিরণ মান সম্পনন করা হয়েছে।
২. বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃত রেডিওথেরাপী তথা টেলিথেরাপী, ডিপথেরাপী এক্স-রে, লিনিয়র এক্সিলারেটর, বা্রকিথেরাপী ও ইলেকট্রন বীম-এর সঠিক মাত্রায়	বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃত রেডিওথেরাপী তথা টেলিথেরাপী, ডিপথেরাপী এক্স-রে, লিনিয়র এক্সিলারেটর, বা্রকিথেরাপী ও ইলেকট্রন বীম-এর সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ ডোজমাত্রা পরিমাপন ও মান

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
প্রয়োগ ডোজমাত্রা পরিমাপন ও মান নিয়ন্ত্রণ।	নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
৩.সরকারী/বেসরকারী হাসপাতালের রেডিওথেরাপীতে ব্যবহৃত অয়োনাইজেশন চেম্বার ও ইলেকট্রোমিটারের ক্রমাংকন (Calibration) ও প্রমিতিকরণ (Standardization) সম্পনন করা।	সরকারী/বেসরকারী হাসপাতালের রেডিওথেরাপীতে ব্যবহৃত অয়োনাইজেশন চেম্বার ও ইলেকট্রোমিটারের ক্রমাংকন (Calibration) ও প্রমিতিকরণ (Standardization) সম্পনন করা হয়েছে।
৪.বিকিরণ রশ্মি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকিরণ কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত ব্যক্তিগত বিকিরণ পরিবীক্ষণ যন্ত্রপাতির (টিএলডি) ক্রমাংকণ (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদান।	বিকিরণ রশ্মি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকিরণ কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত ব্যক্তিগত বিকিরণ পরিবীক্ষণ যন্ত্রপাতির (টিএলডি) ক্রমাংকণ (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদান করা হয়েছে।
৫.ডায়াগনষ্টিক রেডিওলজি তথা Fluoroscopy, Diagnostic X-ray, CT, Mammography, MRI-এর মান নিয়ন্ত্রণ এবং রোগীদের বিকিরণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সেবা প্রদান।	ডায়াগনষ্টিক রেডিওলজি তথা Fluoroscopy, Diagnostic X-ray, CT, Mammography, MRI-এর মান নিয়ন্ত্রণ এবং রোগীদের বিকিরণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সেবা প্রদান করা হয়েছে।
৬.বাংলাদেশে বিকিরণ নিয়ন্ত্রণে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে উক্ত ক্রমাংকন (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা একটি কেন্দ্র থেকে প্রদান। মেডিক্যাল ফিজিক্স-এ গবেষণা ও উননয়ন।	বাংলাদেশে বিকিরণ নিয়ন্ত্রণে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে উক্ত ক্রমাংকন (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা একটি কেন্দ্র থেকে প্রদান। মেডিক্যাল ফিজিক্স-এ গবেষণা ও উননয়ন করা হয়েছে।

১০। <u>উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ</u> উদ্দেশ্যে পুরাপুরি অর্জিত হয়েছে।

১১। <u>প্রকল্পের ক্রয়-পরিকল্পনা ও ক্রয় সংক্রামন্ত তথ্যাদি :</u>

টেবিল ১: যন্ত্রাদি ও সাধারণ তথ্য

ক্রয়কৃত যন্ত্রাদির বিবরণ (প্রকার, ব্রান্ড, মডেল, ইঞ্জিনের বিবরণ, ইত্যাদি)	সংখ্যা	বরাদ্দ	ক্রয় মূল্য (প্রতি ইউনিটের)	পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও প্রত্রিকার নাম	ক্রয়ের পদ্ধতি	দরপত্র দাখিলের সময়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)		(৮)
1. Gamma Sources Calibrator Model : GC 10-2-2600-A Sl. No. 411-2830, GI AM241-0411-2831, Standard sources Cs-137, Co-60 & Am-241, Linear Positioning System LPS (Trolly) T-20-2A-X5-Y1, Sl. No. 0411-2832, Made in USA	০১	২১০ লক্ষ টাকা	২০৩.৪৭ লক্ষ টাকা	৮ মার্চ ২০১০ দৈনিক মানবজমিন The News Today	OTM	২২ এপ্রিল ২০১০
2. Standard Gamma Sources Calibrator : Model: GC-60-SC23323G, Sl No. 0411-2828, Standard sources: Cs-137 & Co-60 with Control panel, Made in USA	০১	১১৪.৮৯ লক্ষ টাকা	১১১.৯৬ লক্ষ টাকা	,,	,,	,,
১. ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, সদস্য, বংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন **চেয়ারপার্সন** ২. জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন উপ-প্রধান, প্যামস্টেক উইং পরিকল্পনা কমিশন, সদস্য ৩. জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন উপ-প্রযুক্তি উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ	প্রযোজ্য নয়।	কারিগরি ভাবে Responsive সর্বনিম্ন দরদাতা Hopewell Design	১. ড. মোঃ ইদ্রিস আলী মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। ২. জনাবা শম্পা পাল	যন্ত্রগুলো কার্যাদেশ মোতাবেক সঠিকভাবে পাওয়া গিয়েছে। যন্ত্রগুলোর Test Run সম্পন্ন হয়েছে। যন্ত্রগুলোর কারিগরী মান সনেত্মাষজনক।	প্রাপ্তযন্ত্রগুলো ISO/IAEA Standard.	

ক্রয়কৃত যন্ত্রাদির বিবরণ (প্রকার, ব্রান্ড, মডেল, ইঞ্জিনের বিবরণ, ইত্যাদি)	সংখ্যা	বরাদ্দ	ক্রয় মূল্য (প্রতি ইউনিটের)	পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও প্রত্রিকার নাম	ক্রয়ের পদ্ধতি	দরপত্র দাখিলের সময়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)		(৮)
সচিবালয় সদস্য ৪. ড. এম. মঈনুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ঢাকা সদস্য ৫. ড. দেবাশীষ পাল, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক সদস্য সচিব ৬. ডাঃ খোরশেদ আলম সহকারী অধ্যাপক রেডিয়েশন অনেকালজি, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল সদস্য ৭. জনাব পরেশ চন্দ্র রায় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা অর্থ ও হিসাব বিভাগ প্রধান কার্যালয়, বাপশক সদস্য **পিপিআর-এর বিধান** পিপিআর ২০০৮ বিধি ৬		Inc, Atlanta, USA-কে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করছে।	প্রকৌশলী বংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। ৩. জনাব মোঃ আবু হায়দার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন । ৪. জনাব সিদ্ধা মৌতুসী সোম ভূতত্ববিদ, বংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।			

টেবিল ২: সুনির্দিষ্ট যন্ত্রাদির কারিগরী ও ক্রয় সংক্রামত্ম তথ্য

ক্রয়কৃত যন্ত্রের নাম (Type) ও সংখ্যা	ব্র্যান্ড	মডেল	ক্ষমতা (Capacity)	নির্মাণকারী/ সংযোগকারী দেশ	উৎপাদনের বৎসর	ইঞ্জিনের বিবরণ
Standard Radioactive Gamma Sources Calibrator (Standard sources: Cs-137, Co-60 & Am-241) with laser beam generator, control panel and trolley system. Gamma Calibrator 01	Hopewell Design, USA	HEG-GC-10-2-2600E $^{Am}241$ Irradiator	Standard Radioactive Sources ^{137}Cs 20 Ci ^{60}Co 1.23 Ci ^{241}Am 0.3 Ci	USA	২০১১	Computer automated and controlled software gamma calibrator T20-2A-X5-Y1 Linear positioning system, 1 axis, automatic, 5 m X-axis, 1 m Y-axis LaserKit WM Laser alignment system, wall mount, defines beam center LaserKit 1X CH Laser alignment system, LPS mount with Cross-Hair TeleAlign LPS Optical

ক্রয়কৃত যন্ত্রের নাম (Type) ও সংখ্যা	ব্র্যান্ড	মডেল	ক্ষমতা (Capacity)	নির্মাণকারী/ সংযোগকারী দেশ	উৎপাদনের বৎসর	ইঞ্জিনের বিবরণ
						alignment system, LPS mount with Cross-Ha InstCam-A Camera, manual focus zoom lens, stand, mo Comp-50 Stand alone compressor

স্ট্যান্ডার্ড (যদি থাকে)	স্থাপন /হস্তান্তরের তারিখ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী	স্পেশিফিকেশন অনুসারে সরবরাহ/ স্থাপনকরা হয়েছে কি-না	বর্তমান অবস্থা (চালু/অকেজো)	বর্তমান ত্রুটি-বিচ্যুতি	ইনভেন্টরি/স্টক রেজিস্টারে অমন্তর্ভূক্তি
ISO/IAEA Standard	০৪ নভেম্বর ২০১১	ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঞা উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এসএসডিএল, বংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।	স্পেশিফিকেশন অনুসারে সরবরাহ হয়েছে।	চালু	বর্তমান সময় পর্যনত্ম কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।	পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ভান্ডারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ৩০ জুন ২০১১

প্রশিক্ষণ সংক্রামন্ত তথ্য	এককালীন সর্বোচ্চ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	রক্ষণাবেক্ষণ কাজে পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছে কি-না	পিপিআর অনুসরণ করা না হলে তার বিবরণ	মন্তব্য
যন্ত্র স্থাপনের সময় ৩ জন বিজ্ঞানীকে উলেলখিত যন্ত্র চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর অন-সাইট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত না হওয়ায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়নি।	প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়।	

নির্মাণ-কাজ সম্পর্কিত তথ্য

(অ) সম্পূর্ণ নির্মাণ-কাজ সম্পর্কিত তথ্যাদি

কাজের নাম	বরাদ্দ	প্রাক্কলিত ব্যয়	চুক্তিমূল্য	প্রক্কলিত ব্যয়র কম/বেশি (-/+)	অতিরিক্ত ব্যয় টাকা (%)	অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণ	অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-এর লঙ্ঘন হয়েছে কি-না	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কি-না
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
Construction of One Storied SSDL Facilities Building with Four Storied Foundation (Other construction: Including Lead Door).	২৬০.০০ লক্ষ টাকা	২৫২.৮১ লক্ষ টাকা	২৪৭.৫৯ লক্ষ টাকা ২৫০.৭৬ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)	কম	প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়।	‘না’	প্রযোজ্য নয়।

(আ) নির্মাণ কাজের অংগতিক তথ্যাদি

ক্রঃ	অংগের নাম	প্রক্কলিত ব্যয়	চুক্তিমূল্য	কম/বেশি	কাজের বিবরণ/অবস্থান	কাজের নাম	ত্রুটি/বিচ্যুতি	পিডি-র/সংশিলষ্ট কর্মকর্তার বক্তব্য	মন্তব্য
১.	Construction	২৪৮.৩১ লক্ষ টাকা	২৪০.৬৯ লক্ষ টাকা	কম	Construction of One Storied SSDL Facilities Building with Four Storied Foundation পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।	সোর্স রুম সহ ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ।	বর্তমান সময় পর্যনত্ম কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।	ভবন নির্মাণে মান নিয়ন্ত্রণে নির্মাণ সামগ্রীগুলো বুয়েট পরীক্ষা করা হয়েছে। মান বজায় রেখে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।	
২.	Lead Door	৪.৫০ লক্ষ টাকা	৬.৯০ লক্ষ টাকা	বেশি	Construction and set-up of lead door	লিড ডোর নির্মাণও সোর্স রুমগুলো তে স্থাপন ।	বর্তমান সময় পর্যনত্ম কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।	বিকরণ নিরাপত্তায় মান বজায় রেখে লিড ডোর নির্মাণ ও স্থাপন করা হয়েছে।	

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংক্রামত্ম তথ্যাদিঃ

প্রশিক্ষণের নাম/ধরণ	বরাদ্দ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী/টার্গেট গ্রুপ	অর্জন	কম/বেশি	মমত্মব্য
Installation and Maintenance of Gamma Calibrators	-	৩	Scientists/Engineers of SSDL who are responsible for the operation and maintenance e of gamma calibrator.	৩ জন	প্রযোজ্য নয়।	On-site training at home during installation, which was an integral part of the tender conditions and contact award.
Installation and Maintenance of Whole Body Counter	-	৪	Scientists/Engineers of SSDL who are responsible for the operation and maintenance of Whole Body Counter	৪ জন	প্রযোজ্য নয়।	On-site training at home during installation, which was an integral part of the tender conditions and contact award.
Seminar cum Workshop	৩.৯০ লক্ষ টাকা Revenue component (EC: 4842)	৭৪	মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট, ডাক্তার অনকোলজিষ্ট, রেডিওথেরাপিষ্ট, স্বাস্থ্য পদার্থবিদ	৭৪ জন	প্রযোজ্য নয়।	

প্রকল্পের গাড়ির তথ্য সংক্রান্ত বিবরণী

টেবিল ১:

ক্রয়কৃত গাড়ির বিবরণ (প্রকার, ব্যান্ড, মডেল, দরজার সংখ্যা ইঞ্জিনের বিবরণ, রেজিস্ট্রেশন নং ইত্যাদি)	সংখ্যা	নির্মাণকারী/ সংযোজনকারী দেশ	উৎপাদনের বৎসর	ক্রয়মূল্য (প্রতি ইউনিটের)	হস্তান্তরের তারিখ	ব্যবহারকারীর নাম ও পদবী	মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব (কিঃ মিঃ)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
পিক-আপ ভ্যান, নিশান ২৪০০ সিসি ডাবল কেবিন, পেট্রল ইঞ্জিন নং KA24-926336Y, Chesis No. JN1CDUD22ZO-039805 ঢাকা-ঠ-১১-৮০২৮	০১	NISSAN Japan	২০০৮	২২.৪৮ লক্ষ টাকা	১৩/১১/২০০৮	প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ ড. দেবাশীষ পাল ড. মোঃ সাকিলুর রহমান	৮৩৭৪৭

লগ বই সংরক্ষণ করা হয় কি-না	গাড়ির বর্তমান অবস্থা	প্রকল্প শেষে পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়েছে কি-না	পরিবহন পুলে জমা না দেয়া হলে তার কারণ	পরবর্তী গৃহীত ব্যবস্থা	প্রকল্প পরিচালকের মতামত	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
'হ্যাঁ'	সচল	'না'	গাড়িটি বর্তমানে পরমাণু শক্তি কমিশনের জরুরী সেবা দান কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।	TOM-ভূক্তির জন্য কমিশন কর্তৃক প্রসত্মাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রকল্প সংশিষ্ট হাসপাতাল গুলোতে সেবা প্রদানে গাড়িটি ব্যবহারের প্রয়োজন আছে।	

১২। প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ	হিসাবের শিরোনাম	খোলার তারিখ	জমাকৃত টাকা	সূদ	ব্যয়	অবশিষ্ট	মমত্মব্য
	এসটিডি-২১ অগ্রণী ব্যাংক শ্যামলী শাখা ঢাকা।	২৪ এপ্রিল ২০০৭	১২৮৯.০৭ লক্ষ টাকা	সুদের সমুদয় অর্থ চালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক জমা করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের সুদের অর্থ ব্যাংকে জমা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	১০৫৪.৪৭৬ লক্ষ টাকা	১.৪৪ লক্ষ টাকা	২০১১-১২ অর্থ বছরের সুদের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৩। প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

অডিটের সময়কাল	অডিট অফিসের বিবরণ	আপত্তির সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	অনিস্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা
২০০৬-২০০৭ ২০০৭-২০০৮ ২০০৮-২০০৯	স্থানীয় রাজস্ব ও অডিট অধিদপত্মর, ঢাকা।	১	১	০
২০০৯-২০১০২		২	২	০

১৪। **সমস্যাঃ**

১৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) : মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৬৬ মাস সময় ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৩০ মাস বেশী (৫৪.৫৪%)। ৩৬ মাসে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ৫৪.৫৪% বেশী সময়ে বাস্তবায়ন কাম্য নয়। যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অনেক পূর্বেই সুফল পাওয়া যেতো।

১৪.২ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালে সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদান না করাঃ সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের কোনটির গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে, যেগুলোর গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই, সেগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন্ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না।

১৪.৩ পিসিআর প্রেরণে বিলম্বঃ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১১ সালে সমাপ্ত হলেও এ বিভাগে পিসিআর পাওয়া গেছে ২৩/০৭/২০১৩ তারিখে। যা কাম্য নয়।

১৪.৪ প্রকল্প হতে ক্রয়কৃত যানবাহন পরিবহনপুলে জমা না দেয়াঃ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে বলে পিসিআরএ উলেস্নখ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮/০১/২০০৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সরকারী অনুদানের অর্থে গৃহীত/ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিবহনপুলে জমা দিতে হবে বলে বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, যানবাহনটি পরমাণু শক্তি কমিশন তাদের কমিশনে ব্যবহার করার জন্য টিওই ভুক্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করেছে। গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়া প্রয়োজন অথবা সেটি ব্যবহারের প্রয়োজন থাকলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া জরুরি।

১৪.৫ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ তথ্যগত অসংগতি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, সেটিতে বেশকিছু তথ্যগত অসংগতি রয়েছে। যেমন Part-B-এর ০১নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের কলামে প্রদর্শিত প্রকল্পের টাইম ওভার রান এর শকতরা হার সঠিক হয়নি। এছাড়া Part-B-এর ০৫নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত অংগ ভিত্তিক মোট ব্যয় এর যোগফল ঠিকমত হয়নি। তাছাড়া সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ-সংক্রান্ত তথ্যে সাথে অবমুক্ত এর তথ্যে অসংগতি/ত্রুটি রয়েছে।

১৪.৬। নবনির্মিত ল্যাবরেটরীকে কার্যক্ষম রাখতে রাজস্ব খাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নেই বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়। জিওবি অর্থে নির্মিত অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরীটি Operational/ Functional রাখতে হলে এবং সর্বোপরি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ল্যাবের দক্ষতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।

১৫। **সুপারিশঃ**

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো এবং স্থাপিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে যা প্রসংশনীয় এবং তা অবাহত রাখতে হবে;

১৫.২ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত কাজে যেন অস্বাভাবিক বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে সংস্থা, মন্ত্রণালয়, এবং পরিকল্পনা কমিশন সচেষ্ট থাকবে ;

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকর রাখার জন্য সেগুলো সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে;

১৫.৪ বাংলাদেশ সরকারের অনুদানের অর্থে নির্মিত অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরীটি কার্যকর ও ব্যবহারোপযোগী রাখতে হলে, এবং সর্বোপরি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সংস্থার রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করার বিষয়ে সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

১৫.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে অথবা সেটি ব্যবহারের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৫.৬ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এবং দ্বৈততা পরিহারের স্বার্থে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রসমূহের গায়ে অনতিবিলম্বে প্রকল্পের নাম নির্দেশক সনাক্তকরণ চিহ্ন

প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

১৫.৭ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের 'সমাপ্তি প্রতিবেদন' যথাসময়ে আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট থাকতে হবে ;

১৫.৮ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট আধুনিক ও উন্নত অবকাঠামো এবং সংগৃহীত যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে **বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বিকিরণ মনিটরিং-এর জন্য ব্যবহৃত রেডিয়েশন সার্ভেমিটার, পকেট ডসিমিটার, এরিয়া মনিটর ইত্যাদির ক্রমাংকণ (Calibration) ও প্রমিতিকরণ (Standardization)-এর সেবা প্রদান** সম্পৃক্ত করে ল্যাবটেরীর মাননিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

১৫.৯ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

চিকিৎসাসহ আধুনিক জীবন যাত্রার সার্বিক উন্নয়নের বিকিরণ রশ্মির বহুল ব্যবহার হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ে তথা ক্যান্সার চিকিৎসায় রেডিওথেরাপী, রোগ নির্ণয়ে তথা ডায়াগনষ্টিক রেডিওলজি যেমন, X-Ray, CT, Mamography, Dental X-Ray, Fluroscopy সহ পরমাণু চিকিৎসায় বিকিরণ রশ্মির বহুল ব্যবহার রয়েছে। তা ছাড়া শিল্প ও গবেষণা ক্ষেত্রে বিকিরণ রশ্মির ব্যবহার আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্যান্সার নিরাময়ে (Curative and Palliative) বিশ্বব্যাপী রেডিওথেরাপী সর্বাধুনিক ও সাফল্যজনক চিকিৎসা পদ্ধতি। প্রায় ৬০-৭০% ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা রেডিওথেরাপী প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয়কৃত ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে রেডিও থেরাপী প্রয়োগে সাফল্য ৯০% এর উর্দ্ধে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ক্যান্সার আক্রামত্ম রোগীর সংখ্যা আশাংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সরকারী/বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিকসমূহে রেডিওথেরাপীর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি যথা: টেলিথেরাপী (^{60}Co), ডিপথেরাপী এক্স-রে, ব্রাকিওথেরাপী, মেগাভোল্টেজ এক্স-রে, ইলেকট্রন বীম থেরাপী ইউনিট ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে এবং অনেক হাসপাতালে নতুন রেডিওথেরাপী ইউনিট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া বিভাগীয় সরকারী হাসপাতালগুলোতে পুরানো রেডিয়াম সোর্স অকার্যকর করা হলেও ডিপথেরাপী এক্স-রে মেশিন ও অর্থোভোল্টেজ এক্স-রে বিম ক্যান্সার চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্য দিকে ডায়গনষ্টিক রেডিওলজি যেমন, CT Scan, Mammography, Dental X-ray, Fluroscopy-সহ Nuclelar Medicine রোগ নির্ণয়ের সর্বাধুনিক পরমাণু প্রযুক্তি। বিকিরণ রশ্মি যেমন, রোগ নির্ণয়ে ও রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হচ্ছে তেমনি অনিয়ন্ত্রিত বিকিরণ রশ্মির ব্যবহার অতীব ঝুকিপূর্ণ। ইহা যেমন ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃত হয় তেমনি ইহার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ক্যান্সার সৃষ্টি করে এমনকি প্রজন্মের পর প্রজন্মে ইহার ক্ষতিকারক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন ক্যন্সার চিকিৎসায় ক্ষেত্রে, Cancer Tumor-এ বিকিরণ রশ্মির ডোজ প্রয়োগ লক্ষ্যমাত্রার ±৫% এর মধ্যে থাকা বাঞ্চনীয় (Ref. ICRU-24)। ডোজ মাত্রা উক্ত সীমা অতিক্রম করলে সোকন্ডারী ক্যান্সার সৃষ্টিসহ রোগী মৃত্যু ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে ডায়াগনষ্টিক রেডিওলজির ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে বিকিরণ রশ্মির মান নিয়ন্ত্রণ অতীব জরম্নরী। ঝুঁকিপূর্ন বিকিরণ রশ্মি প্রয়োগে ক্যান্সার সৃষ্টি সহ যাবতীয় শারিরীক ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের মোট বিকিরণ কর্মীদের ৭০-৮০% চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্থাপিত বিকিরণ স্থাপনাগুলোতে কর্মরত। অপরাপর ২০-৩০% বিকিরণ কর্মী শিল্প ও গবেষণা ক্ষেত্রে কর্মরত। অনিয়ন্ত্রিত বা ঝুঁকিপূর্ণ বিকিরণ রশ্মির ব্যবহার ক্যান্সার সহ নানা শারিরীক জটিলতার সৃষ্টি করে বিধায় বিকিরণ রশ্মির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিকিরণ পরিমাপক ও পরিবীক্ষণ যন্ত্রপাতি যেমন রেডিয়েশন সার্ভেমিটার, পকেট ডসিমিটার, এরিয়া মনিটর, TLD, Film Badge ইত্যাদির ক্রমাংকন (Calibration) ও প্রমিতিকরণ (Standardization) সুবিধা আন্তর্জাতিক বিকিরণ মানের উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা জরুরী। এতদসংক্রান্ত পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা (NSRC Rule SRO-law-205/1997) আইন অনুসারে উক্ত সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এতদসংক্রামত্ম বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) কর্তৃক বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুসারে উক্ত সেবা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (SRS-16, ICRP-60)। রেডিওথেরাপীর সুক্ষ্ম ডোজমাত্রা পরিমাপন ও মান নিয়ন্ত্রণ সহ বিভিন্ন পারমানবিক স্থাপনাগুলোতে বিকিরণ রশ্মির সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার

নিশ্চিত করার জন্য আমন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-এর সহযোগীতায় IAEA/WHO SSDL Network-এর আওতায় TC Project-এর অধীনে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউট-এ একটি "Secondary Standard Doismetry Laboratory (SSDL)" স্থাপন করা হয়। বিশ্বে ৬৭ টি দেশে এইরূপ সর্বমোট ৮০টি এসএসডি ল্যাবরেটরী রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ একটি দেশের আর্থ সামাজিক তথা জনগনের জীবনযাপনের মান উন্নয়নের মূল চাবিকাটি। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বর্তমানে কার্যপরিধি উলেস্নখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সাথে পরমাণু প্রযুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের আধুনিক সেবা প্রাপ্তির প্রত্যাশাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৎকালীন বিকিরণ সেবার চাহিদার উপর ভিত্তি করে স্বল্প পরিসরে SSD ল্যাবরেটরী স্থাপিত হলেও বর্তমানে বিকিরণ রশ্মির বহুল ব্যবহারের কারণে এবং উক্ত সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত সহ সেবার মান ও পরিসর বৃদ্ধি ও অন্যান্য দেশের মতো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আধুনিক SSDL ল্যাবরেটরী স্থাপন করা জরম্নরী হয়ে পড়ায় উক্ত প্রকল্পটি বাসত্মবায়নের প্রয়োজন হয়। উলেস্নখিত কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের জন্য প্রকল্পের আওতায় চার তলা ভিত্তির উপর এক তলা ভবন নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

"নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথায়রয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ"

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১১)

১। প্রকল্পের অবস্থান ঃ ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড আল্ট্রাসাউন্ড, বিএসএমএমইউ ক্যাম্পাস, শাহবাগ, ঢাকা-১২০৫।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট	৯৪৭.১২	১১২১.০০	১০৬৮.৮৩	জুলাই, ২০০৬-জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৬-ডিসেম্বর, ২০১১	জুলাই, ২০০৬-ডিসেম্বর, ২০১১	১২১.৭১ (১২.৮৫%)	১৮ মাস (৩৭.৫০%)

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন

প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রদর্শিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) নিচের সারণীতে সন্নিবেশিত হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব অংশ						
০১	জনবল	জন	০২	৮.৬৮৩	০২	৮.৬৮৩
০২	জ্বালানি	--	থোক	৪.৮৪৩	থোক	৪.৮৪৩
০৩	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	ইউনিট	৩১.৪৩	৫০০.০০	৩১.৪৩	৪৬৪.১৯৫
০৪	নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	সংখ্যা	২২০০০০	১২০.৬৬৮	২২০০০০	১২০.৬৬৮
০৫	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	১০০	৩.৯৩৯	১০০	৩.৯৩৯
০৬	স্টেশনারি	--	থোক	৫.৩৪৬	থোক	৫.৩৪৬
০৭	প্রশিক্ষণ	জনমাস	৭২০	৯.৫৭০	৭২০	৯.৪৮০
০৮	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	--	থোক	১৯.৫২২	থোক	১৯.৪৮৬
০৯	প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন	--	থোক	১১৯.৩২০	থোক	১১৮.৪৫৭
১০	সেমিনার, ওয়ার্কশপ	--	থোক	১৬.১৯৬	থোক	১৫.৫৮০
১১	কমিটি মিটিং	--	থোক	১১.৬১৪	থোক	১১.৬০৯
১২	অন্যান্য	--	থোক	২২.৫৯৮	থোক	২২.৫৯৮
১৩	মেরামত ও সংরক্ষণ	--	থোক	৯.৪২০	থোক	৯.৪২০
	উপ-মোটঃ (ক)	--	--	৮৫১.৭১৯	--	৮১৪.৩০৪
(খ) মূলধন অংশ						
১৪	বৈদেশিক যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১১	১৮৬.৯৫৬	১১	১৮৬.৯৫৬
১৫	স্থানীয় যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১২৫	৩৫.৩৭২	১২৫	৩৫.৩৭২
১৬	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১০৪	৬.৯৮	১০৪	৬.৯৮
১৭	মাইক্রোবাস-কাম-এম্বুলেন্স	সংখ্যা	০১	১৭.৯৭	০১	১৭.৯৭
১৮	সিডি-ভ্যাট	--	থোক	২২.০০	থোক	৭.২৫
	উপ-মোটঃ (খ)	--	--	২৬৯.২৭৮	--	২৫৪.৫২৮
	সর্বমোট (ক+খ)	--	--	১১২০.৯৯৭	--	১০৬৮.৮৩০

৬। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে; কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ

সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২১.০০ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুসারে প্রকল্পটির আওতায় মোট ব্যয় হয়েছে ১০৬৮.৮৩ লক্ষ টাকা। এ হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৫.৩৫%। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.১। প্রকল্পের পটভূমি

নবজাতক শিশুদের জন্য জন্মগত হাইপোথায়রয়েড একটি ভয়ানক সমস্যা। শিশুদের জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এ সমস্যাটি সনাক্ত না করলে পরবর্তীতে শিশু শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। এ রোগের লক্ষণ অনেক দেরিতে প্রকাশ পায় যখন ঐ শিশুকে মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী অবস্থা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। উন্নত দেশে দীর্ঘদিন ধরে স্ক্রিনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ও ফিলিপাইনে নবজাতক শিশুর জন্মগত হাইপোথায়রয়েড পরীক্ষার জন্য স্ক্রিনিং- কে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এশিয়ার এ সকল দেশে এ কার্যক্রমের বেশ সুফলও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭% থায়রয়েডজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের আয়োডিন ঘাটতি এলাকায় জন্মগত হাইপোথায়রয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। প্রাথমিক জরিপে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে ২৩০০ জন শিশুর মধ্যে একজন এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ শিশু শুধু তার পরিবারের জন্য বোঝা নয় বরং এটা পুরো জাতির জন্য এক বিরাট ক্ষতির কারণ হিসেবে দেখা দেয়। তাই জন্মগত হাইপোথায়রয়েড রোগের হাত থেকে নবজাত শিশুদেরকে রক্ষা করার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

পারমাণবিক পদ্ধতি ব্যবহার করে নবজাতক শিশুদের স্ক্রিনিং করার মাধ্যমে তাদের জন্মগত হাইপোথায়রয়েডজনিত মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার হুমকি থেকে রক্ষা করা।

৯। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থা

আলোচ্য প্রকল্পের উপর গত ০৪-০১-২০০৬খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটি'র সুপারিশের আলোকে মোট ৯৪৭.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গত ১৫-১০-২০০৬খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ১৬-০১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে ১০৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়; যার প্রেক্ষিতে ০২-০৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। এরপর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়, যার প্রশাসনিক অনুমোদন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৯-১২-২০০৯খ্রিঃ তারিখে জারি করা হয়। এরপর ডিপিইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পটির অন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়, যার প্রশাসনিক অনুমোদন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০-১২-২০০৯খ্রিঃ তারিখে জারি করা হয়। পরবর্তীতে গত ১০-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির ব্যয় ১১২১.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করে এর ২য় সংশোধিত প্রস্তাবনা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ০৭-০২-২০১১খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

১০। প্রকল্পের অর্থায়ন

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১১। প্রকল্পের সমাপনান্তে পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পটি গত ৩১-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত ঘোষিত হয় এবং এর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন গত ২৮-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সাব-সেক্টরে পাওয়া যায়। প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের পরিচালক (পূর্ত) জনাব আকমল হোসেন এবং সহকারী পরিচালক জনাব রনি রহমান কর্তৃক গত ২৭/০৮/২০১৩খ্রিঃ তারিখে ঢাকার শাহবাগে বিএসএমএমইউ ক্যাম্পাসে অবস্থিত ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড আল্ট্রাসাউন্ড-এ বাস্তবায়িত অংশ সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ড. ফরিদুল আলম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে সহায়তা করেন।

১২। অনুমোদিত আরডিপিপিতে প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বছরওয়ারি খাতভিত্তিক আর্থিক ব্যয়ের বিভাজন উল্লেখ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ জুলাই, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত মোট ০৬টি আর্থিক বছরে প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ১১২১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে; অবমুক্ত করা হয়েছে ১১২৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় করা হয়েছে মোট ১০৬৮.৮৩ লক্ষ টাকা; যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯৫.৩৭% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের প্রায় ৯৪.৮৩%।

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০০৬-২০০৭	১৪.১৭৩	১৪.১৭৩	--	১৫.০০	১৪.১৭৩	১৪.১৭৩	--
২০০৭-২০০৮	২১৬.৭৯২	২১৬.৭৯২	--	২২০.০০	২১২.৮০০	২১২.৮০০	--
২০০৮-২০০৯	৩৫৩.২৯২	৩৫৩.২৯২	--	৩৮৫.০০	৩৪৫.৭৫	৩৪৫.৭৫	--
২০০৯-২০১০	২৫০.২৮৫	২৫০.২৮৫	--	২৫৫.০০	২৪৯.১৫৭	২৪৯.১৫৭	--
২০১০-২০১১	১৫০.০০	১৫০.০০	--	১৫০.০০	১৪৯.৯৫০	১৪৯.৯৫০	--
২০১১-২০১২	১৩৬.৪৫৫	১৩৬.৪৫৫	--	১০২.০০	৯৭.০০	৯৭.০০	--
সর্বমোট	১১২১.০০	১১২১.০০	--	১১২৭.০০	১০৬৮.৮৩	১০৬৮.৮৩	--

প্রকল্প পরিদর্শনকালে অব্যয়িত অর্থ ফেরতের চালানসমূহ পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বছরওয়ারি অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দান করা হয়েছে।

পিসিআর-এ বছরওয়ারী বরাদ্দ অপেক্ষা অবমুক্তি বেশি প্রদর্শন করা হয়েছে, যা সঠিক নয়। সঠিক তথ্য সংবলিত পিসিআর প্রণয়নে প্রকল্প পরিচালক ও মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল।

১৩। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি, ও বেতন স্কেল	নিয়োগের ধরন	একের অধিক প্রকল্পে নিয়োজিত	কার্যকাল	
				যোগদান	বদলি
০১।	ড. ফরিদুল আলম প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা ও পরিচালক ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড আল্ট্রাসাউন্ড, বিএইসি, ঢাকা। (বিএসএমএমইউ ক্যাম্পাস, শাহবাগ, ঢাকা) (বেতন স্কেলঃ টাঃ ২৯,০০০-৩৫,৬০০/-)	খন্ডকালীন	X	০৫-০৩-২০০৭	৩১-১২-২০১১

১৪। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ

- রাজস্ব অংশ

জনবল

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে দুইজন জনবলের বেতন ও ভাতার জন্য মোট ৮.৬৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

জ্বালানি

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ৪.৪৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

রাসায়নিক দ্রব্যাদি

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ৩১.৪৩ ইউনিটের জন্য ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪৬৪.১৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৩%, বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

বইপত্র ও সাময়িকী

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ১০০টি বইপত্র ও সাময়িকীর জন্য ৩.৯৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

স্টেশনারি

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ৫.৩৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

প্রশিক্ষণ

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ৭২০ জনমাসের জন্য ৯.৫৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী ৯.৪৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯%, বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নবজাতকের রক্তের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ বিষয়ে মোট ২০টি

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৭২০ জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এবং ল্যাবরেটরির স্টাফ ছিল। অধিকাংশ প্রশিক্ষণ বিএসএমএমইউ এর ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড আল্ট্রাসাউন্ড-এ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের কিছু হাসপাতালেও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

মুদ্রণ ও প্রকাশনা

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ১৯.৫২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে ১৯.৪৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮%।

প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ১১৯.৩২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে ১১৮.৪৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯%।

সেমিনার, ওয়ার্কশপ

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ১৬.১৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে ১৫.৫৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৬%।

কমিটি মিটিং

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ১১.৬১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে ১১.৬০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৫%।

অন্যান্য

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ২২.৫৯৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

মেরামত ও সংরক্ষণ

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ৯.৪২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

- মূলধন অংশ

বৈদেশিক যন্ত্র

১১ টি বৈদেশিক যন্ত্রপাতির বিপরীতে অনুমোদিত আরডিপিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৮৬.৯৫৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

সংগৃহীত যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ০৬টি RIA Counter; ০৪টি Centrifuge Machine; ০১ সেট Automatic Puncing Machine/Analyzer।

পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শনকালে ০৪টি RIA Counter, ০৩টি Centrifuge Machine, এবং Automatic Puncing Machine/Analyzerটি ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড আল্ট্রাসাউন্ড-এ স্থাপিত আছে দেখা যায়। ০১টি RIA Counter চট্টগ্রাম পরমাণু চিকিৎসা ও আল্ট্রাসাউন্ড কেন্দ্রে, ০১টি RIA Counter ময়মসিংহ পরমাণু চিকিৎসা ও আল্ট্রাসাউন্ড কেন্দ্রে, ০১টি Centrifuge Machine রংপুর পরমাণু চিকিৎসা ও আল্ট্রাসাউন্ড কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে বলে জানা যায়। প্রতিটি যন্ত্রই ব্যবহৃত হচ্ছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের গায়ে প্রকল্পের নাম সংবলিত স্টিকার লাগানো থাকায় সেগুলো সনাক্তকরণ সহজতর হয়েছে।

স্থানীয় যন্ত্রপাতি

১২৫টি স্থানীয় যন্ত্রপাতির বিপরীতে অনুমোদিত আরডিপিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৫.৩৭২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

সংগৃহীত স্থানীয় যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও অবস্থান নিম্নরূপঃ

যন্ত্রের নাম	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	আইএনএমইউতে স্থাপিত	অন্যান্য কেন্দ্রে সরবরাহকৃত
Micropipette	২০টি	২০টি	২০টি	--
Magnetic Separator	২০টি	২০টি	১৯টি	ময়মনসিংহ সিএনএমইউ-১টি
Water Bath/Incubator	৬টি	৬টি	৫টি	ময়মনসিংহ সিএনএমইউ-১টি
Shaker	১টি	১টি	১টি	--
Distilled Water Plant	২টি	২টি	২টি	--
Vortex Mixture	৪টি	৪টি	৪টি	--
Computer with Printer	২৫টি	২৫টি	২০টি	ময়মনসিংহ সিএনএমইউ-১টি চট্টগ্রাম সিএনএমইউ-১টি খুলনা সিএনএমইউ-১টি ঢাকা সিএনএমইউ-১টি দিনাজপুর সিএনএমইউ-১টি
Air Conditioner	৪টি	৪টি	৪টি	--
UPS	৩০টি	৩০টি	২৬টি	ময়মনসিংহ সিএনএমইউ-১টি চট্টগ্রাম সিএনএমইউ-১টি ঢাকা সিএনএমইউ-১টি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১টি
Multimedia Projector with Laptop	১টি	১টি	১টি	--
Medical Fridge/Fridge	৪টি	৪টি	৩টি	ময়মনসিংহ সিএনএমইউ-১টি
Digital Camera	১টি	১টি	১টি	--
Digital Photocopier	১টি	১টি	১টি	--
Scanner	১টি	১টি	১টি	--
Fax Machine	৫টি	৫টি	২টি	ময়মনসিংহ সিএনএমইউ-১টি খুলনা সিএনএমইউ-১টি দিনাজপুর সিএনএমইউ-১টি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১টি

আসবাবপত্র

অনুমোদিত আরডিপিপিতে ১০৪টি আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য মোট ৬.৯৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

সংগৃহীত আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে ১০টি ল্যাবরেটরি বেঞ্চ, ১টি ব্ল্যাক বোর্ড, ৩টি নোটিশ বোর্ড, ২০টি কম্পিউটার টেবিল, ২০টি কম্পিউটার চেয়ার, ৪টি হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ৬টি টেবিল, ৫টি এক্সেকিউটিভ চেয়ার, ২২টি ফ্রন্ট চেয়ার, ১০টি ফাইল ক্যাবিনেট, ২টি বুক শেলফ, ১টি সোফা সেট।

পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কিছু আসবাবপত্রে সনাক্তকরণ চিহ্ন আছে, কিছু আসবাবপত্রে নেই। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, সনাক্তকরণ চিহ্ন মুছে গেছে। সনাক্তকরণ চিহ্ন না থাকায় বুঝা যায় না যে সেগুলো কোন প্রকল্পের আওতায় ক্রয় করা হয়েছে।

মাইক্রোবাস-কাম-এম্বুলেন্স

অনুমোদিত আরডিপিপিতে একটি মাইক্রোবাস-কাম-এম্বুলেন্স ক্রয়ের জন্য ১৭.৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় করে নির্ধারিত যান ক্রয় করা হয়েছে (আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)।

পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, গাড়িটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের টিওইভুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে গাড়িটি ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড আল্ট্রাসাউন্ড কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে গাড়ি সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

গাড়ির বিবরণ - ব্র্যান্ড - মডেল - সিট সংখ্যা - দরজা সংখ্যা	নির্মাতা দেশ	রেজিস্ট্রেশন নম্বর	ডিপিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকা)	গাড়ির বর্তমান অবস্থা/কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে
-মিটসুবিশি -L-300 DX -১২ সিট -৫ দরজা	জাপান	ঢাকা মেট্রো-চ-৫৩-০৭৬৭	১৭.৯৭	১৭.৯৭	সচল আছে। বিএইসি এর পরিবহন পুলে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং আইএনএমইউ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।

সিডি-ভ্যাট

অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ খাতে ২২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে ৭.২৫ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের ৩৩%।

১৫। প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব

প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

হিসাবের শিরোনাম	খোলার তারিখ	জমাকৃত টাকা	সুদ	ব্যয়	অবশিষ্ট
চলতি হিসাব নং-৩২৪৬-০ পূবালী ব্যাংক শাহবাগ শাখা ঢাকা।	১০-০৫-২০০৭	১১২১.০০	চলতি হিসাব বিধায় সুদ প্রদান করা হয় না।	১১২১.০০	০০.০০

১৬। দরপত্র-সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ থাকায় সময়ের সীমাবদ্ধতার নিরীখে Random Selection-এর ভিত্তিতে কয়েকটি প্যাকেজ এর দরপত্র-সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা হয়।

পর্যবেক্ষণ

০২টি RIA Counter সরবরাহ ও স্থাপন

এ কাজের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। ০৩-০১-২০০৯ তারিখে 'দৈনিক নয়া দিগন্ত' ও ০৬-০১-২০০৯ তারিখে 'The Independent' পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। মোট ০২টি দরপত্র দলিল বিক্রি হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মোট ০২টি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ১৬-০২-২০০৯ তারিখে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয়। সাত সদস্যবিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে দুইজন বহিঃসদস্য ছিলেন। ১১-০৩-২০০৯ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানই কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান, মেসার্স ন্যাশনাল মেডিকেয়ার, ঢাকা-কে তার উদ্ধৃত দর ৩৭,৪৩০.০০ ইউরো (৩৪,৪৩,৫৬০.০০ টাকা সমতুল্য) মূল্যে ১৯-০৫-২০০৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

৬৫,০০০ টিউব TSH Kit IRMA Method; ২০০ টিউব T4 Kit RIA Method; ও ৪০,০০০ টিউব TSH Kit FIA Methods compatible with DELFIA System সরবরাহ

এ কাজের জন্য ১৭-০৬-২০১০ তারিখে 'দৈনিক সংগ্রাম' ও 'The Independent' পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। মোট ০২টি দরপত্র দলিল বিক্রি হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মোট ০২টি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ১৪-০৭-২০১০ তারিখে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয়। সাত সদস্যবিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে দুইজন বহিঃসদস্য ছিলেন। ২২-০৭-২০১০ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানই কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান, মেসার্স ন্যাশনাল মেডিকেয়ার, ঢাকা-কে তার উদ্ধৃত দর ৮৬,৯৬,০০০.০০ টাকা মূল্যে ০৮-০৯-২০১০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

পর্যবেক্ষণ

আলোচ্য দুটি কাজের দরপত্র সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পরীক্ষান্তে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত বিধিমালা অনুসারে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য অর্জন
০১	পারমাণবিক পদ্ধতি ব্যবহার করে নবজাতক শিশুদের স্ক্রিনিং করার মাধ্যমে তাদের জন্মগত হাইপোথায়রয়েডজনিত মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার হুমকি থেকে রক্ষা করা।	দেশের ১৪টি এলাকা থেকে ২,২০,০০০ নবজাতক শিশুকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯৬ জন নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হায়পোথায়রয়েড রোগ দেখা যায়। উক্ত ৯৬ জন নবজাতককে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ মন্তণালয় তাদের National Neonatal Health Strategy, 2009-এ Screening of Hypothyroidism-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

১৮। প্রকল্পের সাফল্য

প্রকল্পের আওতায় ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড আল্ট্রাসাউন্ড, ঢাকায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ Newborn Screening Center বা Central Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ১৪টি পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র ভিত্তিক এলাকার নিকটবর্তী ৩৩টি থানা প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। স্ক্রিনিং করার কলাকৌশল/পদ্ধতি, নমুনা সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের উপর এ প্রকল্পের আওতায় মাঠপর্যায়ের মোট ৭২০ জন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। তারা আগামী দিনে বিরাট কর্মযজ্ঞে সামনের কাতারে অবস্থান নিয়ে নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবে। বিভিন্ন চিকিৎসক পেশাজীবী সংগঠনের সাথে একাধিকবার সভা হয়েছে; যার ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত Neonatal Health Strategy নীতিমালায় নবজাতকের জন্মগত রোগ সনাক্তকরণ বিশেষ করে জন্মগত হাইপোথায়রয়েডিজম সনাক্তকরণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য একটি অর্জন।

প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত মোট ব্যয় ১১২১.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ১০৬৮.৮৩ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৫.৩৫%। প্রকল্পের নির্ধারিত ব্যয়ের থেকে ৪.৬৫% কম ব্যয়ে প্রকল্পের মোট বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয়ের মাধ্যমে শতভাগ বাস্তব অগ্রগতি অর্জন এ প্রকল্পের অন্যতম সাফল্য।

১৯। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন, বাস্তবায়নোত্তর ও অন্যান্য সমস্যা

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যা

- প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি

  প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন বিভিন্ন কারণে এর ব্যয় ও মেয়াদ দু'দফা বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ তথা ২য় সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয় ১১২১.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর সমস্য

- যন্ত্রপাতিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো অত্যন্ত বিশেষায়িত ও আধুনিক। তাদের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এ প্রেক্ষিতে সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহ সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

অন্যান্য সমস্যা/ত্রুটি

- প্রকল্পের সমাপ্তির পর গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা না দেয়া

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে গত ০৮/০১/২০০৬খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সরকারি অনুদানের অর্থে গৃহীত/ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্পের সমাপ্তির পর সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে, কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানটি অদ্যাবধি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয় নি। তবে গাড়িটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের টিওইভুক্ত করা হয়েছে। গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে অথবা ব্যবহারের প্রয়োজন থাকলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া জরুরি।

- আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন না থাকা

সংগৃহীত আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের কোনটির গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন আছে, কোনটির গায়ে নেই। ফলে, যেগুলোর গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই, সেগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না।

- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করা

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ৩১-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হলেও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া যায় গত ২৮-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখে। প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করার বিধান আছে কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় দেড় বছর বিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছে, যা মোটেই কাম্য নয়।

- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে তথ্যগত অসংগতি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, সেটিতে কতিপয় তথ্যগত অসংগতি রয়েছে, যেমনঃ পৃষ্ঠা ০৪ এর ০৫ নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলে সিডি-ভ্যট রাজস্ব অংশে দেখানো হয়েছে, যা মূলধন অংশে হবে। এছাড়া, ১০নং পৃষ্ঠার ০১ (বি) অনুচ্ছেদে বছরওয়ারী বরাদ্দ অপেক্ষা অবমুক্তি বেশি প্রদর্শন করা হয়েছে, যা সঠিক নয়।

২০। সুপারিশ

২০.১ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানব স্বাস্থ্য এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২০.২ দেশে প্রতিবছর জন্ম নেয়া শিশুদের জন্মগত হাইপোথায়রয়েড রোগের অভিশাপ থেকে রক্ষার জন্য প্রকল্পটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরি;

২০.৩ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ব্যবহার করে সমগ্র দেশের পরমাণু চিকিৎসা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও সুষ্ঠু সমন্বয় এবং নবজাতকের জন্মগত হাইপোথায়রয়েড সনাক্তকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২০.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটের আওতায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে;

২০.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে অথবা সেটি ব্যবহারের প্রয়োজন থাকলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২০.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রসমূহের গায়ে অনতিবিলম্বে প্রকল্পের নাম নির্দেশক সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২০.৭ পিসিআর-এ বছরওয়ারী বরাদ্দ অপেক্ষা অধিক অবমুক্তি প্রদর্শনের বিষয়ে সংস্থা/মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

২০.৮ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দেড় বছর পর প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

২০.৯ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম লক্ষ্য হলো শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য গুরুতর রোগ দূর করা। নবজাতক শিশুর জন্মগত হাইপোথায়রয়েড একটি ভয়ানক সমস্যা কেননা এতে আক্রান্ত শিশু মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে, ফলে সে নিজের পরিবার ও পুরো জাতির জন্য এক বিরাট ক্ষতির কারণ হিসেবে দেখা দেয়। কাজেই, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে নবজাতক শিশুর জন্মগত হাইপোথায়রয়েড পরীক্ষার জন্য স্ক্রিনিং-কে 'জাতীয় কর্মসূচি' হিসেবে জরুরিভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে; এবং

২০.১০ প্রকল্পটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইপিআই কর্মসূচির বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধা ও জনবল-কে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পটির সুফল লাভে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ ধরনের কাজকে আরও বৃহৎ আকারে গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল নবজাতককে জন্মগত হাইপোথায়রয়েড সনাক্তকরণের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

‘‘পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র বগুড়া, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ ও রংপুর এর গবেষণা ও সেবা সম্প্রসারণ ও টিসি-৯৯ কীট উৎপাদন (২য় সংশোধিত)’’

১। প্রকল্পের অবস্থানঃ বগুড়া, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ ও রংপুর পরমানু চিকিৎসা কেন্দ্র আরআইপিডি, এইআরই, সাভার।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরমাণু শক্তি কমিশন।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)

প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোট	৪৫৫৩.৩০০ (২৯৮১.৬০)	৪৯৬৮.৪২০ (৩৪৩২.০৯)	৪৮৮৫.৬৮ (৩৪১৫.০০)	এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০১০	এপ্রিল ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১১	এপ্রিল ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১১	-	৩৭.৫০%

০৫। **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>**

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান এবং PCR এ প্রদর্শিত এ বিভাগে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডিসেম্বর,২০১১ সময় পর্যমত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সংক্রামত বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদর্শিত হলো।

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	**প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ**	**একক**	**ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
			বাসত্মব	**আর্থিক (বৈঃমুঃ)**	**বাস্তব (%)**	**আর্থিক (%)**
১	**২**		**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
১।	**(ক) রাজস্ব খাতের অংগ**					
	সরবরাহ ও সেবাসমূহ					
	পরামর্শক	L.S	L.S	৪.৩৮	L.S	৪.৩৮ (১০০.০০)
	সরবরাহ ও সেবাসমূহ	L.S	L.S	২০৬.৯২	L.S	১৪৬.৭৭ (৭০.৯৩)
	মূলধন					
	অর্জিত সম্পদ					
	আমদানীকৃত	Nos	৫৮	২৬৭০.০৯	৫৮ (১০০.০০)	২৬৬৩.৫১ (৯৯.৭৫)
	স্থানীয়	Nos	১২৩	১৭০.০৬	১২৩ (১০০.০০)	১৬৯.৬৫ (৯৯.৭৫)
	আসবাবপত্র	Nos	৪৪৭	৩৯.৮৫	৪৪৭ (১০০.০০)	৩৭.৯৬ (৯৫.২৫)
	যানবাহনসমূহ					
	মাইক্রোবাস কাম এ্যাম্বুলেন্স	Nos	৫	১০৫.০৬০	৫ (১০০.০০)	১০৫.০৬০ (১০০.০০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাসত্মব	আর্থিক (বৈঃমুঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
	নির্মাণ কাজসমূহ					
	ভিত্তির খরচ	m^2	৫৮১	৫০.০০০	৫৮১ (১০০.০০)	৫০.০০০ (১০০.০০)
	নীচ তলা	m^2	৫৮১	৬৮.০০	৫৮১ (১০০.০০)	৬৮.০০০ (১০০.০০)
	১ম ও ২য় তলা (অংশ)	m^2	১০৩৯	১২২.০০	১০৩৯ (১০০.০০)	১২২.০০ (১০০.০০
	অন্যান্য নির্মান/মেরামতকাজ					
	অতিরিক্ত পানি সরবরাহ	L.S	L.S	৩.০০	L.S	০.৫০০ (১৬.৬৬)
	তেজস্ক্রিয়তা নির্মানে অপচয়	L.S	০		০	L.S
	অতিরিক্ত বিদ্যুতায়ন	L.S	L.S	২২.০০	L.S	২২.০০০ (১০০.০০)
	সাপ্লাই এন্ড ট্রান্সফর্মার স্থাপন	L.S	L.S	৭৩.০৫	L.S	৭৩.০৫০ (১০০.০০)
	বিল্ডিং এর নিচে বৃহৎ জলাশয় নির্মান	L.S		২.৫০০	L.S	২.৫০০ (১০০.০০)
	অধীনস্থ বিল্ডং	m^2	৩৩	৪.০০	৩৩ (১০০.০০)	৪.০০ (১০০.০০)
	বেড়া দিয়ে সীমানা দেয়াল	m	১১২	১১.৫০	১১২ (১০০.০০)	১১.৫০ (১০০.০০)
	রাস্তার নিকটবর্তী	m	১২৫	১১.০০	১২৫ (১০০.০০)	১১.০০ (১০০.০০)
	ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড	m^2	৩৯০	৫.০০	৩৯০ (১০০.০০)	৫.০০ (১০০.০০)
	আভ্যন্তরীন বিদ্যুতায়ন ও পানি রসবরাহ	L.S	L.S	৬২.৫০০	L.S	৬২.৫০ (১০০.০০)
	মেরামত কাজ					
	মেরামত/বিল্ডংয়ের অসিত্মত্ব বজায় রাখা, বিশ্রম ঘর এবং সীমান দেয়াল	m^2	৬৩১৪	১১৭.৫০	৬৩১৪ (১০০.০০)	১১৭.৫০ (১০০.০০)
	পরিবর্তন/পরিবর্ধন/ সংযোজন	m^2		২১২.০০	১৭৩৬.৫	২১১.৩০
	অতিরিক্ত মোট মূলধন			**৩৭৪৯.০৬৭**		**৩৭৩৭.০৩**
	মোট রাজস্ব মূলধন			**৩৯৬০.৩৬৮**		**৩৮৮৮.১৮**
	টিছি-৯৯ ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের উৎপাদন					
	(খ) রাজস্ব					
	সরবরাহ ও সেবাসমূহ		0		0	
	অতিরিক্ত মোট রাজস্ব		0		0	
	(গ) মূলধন					
	অর্জিত সম্পদসমূহ					
	আমদানী কৃত	Nos	২২	৭৬২.০০	২২	৭৫১.৪৯

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাসত্মব	আর্থিক (বৈঃমুঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
					(১০০.০০)	(৯৮.৬২)
	স্থানীয়	Nos	১০	৪১.১০	১০ (১০০.০০)	৪১.০৬ (১০০.০০)
	অর্জিত সম্পদসমূহ					
	যানবাহনসমূহ					
	কেবিন পিকআপ	No	১	২৪.৯৫	১ (১০০.	২৪.৯৫ (১০০.০০)
	আমদানী উন্নয়ন কর্তব্য এবং ভ্যাট					
	সিডি/ভাট	L.S	L.S	১৮০.০০	L.S	১৮০.০০ (১০০.০০)
	মোট মুলধন			১০০৮.০৫		৯৯৭.৫০
	প্রাইজ কনটেনশী		০		০	
	ফিজিক্যাল কনটেনশী		০		০	
	মোট			৪৯৬৮.৪২		৪৮৮৫.৬৮ (৯৮.৩৩)

০৬। <u>প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৭. <u>প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি</u>

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়/পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছেঃ

- ✓ প্রকল্পের আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✓ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- ✓ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা।

৭। **<u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৬৮.৪২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমান ৪৮৮৫.৬৮ লক্ষ টাকা যা মোট ব্যয়ের ৯৯.৩৩%।

৭.১। <u>প্রকল্পের পটভূমি ঃ</u>

জুলাই ১৯৯০ হতে জুন ১৯৯৫ মেয়াদে এবং মোট ২১৫৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ''পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও ময়মনসিংহ (সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত ৪টি কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামোসহ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়। কেন্দ্রগুলোতে কাজ শুরম্ন করার পর হতে ক্রমাগত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অনেক মেশিন বিকল হয়ে পড়ে, এছাড়া পুরোনো মডেলের এ মেশিনগুলো দ্বারা মানসম্পন্ন সেবাদান কারা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে পরমানু চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহের সেবার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৭.২ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

ক) পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রের গবেষণা ও সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে অত্যাধুনিক নতুন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন;

খ) বগুড়ায় নির্মাণাধীন শহীদ জিয়াউর রহমান হাসপাতালে পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;

গ) স্থানীয়ভাবে গবেষণা ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার্থে আবশ্যকীয় টিসি-৯৯ আইসোটোপ কীট উৎপাদনের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

৭.৩ <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ</u>

প্রকল্পটির উপর বিগত ০৫/০৩/২০০৫ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পিইসি সভার সুপারিশক্রমে ৪৫৫৩.৩০ লক্ষ টাকা মোট ব্যয় ও জুলাই ২০০৬-জুন ২০১০ বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রকল্পটি গত ০৩-০৩-২০০৭ তারিখে 'একনেক'

কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মোট ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রথম সংশোধিত প্রস্তাব ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে গত ১০-০৫-২০০৯ তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রথম সংশোধিত প্রকল্পের মোট ব্যয় ৫০০৭.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুলাই ২০০৬-জুন ২০১১ পর্যন্ত। অবশেষে প্রকল্পের মোট ব্যয় ও মোয়াদ অপরিবর্তীত রেখে মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির ব্যয় হ্রাস এবং মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির আমত্মঃখাত সমন্বয়ের প্রসত্মাব ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে গত ০৮-০৩-২০১০ তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ৪৯৬৮.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্বশেষ ১৬.০৫.২০১১ তারিখে ২য় বারের মত সংশোধন করা হয় যার মেয়াদকাল জুলাই ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত।

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.৫ প্রকল্পের সমাপনান্তে পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পের ২৫/০৮/২০১৩ তারিখে সাভার গণকবাড়ী অংশ, গত ১১/৯/২০১৩ ময়মনসিংহ অংশ, গত ১৮/১০/২০১৩ থেকে ১৯/১০/২০১৩ পর্যমত্ম বগুড়া এবং রংপুর অংশ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প দলিল অনুযায়ী কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত অধিকাংশ যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্রসমূহ রোগীদের সেবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া পরিদর্শনকালে পর্যাপ্ত রোগীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৭.৬। প্রকল্পের কেন্দ্রভিত্তিক পর্যবেক্ষণঃ

৭.৬.১ সাভারঃ গত ২৫.০৮.২০১৩ তারিখে সাভার অংশ পরিদর্শন করা হয়। এ কেন্দ্রে বিদ্যমান ভবন সংস্কারের মাধ্যমে ২৯টি বৈদেশিক যন্ত্রসহ ক্লীনরুম স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ক্লীনরুম পরিদর্শন করা হয়। রুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কিভাবে টিসি-৯৯ কীট পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে সে বিষয়ে অবহিত করেন।

৭.৬.২ ময়মনসিংহঃ গত ১১/৯/২০১৩ তারিখ ময়মনসিংহ অংশ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয় যে সংগৃহীত সকল যন্ত্রপাতি সচল রয়েছে এবং রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিদর্শনকালে পর্যাপ্ত রোগীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৭.৬.৩ বগুড়াঃ প্রকল্পের বগুড়া অংশ গত ১৮.১০.২০১৩ তারিখ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয় যে সংগৃহীত সকল যন্ত্রপাতি সচল রয়েছে এবং রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিদর্শনকালে পর্যাপ্ত রোগীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেবার মান সন্তোষজনক। এ কেন্দ্রের কার্যক্রম বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের লক্ষ্যে মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে ৫তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

৭.৬.৪ রংপুরঃ গত ১৯.১০.২০১৩ তারিখে প্রকল্পের রংপুর অংশ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের বেশীরভাগই রোগীদের চিকিৎসার জন্য খুবই সহায়ক হচেছ। প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে রোগীদের স্বল্প খরচে সেবা প্রদান করা হচেছ বলে পরিদর্শনে জানা যায়। নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত কেন্দ্রেগুলোতে ব্যবহারিত যন্ত্রপাতির স্থির ছবি দেয়া হলঃ

৭.৬.৫ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে নীচে প্রকল্পের ডিপিপিতে সংশোধিত এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্ত, বাৎসরিক ব্যয় এবং বস্তব অগ্রগতি প্রদর্শন করা হলোঃ

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্ত	ব্যয়
২০০৬-২০০৭	১৩৩.৩৫	১৬০.০০	১৩৩.৩৫
২০০৭-২০০৮	৯৫৬.২১	১০০৯.০০	৯৫৬.২১
২০০৮-২০০৯	১১৪৩.৮৬	১২৩৯.০০	১১৪৩.৮৬
২০০৯-২০১০	১২৩৮.৯৬	১২৫১.০০	১২৩৮.৯৬
২০১০-২০১১	১২১৯.৭৫	১২৩৮.০০	১২১৯.৭৫
২০১১-২০১২	২৪০.০০	২৫৭.৪৭	১৯৩.৫৫
মোট	৪৯৩২.১৩	৫১৫৪.৪৭	৪৮৮৫.৬৮

উপরোক্ত ছক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিগত ০৬ বছরে অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৫১৫৪.৪৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় করা হয়েছে ৪৮৮৫.৬৮ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত ৪৬.৪৫ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৮.১। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনাঃ

নাম, পদবী		পূর্ণ/খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
১।	মোঃ মাহাবুবুল হক পরিচালক, প্রকৌশল বিভাগ (বিএইসি)	**পার্ট টাইম**	**২৩/০৮/০৬**	**০৯/০৬/২০০৭**	
১	প্রকৌঃ মোঃ মনিরুন্নল ইসলাম পরিচালক, প্রকৌশল বিভাগ (বিএইসি)	**পার্ট টাইম**	**১০/০৬/২০০৭**	**৩১/১২/২০১১**	

৮.২। প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

(ক) সরবরাহ ও সেবাসমূহঃ সরবরাহ ও সেবাসমূহ থোক বরাদ্দ খাতে বরাদ্দ ছিল ২০৬.৯২ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়ছে ১৪৬.৭৭ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৯৩%)।

(খ) আমদানীকৃতঃ আমদানীকৃত খাতে ৫৮টি যন্ত্রপাতি আমদানী করার জন্য বরাদ্দ ছিল ২৬৭০.০৯ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৬৬৩.৫১ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৫% এবং বাসত্মব অগ্রগতি ১০০%।

(গ) স্থানীয়ঃ স্থানীয় খাতে ১৩টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ১৭০.০৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১৬৯.৬৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৫% এবং বাসত্মব অগ্রগতি ১০০%)।

(ঘ) আসবাবপত্রঃ আসবাবপত্র খাতে ৪৪৭টি আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৯.৮৫ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৩৭.৯৬ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.২৫% এবং বাসত্মব অগ্রগতি ১০০%।

(ঙ) অতিরিক্ত পানি সরবরাহঃ অতিরিক্ত পানি সরবরাহ থোক বরাদ্দ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ০.৫০ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ১৬.৬৬%।

(চ) পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজনঃ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন খাতে বরাদ্দ ছিল ২১২.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে খরচ করা হয়েছে ২১১.৩০ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬৬% এবং বাসত্মব অগ্রগতি ১০০%।

(ছ) আমদানীকৃতঃ অর্জিত সম্পদসমূহ খাতে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দ ছিল ৭৬২.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৭৫১.৪৯ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৬২%)।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত
ক) পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রের গবেষণা ও সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে অত্যাধুনিক নতুন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন।	ক) পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রের গবেষণা ও সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে অত্যাধুনিক নতুন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
খ) বগুড়ায় নির্মাণাধীন শহীদ জিয়াউর রহমান হাসপাতালে পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।	খ) বগুড়ায় নির্মাণাধীন শহীদ জিয়াউর রহমান হাসপাতালে পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।
গ) স্থানীয়ভাবে গবেষণা ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার্থে আবশ্যকীয় টিসি-৯৯ আইসোটোপ কীট উৎপাদনের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।	গ) স্থানীয়ভাবে গবেষণা ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার্থে আবশ্যকীয় টিসি-৯৯ আইসোটোপ কীট উৎপাদনের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

১০। উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ উদ্দেশ্যে পুরাপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০.১। প্রকল্পের যন্ত্রাদি ক্রয়-পরিকল্পনা ও ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি :

Discription of Procurement (good/works/consultancy) as per bid documents	As per DPP	Contracted Value	Invitaiton Date	contract signing /L.C Opening Date	As per Contract	Actual
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
Preparation of Clean Room with accessories and supply, Installation, Commissioning & testing of TC-99 kit production facilities equipment at AERE SAVAR	719.12	711.77	10-08-2009	28-03-2010	27-12-2010	22-12-200
Discription of Procurement (good/works/consultancy) as per bid documents	As per DPP	Contracted Value	Invitaiton Date	contract signing /L.C Opening Date	As per Contract	Actual
Supply, installation, testing & commissioning of Dual Head SPECT at Mymensingh	250.23	250.22	13.01.2008	19.06.2008	18.09.2008	22.4.2009
Supply, installation, testing & commissioning of Dual Head SPECT at Barisal	248.00	246.65	04.09.2008	08.02.2009	07.05.2009	04.02.2010
Supply, installation, testing & commissioning of Dual Head SPECT at Khulna	261.52	261.52	26.07.2009	08.11.2009	07.02.2010	01.12.2010
Supply, installation, testing & commissioning of Dual Head SPECT at Bogra	261.00	255.51	20.6.2010	01.12.2010	28.02.2011	28.07.2011
Supply, installation testing & commissioning of CT assembly & necessary hardware & software for upgradable to dual Head Gamma SPECT at Mymensingh	230.00	230.65	22.03.2001	01.06.2011	31.08.2011	22.12.2011
Construction of Nuclear Medicine Centre Bogra	299.50	297.56	30.10.2008 12.01.2011	11.05.2009 03.02.2011	10.5.2010 13.03.2011	24.06.2010 09.03.2011

১১. প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রশিক্ষণের নাম/ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	মন্তব্য
Dual Head SPECT (04Nos)	12	2 Weeks	
Colour Doppler (04 Nos)	04	1 Weeks	
Single Head Gamma Camera (04 Nos)	09	1 Weeks	
Tc-99 Kit Production Facilities (01 set)	05	1 Weeks	
BMD Machine (04 Nos)	05	1 Weeks	

১২. প্রকল্পের গাড়ির তথ্য সংক্রান্ত বিবরণী

টেবিল ১:

ক্রয়কৃত গাড়ির বিবরণ	সংখ্যা	নির্মাণকারী/সংযোজনকারী দেশ	উৎপাদনের বৎসর	ক্রয়মূল্য (প্রতি ইউনিটের)	হস্থান্তরের তারিখ	ব্যবহারকারীর প্রতিষ্ঠানের নাম ও তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
Mitsubishi L-300 DX	০১	Mitsubishi Motor/Japan	2008	19.95	16.08.2008	NMC Bogra 13.11.2010
Mitsubishi L-300 DX	4	Mitsubishi Motor/Japan	2008	85.11	24.06.2009	NMC Barisal 04.08.2009 NMC Khulna 30.06.2009 NMC Mymensingh 09.08.2009 NMC Rangpur 07.07.2009
Nissan Double Cabin Pickup	1	Nissan Motor Company Ltd.Japan	2009	24.94	25.05.2010	RIPD AERE Saver 31.01

লগ বই সংরক্ষণ করা হয় কি-না	গাড়ির বর্তমান অবস্থা	প্রকল্প শেষে পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়েছে কি-না	পরিবহন পুলে জমা না দেয়া হলে তার কারণ	পরবর্তী গৃহীত ব্যবস্থা	প্রকল্প পরিচালকের মতামত	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
'হ্যাঁ'	সচল	'না'	গাড়িগুলো বর্তমানে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে জরুরী সেবা দান কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।	TOM-ভুক্তির জন্য কমিশন কর্তৃক প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	প্রকল্প সংশিষ্ট হাসপাতাল গুলোতে সেবা প্রদানে গাড়িটি ব্যবহারের প্রয়োজন আছে।	

১৩। প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

অডিটের সময়কাল	অডিট অফিসের বিবরণ	আপত্তির সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	অনিস্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা
২০০৬-২০০৭ ২০০৭-২০০৮	স্থানীয় রাজস্ব ও অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	২	২	০
২০০৮-২০০৯	স্থানীয় রাজস্ব ও অডিট অধিদপ্তর ঢাকা।	১	১	০
২০০৯-২০১০	স্থানীয় রাজস্ব ও অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	২	২	০

১৪। **সমস্যাঃ**

১৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) : মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৪বছর ৬মাস সময় ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ১বছর ৬ মাস বেশী (৩৭.৫০%)। ৩ বছর বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ৩৭.৫০% বেশী সময়ে বাস্তবায়ন কাম্য নয়। যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অনেক পূর্বেই সুফল পাওয়া যেতো।

১৪.২ পিসিআর প্রেরণে বিলম্বঃ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১১ সালে সমাপ্ত হলেও এ বিভাগে পিসিআর পাওয়া গেছে ১৮/০৭/২০১৩ তারিখে। যা কাম্য নয়।

১৪.৩ প্রকল্প হতে ক্রয়কৃত যানবাহন পরিবহনপুলে জমা না দেয়াঃ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮/০১/২০০৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সরকারী অনুদানের অর্থে সংগৃহীত/ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিবহনপুলে জমা দিতে হবে বলে বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়া প্রয়োজন। অথবা যানবাহনগুলি সরকারের জরীকৃত বিধি-বিধান প্রতিপালন করে তা নিয়মিতকরণ করা জরুরী।

১৫। **সুপারিশ :**

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানব স্বাস্থ্য এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে যা প্রসংশনীয় এবং তা অব্যাহত রাখতে হবে;

১৫.২ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত কাজে যেন অস্বাভাবিক বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে সংস্থা, মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে ;

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকর রাখার জন্য সেগুলো সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে;

১৫.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে অথবা সেটি ব্যবহারের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৫.৫ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের 'সমাপ্তি প্রতিবেদন' যথাসময়ে আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট থাকতে হবে ;

১৫.৬ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট আধুনিক ও উন্নত সংগৃহীত যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

১৫.৭ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

"পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায় এবং ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লীর ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ"

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০ প্রকল্প পরিচিতি

১.১	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
১.২	নির্বাহী সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
১.৩	প্রকল্পের অবস্থান	ঃ ▪ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ই-১২/এ, আগারগাঁও, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭; এবং ▪ রিঅ্যাক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট, পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা।

১.৪ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য ঃ

☞ পটভূমি

- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ (পানিবিনি) বিভাগের জন্য ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৮৩.১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৬ থেকে জুন, ২০০০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছিল। উক্ত প্রকল্পে উল্লেখ ছিল যে, ঢাকা'র আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ভবনে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ (পানিবিনি) বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা বরাদ্দ রাখা হবে; কিন্তু উক্ত সময়ে প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণকাজ শুরু না হওয়ায় পানিবিনি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার সংস্থান করা সম্ভব হয় নি। উক্ত প্রকল্পটি আংশিক বাস্তবায়িত হয় এবং জুন, ২০০০-এ সমাপ্ত ঘোষিত হয়। "পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩" এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা (১৯৯৭) সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ (পানিবিনি) বিভাগের ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ লক্ষ্যে ঢাকা'র আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণাধীন প্রাংগণের অভ্যন্তরে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ (পানিবিনি) বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার সংস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা (যেমনঃ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, জনবল নিয়োগ, বই ও সাময়িকী সংগ্রহ) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে "পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায়" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়।
- অপরদিকে, সাভারে অবস্থিত পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত তিন মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের একমাত্র পরমাণু গবেষণা চুল্লী- 'ট্রিগা মার্ক-টু' বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা স্থাপনা। সম্পূর্ন এনালগ প্রযুক্তিভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কন্সোল ও ইন্সট্রুমেন্টেশন ব্যবস্থা দ্বারা ১৯৮৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে এটি চালু আছে। পিসিভিত্তিক ডিজিটাল কন্সোল প্রবর্তিত হওয়ার পর এনালগ প্রযুক্তিভিত্তিক কন্সোলটি কালোত্তীর্ণ হয়ে যায়। তাছাড়া, এনালগ কন্সোলটির অধিকাংশ অংশ অপ্রচলিত হয়ে পড়ায় এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রেক্ষিতে, পুরাতন এনালগ প্রযুক্তিভিত্তিক কন্সোল ও ইন্সট্রুমেন্টেশন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে state-of-the-art-technology সংবলিত পিসিভিত্তিক ডিজিটাল কন্সোল ও ইন্সট্রুমেন্টেশন ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ লক্ষ্যে "ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লীর ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক অপর একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়।
- পরবর্তীতে এ প্রকল্পদ্বয় একীভূত করে একটি প্রকল্প হিসেবে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

☞ উদ্দেশ্য

- স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, এবং শিক্ষা ক্ষেত্রসমূহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ/বিকিরণ উৎস ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট বিকিরণ ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে "পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩" এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা (১৯৯৭) অনুযায়ী এতদ্‌সংক্রান্ত-কার্যক্রম (যেমনঃ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, এবং অনুমতিপত্র জারিকরণ) সহজসাধ্য করার নিমিত্ত পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ (পানিবিনি) বিভাগ এর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাগার সুযোগ-সুবিধাসহ একটি অফিসভবন নির্মাণ;
- আমদানীকৃত এবং রপ্তানীযোগ্য খাদ্যদ্রব্যে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা ও নির্ধারণ এবং সকল প্রকার ভোগ্যপণ্যের জন্য গ্রাহ্য তেজস্ক্রিয়তার সীমা স্থির করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ;
- বিকিরণ উৎস এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারকারীদের বিকিরণ প্রদর্শন মাত্রা নির্ণয় এবং তাদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ;
- জরুরি বিকিরণ প্রদর্শন অথবা পারমাণবিক/তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনায় পর্যাপ্ত ও সময়োচিত ব্যবস্থাগ্রহণ সহজসাধ্যকরণ; এবং
- আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সাভারস্থ তিন মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'ট্রিগা মার্ক-টু' গবেষণা চুল্লীর ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্ত এর পুরাতন এনালগ প্রযুক্তিভিত্তিক কন্সোল ব্যবস্থা পরিবর্তন করে state-of-the-art-technology সংবলিত পিসিভিত্তিক ডিজিটাল কন্সোল ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন।

১.৫ প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অনুদান।

২.০ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ এবং অংগভিত্তিক অগ্রগতি

২.১ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ ঃ সারণী-০১ ও ০২ দ্রষ্টব্য।

সারণী-০১

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়					প্রকৃত ব্যয়	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	মূল অনুমোদিত	প্রথম সংশোধিত	দ্বিতীয় সংশোধিত	সর্বশেষ সংশোধিত (অন্তঃখাত সমন্বয়)		
মোট	২০৮৯.৪৭	২২৯৬.০০	২৭৫৫.০০	২৭৫৫.০০	২৭৩৭.৪১	৬৪৭.৯৪ (৩১.০০%)
জিওবি	২০৮৯.৪৭	২২৯৬.০০	২৭৫৫.০০	২৭৫৫.০০	২৭৩৭.৪১	৬৪৭.৯৪ (৩১.০০%)
প্রঃসাঃ	--	--	--		--	--

সারণী-০২

ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল				প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল অনুমোদিত	প্রথম সংশোধিত	দ্বিতীয় সংশোধিত	সর্বশেষ সংশোধিত (অন্তঃখাত সমন্বয়)		
জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০০৮	জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২	এপ্রিল, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১২	৪৮ মাস (১৩৩.৩৩%)

২.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রদর্শিত তথ্য, এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সারণী-০৩-এ (পরবর্তী পৃষ্ঠায়) সন্নিবেশিত হলো।

সারণী-০৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০১। পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (২য় পর্যায়)						
(০১-ক) রাজস্ব অংশ						
০১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	০৮	৫১.২৯৭	০৬	৫৩.২২০
০২	কর্মচারিদের বেতন	জন	০৪	১৫.৬৯৩	০৪	
০৩	বইপত্র ও সাময়িকী	--	থোক	১৫.০০০	থোক	১২.৮১০
০৪	পরামর্শ	জনমাস	৩৬	৬.১৩০	৩৬	৬.০৩০
০৫	অন্যান্য	--	থোক	১১০.৭১০	থোক	১১০.৭১০
০৬	মেরামত, সংরক্ষণ, ও পুনর্বাসন	--	থোক	৪.৭৩০	থোক	৪.৭৩০
	উপ-মোটঃ (০১-ক)	--	--	২০৩.৫৬০	--	১৮৭.৫০০
(০১-খ) মূলধন অংশ						
০৭	আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩১	১০১.১২৫	৩১	১০১.১২৫
০৮	স্থানীয় যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮৬	২১.৫২৪	৮৬	২১.৫২৪
০৯	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৪৩৮	২৬.০৯৫	৪৩৮	২৫.৬২১
১০	মোটরযান	সংখ্যা	০১	২৪.৫০০	০১	২৪.৫০০
১১	ভিত্তি	বর্গমিটার	৫০৯	১৪০.৫৯০	৫০৯	১৪০.৫৯০
১২	মূল নির্মাণকাজ	বর্গমিটার	২১০২	৫৫৮.৮৩০	২১০২	৫৫৮.৮৩০
১৩	অগ্নি-নির্বাপন, অগ্নি-নিরূপণ, ও সংকেত ব্যবস্থা	সেট	০১	৩০.৫৮২	০১	৩০.৫৪০
১৪	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন	সংখ্যা	০১	৫৯.৭২০	০১	৫৯.৭২০
১৫	ডিজেল জেনারেটর	সংখ্যা	০১	৪৩.৬৩০	০১	৪৩.৬৩০
১৬	অটোমেটিক ইন্ডাকশন ভোল্টেজ রেগুলেটর	সংখ্যা	০১	২১.০০০	০১	২১.০০০
১৭	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	টন	৩৫	১৬.৭১০	৩৫	১৫.৯৫০
১৮	ক্লিনিক সুবিধা (একতলা)	বর্গমিটার	১২০	১৫.০৭০	১২০	১৫.০৭০
১৯	অভ্যন্তরীণ রাস্তা	বর্গমিটার	৫০০	১৮.০০০	৫০০	১৮.০০০
২০	ভূগর্ভস্থ জলাধার	লিটার	৪৫৫০০	৫.০০০	৪৫৫০০	৫.০০০
২১	বহিঃ পানি সরবরাহ লাইন	--	থোক	৩.৬০০	থোক	৩.৬০০
২২	বৈদ্যুতিক ও গ্যাস সংযোগ লাইন	--	থোক	৭.০০০	থোক	৭.০০০
২৩	টেলিফোন, ব্রডব্যান্ড ও ইন্টারকম সিস্টেম	লাইন	৫০	৬.০০০	৫০	৫.৯৯০
	উপ-মোটঃ (০১-খ)	--	--	১০৯৮.৯৭৬	--	১০৯৭.৬৯
০২। ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লীর জন্য ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্থাপন						

(০২-ক) রাজস্ব অংশ						
২৪	বইপত্র ও সাময়িকী	--	থোক	৫.০০০	থোক	৫.০০০
	উপ-মোটঃ (০২-ক)	--	--	৫.০০০	--	৫.০০০
(০২-খ) মূলধন অংশ						
২৫	আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি	সেট	০২	৯৯৭.৮৭০	০২	৯৯৭.৮৭০
২৬	স্থানীয় যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮২	৬৯.৯১১	৮২	৬৯.৯১১
২৭	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১১৭	৪.১৬৬	১১৭	৪.১৬৬
২৮	প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	সেট	০১	১৫.০০০	০১	১৪.৯৮০
২৯	অগ্নি-নির্বাপন, অগ্নি-নিরূপণ, ও সংকেত ব্যবস্থা	সেট	০২	৪৬.৩২০	০২	৪৬.২৯৩
৩০	সিডি-ভ্যাট	--	থোক	৩১৪.২০০	থোক	৩১৪.০০০
	উপ-মোটঃ (০২-খ)	--	--	১৪৪৭.৪৬৭	--	১৪৪৭.২২০
	সর্বমোট (০১-ক+ ০১-খ+ ০২-ক+ ০২-খ)	--	--	২৭৫৫.০০৩	--	২৭৩৭.৪১০

তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৪ ও ০৫

৩.০ প্রকল্পের আওতায় কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে; কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৪.০ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়/পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছেঃ

- ✓ প্রকল্পের আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✓ পিইসি, ডিপিইসি, পিআইসি, এবং পিএসসি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ✓ Random Selection-এর ভিত্তিতে কতিপয় কাজের দরপত্র পর্যালোচনা;
- ✓ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- ✓ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা।

৫.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

৫.১ অনুমোদন

আলোচ্য প্রকল্পটি ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে 'বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। প্রকল্পটির বিষয়ে গত ০৫/০৩/২০০৫খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে 'প্রাক-একনেক' সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২০৮৯.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ২০-০৪-২০০৬খ্রিঃ তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

৫.২ প্রথম সংশোধন

গত ২৭-০৬-২০০৭খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি' সভায় কতিপয় কারণে প্রকল্পটির ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি করে এর প্রথম সংশোধন এর সুপারিশ করা হয়; যার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধিত ডিপিপি বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ০৮-০৭-২০০৭খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়ঃ

- ✓ ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লীর জন্য ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্থাপন এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এর জন্য মূল ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় বৃদ্ধি;
- ✓ ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লীর ডিজিটাল কন্সোল এর মূল্য বৃদ্ধি;
- ✓ মূল অনুমোদিত ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত পিক-আপ ভ্যান এর পরিবর্তে ভাড়া ভিত্তিতে একটি মাইক্রোবাসের অন্তর্ভুক্তি এবং সে অনুযায়ী মূল অনুমোদিত ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত জনবল থেকে গাড়িচালক এর পদ বাতিলকরণ; এবং
- ✓ আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির জন্য এল/সি খোলার উদ্দেশ্যে ব্যাংক চার্জ এর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অন্তর্ভুক্তি।

প্রথম সংশোধিত ডিপিপি'তে প্রকল্পের মেয়াদকাল দুই বছর বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১০ পর্যন্ত এবং ব্যয় ২০৬.৫৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে ২২৯৬.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

৫.৩ দ্বিতীয় সংশোধন

নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য প্রকল্পটির দ্বিতীয় সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়ঃ

- ✓ পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এর জন্য মূল ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় বৃদ্ধি;
- ✓ নির্মাণ খাত, স্থানীয় ও আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি খাত, আসবাবপত্র খাত, এবং বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ও জেনারেটর খাতে ব্যয় বৃদ্ধি;
- ✓ প্রথম সংশোধিত ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত ভাড়া-ভিত্তিক যানের পরিবর্তে পুনরায় একটি ডবল-ক্যাবিন পিক-আপ ভ্যান এর অন্তর্ভুক্তি এবং সে অনুযায়ী একটি গাড়িচালক এর পদ পুনরায় অন্তর্ভুক্তিকরণ;

এ ছাড়া বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্পের কতিপয় খাতে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি এবং কিছু নূতন অংগ সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় প্রকল্পটি দ্বিতীয়বার সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে গত ২৫-০৫-২০০৯খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত 'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি' সভায় প্রকল্পটির ব্যয় ৪৫৯.০০ লক্ষ টাকা (২০%) বৃদ্ধি করে মোট ২৭৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল দুই বছর বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করে প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনের সুপারিশ করা হয়; যার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ০৩-০৯-২০০৯খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

৫.৪ দ্বিতীয় সংশোধন (অন্তঃখাত সমন্বয়)

ইউএস ডলারের বিপরীতে টাকা'র অবমূল্যায়ন, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক যন্ত্রপাতির মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে অন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে গত ৩১/১০/২০১১খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি' সভায় প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে অন্তঃখাত সমন্বয়ের সুপারিশ করা হয়; যার প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত আরডিপিপি বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ০৫/১২/২০১১খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

৬.০ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি, এবং ব্যয়

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বছরওয়ারি খাতভিত্তিক আর্থিক ব্যয়ের বিভাজন উল্লেখ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মোট ০৭টি আর্থিক বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ২৯৯৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে; যার মধ্যে ২৯৯৩.৯০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে মোট ২৭৩৭.৪১ লক্ষ টাকা; যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯৯.৩৬% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের প্রায় ৯১.৪৩%।

সারণী-০৪

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০০৫-২০০৬	৪০.০০	৪০.০০	--	৪০.০০	২.০০	২.০০	--
২০০৬-২০০৭	৩৬৬.০০	৩৬৬.০০	--	৩৬৬.০০	৩০৭.২৭	৩০৭.২৭	--
২০০৭-২০০৮	৩৫৫.০০	৩৫৫.০০	--	৩৫৫.০০	৩৩১.৮২	৩৩১.৮২	--
২০০৮-২০০৯	৭০০.০০	৭০০.০০	--	৭০০.০০	৫৯৪.২২	৫৯৪.২২	--
২০০৯-২০১০	৫৭০.০০	৫৭০.০০	--	৫৭০.৫০	৫৬৬.৮০	৫৬৬.৮০	--
২০১০-২০১১	৮৩৭.০০	৮৩৭.০০	--	৮৩৬.৪০	৮১০.৩৬	৮১০.৩৬	--
২০১১-২০১২	১২৬.০০	১২৬.০০	--	১২৬.০০	১২৪.৯৪	১২৪.৯৪	--
সর্বমোট	২৯৯৪.০০	২৯৯৪.০০	--	২৯৯৩.৯০	২৭৩৭.৪১	২৭৩৭.৪১	--
	তথ্যসূত্রঃ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০০৫-২০১২ এবং 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-১৫						

☞ *লক্ষণীয়*

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ উল্লিখিত এতদ্সংক্রান্ত তথ্যে বেশ অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সঠিক তথ্য-সংবলিত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' প্রণয়নে প্রকল্প পরিচালক এবং মন্ত্রণালয়ে-কে আরও যত্নবান হওয়া উচিৎ ছিল।

(খ) 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ ২০০৬-০৭ অর্থবছরে অব্যয়িত অর্থ ৫৮.৭৩ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রদর্শন করা হলেও উক্ত অর্থবছরের চালানটি (চালান নং-৫২/৪২; তারিখঃ ০৭-০৫-২০০৭খ্রিঃ) পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, ৫৮.৫০ লক্ষ টাকা ফেরৎ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ ২০১১-১২ অর্থবছরে অব্যয়িত ১.০৬ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, উক্ত অর্থ পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত ফেরৎ দেয়া হয় নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে গত ১৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে অবশিষ্ট অব্যয়িত অর্থ ০.২৩ লক্ষ টাকা এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে অব্যয়িত অর্থ ১.০৬ লক্ষ টাকাসহ মোট ১.২৯ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে (চালান নং-৫৫) সরকারি কোষাগারে ফেরৎ দেয়া হয়। তবে, প্রকল্প পরিচালক-কে উক্ত অব্যায়িত অর্থ বছরওয়ারি যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিলো।

৭.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

৭.১ প্রকল্পটি তৎকালীন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এর ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা সংস্থার নিজস্ব রাজস্ব বাজেটের অধীনে তাঁদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনবল নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের জন্য ০৮ (আট) জন কর্মকর্তা (প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-০২ জন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-০৫ জন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১ জন) এবং ০৪ (চার) জন কর্মচারি (হিসাবরক্ষক-০১ জন, কম্পিউটার অপারেটর-০২ জন, গাড়িচালক-০১ জন) সরাসরি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদ দু'টির জন্য কোন আবেদনপত্র পাওয়া যায় নি, বিধায় নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় নি; এছাড়া, বাকি ০৮টি নির্ধারিত পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক-সম্পর্কিত তথ্য নিচের সারণীতে সন্নিবেশিত হলো।

সারণী-০৫

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি, ও বেতন স্কেল	নিয়োগের ধরন	একের অধিক প্রকল্পে নিয়োজিত	কার্যকাল	
				যোগদান	বদলি
০১।	প্রকৌঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান পরিচালক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা। (বেতন স্কেলঃ টাঃ ২৯,০০০-৩৫,৬০০/-)	খন্ডকালীন	X	২৯-০৫-২০০৬	১২-০৯-২০০৭
০২।	প্রকৌঃ মোঃ মঞ্জুরুল হক পরিচালক, প্রকৌশল বিভাগ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা। (বেতন স্কেলঃ টাঃ ৪০,০০০/-)	খন্ডকালীন	X	১৩-০৯-২০০৭	৩০-০৬-২০১২
				তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৫	

৭.২ অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)' গঠন করা হয়। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট শাখা/বিভাগ থেকে প্রতিনিধি সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। প্রকল্প পরিচালক কমিটি'র সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৭.৩ এছাড়া, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট শাখা/বিভাগ থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)' গঠন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক কমিটি'র সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৮.১ প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত ঘোষিত হয় এবং এর 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' গত ১২-০৫-২০১৩খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সাব-সেক্টরে পাওয়া যায়। প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের সহকারী পরিচালক, জনাব রনি রহমান কর্তৃক গত ১০/০৭/২০১৩খ্রিঃ তারিখে সাভারে অবস্থিত পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত 'ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লী সংস্থাপন' অংশ এবং গত ২৪/০৭/২০১৩খ্রিঃ তারিখে ঢাকা'র আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে বাস্তবায়িত 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায়' অংশ সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। উভয় অংশ পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌঃ মোঃ মঞ্জুরুল হক (পরিচালক, প্রকৌশল বিভাগ, বিএইসি), এবং প্রকৌঃ মোঃ তসলিম উদ্দীন (প্রকৌশল বিভাগ, বিএইসি), পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন। এছাড়া, 'সাভার অংশ' পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, পরিচালক (রমু); জনাব মোঃ আলিউজ্জামান সরদার, প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে সহায়তা করেন।

৮.২ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন

সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিলো ২৭৫৫.০০ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুসারে প্রকল্পটির আওতায় মোট ব্যয় হয়েছে ২৭৩৭.৪১ লক্ষ টাকা। এ হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৯.৩৬%।

৮.৩ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের অনুমোদিত খাতওয়ারি বাস্তবায়ন এবং অর্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ

৮.৩.১ রাজস্ব অংশ

- জনবল

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতে ০৮ (আট) জন কর্মকর্তার বেতন এর জন্য মোট ৫১.২৯৭ লক্ষ টাকা এবং ০৪ (চার) জন কর্মচারির বেতন এর জন্য মোট ১৫.৬৯৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী ০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা এবং ০৪ (চার) জন কর্মচারিসহ মোট ১০ (দশ) জনবলের জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ৫৩.২২ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৭৯.৪৪%। এ খাতে বাস্তব অগ্রগতি ৮৩.৩৩%।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদ দু'টির জন্য কোন আবেদনপত্র পাওয়া যায় নি, বিধায় নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় নি। বাকি ০৮টি নির্ধারিত পদে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

☞ *লক্ষণীয়*

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য আলাদা উপ-খাতে পৃথক ভাবে বরাদ্দ রাখা হলেও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনটিতে উভয় খাতের ব্যয় একত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে; ফলে কর্মকর্তাদের জন্য এবং কর্মচারিদের জন্য আলাদাভাবে কতো ব্যয় হয়েছে, সেটি বুঝা যাচ্ছে না।

- সরবরাহ ও সেবা

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতে মোট ১৩৬.০৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল; যার মধ্যে 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায়' অংশের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১৩১.০০৪ লক্ষ টাকা এবং 'ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লী সংস্থাপন' অংশের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী খাতটিতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৩৪.৫৫ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৮.৯০%।

  - বইপত্র ও সাময়িকী

পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এর জন্য বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়ের লক্ষ্যে অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতে মোট ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট ১২.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় করা হয়েছে; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৮৫.৪০%।

অপরদিকে, সাভারে অবস্থিত পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের 'রিঅ্যাক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (রমু)' এর জন্য বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়ের লক্ষ্যে অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতে মোট ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পূর্ন অংশই (১০০%) ব্যয় করে বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় করা হয়েছে।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, 'রিঅ্যাক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (রমু)' এর জন্য ক্রয়কৃত বইপত্র ও সাময়িকীগুলো সেটির লাইব্রেরি-তে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অপরদিকে, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এর লাইব্রেরি'র দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ছুটিতে থাকায় উক্ত লাইব্রেরি পরিদর্শন করা যায় নি।

  - পরামর্শ

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের আওতায় ৩৬ (ছত্রিশ) জনমাস এর জন্য মোট ৬.১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট ৬.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরামর্শ সেবা (৩৬ জনমাস) গ্রহণ করা হয়েছে; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৮.৩৬%।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, স্থাপত্য লে-আউট প্ল্যান, নকশা প্রণয়ন; বৈদ্যুতিক কার্যাদি/ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন; নির্মাণকাজ এবং বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির কারিগরি বিনির্দেশ প্রণয়ন; এবং দরপত্র দলিল

প্রণয়নের জন্য ৬.০৩ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ৩৬ (ছত্রিশ) জনমাস এর জন্য একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান-কে নিয়োগ দেয়া হয়।

- ○ অন্যান্য সরবরাহ ও সেবা
  অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে শুল্ক/ভ্যাট (৬.০০ লক্ষ), গ্যাস ও জ্বালানি (২.৬০ লক্ষ), বীমা/ব্যাংক চার্জ (৪৮.৩৪ লক্ষ), মুদ্রণ ও প্রকাশনা (১.০০ লক্ষ), স্টেশনারি (৬.৫০ লক্ষ), প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন (৯.০০ লক্ষ), আপ্যায়ন ব্যয় (১.০০ লক্ষ), সম্মানীভাতা (২২.৫০ লক্ষ), কপি/অনুলিপি ব্যয় (১.০০ লক্ষ), কম্পিউটার সামগ্রী (৬.০০ লক্ষ), এবং বিবিধ (৬.৭৭ লক্ষ) ব্যয়ের জন্য মোট ১১০.৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই (১০০%) ব্যয় হয়েছে।

- মেরামত, সংরক্ষণ, ও পুনর্বাসন

ক্রয়কৃত মোটরযান, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রী, অফিস সরঞ্জাম, এবং যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতের অধীনে মোট ৪.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অংশই (১০০%) ব্যয় হয়েছে।

৮.৩.২ মূলধন অংশ

- সম্পদ সংগ্রহ

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১২৪৫.১৯১ লক্ষ টাকা; যার মধ্যে 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায়' অংশের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১৭৩.২৪৪ লক্ষ টাকা এবং 'ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লী সংস্থাপন' অংশের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১০৭১.৯৪৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী খাতটিতে মোট ব্যয় হয়েছে ১২৪৪.৭১৭ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- ○ আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি
  অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১০৯৮.৯৯৫ লক্ষ টাকা; যার মধ্যে 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায়' অংশের জন্য ১৭ প্রকার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির (মোট ৩১টি/সেট) বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ১০১.১২৫ লক্ষ টাকা এবং 'ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লী সংস্থাপন' অংশের জন্য ০২টি সেটের বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৯৭.৮৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী উপ-খাতটিতে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে (আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)।

  সংগৃহীত বৈদেশিক যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে রয়েছে ০১ সেট Digital Control Console and I&C System; ০২ সেট X-ray Exposure Meter; ০১টি Electrometer with CT Ion Chambers; ০২টি CT Dose Phantom Kit; ০২ সেট Emergency Decontamination Kit; ০৭টি Gamma Radiation Personal Alarm Dosimeter; ০৫টি Gamma/Neutron Radiation Personal Alarm Dosimeter; ০১টি Digital Contamination Monitor; ০১টি Floor Contamination Monitor; ০১টি Dual Probe Survey Meter; ০২টি Portable Analogue Survey Meter; ০১টি Gamma-Neutron Search Instrument; ০১টি Multifunctional Portable Scintillation Spectrometers; ০১টি X-ray Radiation Dosimeter; ০১টি Personal Dosimeter; ০১ সেট Portable Gamma Spectrometer with NaI Detector and MCA; এবং ০২টি Power Density Meter।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

(ক) সাভারস্থ 'রিঅ্যাক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট' পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লীর পুরাতন এনালগ প্রযুক্তিভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কন্সোল এর স্থলে পিসিভিত্তিক ডিজিটাল কন্সোল ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থায় ডেস্ক-টাইপ কন্ট্রোল সিস্টেম কন্সোল, ডেটা অ্যাকুইজিশন কন্ট্রোল ইউনিট, ইন্সট্রুমেন্টেশন, কন্ট্রোল রড ড্রাইভ, ট্রান্সিয়েন্ট রড ড্রাইভ, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অঙ্গ রয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পুরাতন কন্সোলটি নতুন

কন্সোলের পাশেই সংরক্ষণ করা হয়েছে।

খ) 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ' পরিদর্শনকালে ***Digital Contamination Monitor, Multifunctional Portable Scintillation Spectrometers, এবং Portable Gamma Spectrometer with NaI Detector and MCA*** *যন্ত্র তিনটি দেখা যায় নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রথম দু'টি যন্ত্র সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের 'পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট' এর 'সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড ডসিমেট্রি' গবেষণাগারে এবং তৃতীয় যন্ত্রটি পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা'র 'স্বাস্থ্য পদার্থ বিজ্ঞান' বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে, বিধায় যন্ত্রপাতিগুলো সেখানে রয়েছে।*

(গ) সংগৃহীত বৈদেশিক যন্ত্রপাতিসমূহের কোনটির গায়েই প্রকল্প/সংস্থার নাম-নির্দেশক কোন লেখনি বা সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে, এগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না।

(ঘ) 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ' এর জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিগুলো একটি আলমিরার ভিতরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। যন্ত্রপাতিগুলো প্রায়োগিক কৌশল-সংক্রান্ত, বিশেষায়িত ও অত্যাধুনিক, বিধায় সেগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি; অন্যথায় স্পর্শকাতর এ সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অকেজো/কাজের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

○ স্থানীয় যন্ত্রপাতি

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের আওতায় মোট বরাদ্দ ছিল ৯১.৪৩৫ লক্ষ টাকা; যার মধ্যে 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায়' অংশের জন্য ১৪ প্রকার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির (মোট ৮৬টি/সেট) বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ২১.৫২৪ লক্ষ টাকা এবং 'ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লী সংস্থাপন' অংশের জন্য ২৪ প্রকার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির (মোট ৮২টি/সেট) বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ৬৯.৯১১ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী উপ-খাতটিতে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে (আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)।

সংগৃহীত প্রধান প্রধান স্থানীয় যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ' এর জন্য রয়েছে ০১টি Server Computer, ১০টি Workstation Computer, ০২টি Digital Copier, ০২টি Scanner, ০১টি Laptop, ০১টি Audio-Video System, ০১টি Video Camera এবং সাভারস্থ 'রিঅ্যাক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (রমু)' এর জন্য রয়েছে ০১টি Server Computer, ১০টি Workstation Computer, ০২টি Split-type AC, ০২টি Window-type AC, ০২টি Dehumidifier, ০১টি Switchgear, ০১টি Surge Reduction Filter, ০১টি Thunder Protection System।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের কোনটির গায়েই প্রকল্প/সংস্থার নাম-নির্দেশক কোন লেখনি বা সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে, এগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন্ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না।

○ আসবাবপত্র

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩০.২৬১ লক্ষ টাকা; যার মধ্যে 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায়' অংশের জন্য ২৪ প্রকার বিভিন্ন আসবাবপত্রের (মোট ৪৩৮টি) বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৬.০৯৫ লক্ষ টাকা এবং 'ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লী সংস্থাপন' অংশের জন্য ১১ প্রকার বিভিন্ন আসবাবপত্রের (মোট ১১৭টি) বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ৪.১৬৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী উপ-খাতটিতে মোট ২৯.৭৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (৯৮.৪৩%) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে (বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

সংগৃহীত আসবাবপত্রসমূহের কোনটির গায়েই প্রকল্প/সংস্থার নাম-নির্দেশক কোন লেখনি বা সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে, এগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন্ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না।

○ মোটরযান

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে ০১ (এক) টি ডবল-ক্যাবিন পিক-আপ ক্রয়ের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ২৪.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ডবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় করা হয়েছে (আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় পাঁচ সিট-বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি কভার্ড ডবল-ক্যাবিন পিক-আপ ক্রয় করা হয়েছে। গাড়িটির ব্র্যান্ডঃ মিটসুবিশি; রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ঢাকা মেট্রো ঠ-১১-৯৭২৫।

☞ *লক্ষণীয়*

প্রকল্পের সমাপ্তির পর বিধি মোতাবেক গাড়িটি সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রিয় পরিবহন পুলে জমা দেয়ার কথা থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, গাড়িটি গত ৩১-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে সংস্থার রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য গাড়িটি টিওএন্ডইভুক্ত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে; কিন্তু অদ্যাবধি মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। তিনি আরও জানান যে, গাড়িটি বর্তমানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অপর একটি প্রকল্পের ("রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন") কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

● নির্মাণপূর্ত

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৮৭.০৫২ লক্ষ টাকা; যার মধ্যে 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায়' অংশের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৯২৫.৭৩২ লক্ষ টাকা এবং 'ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লী সংস্থাপন' অংশের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৬১.৩২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী খাতটিতে মোট ব্যয় হয়েছে ৯৮৬.১৯৩ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৯১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

○ ভিত্তি

প্রকল্পের আওতায় পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এর জন্য চারতলা ভবনের ১০তলা ভিত্তি (৫০৯ বর্গমিটার) স্থাপনের বিপরীতে অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৪০.৫৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ বরাদ্দ (১০০%) ব্যয় করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

○ মূল নির্মাণকাজ (সুপারস্ট্রাকচার)

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এর ভবনের মূল নির্মাণকাজের (২১০২ বর্গমিটার) জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৫৫৮.৮৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ বরাদ্দ (১০০%) ব্যয় করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ ভবনের চারতলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্মানকাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণকাজ সন্তোষজনক হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ভবনটির অবশিষ্ট ছয়তলা অন্য আরেকটি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণ করা হবে।

○ অগ্নি নির্বাপন, অগ্নি নিরূপণ ও সংকেত ব্যবস্থা

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৭৬.৯০২ লক্ষ টাকা; যার মধ্যে 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-২য় পর্যায়' অংশের জন্য ০১ (এক) টি সেটের বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩০.৫৪ লক্ষ টাকা এবং 'ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লী সংস্থাপন' অংশের জন্য ০২ (দুই) টি সেটের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ৪৬.৩২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী উপ-খাতটিতে মোট ৭৬.৮৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৯১%।

- বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ ভবনের জন্য ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপনের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৫৯.৭২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন স্থাপন করা হয়েছে; আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ ভবনের নিচতলায় ৫০০ কেভিএ ক্ষমতাবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

- ডিজেল জেনারেটর

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ ভবনের জন্য ২৫০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর স্থাপনের জন্য এ উপ-খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৪৩.৬৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী বরাদ্দের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে ২৫০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে; আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনটিতে ইংল্যান্ডে প্রস্তুতকৃত স্ট্যামফোর্ড ব্র্যান্ডের ২৫০ কেভিএ ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।

- ৫০০ কেভিএ অটোমেটিক ইন্ডাকশন ভোল্টেজ রেগুলেটর

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের আওতায় পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ ভবনের সাব-স্টেশনের জন্য ৫০০ কেভিএ অটোমেটিক ইন্ডাকশন ভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপনের বিপরীতে মোট ২১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী বরাদ্দের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে ৫০০ কেভিএ অটোমেটিক ইন্ডাকশন ভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন করা হয়েছে; আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনটিতে Sherpa' কোম্পানির ৫০০ কেভিএ ক্ষমতার অটোমেটিক ইন্ডাকশন ভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন করা হয়েছে।

- শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ ভবনের জন্য ৩৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপনের বিপরীতে এ উপ-খাতে মোট ১৬.৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৫.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (বরাদ্দের ৯৫.৪৫%) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ ভবনের বিভিন্ন সেকশন/কর্মকর্তাদের অফিসকক্ষ/সভাকক্ষ/শ্রেণীকক্ষ ইত্যাদিতে বিভিন্ন ক্ষমতার স্প্লিট-টাইপ, ক্যাসেট-টাইপ এয়ারকুলার সংস্থাপন করা হয়েছে।

- ক্লিনিক সুবিধা

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এর প্রাংগণের মধ্যে ১২০ বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের একতলা-বিশিষ্ট একটি ক্লিনিকভবন নির্মাণের বিপরীতে ১৫.০৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই (১০০%) ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। (চিত্র-২৪)

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, একতলা-বিশিষ্ট একটি ক্লিনিকভবন নির্মাণ করা হয়েছে। (চিত্র-২৫)

- অভ্যন্তরীণ রাস্তা

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ ভবনের বাইরে সামনের অংশে ৫০০ বর্গমিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণের জন্য মোট ১৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ

ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই (১০০%) ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। (চিত্র-২৪)

○ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

সাভারে অবস্থিত পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের 'রিঅ্যাক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (রমু)' এর গবেষণা চুল্লীর নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষার জন্য ০১ (এক) সেট প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (আর্চওয়ে ডিটেক্টর, মেটাল ডিটেক্টর, ৫০টি পরিচয়পত্রসহ স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) স্থাপনের বিপরীতে অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে মোট ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৪.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৮৬%।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, 'রিঅ্যাক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট'-এ আর্চওয়ে ডিটেক্টর, মেটাল ডিটেক্টর, এবং পরিচয়পত্রসহ স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর আছে। (চিত্র-২৯)

○ সিডি-ভ্যাট

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতে মোট ৩১৪.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী উপ-খাতটিতে মোট ৩১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৯৩%।

৯.০ দরপত্র-সংক্রান্ত তথ্য

৯.১ দরপত্র-সংক্রান্ত নথি পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কাজ/নির্মাণকাজ এর ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা, ২০০৮ অনুসৃত হয়েছে কি-না, তা যাচাই করা। প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ থাকায় সময়ের সীমাবদ্ধতার নিরীখে Random Selection-এর ভিত্তিতে কয়েকটি প্যাকেজ এর দরপত্র-সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা হয়। মূলত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যাচাই করা হয়ঃ

বিষয়	মন্তব্য
পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'তে বাইরের সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সদস্যদের ঘোষণা ছিল কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের আলোকে NoA/কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কি-না	√

৯.২ পর্যবেক্ষণ

☞ দশতলা ভিত্তিসহ চারতলা অফিসভবন নির্মাণকাজ

আলোচ্য কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলন ধরা হয় ৬,৮৮,১৫,১৭১.০০ টাকা। এ কাজের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। 'দৈনিক ইনকিলাব', 'দৈনিক সমকাল', "The Independent', ও "The News Today' পত্রিকাসমূহে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ন্যূনপক্ষে পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের কাজ সম্পাদনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট থেকে দরপত্র আহবান করা হয়। মোট ১০টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দলিল ক্রয় করে। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মোট ০৩টি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ৩১-০৫-২০০৯খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং ১৭-০৬-২০০৯খ্রিঃ, ০৯-০৭-২০০৯খ্রিঃ, এবং ২২-০৭-২০০৯খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র যথাক্রমে ১ম, ২য়, ও ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অগ্রহণযোগ্য এবং অন্য দু'টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান (০.৩১% নিম্ন দরে) মেসার্স ওয়াহিদ এন্ড কোঃ লিঃ, বিএসআরএস ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-কে ০৩-০৯-২০০৯খ্রিঃ তারিখে ৬,৮৬,০০,৯১৫.০০ টাকা মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বাস্তব চাহিদা ও পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কতিপয় আইটেমে কাজের পরিমাণ কম/বেশি হওয়ায়

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ২৭-০২-২০১১খ্রিঃ তারিখে ৬,৮৫,৩১,০৭২.৯০ টাকার সংশোধিত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

☞ ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লীর ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ কন্সোল ব্যবস্থা স্থাপনকাজ

M/s. General Atomics-Electronics Systems Inc. (GA-ESI) সাভারস্থ ট্রিগা চুল্লীটি সরবরাহ করেছিল। তারা ট্রিগা মার্ক-টু গবেষণা চুল্লীর ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ কন্সোল এর একমাত্র প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, বিধায় উক্ত আইটেম একটি Propietory Item হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সেটি GA-ESI এর নিকট থেকে সরাসরি সংগ্রহের বিষয়ে সিপিটিইউ সম্মতি জ্ঞাপন করে; যার প্রেক্ষিতে ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ কন্সোল সরবরাহের বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রেরিত প্রস্তাবের আর্থিক ও কারিগরি দিক নিয়ে গত ০২-০৫-২০০৭খ্রিঃ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এবং GA-ESI এর প্রতিনিধি, মিঃ রয় ই. রে এর মধ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিগোসিয়েশনের পর প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক তাদের পূর্বের প্রস্তাবিত ১৪,৫০,০০০ ইউএস ডলার এর পরিবর্তে ১৩,৯৮,১২৫ ইউএস ডলার মূল্যে ৭৫ সপ্তাহে উক্ত আইটেম সরবরাহ, স্থাপন, ও কমিশনিং এর যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। তবে, উক্ত কাজের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় এবং ডলারের বিপরীতে টাকা'র মূল্যমান হ্রাস পাওয়ার দরূণ অনুমোদিত ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত বরাদ্দ অপেক্ষা ১,৫৯,১১,৩৭৫.০০ টাকা বেশি প্রয়োজন হবে, বিধায় ডিপিপি'তে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের পর গত ০৮-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে ১৩,৯৮,১২৫ ইউএস ডলার মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

☞ বৈদেশিক যন্ত্র (Portable Gamma Spectrometer System including MCA) ক্রয়

আলোচ্য আইটেমের দাপ্তরিক প্রাক্কলন ধরা হয় ৪০,০০,০০০.০০ টাকা। এ কাজের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। 'দৈনিক জনকণ্ঠ' ও "The Financial Express' পত্রিকাসমূহে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। মোট ০৪টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দলিল ক্রয় করে। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মোট ০৩টি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ১২-১০-২০০৯খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয় এবং ০৪-১১-২০০৯খ্রিঃ 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্রই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন মূল দরদাতা প্রতিষ্ঠান (৩৪.৮০% নিম্ন দরে) ORTEC, 801 South Illinois Avenue, Oak Ridge, TN 37830, USA (স্থানীয় প্রতিনিধিঃ মেসার্স পিনাকল্ এসোসিয়েটস লিঃ, উত্তরা, ঢাকা) এর মাধ্যমে আইটেমটি সংগ্রহের জন্য গত ০৬-১২-২০০৯খ্রিঃ তারিখে ৩৭,৫৬৭.০০ ইউএস ডলার মূল্যে (টাঃ ২৬,০৭,৯০১.১৪ সমতুল্য) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

১০.১ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য অর্জন
০১	স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, এবং শিক্ষা ক্ষেত্রসমূহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ/বিকিরণ উৎস ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট বিকিরণ ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে "পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩" এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা (১৯৯৭) অনুযায়ী এতদ্‌সংক্রান্ত-কার্যক্রম (যেমনঃ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, এবং অনুমতিপত্র জারিকরণ) সহজসাধ্য করার নিমিত্ত পারমাণবিক নিরাপত্তা এবং বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ (পানিবিনি) বিভাগ এর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাগার সুযোগ-সুবিধাসহ একটি অফিসভবন নির্মাণ।	পারমাণবিক নিরাপত্তা এবং বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ (পানিবিনি) বিভাগ এর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাগার সুযোগ-সুবিধাসহ চারতলা অফিসভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ অফিস থেকেই পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, অনুমতিপত্র জারিকরণ, ইত্যাদি কার্যক্রম নির্বাহ করা হচ্ছে।
০২	আমদানীকৃত এবং রপ্তানীযোগ্য খাদ্যদ্রব্যে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা ও নির্ধারণ এবং সকল প্রকার ভোগ্যপণ্যের জন্য গ্রাহ্য তেজস্ক্রিয়তার সীমা স্থির করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ।	এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পটির অধীনে ০৬টি পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি (Contamination Monitor এবং Survey Meter) সংগ্রহ করা হয়েছে।

০৩	বিকিরণ উৎস এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারকারীদের বিকিরণ প্রদর্শন মাত্রা নির্ণয় এবং তাদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ।	এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পটির আওতায় ০২টি X-Ray Exposure Meter এবং ১৪টি Portable Dosimeter সংগ্রহ করা হয়েছে।
০৪	জরুরি বিকিরণ প্রদর্শন অথবা পারমাণবিক/তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনায় পর্যাপ্ত ও সময়োচিত ব্যবস্থাগ্রহণ সহজসাধ্যকরণ।	এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পটির মাধ্যমে Portable Gamma Spectrometer with NaI (TL) Detector ক্রয় করা হয়েছে।
০৫	আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সাভারস্থ তিন মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'ট্রিগা মার্ক-টু' গবেষণা চুল্লীর ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্ত এর পুরাতন এনালগ প্রযুক্তিভিত্তিক কন্সোল ব্যবস্থা পরিবর্তন করে state-of-the-art-technology সংবলিত পিসিভিত্তিক ডিজিটাল কন্সোল ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন।	এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পটির আওতায় পুরাতন এনালগ প্রযুক্তিভিত্তিক কন্সোল ব্যবস্থা পরিবর্তন করে পিসিভিত্তিক ডিজিটাল কন্সোল ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-১৬ ও ১৭

১১.০ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন, বাস্তবায়নোত্তর, এবং অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ

১১.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যা

১১.১.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব

মূল প্রকল্পটির মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০০৫ থেকে জুলাই, ২০০৮ পর্যন্ত; কিন্তু প্রকল্পটি মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয় গত ২০-০৪-২০০৬খ্রিঃ তারিখে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয় গত ২৯-০৫-২০০৬খ্রিঃ তারিখে। ফলে, প্রথম অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে তেমন কোন অগ্রগতি হয় নি। উক্ত অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থই (৪০.০০ লক্ষ টাকা) অবমুক্ত করা হলেও প্রকৃত ব্যয় হয়েছে মাত্র ২.০০ লক্ষ টাকা।

ডিজিটাল কন্ট্রোল কন্সোল স্থাপনের পূর্বে Nuclear Liability Insurance করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে; কিন্তু সে বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় কোন বরাদ্দ ধরা ছিল না। উক্ত ব্যয় সংস্থার নিজস্ব রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করা হয়। উক্ত বীমা করার লক্ষ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে চুক্তি করা হয়। উক্ত বীমা সম্পন্ন করার পর ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ কন্সোল স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়। এতে এক বছরের অধিক সময় ব্যয় হয়ে যায়। এছাড়া, পরবর্তীতে স্থাপত্য লে-আউট ও নকশায় পরিবর্তন, নির্মাণকাজ, স্থানীয় ও বৈদেশিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দরুণ দু'দফা প্রকল্পটির মেয়াদ দুই বছর করে বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের ব্যয়ও বৃদ্ধি করা হয় এবং সর্বশেষ গত ০৫/১২/২০১১খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটির অন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়। এ সকল কারণে প্রকল্পের মূল অনুমোদিত মেয়াদ অপেক্ষা ০৪ (চার) বছর বেশি মেয়াদে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।

১১.১.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে জনবলের অপ্রতুলতা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনবল নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের জন্য ০৮ (আট) জন কর্মকর্তা ও ০৪ (চার) জন কর্মচারিসহ মোট ১২ (বার) জনবল নিয়োগের সুপারিশ করা হলেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদ দু'টির জন্য কোন আবেদনপত্র পাওয়া যায় নি, বিধায় নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় নি; এছাড়া, বাকি পদসমূহে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা সংস্থার নিজস্ব রাজস্ব বাজেটের অধীনে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে লজিস্টিক্স এর অভাবে এবং দুই জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তবে তিনি জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব খাতের জনবল ব্যবহার করা হয়েছে।

১১.২ প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর সমস্যা

১১.২.১ যন্ত্রপাতিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন এসব যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সংকুলান করা সম্ভব হয়েছে। পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, সংগৃহীত বৈদেশিক যন্ত্রগুলো একটি আলমিরার ভিতরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ সকল যন্ত্রপাতি এবং ট্রিগা মার্ক-টু চুল্লীর ডিজিটাল কন্সোলটি অত্যন্ত বিশেষায়িত ও অত্যাধুনিক, বিধায় সেগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরী; অন্যথায় স্পর্শকাতর এ সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অকেজো/কাজের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে তাদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রাজস্ব বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

১১.৩ অন্যান্য সমস্যা/ত্রুটি

১১.৩.১ অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দান না করা

২০০৬-০৭ অর্থবছরে অব্যয়িত অর্থ ৫৮.৭৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫৮.৫০ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া, ২০১১-১২ অর্থবছরে অব্যয়িত ১.০৬ লক্ষ টাকা পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত ফেরত দেয়া হয় নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে উক্ত দুই অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ (মোট ১.২৯ লক্ষ টাকা) সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়া হয়। তবে, প্রকল্প পরিচালক-কে যথাসময়ে উক্ত অব্যায়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল।

১১.৩.২ সংগৃহীত যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্রসমূহের গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন না থাকা

সংগৃহীত যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্রসমূহের কোনটির গায়েই প্রকল্প/সংস্থার নাম-নির্দেশক কোন লেখনি বা সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই। ফলে, এগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন্ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না।

১১.৩.৩ প্রকল্পের সমাপ্তির পর গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা না দেয়া

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে গত ০৮/০১/২০০৬খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সরকারি অনুদানের অর্থে গৃহীত/ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্পের সমাপ্তির পর সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে; কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পিক-আপটি অদ্যাবধি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয় নি। তবে, গাড়িটি টিওএন্ডইভুক্ত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে; কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে এখনও এ বিষয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। বাস্তবতার নিরীখে প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য গাড়িটির প্রয়োজন রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এক্ষেত্রে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া জরুরি।

১১.৩.৪ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করা

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হলেও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া যায় গত ১২-০৫-২০১৩খ্রিঃ তারিখে। প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করার বিধান আছে; কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় এক বছর বিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছে, যা কাম্য নয়।

১১.৩.৫ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ তথ্যগত অসংগতি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, সেটিতে বেশকিছু তথ্যগত অসংগতি রয়েছে। Part-A-এর ০৬নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের সর্বশেষ কলাম, ০৮নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের ২য় কলাম, এবং ৯.১(বি)নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের সর্বশেষ কলাম; Part-B-এর ০১নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের ১ম ও ২য় কলাম, ০২নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের ৬ষ্ঠ কলাম, এবং ০৫নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত Pay of Officers/Pay of Staff-সংক্রান্ত তথ্য; Part-C-এর ০১(বি)নং অনুচ্ছেদে

প্রদর্শিত টেবিলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ-সংক্রান্ত তথ্য; এবং Part-G-এর ১.৩নং অনুচ্ছেদ (Output of the Project)-এ অসংগতি রয়েছে। এছাড়া, Part-C-এর ০১(বি)নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৫৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৭০.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু, এই টেবিলের সর্বশেষ কলামে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% প্রদর্শন করা হয়েছে, যা সঠিক নয়।

১১.৩.৬ বিবিধ

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর প্রতি পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর নেই।

১২.০ সুপারিশ/মতামত

১২.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো এবং স্থাপিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানব স্বাস্থ্য, পরিবেশ, এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১২.২ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্তির বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সচেষ্ট থাকবে (অনুচ্ছেদ-১১.১.১);

১২.৩ সংস্থা প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে। এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজনে সংস্থার রাজস্ব বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

১২.৪ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অব্যায়িত অর্থ বছরওয়ারী যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১১.৩.১);

১২.৫ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এবং দ্বৈততা পরিহারের স্বার্থে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রসমূহের গায়ে অনতিবিলম্বে প্রকল্প/সংস্থার নাম নির্দেশক লেখনি/সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১১.৩.২);

১২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়িটি ব্যবহারের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১১.৩.৩);

১২.৭ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণের জন্য সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে (অনুচ্ছেদ-১১.৩.৪);

১২.৮ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য এবং প্রতি পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর সংবলিত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' প্রণয়নের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক এবং মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে (অনুচ্ছেদ-১১.৩.৫ ও ১১.৩.৬);

১২.৯ প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে সেগুলো নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১২.১০ পারমাণবিক প্রযুক্তি-বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল গড়ে তুলে পারমাণবিক প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং

১২.১১ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

"খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরীতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারকদের সহযোগিতার লক্ষ্যে গবেষণা"

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০ প্রকল্প পরিচিতি

১.১	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
১.২	নির্বাহী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ
১.৩	প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ড. কুদরত-ই-খোদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।
১.৪	প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য	ঃ	

১.৪.১ পটভূমি

- খাদ্য শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্থানশীল খাত। এ দেশের অনেক খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান দেশীয় ও বৈদেশিক বাজারের উপযোগী নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের চেষ্টা করে যাচ্ছে; কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তুত প্রণালী, দূষিত কাঁচামাল, ভেজাল সম্পর্কে অজ্ঞতা, রঞ্জক দ্রব্য ও বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের নিরাপদ মাত্রা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে তারা মানসম্মত খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে।

- খাদ্যে ভেজাল বলতে খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় বা নিকৃষ্ট উপাদান যোগ করা বা মেশানোকে বোঝায়। খাদ্যে ভেজাল এদেশে একটি মারাত্মক সমস্যা। খাদ্যে ভেজালের কিছু ভয়াবহ চিত্র বা নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমনঃ মাছ, মাংস, ও দুধে ফরমালিন এবং সংরক্ষক হিসেবে অতি মাত্রায় সোডিয়াম ট্রাই-পলিফসফেট এর সংযোজন; বিভিন্ন মশলা, যেমনঃ হলুদ ও মরিচ গুঁড়ার রঙের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য রঞ্জক পদার্থ হিসেবে প্রাণঘাতী লেড এবং হলুদ গুঁড়ার রঙের ক্ষেত্রে 'Metanil Yellow' নামক সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থের সংযোজন। বাজার আয়ত্ব করতে কাঁচা ফল পাকানোর কাজে বিভিন্ন রাসায়নিক যেমনঃ ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন হিসেবে হরমোন ব্যবহৃত হচ্ছে। শাকসবজিতে ক্ষতিকর কীটনাশক, অননুমোদিত রং, এবং সংরক্ষক হিসেবে কপার সালফেট ও অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে। বোতলজাত খাবার পানির ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক জীবাণু এবং মানদন্ড বা গ্রহণযোগ্য মাত্রা অনুসরণ না করে লেড, আর্সেনিক, পারদ, ক্যাডমিয়াম এর মতো ভারি ধাতু ব্যবহৃত হচ্ছে। কোমল পানীয় ও ফলের জুসে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বিভিন্ন অননুমোদিত রং ও টেক্সটাইল রং; সংরক্ষক হিসেবে অতিমাত্রায় Sorbic Acid; কৃত্রিম মিষ্টিকারক হিসেবে Sodium Cyclamate, Saccharine; এবং অন্যান্য বিষাক্ত রঞ্জকদ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অধিকন্তু, কোমল পানীয় প্রস্তুতে লিকুইড গ্লুকোজ বা সুগার সিরাপ এর পরিবর্তে কার্বক্সিল মিথাইল সেল্যুলোজ এবং ফলের জুস তৈরিতে প্রকৃত ফলের রসের স্থলে কৃত্রিম ও নিষিদ্ধ উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। লবন শিল্পে অতিমাত্রায় সিলিকা, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, হাইড্রোজ এবং অননুমোদিত মাত্রায় আয়োডিনের উপস্থিতি লবনকে অনিরাপদ করছে। চিনি ও গুঁড়ে হাইড্রোজ, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, এবং বিবর্ণকারী পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। সুইটমিট তৈরিতে Sodium Cyclamate ও Saccharine ব্যবহার করা হচ্ছে। মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুতে নিম্নমানের ময়দা/আটা, অননুমোদিত রং, ও সংরক্ষক ব্যবহৃত হচ্ছে। মুড়ি তৈরিতে ইউরিয়া এবং ঘি তৈরিতে হাইড্রোজেনেটেড তেল ও পশুর চর্বি ব্যবহৃত হচ্ছে। সরিষা বীজ প্রায় ক্ষেত্রেই Argemone বীজের সাথে মিশিয়ে একসাথে নির্যাস করা হচ্ছে। Argemone-এর তেলে উচ্চমাত্রায় বিষাক্ত পদার্থ থাকে। তাছাড়া, সয়াবিন তেল বা পাম তেলে Allylisothiocyanate মিশিয়ে সরিষা তেলের কড়া গন্ধ তৈরি করা হয়।

- এ সকল ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে দেশের ভোক্তাসাধারণ প্রকারান্তরে প্রাণঘাতী উপাদান, রং, গন্ধ, সংরক্ষক, ও অন্যান্য অননুমোদিত বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান গ্রহণ করছে। এর ফলশ্রুতিতে, জনসাধারণ স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যে ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, কিডনী সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, স্নায়ুরোগ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, শোথ রোগ, পক্ষাঘাতসহ অন্যান্য দুরারোগ্য রোগের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, আমাদের খাদ্য শিল্প তার সুনাম হারাচ্ছে, হারাচ্ছে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বাজার। এ প্রেক্ষাপটে, গবেষণার মাধ্যমে নিরাপত্তা ও মান-সম্পর্কিত বিভিন্ন উৎপাদক বিশ্লেষণ করত খাদ্যে ভেজাল নিরূপন করে নিরাপদ, মানব স্বাস্থ্যের উপযোগী, এবং রপ্তানি-মানযোগ্য খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে শিল্প-কারখানাসমূহকে প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪.২ উদ্দেশ্য

- প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি ও খাদ্যমান বিশ্লেষণের জন্য একটি সুসজ্জিত অত্যাধুনিক গবেষণাগার সুবিধাদি প্রতিষ্ঠাকরণ;

- নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে সম্ভাব্য দূষণ, অপমিশ্রণ, ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ;

- খাদ্যে ভেজাল এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিকরণ;

- প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন রঞ্জকদ্রব্য যেমনঃ স্ট্যাবিলাইজার, সংরক্ষক, রং, গন্ধ, এন্টি-অক্সিডেন্টস, ইত্যাদির উপস্থিতির অনুমোদিত মাত্রা নিরূপণে খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান; এবং
- নিরাপদ পদ্ধতি ও নিরাপদ কাঁচামাল ব্যবহার করে নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী খাদ্য শিল্পকে সহায়তা প্রদান।

১.৫ প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অনুদান।

২.০ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ এবং অংগভিত্তিক অগ্রগতি

২.১ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ ঃ সারণী-০১ ও ০২ দ্রষ্টব্য।

সারণী-০১

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	মূল অনুমোদিত	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম সংশোধিত)		
মোট	১৫০০.০০	১৬২৯.০০	১৬২৩.১৬	১২৩.১৬ (৮.২১%)
জিওবি	১৫০০.০০	১৬২৯.০০	১৬২৩.১৬	১২৩.১৬ (৮.২১%)
প্রকল্প সাহায্য	--	--	--	--

সারণী-০২

ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল অনুমোদিত	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম সংশোধিত)		
জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২	ফেব্রুয়ারি, ২০১০ থেকে জুন, ২০১২	-- (০.০০%)

২.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি

প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রদর্শিত তথ্য, এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সারণী-০৩-এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণী-০৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব অংশ						

০১	কর্মচারিদের বেতন ও ভাতাদি	জন	০১	০.১৯	০০	০.০০
০২	সরবরাহ ও সেবা	--	থোক	২৪৭.৯১	থোক	২৪২.৮৬
০৩	মেরামত, সংরক্ষণ, ও পুনর্বাসন	--	থোক	৭৯.৯৭	থোক	৭৯.৯৭
	উপ-মোটঃ (ক)	--	--	৩২৮.০৭	--	৩২২.৮৩
(খ) মূলধন অংশ						
০৪	মোটরযান	সংখ্যা	০১	৩৮.০৯	০১	৩৮.০৯
০৫	কম্পিউটার-অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র	সংখ্যা	৭৪	১৪.০০	৭৪	১৪.০০
০৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	সংখ্যা	৬২	১২৪১.৩৪	৬২	১২৪১.০৯
০৭	বিবিধ মূলধন ব্যয়	--	থোক	৭.৫০	থোক	৭.১৫
	উপ-মোটঃ (খ)	--	--	১৩০০.৯৩	--	১৩০০.৩৩
	সর্বমোট (ক+খ)	--	--	১৬২৯.০০	--	১৬২৩.১৬

তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৫

৩.০ প্রকল্পের আওতায় কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে; কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৪.০ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়/পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছেঃ

- ✓ প্রকল্পের আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✓ পিইসি, ডিপিইসি, পিআইসি, এবং পিএসসি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ✓ Random Selection-এর ভিত্তিতে কতিপয় কাজের দরপত্র পর্যালোচনা;
- ✓ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- ✓ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা।

৫.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

৫.১ অনুমোদন

আলোচ্য প্রকল্পের উপর গত ০২-০৯-২০০৯খ্রিঃ তারিখে 'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি' সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটি'র সুপারিশের আলোকে মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গত ২১-০১-২০১০খ্রিঃ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ০১-০২-২০১০খ্রিঃ তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

৫.২ প্রথম সংশোধন

পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ব্যয় ১২৯.০০ লক্ষ টাকা (প্রায় ৮.৬০%) বৃদ্ধি করে মোট ১৬২৯.০০ লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণ করে প্রকল্পের প্রথম সংশোধিত প্রস্তাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ১০-০১-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। আরডিপিপি অনুসারে নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়ঃ

- ✓ 'সরবরাহ ও সেবা' খাতে ব্যয় বৃদ্ধি;
- ✓ দু'টি নমুনা প্রস্তুতি সরঞ্জাম (০১টি প্রেসিং মেশিন, ০১টি মাইক্রোওয়েভ ডাইজেস্টার) এবং একটি তন্তু নির্যাস সরঞ্জাম (Dietary Fibre Extractor) ক্রয়ের সংস্থান ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্তি; এবং
- ✓ ইতোমধ্যে সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের যথাযথ ব্যবহার ও স্থায়িত্বকাল নিশ্চিতকল্পে কতিপয় অতিরিক্ত সরঞ্জাম ক্রয়ের সংস্থান ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্তি।

৬.০ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি, এবং ব্যয়

অনুমোদিত আরডিপিপিতে প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বছরওয়ারি খাতভিত্তিক আর্থিক ব্যয়ের বিভাজন উল্লেখ ছিল। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মোট ০৩টি আর্থিক বছরে প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ১৬৭২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী ১৬২৮.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে মোট ১৬২৩.১৬ লক্ষ টাকা; যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯৯.৬৪% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের প্রায় ৯৯.৬৭%।

সারণী-০৪

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০০৯-২০১০	১৩১.৮৬	১৩১.৮৬	--	১৩১.৮৬	১৩১.৮৬	১৩১.৮৬	--
২০১০-২০১১	৭৬১.৯৩	৭৬১.৯৩	--	৭৬১.৯৩	৭৬১.৯৩	৭৬১.৯৩	--
২০১১-২০১২	৭৩৫.২১	৭৩৫.২১	--	৭৩৪.৭১	৭২৯.৩৭	৭২৯.৩৭	--
সর্বমোট	১৬২৯.০০	১৬২৯.০০	--	১৬২৮.৫০	১৬২৩.১৬	১৬২৩.১৬	--
					তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-১০		

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

প্রকল্প পরিদর্শনকালে অব্যয়িত অর্থ ফেরতের চালানসমূহ পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বছরওয়ারি অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দান করা হয়েছে।

৭.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

৭.১ প্রকল্পটি বিজ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর ০১ (এক) জন কর্মকর্তা সংস্থার নিজস্ব রাজস্ব বাজেটের অধীনে তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনবল নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের জন্য মোট ০৮ (আট) জনবলের সুপারিশ করা হয়; তার মধ্যে ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা (প্রকল্প পরিচালক-০১ জন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-০১ জন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা-০২ জন) এবং ০৩ (তিন) জন কর্মচারি (টেকনিশিয়ান-০২ জন, ল্যাবরেটরি এটেন্ডেন্ট-০১ জন)-কে তাঁদের মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এবং ০১ (এক) জন গাড়িচালক সরাসরি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদে গাড়িচালক পদের জন্য কোন যোগ্য আবেদনপত্র পাওয়া যায় নি, বিধায় নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় নি; পরবর্তীতে দৈনিক-ভিত্তিতে গাড়িচালক নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া, বাকি ০৭টি নির্ধারিত পদে যথারীতি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক-সম্পর্কিত তথ্য নিচের সারণীতে সন্নিবেশিত হলো।

সারণী-০৫

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি, ও বেতন স্কেল	নিয়োগের ধরন	একের অধিক প্রকল্পে নিয়োজিত	কার্যকাল	
				যোগদান	বদলি
০১।	মাজেদা বেগম পরিচালক খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা। (বেতন স্কেলঃ টাঃ ২৯,০০০-৩৫,৬০০/-)	খন্ডকালীন	x	০৮-০২-২০১০	৩০-০৬-২০১২
				তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৬	

৭.২ অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)' গঠন করা হয়। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর সংশ্লিষ্ট শাখা/বিভাগ থেকে প্রতিনিধি সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। প্রকল্প পরিচালক কমিটি'র সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে মোট ০৪টি পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৭.৩ এছাড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, বিএসটিআই, এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর সংশ্লিষ্ট শাখা/বিভাগ থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)' গঠন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক কমিটি'র সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে মোট ১০টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৮.১ প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত ঘোষিত হয় এবং এর 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' গত ২৪-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সাব-সেক্টরে পাওয়া যায়। প্রকল্পটি'র সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের সহকারী পরিচালক, জনাব রনি রহমান কর্তৃক গত ২১/০৮/২০১৩খ্রিঃ তারিখে ঢাকা'র ধানমন্ডি-তে অবস্থিত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ-এর খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট-এ বাস্তবায়িত অংশ সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, বেগম মাজেদা বেগম, সদস্য (উন্নয়ন), বিসিএসআইআর এবং খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের তিনজন সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা- জনাব তানজির আহমেদ খান, জনাব আবু তারেক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, এবং জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান পরিদর্শনকালে উপস্থিত থেকে সার্বিক সহায়তা করেন।

৮.২ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন

সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৬২৯.০০ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুসারে প্রকল্পটির আওতায় মোট ব্যয় হয়েছে ১৬২৩.১৬ লক্ষ টাকা। এ হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৯.৬৪%। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.৩ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের অনুমোদিত খাতওয়ারি বাস্তবায়ন এবং অর্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ

৮.৩.১ রাজস্ব অংশ

- কর্মচারিদের বেতন ও ভাতাদি

  অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতে ০১ (এক) জন গাড়িচালক এর বেতন ও ভাতার জন্য মোট ০.১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ খাতে কোন ব্যয় হয় নি। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ০.০০%।

  ⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

  প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বহুল প্রচারিত দু'টি দৈনিক সংবাদপত্রে দু'বার গাড়িচালকের জন্য নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও কোন যোগ্য আবেদনপত্র পাওয়া যায় নি, বিধায় নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প চলাকালীন দৈনিক-ভিত্তিতে গাড়িচালক নিয়োগ দেয়া হয় এবং এ প্রেক্ষিতে আরডিপিপিতে খোরাকি হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়।

- সরবরাহ ও সেবা

  অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতে মোট ২৪৭.৯১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে 'টেলিফোন/টেলিগ্রাফ' এর জন্য ০.১০ লক্ষ টাকা; 'টেলেক্স/ফ্যাক্স' এর জন্য ০.০৫ লক্ষ; 'জ্বালানি' এর জন্য ৬.০০ লক্ষ; 'মুদ্রণ ও প্রকাশনা' এর জন্য ৫.৫০ লক্ষ; 'স্টেশনারি, সিল, ও স্ট্যাম্প' এর জন্য ৬.০০ লক্ষ; 'গবেষণা ব্যয়' এর জন্য ১৮.২০ লক্ষ; 'বইপত্র ও সাময়িকী' এর জন্য ১.৪৫ লক্ষ; 'প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন' এর জন্য ৪.০০ লক্ষ; 'শিক্ষাসফর/প্রশিক্ষণ' এর জন্য ৩০.০০ লক্ষ; 'সেমিনার/কনফারেন্স' এর জন্য ৬.৫০ লক্ষ; 'আপ্যায়ন ব্যয়' এর জন্য ২.৩০ লক্ষ; 'পরিবহন ব্যয়' এর জন্য ০.২০ লক্ষ; 'রাসায়নিক দ্রব্যাদি' এর জন্য ১৫১.১১ লক্ষ; 'কপি/অনুলিপি ব্যয়' এর জন্য ০.৫০ লক্ষ; 'খোরাকি' এর জন্য ৮.৫০ লক্ষ; 'কমিটি মিটিং' এর জন্য ৪.৫০ লক্ষ; এবং 'অন্যান্য ব্যয়' এর জন্য ৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ খাতে ২৪২.৮৬ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ৯৭.৯৬%) ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

  ☞ *লক্ষণীয়*

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ 'সরবরাহ ও সেবা' খাতের অধীনে বিভিন্ন উপ-খাতের ব্যয় একসাথে দেখানো হয়েছে; উপ-খাতওয়ারী ব্যয় প্রদর্শন করা হয় নি; ফলে কোন্ উপ-খাতে কত ব্যয় হয়েছে, তা বুঝা যাচ্ছে না। খাতটির অধীনে অনুমোদিত বিভিন্ন উপ-খাতের ব্যয় আলাদাভাবে প্রদর্শন করা উচিৎ ছিল।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

বইপত্র ও সাময়িকী-সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, অনুমোদিত আরডিপিপিতে বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ১.৪৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ১.৪৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মোট ৩৮টি বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় করা হয়েছে।

গবেষণা-সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় একটি গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় গবেষণা-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণী-০৬

ক্র নং	গবেষণার নাম	গবেষণার সুনির্দিষ্ট বিষয়	গবেষণা থেকে অর্জন	প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের কাজে অবদান	ডিপিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১	Method development for the analysis of different parameter related to food safety in Bangladesh	Method development for the analysis of preservatives, vitamins, minerals, heavy metals, unauthorized colors, sweeteners, and few other contaminants	১০টি অননুমোদিত রং, ০৮টি মিষ্টিকারক, ০৫টি সংরক্ষক, ভিটামিন, খণিজ, ভারি ধাতু, এবং কতিপয় অন্যান্য দূষণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদন করা হয়েছে।	বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও কাঁচামালের প্রায় ৫২৫টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে; যার মধ্যে ৪৯০০টিরও অধিক প্যারামিটার নিরূপণ করা হয়েছে।	১৮.২০	১৮.২০

শিক্ষাসফর/প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় কোন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় নি; দশ দিনব্যাপী একটি বৈদেশিক শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, শিক্ষাসফরটির মূল উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, পরিবীক্ষণ, ও মূল্যায়ন কার্যাদি পরিচালনার লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সক্ষমতা উন্নয়ন। শিক্ষাসফরটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ০২ জন, পরিকল্পনা কমিশনের ০১ জন, বিসিএসআইআর এর ০১ জন, এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ০৫ জনসহ মোট ০৯ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক শিক্ষাসফর-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণী-০৭

ক্র নং	বৈদেশিক শিক্ষাসফরের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ ও মেয়াদ	শিক্ষাসফর থেকে অর্জন	প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের কাজে অবদান	ডিপিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)

০১	The Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain (FASFC) শীর্ষক এক্রেডিটেড গবেষণাগার পরিদর্শন।	০৭/১২/২০১১-১৬/১২/২০১১ ১০ দিন	খাদ্য নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্যারামিটার এবং তাদের পদ্ধতিসমূহ বিশ্লেষণ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে।	খাদ্য নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্যারামিটার বিশ্লেষণ সম্পন্ন ও বৈধকরণ করা হয়েছে, এবং প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত সুবিধাদি ব্যবহারের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	৩০.০০	২৯.৭৯

সেমিনার/কনফারেন্স-সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় একটি দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, যেমনঃ খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প (প্রাণ, স্কয়ার, বিডি ফুড, এসিআই, নেসলে), বিএসটিআই, বাংলাদেশ কাস্টমস, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কন্স্যুমার এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ, ডিসিসিআই, এফবিসিসিআই, আইসিডিডিআর-বি, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, এবং সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় সেমিনার/কনফারেন্স-সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হলঃ

সারণী-০৮

ক্র নং	সেমিনার/ কনফারেন্সের নাম	ভেন্যু	অনুষ্ঠানের তারিখ ও মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সেমিনার থেকে অর্জন	অংশগ্রহণকারীদের এ প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের কাজে অবদান	ডিপিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১	'The Scope of Food Safety Laboratory to Support the Food Processors to Produce Safe and Quality Food'	খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের সেমিনার কক্ষ, বিসিএসআইআর, ঢাকা	১৯/০৬/২০১২খ্রি ০১ দিন	২২৮	খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার এর কার্যক্রম, দেশে খাদ্য নিরাপত্তার পরিস্থিতি, খাদ্য নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ভোক্তা অধিকার, খাদ্য নিরাপত্তা ও মান-সম্পর্কিত খাদ্য আইন, এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা ও সেবা চাহিদা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে।	সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বক্তা ও স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে গবেষণা পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এছাড়া, নির্মিত গবেষণাগার থেকে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার সহায়তা ও সেবা গ্রহণ করেছে।	৬.৫০	৬.০৮

- মেরামত, সংরক্ষণ, ও পুনর্বাসন

খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার সুবিধা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতের অধীনে মোট ৭৯.৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অংশই (১০০%) ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। অনুমোদিত আরডিপিপি মোতাবেক এ কাজের আওতায় ফলস সিলিং, আরসিসি ভাইব্রেশন-ফ্রি বেঞ্চ, গ্রানাইট উপরিভাগবিশিষ্ট এনালিটিক্যাল টেবিল, মেঝেতে এসিড প্রতিরোধক্ষম টাইলস, দেয়াল-টাইলস, ডিহিউমিডিফাইয়ার, ফিউম হুড, ইগজস্ট সিস্টেম, স্প্লিট-টাইপ এয়ারকুলার, ওয়াশিং সিংক স্থাপন এবং থাই এলুমিনিয়াম ও অন্যান্য সংযোজনসহ চেম্বার তৈরির সংস্থান ছিল।

☞ *লক্ষণীয়*

'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এর 'পার্ট-বি' এর ০৯নং অনুচ্ছেদে 'গবেষণাগার সংস্কার কাজ'-সংক্রান্ত

বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয় নি।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

গবেষণাগারটি পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, অনুমোদিত আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গবেষণাগারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গবেষণাগারটি সুসজ্জিত, বেশ দৃষ্টিনন্দন, এবং এর সংস্কারকাজের গুণগত মান বাহ্য দৃষ্টিতে সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৮.৩.২ মূলধন অংশ

- সম্পদ সংগ্রহ

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১২৯৩.৪৩ লক্ষ টাকা। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী খাতটিতে মোট ব্যয় হয়েছে ১২৯৩.১৮ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

৫৬ প্রকারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির (মোট ৬২ ইউনিট/সেট) বিপরীতে অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১২৪১.৩৪ লক্ষ টাকা। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী ১২৪১.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৯৮%। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

সংগৃহীত যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ০১ সেট Ultra High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometer-Mass Spectrometer and Accessories; ০১ সেট Gas Chromatography-Mass Spectrometer-Mass Spectrometer and Accessories; ০১ সেট Energy Dispersive X-Ray Florescence System and Accessories; ০১ সেট Pressing Machine for EDXRF Sample Preparation; ০১ সেট Quatenary Gradient Ion Chromatography System and Accessories; ০১ সেট Quatenary Gradient Fast/Ultra/Rapid Separation High Performance Liquid Chromatography System and Accessories; ০১ সেট UV-VIS Double Beam Spectrometer; ০১টি Microwave Digestor; ০১টি Auto Potentionmetric Tritrator with Autosamper; ০১টি Refrigerated Centrifuge; ০৪টি Refrigerator; ০১টি Oven; ০১টি Oxidation Stability Tester; ০১টি Bomb Calorimeter; ০১টি Colorimeter; ০১টি Stability Tester; ০১টি Texture Analyzer; ০১টি Water Activity Meter; ০১টি Homogenizer; ০১টি Multi Parameter Meter; ০১ সেট Digestion System; ০১ সেট Distillation System; ০১ সেট Solid Phase Extraction System; ০১টি Vacuum Rotary Evaporator; ০১টি pH Meter; ০১টি Turbidity Meter; ০১টি Milk Analyzer; ০১টি Lab Glassware Washing Machine; ০১টি Freeze Dryer; ০১টি Fat Extractor; ০১ সেট Water Purification System; ০১টি Ultra Low Freezer; ০১ সেট Water Distillation Plant; ০১ সেট UV-VIS Lab Spectrometer for Water; ০১টি Fibre Extractor; ০১টি Diatary Fibre Extractor; ০১টি Fibre Extractor; ০১টি Microwave Oven; ০১টি Muffle Furnace; ০১টি Incubator; ০১টি Solvent Filteration Unit; ০১টি Vortex Mixture; ০১ সেট Micropipette; ০৩ সেট Analytical Balance; ০২ সেট Top Loading Balance; ০১টি Fume Hood; ০১টি Shaking Water Bath; ০১টি Solvent Dispenser; ০১টি Table Top Shaker; ০১টি Ultrasonic Bath; ০১টি Moisture Meter; ০১টি Hot Plate with Magnetic Stirrer; ০১টি Heating Block; ০১টি Oven; ০১টি Desiccator; ০১ সেট Labware, Glassware and Accessories; এবং গ্যাস সিলিন্ডার, নমুনা বোতল, সিরিঞ্জ ফিল্টার, এক্স-রে ফিল্ম ইত্যাদির জন্য সহায়ক সরঞ্জাম।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

(ক) পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি যন্ত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষণাগারটিতে কর্মরত সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ

প্রতিটি যন্ত্রের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। প্রতিটি যন্ত্রই বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়।

(খ) সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের গায়ে যন্ত্রের নামসহ প্রকল্পের নাম লেখা থাকায় সেগুলো সনাক্তকরণ সহজতর হয়েছে।

○ কম্পিউটার-অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে ১১ প্রকারের বিভিন্ন আসবাবপত্র (মোট ৫৯টি) ক্রয়ের জন্য মোট ৪.৯০ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম (মোট ১৫টি) ক্রয়ের জন্য মোট ৯.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ দুই উপ-খাতের আওতায় মোট বরাদ্দকৃত অর্থের (১৪.০০ লক্ষ টাকা) সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে (আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)।

সংগৃহীত প্রধান প্রধান অফিস সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ০১টি ল্যাপটপ, ০৪টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ০১টি ফটোকপিয়ার, ০২টি স্ক্যানার, ০২টি লেজার প্রিন্টার, ও অন্যান্য। আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে বুক-শেলফ, ফাইল ক্যাবিনেট, আলমিরা, এক্সেকিউটিভ টেবিল, কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার, ল্যাব টেবিল, ও ল্যাব চেয়ার।

☞ *লক্ষণীয়*

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে 'কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম' এবং 'আসবাবপত্র' উপ-খাতদ্বয়ে ভৌত পরিমাণ ও বরাদ্দ পৃথকভাবে উল্লেখ থাকলেও মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ এ উপ-খাত দু'টি একত্রে দেখানো হয়েছে; ফলে উপ-খাত দু'টির আওতায় পৃথকভাবে কী পরিমাণ ক্রয় করা হয়েছে এবং কত ব্যয় হয়েছে, তা বুঝা যাচ্ছে না। উপ-খাত দু'টি আলাদাভাবে প্রদর্শন করা উচিৎ ছিল। এছাড়া, 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এর 'পার্ট-বি' এর ০৯নং অনুচ্ছেদে 'আসবাবপত্র' এবং 'কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম'-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয় নি।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

সংগৃহীত আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের কোনটির গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন আছে, কোনটির গায়ে নেই। ফলে, যেগুলোর গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই, সেগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন্ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না।

○ মোটরযান

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে এয়ারকুলার এবং ডিহিউমিডিফাইয়ার-বিশিষ্ট ০১ (এক) টি বিশেষায়িত কাভার্ড যান ক্রয়ের বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৮.০৯ লক্ষ টাকা। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় করে নির্ধারিত যান ক্রয় করা হয়েছে (আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, সংগৃহীত যানটি গত ০২-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে বিসিএসআইআর এর পরিবহন পুলে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প চলাকালীন দৈনিক ১৯৬ টাকা মজুরিতে গাড়িচালক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ি-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণী-০৯

ক্র নং	গাড়ির বিবরণ - ব্র্যান্ড - মডেল - সিসি - সিট সংখ্যা - দরজা সংখ্যা	নির্মাতা দেশ	রেজিস্ট্রেশন নম্বর	ডিপিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ক্রয়মূল্য (লক্ষ টাকা)	গাড়ির বর্তমান অবস্থা/কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে
০১	ফোর হুইল ড্রাইভ ডবল ক্যাবিন পিক-আপ। - মিটসুবিশি - L200 DID Pick-Up,	থাইল্যান্ড	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১১-৯৯৫৪	৩৮.০৯	৩৮.০৯	সচল এবং বিসিএসআইআর এর পরিবহন পুলে ব্যবহৃত হচ্ছে।

	KB4TGJRXZR - ২৫০০ সিসি - ০৫ সিট - ০৪ দরজা					

☞ *লক্ষণীয়*

প্রকল্পের সমাপ্তির পর বিধি মোতাবেক গাড়িটি সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রিয় পরিবহন পুলে জমা দেয়ার কথা থাকলেও গাড়িটি সংস্থার রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন।

○ বিবিধ মূলধন ব্যয়

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে মোট ৭.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী উপ-খাতটিতে ব্যয় হয়েছে ৭.১৫ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৫.৩৩%।

৯.০ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব-সংক্রান্ত তথ্য

৯.১ প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণী-১০

ক্র নং	হিসাবের শিরোনাম	খোলার তারিখ	জমাকৃত টাকা	সুদ*	ব্যয়	অবশিষ্ট
০১	Establishment of food safety laboratory for research to produce safe and quality food to support food processore.	২৫-০৩-২০১০খ্রিঃ	১৬,৭৮,০৯,৩৪৩.০০	১,৫২,৪২৪.০০	১৬,৭৮,০৯,৩৪৩.০০	০০.০০

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত কর, মূসক, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ফি, ডাক মাশুল, ট্রান্সফার ফি, ক্লোসিং চার্জ, এবং অন্তঃশুল্ক বাবদ কর্তনকৃত ৩৩,৬০১.১৩ টাকা সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ১,১৮,৮২২.৮৭ টাকা গত ২১-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে।

১০.০ দরপত্র-সংক্রান্ত তথ্য

১০.১ দরপত্র-সংক্রান্ত নথি পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কাজ/নির্মাণকাজ এর ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ অনুসৃত হয়েছে কি-না, তা যাচাই করা। প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ/লট থাকায় সময়ের সীমাবদ্ধতার নিরীখে Random Selection-এর ভিত্তিতে কয়েকটি প্যাকেজ এর দরপত্র-সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা হয়। মূলত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যাচাই করা হয়ঃ

বিষয়	মন্তব্য
পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কি-না	একটি ক্ষেত্রে ব্যত্যয়
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'তে বাইরের সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভার কার্যবিবরনীতে একজন বাইরের সদস্যের স্বাক্ষর আছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সদস্যদের ঘোষণা আছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের আলোকে NoA/কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কি-না	√

১০.২ পর্যবেক্ষণ

- বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (Ultra High Performance Liqyuid Chromatography-Mass Spectrometer-Mass Spectrometer (U/HPLC-MS-MS) and Accessories) সরবরাহ ও স্থাপন

এ কাজের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। ১০-১০-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক সংবাদ' ও "The New Nation' পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। মোট ০৪টি দরপত্র দলিল বিক্রি হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মোট ০২টি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ০১-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয়। সাত সদস্যবিশিষ্ট 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়, যেখানে দুইজন বহিঃসদস্য (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েট) ছিলেন। ০৪-১১-২০১০খ্রিঃ, ০৮-১১-২০১০খ্রিঃ, ও ১০-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র যথাক্রমে ১ম, ২য়, ও ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অগ্রহণযোগ্য এবং অপর প্রতিষ্ঠানের দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য দরদাতা প্রতিষ্ঠান, মেসার্স টেকনোওয়ার্থ এসোসিয়েটস লিঃ, ৭৮, মতিঝিল বা/এ, (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা-কে তার উদ্ধৃত দর ৩,০৯,০০,০০০.০০ টাকা মূল্যে ২৯-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৪-০৪-২০১১খ্রিঃ তারিখে আলোচ্য যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন করা হয় এবং ০৫-০৫-২০১১খ্রিঃ তারিখে ৪% হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করত ঠিকাদারকে ২,৮৪,২৮,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। তবে, ০১ জুলাই, ২০১০ থেকে কার্যকর সরকারি নিয়ম মোতাবেক তিন কোটি টাকার অধিক মোট কাজের উপর ৫% হারে কর প্রযোজ্য হওয়ায় করের বাকি অর্থ পরবর্তীতে ঠিকাদার কর্তৃক ফেরত দেয়া হয় মর্মে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট থেকে জানা যায়।

☞ *লক্ষণীয়*

(ক) 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভা'র কার্যবিবরণীতে আলোচ্য যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(খ) সংস্থার নিজস্ব এবং সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল কি-না, সে বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণীতে কোন উল্লেখ নেই।

- বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (Gas Chromatography-Mass Spectrometer-Mass Spectrometer (GS-MS-MS) and Accessories) সরবরাহ ও স্থাপন

এ কাজের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। ০৬-০৪-২০১১খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক সংবাদ' ও "The New Nation' পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। মোট ০৪টি দরপত্র দলিল বিক্রি হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মাত্র ০১টি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ২৭-০৪-২০১১খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রটি খোলা হয়। সাত সদস্যবিশিষ্ট 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়, যেখানে দুইজন বহিঃসদস্য (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েট) ছিলেন। ০৯-০৫-২০১১খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অধিক প্রতিযোগিতা এবং যন্ত্রের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে পুনরায় দরপত্র আহবানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; যার প্রেক্ষিতে ১৭-০৫-২০১১খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক সংবাদ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ও "The New Nation' পত্রিকায় পুনঃদরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। মোট ০৪টি দরপত্র দলিল বিক্রি হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মোট ০২টি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ০২-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রদ্বয় খোলা হয়। ০৯-০৬-২০১১খ্রিঃ, ১৬-০৬-২০১১খ্রিঃ, ও ১৯-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অগ্রহণযোগ্য এবং অপর প্রতিষ্ঠানের দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য দরদাতা প্রতিষ্ঠান, মেসার্স বাংলাদেশ সায়েন্স হাউস, বাড়ি-২৭, মহাখালী, ঢাকা-কে তার উদ্ধৃত দর ২,৯৫,৮০,০০০.০০ টাকা মূল্যে ০৪-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৮-১১-২০১১খ্রিঃ তারিখে আলোচ্য যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন করা হয় এবং ০৪-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে ৪% হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করত ঠিকাদারকে ২,৭২,১৩,৬০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।

☞ *লক্ষণীয়*

(ক) 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভা'র কার্যবিবরণীতে আলোচ্য যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(খ) সংস্থার নিজস্ব এবং সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল কি-না, সে বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণীতে কোন উল্লেখ নেই।

- <u>গবেষণাগার সংস্কার কাজ</u>

এ কাজের জন্য সীমিত দরপত্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ১৯-০৮-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক সমকাল' ও 'The Financial Express' পত্রিকাসমূহে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র লট-১ (পূর্ত) এবং লট-২ (বৈদ্যুতিক) অংশে বিভক্ত ছিল। লট-১ (পূর্ত) এর জন্য মোট ০৫টি এবং লট-২ (বৈদ্যুতিক) এর জন্য মোট ০৩টি দরপত্র দলিল বিক্রি হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লট-১ (পূর্ত) এর জন্য মোট ০৪টি এবং লট-২ (বৈদ্যুতিক) এর জন্য মোট ০৩টি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ০২-০৯-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয়। ছয় সদস্যবিশিষ্ট 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়, যেখানে একজন বহিঃসদস্য (এলজিইডি) ছিলেন। ০৮-০৯-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। লট-১ (পূর্ত) এর ক্ষেত্রে তিনটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অগ্রহণযোগ্য এবং একটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দরদাতা প্রতিষ্ঠান, মেসার্স ফ্লেমিং ইঞ্জিনিয়ার্স, ৩৪/২, নর্থ সার্কুলার রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-কে গবেষণাগার সংস্কার কাজের আওতায় পূর্ত কাজ সম্পাদনের জন্য তার উদ্ধৃত দর ২০,৯৬,২০৮.০০ টাকা মূল্যে ১৬-০৯-২০১০খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। অপরদিকে, লট-২ (বৈদ্যুতিক) এর ক্ষেত্রে দু'টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। অপর প্রতিষ্ঠানটির (মেসার্স ফ্লেমিং ইঞ্জিনিয়ার্স, ৩৪/২, নর্থ সার্কুলার রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা) দরপত্র কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেও তার উদ্ধৃত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলন অপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণভাবে অধিক (৪০%) হওয়ায় মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে লট-২ (বৈদ্যুতিক) এর অধীনে প্রতিষ্ঠানটির দরপত্র বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে আলোচ্য বৈদ্যুতিক কাজ আরএফকিউ পদ্ধতিতে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২১-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে তিনটি প্রতিষ্ঠান-কে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সবকটি প্রতিষ্ঠান কোটেশন দাখিল করে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়। নির্ধারিত ২৮-১১-২০১০খ্রিঃ তারিখে কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি প্রতিষ্ঠানই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। কমিটি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য দরদাতা প্রতিষ্ঠান, মেসার্স ফ্লেমিং ইঞ্জিনিয়ার্স, ৩৪/২, নর্থ সার্কুলার রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-কে গবেষণাগার সংস্কার কাজের আওতায় বৈদ্যুতিক কাজ সম্পাদনের জন্য তার উদ্ধৃত দর ৯,৯৪,৩৬৬.০০ টাকা মূল্যে ০২-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

☞ *<u>লক্ষণীয়</u>*

(ক) 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভা'র কার্যবিবরণীতে আলোচ্য সংস্কার কাজের অধীনে পূর্ত ও বৈদ্যুতিক কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(খ) কোটেশন পদ্ধতির ক্ষেত্রে তিন সদস্যের পরিবর্তে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছে, যা পিপিআর, ২০০৮ এর ব্যত্যয় বলে প্রতীয়মান হয়।

(গ) আলোচ্য কাজদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, আরএফকিউ পদ্ধতি অনুসরণ করে বৈদ্যুতিক কাজ আলাদাভাবে সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান-কে ৯,৯৪,৩৬৬.০০ টাকা মূল্যে কার্যাদেশ দেয়া হয়, এবং এর প্রেক্ষিতে ০১-০৩-২০১১খ্রিঃ তারিখে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করত উক্ত কাজের জন্য ৮,৫৩,২৭৯.৭৬ টাকা পরিশোধ করা হয়। অপরদিকে, শুধু পূর্ত কাজ আলাদাভবে সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান-কে ২০,৯৬,২০৮.০০ টাকা মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত ২,৯১,৩৬৭.১২ টাকাসহ ২৩,৮৭,৫৭৫.১২ টাকার বিল দাখিল করে, যার প্রেক্ষিতে আয়কর, ভ্যাট কর্তন, ও অগ্রিম বিল (৮.০০ লক্ষ টাকা) সমন্বয় করত ২৪-০৩-২০১১খ্রিঃ তারিখে ১৩,৪৬,৮৪৩.৩০ টাকা পরিশোধ করা হয়। বৈদ্যুতিক কাজ পৃথকভাবে সম্পন্ন করে তার বিল পরিশোধ করা হলেও এবং শুধু পূর্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ২০,৯৬,২০৮.০০ টাকা মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটির এ কার্যাদেশের বিপরীতে পূর্ত ও বৈদ্যুতিক- উভয় কাজ সম্পাদনের জন্য অতিরিক্ত টাকার বিল (২৩,৮৭,৫৭৫.১২ টাকা) দাখিলের বিষয়টি বোধগম্য নয়।

১১.০ <u>প্রকল্পের সাফল্য</u>

১১.১ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত মোট ব্যয় ১৬২৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত তথা জুন, ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৬২৩.১৬ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৯৯.৬৪%। প্রকল্পের নির্ধারিত ব্যয় অপেক্ষা প্রায় ০.৩৬% কম ব্যয়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অপরদিকে, প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৯-জুন, ২০১২ হলেও প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ২১-০১-২০১০খ্রিঃ তারিখে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয় ০৮-০২-২০১০খ্রিঃ তারিখে; অর্থাৎ প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের প্রথম সাত মাসে প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের কোন কাজ হয় নি। নির্ধারিত ছত্রিশ মাসের মধ্যে সাত মাস প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত না হয়েও অবশিষ্ট ঊনত্রিশ মাসে অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয়ের মাধ্যমে শতভাগ বাস্তব অগ্রগতি অর্জন এ প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১২.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন</u>

১২.১ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য অর্জন
০১	প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি ও খাদ্যমান বিশ্লেষণের জন্য একটি সুসজ্জিত অত্যাধুনিক গবেষণাগার সুবিধাদি প্রতিষ্ঠাকরণ।	প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি ও খাদ্যমান বিশ্লেষণের জন্য একটি সুসজ্জিত অত্যাধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
০২	নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে সম্ভাব্য দূষণ, অপমিশ্রণ, ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ।	এ উদ্দেশ্যে ১০টি অননুমোদিত রং, ০৮টি মিষ্টিকারক, ০৫টি সংরক্ষক, ভিটামিন, খণিজ, ভারি ধাতু, এবং কতিপয় অন্যান্য দূষণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদন করা হয়েছে।
০৩	খাদ্যে ভেজাল এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিকরণ।	এ উদ্দেশ্যে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যেমনঃ খাদ্য শিল্প, বিজ্ঞানী, গবেষক, খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন। খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞবৃন্দ বক্তৃতা রাখেন। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্যে ভেজাল বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের মাঝে বিভিন্ন প্রচারপত্র, লিফ-লেট, ও বুক-লেট বিতরণ করা হয়েছে।
০৪	প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন রঞ্জকদ্রব্য যেমনঃ স্ট্যাবিলাইজার, সংরক্ষক, রং, গন্ধ, এন্টি-অক্সিডেন্টস, ইত্যাদির উপস্থিতির অনুমোদিত মাত্রা নিরূপণে খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান।	এ গবেষণাগার থেকে খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক সহায়তা এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।
০৫	নিরাপদ পদ্ধতি ও নিরাপদ কাঁচামাল ব্যবহার করে নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী খাদ্য শিল্পকে সহায়তা প্রদান।	বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও কাঁচামালের প্রায় ৫২৫টি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে; যার মধ্যে ৪৯০০টিরও অধিক প্যারামিটার নিরূপণ করা হয়েছে। মান নিশ্চয়তা ও প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণমূলক উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, কাস্টমস, বিএসটিআই, এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ সকল নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-১১

১৩.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর ফলাফল

১৩.১ প্রকল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গবেষণাগারটিকে খাদ্য নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উন্নতমানের ও যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গবেষণাগার কর্তৃক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও কাঁচামালের বিশ্লেষণ, খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার অপমিশ্রণের উপস্থিতি নিরূপণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, যেমনঃ বিএসটিআই, বাংলাদেশ কাস্টমস বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য এ গবেষণাগারে প্রেরণ করছে এবং গবেষণাগারটি থেকে সে সকল খাদ্যদ্রব্যের বিষয়ে তাদের বিশ্লেষণমূলক সহায়তা এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠান এ গবেষণাগারের সেবা গ্রহণ করছে। 'স্বপ্ন' এবং 'এগোরা' এর সাথে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার আওতায় উক্ত সুপারস্টোরদ্বয়ের পচনশীল ও অপচনশীল খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরীক্ষার মাধ্যমে গবেষণাগারটি সহায়তা প্রদান করছে।

১৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন, বাস্তবায়নোত্তর, এবং অন্যান্য সমস্যা

১৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যা

১৪.১.১ প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব

প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৯-জুন, ২০১২ হলেও প্রকল্পটির উপর 'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি' সভা অনুষ্ঠিত হয় সেপ্টেম্ব/২০০৯ মাসে এবং প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ২১-০১-২০১০খ্রিঃ তারিখে। দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়ন মেয়াদ তিন বছর হলেও প্রথম সাত মাস অতিবাহিত হয়েছে কেবল প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াজনিত কারণে। এ অনাকাঙ্খিত বিলম্বের দরূণ স্বাভাবিকভাবে প্রকল্পের প্রথম বছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পঁচিশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি যথাসময়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল।

১৪.১.২ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি

প্রকল্পের আওতায় 'সরবরাহ ও সেবা' খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, এবং তিনটি অতিরিক্ত সহায়ক সরঞ্জাম ক্রয়সহ ইতোমধ্যে সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের যথাযথ ব্যবহার ও স্থায়িত্বকাল নিশ্চিতকল্পে কতিপয় অতিরিক্ত সরঞ্জাম ক্রয়ের সংস্থান ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্তির কারণে সার্বিকভাবে প্রকল্পটির ব্যয় মূল অনুমোদিত ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা থেকে ১২৯.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে (প্রায় ৮.৬০%) ১৬২৯.০০ লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণ করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়; তবে বাস্তবায়ন মেয়াদকাল অপরিবর্তিত থাকে।

১৪.১.৩ প্রকল্পের আওতায় গাড়িচালক নিয়োগ-সংক্রান্ত

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়ির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনবল নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের জন্য একজন গাড়িচালক সরাসরি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। বহুল প্রচারিত দু'টি দৈনিক সংবাদপত্রে দু'বার গাড়িচালকের জন্য নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও কোন যোগ্য আবেদনপত্র পাওয়া যায় নি, বিধায় নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় নি। মূলত গাড়িচালক নিয়োগে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে 'এসএসসি' নির্ধারিত থাকায় যোগ্য আবেদনপত্র পাওয়া যায় নি বলে প্রতীয়মান হয়। তবে, পরবর্তীতে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদের জন্য দৈনিক-ভিত্তিতে গাড়িচালক নিয়োগ দেয়া হয়।

১৪.২ প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর সমস্যা

১৪.২.১ যন্ত্রপাতিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারের জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সকল যন্ত্রপাতি অত্যন্ত বিশেষায়িত, সংবেদনশীল, এবং অত্যাধুনিক, বিধায় তাদের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

অত্যন্ত জরুরি; অন্যথায় স্পর্শকাতর এ সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অকেজো/কাজের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, এ যন্ত্রপাতিগুলো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। এ প্রেক্ষিতে, গবেষণাগারটির জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সেগুলো সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

১৪.২.২ জনবলের অপ্রতুলতা

প্রকল্পটির মাধ্যমে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত একটি আধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, বর্তমানে উক্ত গবেষণাগারে একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, তিনজন সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, চারজন টেকনিশিয়ান, এবং একজন ল্যাবরেটরি এটেন্ডেন্ট কর্মরত আছেন। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণাগার পরিচালনার জন্য এ জনবল মোটেই পর্যাপ্ত নয়। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তথা গবেষণাগারটি কার্যকর ও ব্যবহারোপযোগী রাখতে হলে, এবং সর্বোপরি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে গবেষণাগারটির দক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন; অন্যথায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

১৪.২.৩ প্রচারণা

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার অপমিশ্রণের উপস্থিতি নিরূপণ এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে অত্যাধুনিক খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারে কিরূপ বৈজ্ঞানিক/অবকাঠামোগত সুবিধা আছে, সে বিষয়ে আরও প্রচারণা প্রয়োজন। সরকারি অর্থে সৃষ্ট অবকাঠামোসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ সকল সুবিধা ব্যবহারের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৪.৩ অন্যান্য সমস্যা/ত্রুটি

১৪.৩.১ প্রকল্পের সমাপ্তির পর গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা না দেয়া

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে গত ০৮/০১/২০০৬খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সরকারি অনুদানের অর্থে গৃহীত/ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্পের সমাপ্তির পর সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে; কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানটি অদ্যাবধি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয় নি। গাড়িটি বিসিএসআইআর এর পরিবহন পুলে হস্তান্তর করা হয়েছে। গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়া প্রয়োজন অথবা সেটি ব্যবহারের প্রয়োজন থাকলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া জরুরি।

১৪.৩.২ আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন না থাকা

সংগৃহীত আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের কোনটির গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন আছে, কোনটির গায়ে নেই। ফলে, যেগুলোর গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই, সেগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন্ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না।

১৪.৩.৩ দরপত্র মূল্যায়ন-সংক্রান্ত

(ক) প্রকল্পের আওতায় কতিপয় কাজের দরপত্র-সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় যে, 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভা'র কার্যবিবরণীতে সংশ্লিষ্ট যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন কাজ এবং সংস্কার কাজের অধীনে পূর্ত ও বৈদ্যুতিক কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(খ) কোটেশন পদ্ধতিতে গবেষণাগারের বৈদ্যুতিক কাজের ক্ষেত্রে তিন সদস্যের পরিবর্তে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছে, যা পিপিআর, ২০০৮ এর ব্যত্যয় বলে প্রতীয়মান হয়।

(গ) গবেষণাগার সংস্কার কাজের আওতায় আরএফকিউ পদ্ধতি অনুসরণ করে বৈদ্যুতিক কাজ আলাদাভাবে সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান-কে ৯,৯৪,৩৬৬.০০ টাকা মূল্যে কার্যাদেশ দেয়া হয়, এবং এর

প্রেক্ষিতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করত উক্ত কাজের জন্য ৮,৫৩,২৭৯.৭৬ টাকা পরিশোধ করা হয়। অপরদিকে, শুধু পূর্ত কাজ আলাদাভাবে সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান-কে ২০,৯৬,২০৮.০০ টাকা মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত ২,৯১,৩৬৭.১২ টাকাসহ ২৩,৮৭,৫৭৫.১২ টাকার বিল দাখিল করে, যার প্রেক্ষিতে আয়কর, ভ্যাট কর্তন, ও অগ্রিম বিল (৮.০০ লক্ষ টাকা) সমন্বয় করত ১৩,৪৬,৮৪৩.৩০ টাকা পরিশোধ করা হয়। বৈদ্যুতিক কাজ পৃথকভাবে সম্পন্ন করে তার বিল পরিশোধ করা হলেও এবং শুধু পূর্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ২০,৯৬,২০৮.০০ টাকা মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি এ কার্যাদেশের বিপরীতে পূর্ত ও বৈদ্যুতিক- উভয় কাজ সম্পাদনের জন্য অতিরিক্ত টাকার বিল (২৩,৮৭,৫৭৫.১২ টাকা) দাখিলের বিষয়টি বোধগম্য নয়।

১৪.৩.৪ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করা

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হলেও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া যায় গত ২৪-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে। প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করার বিধান আছে; কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় এক বছর বিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

১৪.৩.৫ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ তথ্যগত অসংগতি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, সেটিতে বেশকিছু তথ্যগত অসংগতি রয়েছে। Part-A-এর ০৮নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের ২য় কলাম; Part-B-এর ০১নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের ২য় কলাম, ০২নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের ৫ম কলামের তথ্যে অসংগতি/ত্রুটি আছে। এছাড়া, Part-B-এর ০৫নং অনুচ্ছেদে 'সরবরাহ ও সেবা' খাতের অধীনে উপ-খাতওয়ারী ব্যয় প্রদর্শন করা হয় নি; 'কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম' এবং 'আসবাবপত্র' উপ-খাতদ্বয়ের ভৌত পরিমাণ ও ব্যয় পৃথকভাবে প্রদর্শন করা হয় নি; এবং ০৯নং অনুচ্ছেদে 'আসবাবপত্র', 'কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম', এবং 'গবেষণাগার সংস্কার কাজ'-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয় নি।

১৪.৩.৬ বিবিধ

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর প্রতি পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর নেই।

১৫.০ সুপারিশ/মতামত

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো এবং স্থাপিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানব স্বাস্থ্য এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৫.২ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত কাজে যেন অস্বাভাবিক বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে সংস্থা, মন্ত্রণালয়, এবং পরিকল্পনা কমিশন সচেষ্ট থাকবে (অনুচ্ছেদ-১৪.১.১);

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় গবেষণাগারের জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকর রাখার জন্য সেগুলো সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.২.১);

১৫.৪ বাংলাদেশ সরকারের অনুদানের অর্থে নির্মিত অত্যাধুনিক গবেষণাগারটি কার্যকর ও ব্যবহারোপযোগী রাখতে হলে, এবং সর্বোপরি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সংস্থার রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করার বিষয়ে সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.২.২);

১৫.৫ খাদ্যে ভেজাল এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি অর্থে সৃষ্ট অবকাঠামোসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের বিষয়ে দেশের খাদ্য প্রস্তুতকারী/প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবহিত করতে এবং সর্বোপরি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সংস্থা ও

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণাসহ বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.২.৩);

১৫.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে অথবা সেটি ব্যবহারের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৩.১);

১৫.৭ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এবং দ্বৈততা পরিহারের স্বার্থে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রসমূহের গায়ে অনতিবিলম্বে প্রকল্পের নাম নির্দেশক সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৩.২);

১৫.৮ (ক) কোটেশন পদ্ধতিতে গবেষণাগারের বৈদ্যুতিক কাজের ক্ষেত্রে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটি' গঠনে পিপিআর, ২০০৮ এর ব্যত্যয় ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়; ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে সংস্থা সচেষ্ট থাকবে (১৪.৩.৩ (খ));

(খ) অনুচ্ছেদ নং-১৪.৩.৩ (গ) এর বিষয়ে সংস্থা/মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে (১৪.৩.৩ (গ));

১৫.৯ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় এক বছর পর প্রকল্পের 'সমাপ্তি প্রতিবেদন' আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৩.৪);

১৫.১০ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য এবং প্রতি পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর সংবলিত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৩.৪, ১৪.৩.৫, ও ১৪.৩.৬);

১৫.১১ প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে সেগুলো নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৫.১২ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট আধুনিক ও উন্নত অবকাঠামো এবং সংগৃহীত যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে বিএসটিআই, কাস্টমস, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এবং গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

১৫.১৩ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

‘‘ডেভেলপমেন্ট অব আইএসও ১৭০২৫ অ্যাক্রিডেটেড ইনস্টুমেন্টশন এন্ড কেলিব্রেশন সার্ভিস ল্যাবরেটরী ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্ট’’

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২ ইং)

১। প্রকল্পের অবস্থানঃ বিসিএসআইআর, ঢাকা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)

প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোট	২২০০.০০	২৯০৪.০০	২৮৯১.৮৪	জুলাই ২০০৮হতে জুন ২০১২	জুলাই ২০০৮হতে জুন ২০১২	জুলাই ২০০৮হতে জুন ২০১২	-	-

০৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

প্রকল্পের অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান এবং PCR এ প্রদর্শিত ও এ বিভাগে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জুন, ২০১২ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সংক্রান্ত বিবরণ নীচের সারণীতে প্রদর্শিত হলো।

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (বৈঃমুঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
১।	**রাজস্ব খাতের অংগ**					
	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	৮	১২.১৭	৬ (৭৫.০০)	৯.৩৩ (৭৬.৬৬)
	কর্মচারীদের বেতন	’’	৬	১৫.০৮	৬ (১০০.০০)	১৪.৫০ (৯৬.১৫)
	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	থোক	থোক	২৪৭.০৬	থোক	২৪০.১৮ (৯৭.৬০)
	রিপিয়ার মেইন্টেন্স রিনোভেশন	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০ (১০০.০০)
২।	**মূলধন খাতের অংগ**					
	ল্যাবটেরী ভবন এবং অন্যান্য সুবিধাঃ স্যানেটরী , পানি এবং অভ্যন্তরীন বিদুৎ ব্যবস্থা	বর্গ মিটার	৩২০০ বর্গমিটার	২৫৮.৪৮	৩২০০ বর্গ মিটার (১০০.০০)	২৫৮.৩৯ (১০০.০০)
	এইচভিএসি সিষ্টেম ফর ক্লিন রুমসহ ডকেটিং	’’	’’	১৩১.১৭	’’	১৩১.১৭ (১০০.০০)
	বাওন্ডারী ওয়াল	’’	’’	১৩.০০	’’	১৩.০০ (১০০.০০)
	ইন্টারনাল রোড এবং ইলিভিশন	’’	’’	৩৯.০০	’’	৩৯.০০ (১০০.০০)
৩।	**বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়কৃত ইকুইপমেন্টের তালিকা**					
	(a) Gas Chromatography Mass Spectrophotometer (GC-MS) with FID & Headspace Sampler, Auto sampler and SPM	No.	১	৯৩.৪৭	১ (১০০.০০)	৯৩.৪৭ (১০০.০০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (বৈঃমুঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
	(b)Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometer (ICP-MS)	No.	১	১৩২.৪৬	১ (১০০.০০)	১৩২.৪৬ (১০০.০০)
	(c) Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrophotometer (LC/MS/MS)	No.	১	২৮৩.৮৫	১ (১০০.০০)	২৮৩.৮৫ (১০০.০০
	(d) Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometer (GFAAS)	No.	১	৩৭.১৮	১ (১০০.০০)	৩৭.১৮ (১০০.০০)
	(e) Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS)	No.	১	২৬.০১	১ (১০০.০০)	২৬.০১ (১০০.০০)
	(f)Gas Chromatography (GC-FTD-ECD) with FTD & ECD	No.	১	২৩.০১	১ (১০০.০০)	২৩.০১ (১০০.০০)
	(g) Isocratic High Performance Liquid Chromatography with Variable UV Detector	No.	২	৪২.৪১	২ (১০০.০০)	৪২.৪১ (১০০.০০)
	(h) Binary Gradient High Performance Liquid Chromatography with PDA Detector (HPLC) with SPE Attachment	No.	১	৪২.২৭	১ (১০০.০০)	৪২.২৭ (১০০.০০)
	(i) PC Based UV-Visible Spectrophotometer (UV-VIS)	No.	১	৪.৯৬	১ (১০০.০০)	৪.৯৬ (১০০.০০)
	(j) Binary Gradient High Performance Liquid Chromatography with Fluorescence Detector (HPLC) with Post Column Derivatization System	No.	১	৪২.৮৫	১ (১০০.০০)	৪২.৮৫ (১০০.০০)
	(k) Gas Chromatography (GC-FID) with FID	No.	১	২০.১৮	১ (১০০.০০)	২০.১৮ (১০০.০০)
	(l) De ionized Water Plant with Glass Distillation System and 30 litre Storage Tank	No.	১	৮.৪৪	১ (১০০.০০)	৮.৪৪ (১০০.০০)
	(m) Quantitative Fourier Transform Nuclear Magneyic Resonance(FT-NMR) Analyzer	No.	১	৪৬২.৫১	১ (১০০.০০)	৪৬২.৫১ (১০০.০০)
	(n) CRM QC System-Quantitative Real Time-PCR	No.	১	৪৭.৪১	১ (১০০.০০)	৪৭.৪১ (১০০.০০)
	(o) Mercury Analyzer	No.	১	২৭.৫৯	১ (১০০.০০)	২৭.৫৯ (১০০.০০)
৪।	**স্থানীয়মুদ্রায় ক্রয়কৃত ইকুইপমেন্টের তালিকা**					
	(1) Energy Dispersive-X Ray Fluorescence Spectroscopy (ED-XRF)	No.	১	৯০.০০	১ (১০০.০০)	৯০.০০ (১০০.০০)
	(2) Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FT-MIR)	No.	১	২২.০০	১ (১০০.০০)	২২.০০ (১০০.০০)
	(3) Preparative HPLC with fraction collector and UV-VIS Detector	No.	১	৫১.৫৭	১ (১০০.০০)	৫১.৫৭ (১০০.০০)
	(4) Total Organic Carbon Analyzer (TOC) Normal Sense Type	No.	১	২৫.৪৪	১ (১০০.০০)	২৫.৪৪ (১০০.০০)
	(5) Total Organic Carbon Analyzer (TOC) High Sense Type	No.	১	২৩.৯২	১ (১০০.০০)	২৩.৯২ (১০০.০০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (বৈঃমুঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
	(6) Fourier Transform Far Infrared Spectrophotometer (FT-FIR) with gas analysis attachment	No.	১	৪৫.০০	১ (১০০.০০)	৪৫.০০ (১০০.০০)
	(7) Dehumidifier	No.	৩	২.৫৫	৩ (১০০.০০)	২.৫৫ (১০০.০০)
	(8) Centrifuge capacity 50mL tube holding speed at least 3000rpm	No.	১	৩.৪৫	১ (১০০.০০)	৩.৪৫ (১০০.০০)
	(9) Water bath shaker	No.	২.	৮.৬০	২ (১০০.০০)	৮.৬০ (১০০.০০)
	(10) Vortex mixture	No.	২	১.৭০	২ (১০০.০০)	১.৭০ (১০০.০০)
	(11) N-EVAP : analytical evaporator with vacuum pump and accessories	No.	১	১০.৫১	১ (১০০.০০)	১০.৫১ (১০০.০০)
	(12) Micro pipettes :10-100uL, 100-1000uL (with calibration certificates traceable to NIST of other international metrology institute)	No.	২	১.১৫	২ (১০০.০০)	১.১৫ (১০০.০০)
	(13) Balance : 200g / 0.1mg	No.	৩	৬.৭৫	৩ (১০০.০০)	৬.৭৫ (১০০.০০)
	(14) Balance : 1000g / 0.5g	No.	১	১.৪৫	১ (১০০.০০)	১.৪৫ (১০০.০০)
	(15) pH meter	No.	৩	৩.৬০	৩ (১০০.০০)	৩.৬০ (১০০.০০)
	(16) Conductivity /TDS meter	No.	২	২.৮০	২ (১০০.০০)	২.৮০ (১০০.০০)
	(17) Homogenizer	No.	২	৮.৬৬	২ (১০০.০০)	৮.৬৬ (১০০.০০)
	(18)Vacuum manifold for SPE tube	No.	২	৬.০০	২ (১০০.০০)	৬.০০ (১০০.০০)
	(19) Hot plate Magnetic stirrer	No.	২	১.৫৩	২ (১০০.০০)	১.৫৩ (১০০.০০)
	(20) Drying Oven 28 litre capacity	No.	৩	৪.২০	৩ (১০০.০০)	৪.২০ (১০০.০০)
	(21) Freeze Dryer	No.	১	১৭.৬০	১ (১০০.০০)	১৭.৬০ (১০০.০০)
	(22) Refrigerator Reagent/Standards Storage, 200 litre capacity, down to2oC	No.	৩	৭.৬৪	৩ (১০০.০০)	৭.৬৪ (১০০.০০)
	(23) Refrigerator Sample Storage, 50 litre capacity, down to -28 deg	No.	১	১১.৪৭	১ (১০০.০০)	১১.৪৭ (১০০.০০)
	(24) Percholoric Acid Digestion Fume Hood for Sample Preparation	No.	১	৩২.৫০	১ (১০০.০০)	৩২.৫০ (১০০.০০)
	(25) Laboratory thermometer (with calibration certificate traceable to NIST or other international metrology institute)	No.	৩	১.৮৪	৩ (১০০.০০)	১.৮৪ (১০০.০০)
	(26) Humidity Meter to monitor the laboratory room conditions (with calibration certificate traceable to NIST or other)	No.	৩.	১.২৬	৩ (১০০.০০)	১.২৬ (১০০.০০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (বৈঃমুঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
	(27) Ultrasonic Bath	No.	২	৪.৭৮	২ (১০০.০০)	৪.৭৮ (১০০.০০)
	(28) Hydrogen Rich Water Generator	No.	১	৪.৯৫	১ (১০০.০০)	৪.৯৫ (১০০.০০)
	(29)Low Resolution NMR Analyzer	No.	১	৭৭.০০	১ (১০০.০০)	৭৭.০০ (১০০.০০)
	(30) Muffle Furnace (0-1500 o C)	No.	১	৩.২৩	১ (১০০.০০)	৩.২৩ (১০০.০০)
	(31) Thermostatic Water bath with circulated system	No.	২	৮.৪০	২ (১০০.০০)	৮.৪০ (১০০.০০)
	(32) Mixer Blender	No.	২	০.৮০	২ (১০০.০০)	০.৮০ (১০০.০০)
	(33) Microwave Oven	No.	১	০.৫৮	১ (১০০.০০)	০.৫৮ (১০০.০০)
	(34) Soxhlet Apparatus with hot plate	No.	১	১.৮৪	১ (১০০.০০)	১.৮৪ (১০০.০০)
	(35) Micro Kjeldal Apparatus	No.	১	০.৫০	১ (১০০.০০)	০.৫০ (১০০.০০)
	(36) Clinical Type Centrifuge (table top) 10 mL capacity, at least 3000 rpm speed.	No.	১	২.০০	১ (১০০.০০)	২.০০ (১০০.০০)
	(37) Heating Mantle	No.	২	১.২০	২ (১০০.০০)	১.২০ (১০০.০০)
	(38) Tools, laboratory safety devices and auxiliary instruments for CRM	Set	১	৫৬.০০	১ (১০০.০০)	৫৬.০০ (১০০.০০)
	(39) Glassware	Set	১	২১.১২	১ (১০০.০০)	২১.১২ (১০০.০০)
	(40) Volumetric Flasks Accuracy Class -A for Volume Calibration (Set of 08 pcs)	No.	২	১.২৮	২ (১০০.০০)	১.২৮ (১০০.০০)
	(41) Volumetric Flasks Accuracy Class -E1 for Volume Calibration (Set of 08 pcs)	No.	১	০.৬৪	১ (১০০.০০)	০.৬৪ (১০০.০০)
	(42) Standard Pipettes with calibration certificates for Volume Calibration (10, 25, 50, 100 mL)	No.	২	০.৬৪	২ (১০০.০০)	০.৬৪ (১০০.০০)
	(43) Standard Burettes with calibration certificates for Volume Calibration (1, 2, 5, 10, 25 mL)	No.	২	১.২৮	২ (১০০.০০)	১.২৮ (১০০.০০)
	(44) Precision Digital Thermometer	No.	১	১৯.১০	১ (১০০.০০)	১৯.১০ (১০০.০০)
	(45) Digital Multi meter 8 1/2 Digits	No.	১	১২.৭৪	১ (১০০.০০)	১২.৭৪ (১০০.০০)
	(46) Thermometer and Recorder	No.	২.	১.৪৮	২ (১০০.০০)	১.৪৮ (১০০.০০)
	(47) Resistance Temperature Recorder	No.	২	২.৫৪	২ (১০০.০০)	২.৫৪ (১০০.০০)
	(48) Stopwatch	No.	২	০.২৪	২ (১০০.০০)	০.২৪ (১০০.০০)
	(49) Flow meter	No.	২	৫.১০	২ (১০০.০০)	৫.১০ (১০০.০০)
	(50) Digital temperature indicator	No.	২	৫.১০	২ (১০০.০০)	৫.১০ (১০০.০০)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (বৈঃমুঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
	(51) Quartz fiber filter paper	No.	২	০.৩৬	২ (১০০.০০)	০.৩৬ (১০০.০০)
	(52) Holmium filter with Traceable to NIST Certificate	No.	১	০.৪৭	১ (১০০.০০)	০.৪৭ (১০০.০০)
	(53) Didymium filter with Traceable to NIST Certificate	No.	১	০.৪৭	১ (১০০.০০)	০.৪৭ (১০০.০০)
	(54) Polystyrene film with Traceable to NIST Certificate	No.	১	০.৪৭	১ (১০০.০০)	০.৪৭ (১০০.০০)
	(55) Calibration System for Polarimetry & Refractometry	No.	১	৩৯.৮৭	১ (১০০.০০)	৩৯.৮৭ (১০০.০০)
	(56) CRM QC System-Differential Scanning Calorimetry	No.	১	৬৮.২৫	১ (১০০.০০)	৬৮.২৫ (১০০.০০)
৫।	যানবাহন					
	A specialized vehicle	No.	১	৩০.০০	১ (১০০.০০)	৩০.০০ (১০০.০০)
৬।	ফার্ণিচার					
	Executive Table	No.	২০	১.৯৫	২০ (১০০.০০)	১.৯৫ (১০০.০০)
	Revolving Chair	No.	৫	০.৪৩	৫ (১০০.০০)	০.৪২ (৯৭.৭৬)
	Guest Chair	No.	১০	০.৫১	১০ (১০০.০০)	০.৪৮
	Lab Chair	No.	২০	১.১৮	২০ (১০০.০০)	১.১৮
	Lab Table with Cabinet	No.	৫১	২৫.৩৪	৫১ (১০০.০০)	২৫.২২ (৯৯.৫২)
	Computer Table	No.	৫	০.৩০	৫ (১০০.০০)	০.৩০ (১০০.০০)
	Computer Chair	No.	৫	০.২৭	৫ (১০০.০০)	০.২৭ (১০০.০০)
	Document Shelf	No.	৬	০.৯০	৬ (১০০.০০)	০.৯০ (১০০.০০)
	Book Shelf (large)	No.	২	০.১৭	২ (১০০.০০)	০.১৭ (১০০.০০)
	Filing Cabinet	No.	৩	০.২৫	৩ (১০০.০০)	০.২৫ (১০০.০০)
	Laboratory Sink with complete fittings	No.	৬	০.৩২	৬ (১০০.০০)	০.৩২ (১০০.০০)
	Rack for Reagent and chemical	No.	১০	১.৫৭	১০ (১০০.০০)	১.৫৭ (১০০.০০)
	Chair for Training Room	No.	২৫	১.৭৫	২৫ (১০০.০০)	১.৭৫ (১০০.০০)
	Round Table for Training Room	No.	১	০.৩৮	১	০.৩৮ (১০০.০০)
	Auditorium Chair	No.	১৮০	১৮.০০	১৮০ (১০০.০০)	১৮.০০ (১০০.০০)
	Auditorium Dias Chair	No.	৭	১.৪০	৭ (১০০.০০)	১.৪০ (১০০.০০)
৭।	অফিস ইকুইপমেন্ট					
	Computer with printer & UPS	No.	৫	৭.৫০	৫ (১০০.০০)	৭.৪৮ (৯৯.৭৩)
	Laptop	No.	১	১.৫০	১ (১০০.০০)	১.৪৪ (৯৬.০০)
	Internet Connection with LAN	Set	১ সেট	১.২০	১ সেট	১.২০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক (বৈঃমুঃ)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
	facility				(১০০.০০)	(১০০.০০)
	Heavy Duty Photocopier	No.	১	১.১০	১ (১০০.০০)	১.০৫ (৯৫.৪৫)
	Multimedia Projector with screen	No.	১	১.৪০	১ (১০০.০০)	১.৩৫ (৯৬.৪২)
	Telephone & Fax	No.	১	১.০৫	১ (১০০.০০)	১.০৫ (১০০.০০)
	Scanner	No.	১	০.০৫	১ (১০০.০০)	০.০৫ (১০০.০০)
	Audio Conferencing system with 15 microphones for training room and mega phone for training room	Set	১ সেট	২.৪০	১ সেট (১০০.০০)	২.৪০ (১০০.০০)
	Electronic Card System	Set	১ সেট	৩.০০	১ সেট (১০০.০০)	৩.০০ (১০০.০০)
	CCD Camera	No.	২০	৩.০০	২০ (১০০.০০)	৩.০০ (১০০.০০)
	PABX System	Set	১ সেট	১.০০	১ সেট (১০০.০০)	১.০০ (১০০.০০)
৮।	CD VAT			৪১.৬০		৪১.৬০ (১০০.০০)
৯।	Others/Misc.			০.৩০		০.৩০ (১০০.০০)
	মোট			২৯০৪.০০		২৮৯১.৮৪ (৯৯.৫৮)

০৬। <u>প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **<u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯০৪.০০ লক্ষ টাকা । তার বিপরীতে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমান ২৮৯১.৮৪ লক্ষ টাকা যা মোট ব্যয়ের ৯৯.৫৮%।

৭.১। **<u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>** ২০০৫ সালের পর WTO এর অধীনে Post MFA (Multifibre Agreement) চালু হয়। উম্মুক্ত বিশ্ববাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে এবং রপ্তানী বহুমুখীকরনে (Export Diversification) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের গুন (Quality) ও মান (Standard) নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালে Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT) এবং Sanitary & Phyto Sanitary (SPS) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ব্যাপক অশুল্ক বাঁধার মুখে পড়েছে। এ জন্য বাংলাদেশের পরীক্ষাগারে পণ্যের গুণ ও মান তথা সাদৃশ্য নির্ধারান-নিরূপণে (Conformmity assessment through laboratory accreditation) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পদ্ধতি অনুসরণ জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশের বিভিন্ন পরীক্ষাগারসমূহের (বিএসটিআই, বিসিএসআইআর , আণবিক শক্তি কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) সরকার এক্রিডিটেশন সনদ প্রদান করতে গত ১৬ জুলাই, ২০০৬ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন আইন ২০০৬ প্রণয়ন করেছে। এ আইনের আওতায় পণ্যের গুন ও মান নিয়ন্ত্রণ, সাদৃশ্য নির্ধারণ/নিরুপণে নিয়োজিত সকল ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মান (ISO17025) অনুযায়ী পরিচালিত ও এক্রিডিটেশন সনদ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে বিসিএসআইআর এর নিজস্ব ক্যাম্পাসে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী পরীক্ষাগার স্থাপনের লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u> (ক)** এ্যাক্রিডেটেড, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ক্যালিব্রেশন সার্ভিসের উন্নয়ন, (খ) ট্রেসিবল, কেমিক্যাল-মেট্রোলজি সার্ভেসের উন্নয়নঃ ক্যালিব্রেশন/ডেলিডেশন অব কেমিক্যাল টেস্টিং মেথডস, (গ) ইকুইপমেন্ট কোয়ালিফিকেশনস সেবা প্রদানঃ ডিজাইন কোয়ালিফিকেশন, ইনস্টলেশন কোয়ালিফিকেশন, অপারেশন কোয়ালিফিকেশন ইত্যাদি, (ঘ) ISO/IEC 17025 অনুসরণে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে পরিমাপ বিজ্ঞান গবেষণাগারের কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং এনালাইটিক্যাল ইনস্ট্রুমন্টেশন উন্নয়ন এবং (ঙ) কেমিক্যাল মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড ক্যালিব্রেশন, এনালাইটিক্যাল সায়েন্স এন্ড ল্যাবরেটরি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা ।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ** প্রকল্পটি ২২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২২/০৬/২০০৮ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে ২৪২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করা হয়। আবারও প্রকল্পটি ২য় বারের মত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৯০৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.৪.১ প্রকল্পের সমাপনান্তে পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ গত ০৮ মে, ২০১৩ তারিখে জনাব আকমল হোসেন, পরিচালক এবং জনাব আসাদুজ্জামান রিপন, সহকারী পরিচালক, আইএমইডি প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত ল্যাবরেটরী সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালক ডঃ মালা খান উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন। প্রকল্প সংশিষ্ট মূল উপাদান (Core Component) সামগ্রীর মধ্যে বৈদেশিক মূদ্রায় চৌদ্দ রকমের ইকুইপমেন্ট এবং স্থানীয় মুদ্রায় ছাপ্পান্নটি ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়। লক্ষ্য করা হয় যে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত প্রতিটি ইকুইপমেন্টই সনাক্তকরণ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ছিল ফলে সহজেই অনুমিত হয় যে ল্যাবরেটরীর ইকুইপমেন্ট গুলো বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয়কার্জ উন্মুক্ত দরপদ্ধতি অনুসরণে করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজ হিসাবে ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ ছাড়াও পূর্বপার্শ্বে সীমানা প্রাচীর দেয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়। এ রূপ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সরাসরি কি ফলাফল পাওয়া গেছে এমন প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের সমর্থনে জানান যে প্রকল্প মেয়াদে ৩১টি R&D (Research & Development) কাজ নেয়া হয়েছে যার অধিকাংশ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। Chemical Metrology and Calibration এর উপর দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

৭.৪.২। মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে নীচে প্রকল্পের ডিপিপিতে সংশোধিত এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্ত, বাৎসরিক ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রদর্শন করা হলোঃ

	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্ত	ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
২০০৮-২০০৯	২০০.০০	২০০.০০	১৯৮.৭৮	৬.৮৭%	
২০০৯-২০১০	১০৮৯	১০৮৯.০০	১০৮২.৫৮	৩৭.৪৪%	
২০১০-২০১১	১৩৯৫.০০	১৩৯৫.০০	১৩৯৪.১১	৪৮.২১%	
২০১১-২০১২	২২০.০০	২১৭.২৪	২১৬.৩৬	৭.৪৮%	
মোট	২৯০৪.০০	২৯০১.২৪	২৮৯১.৮৪	১০০%	

উপরোক্ত ছক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিগত ০৪ বছরে অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ২৯০১.২৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় করা হয়েছে ২৮৯১.৮৪ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত ৯.৪০ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৭.৫। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনাঃ

	নাম, পদবী	পূর্ণ/খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
১		২	৩	৪	৫
১।	ড. মালা খান সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার	খন্ডকালীন	০৪-০৬-২০০৮	৩০-০৬-২০১২ (শেষঅবধি ছিলেন)	

৭.৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণঃ

কর্মকর্তাদের বেতনঃ প্রকল্পের রাজস্ব খাতে ৮ জন কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল ১২.১৭ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে ০৬ জন কর্মকর্তার বেতন বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ৯.৩৩ লক্ষ টাকা যার বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে ৭৫% এবং ৭৬.৬৬%।

কর্মচারীদের বেতনঃ ৬ জন কর্মচারীর বেতন খাতে বরাদ্দ ছিল ১৫.০৮ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১৪.৫০ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.১৫%)।

সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসঃ সাপ্লাই এন্ড সার্ভিস খাতে ডিপিপিতে থোক বরাদ্দ ছিল ২৪৭.০৬ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে এ খাতে ব্যয় হয়েছে ২৪০.১৮ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৬০%)।

বৈদেশিক মুদ্রায় ও স্থানীয় মুদ্রায় ক্রয়কৃত ইকুইপমেন্টঃ প্রকল্পের পিসিআর এর তথ্যে দেখা যায় বৈদেশিক মুদ্রায় ও স্থানীয় মুদ্রায় ক্রয়কৃত ইকুইপমেন্টগুলি ডিপিপিতে যে টাকার সংস্থান ছিল সে অনুযায়ী তা ক্রয় করা হয়েছে । এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অংগের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএসঃ অফিস ইকুইপমেন্ট খাতে কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস'র জন্য বরাদ্দ ছিল ৭.৫০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৭.৪৮ লক্ষ টাকা যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৩%।

ল্যাপটপঃ ল্যাপটপ খাতে বরাদ্দ ছিল ১.৫০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১.৪৪ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.০০%)।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও Scanner: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও Scanner খাতে ১.৪০ লক্ষ টাকা সংস্থানে মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১.৩৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৪২%)।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে	অর্জিত
(ক) এ্যাক্রিডেটেড, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ক্যালিব্রেশন সার্ভিসের উন্নয়ন	(ক) ২০,০০০ বর্গ মিটার জায়গা উন্নয়ন করে ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানের উপর ভিত্তি করে সমন্বিত গুনাগুন (Quality Management) ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।
(খ) ট্রেসিবল, কেমিক্যাল, মেট্রোলজি সার্ভেসের উন্নয়নঃ ক্যালিব্রেশন/ডেলিডেশন অব কেমিক্যাল টেস্টিং মেথডস,	(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে Need assessment , SWOT analysis করার দক্ষতা অনেকখানি অর্জিত হয়েছে। ফলে বিশেষ করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের পথ সুগম হয়েছে। খাদ্য, পানীয়, কোমল পানীয় কেমিক্যাল মেট্রোলজিক্যাল ট্রাসিবিলিটি প্রয়োগের লক্ষ্যে পঞ্চাশ প্রকারের পদ্ধতি গ্রহন এবং কার্যকর করা হয়েছে। কেমিক্যাল মেট্রোলজি সার্ভিস নিশ্চতকরণে দুশ'র অধিক রেফারেন্স মেথড গ্রহণ করা হয়েছে।
(গ) ইকুইপমেন্ট কোয়ালিফিকেশনস সেবা প্রদানঃ ডিজাইন কোয়ালিফিকেশন, ইনস্টলেশন কোয়ালিফিকেশন, অপারেশন কোয়ালিফিকেশন ইত্যাদি,	(গ) বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ইকুইপমেন্ট কোয়ালিফিকেশনস সেবা প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে। ফলে ইতোমধ্যেই অভ্যন্তরীন ও বহিরাগত সেবা গ্রহীতা ল্যাব ও শিল্প প্রতিষ্ঠান DQ. IQ. OQ . PQ সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
(ঘ) ISO/IEC 17025 অনুসরণে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে পরিমাপ বিজ্ঞান গবেষণাগারের কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং এনালাইটিক্যাল ইনস্ট্রুমন্টেশন উন্নয়ন এবং	Bangladesh Accreditation Board, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্প ও গবেষণা পরিষদ এবং আব্দুল মোনেম বেভারেজ লিঃ এর কর্মকর্তা ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের ১৪০০ ঘন্টার অধিক সময়ের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(ঙ) কেমিক্যাল মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড ক্যালিব্রেশন, এনালাইটিক্যাল সায়েন্স এন্ড ল্যাবরেটরি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা ।	গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে একত্রিশ (৩১) টি কাজ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং জুন, ২০১২ পর্যন্ত সকল কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৯। উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ উদ্দেশ্যে পুরাপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। **সমস্যাঃ**

১০.১। নবনির্মিত ল্যাবরেটরীকে কার্যক্ষম রাখতে রাজস্ব খাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নেই বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বিসিএসআইআর এর ৬জন নিজস্ব কর্মকর্তা ল্যাবরেটরীতে কর্মরত আছেন। জিওবি অর্থে নির্মিত অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরীটি Operational/ Functional রাখতে হলে এবং সর্বোপরি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ল্যাবের দক্ষতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।

১০.২ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিধান আছে। কিন্তু এ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণে বিলম্ব হয়েছে। যা কাম্য নয়।

১১। **সুপারিশঃ**

১১.১। জিওবি অর্থে নির্মিত অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরীটি Operational /Functional রাখতে হলে রাজস্ব খাতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করার ব্যাপারে বাংলাদেশ শিল্প গবেষণা পরিষদ ও সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১১.২। যথাসময়ে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রণয়ন করে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং থাকা আবশ্যক।

"টুলস ও বায়ো-মেটালিক ইমপ্ল্যান্টের জন্য বস্তুর উন্নয়ন"
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১.০ প্রকল্প পরিচিতি

১.১	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়:	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
১.২	নির্বাহী সংস্থা :	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ
১.৩	প্রকল্পের অবস্থান :	পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ড. কুদরত-ই-খোদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

১.৪ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য :

১.৪.১ পটভূমি

- বাংলাদেশে টুলস এবং বায়ো-মেটালিক বস্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের সকল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাদের লেদ মেশিন, মিলিং মেশিন, শেপার মেশিন, প্ল্যানার মেশিন, গ্রাইন্ডার মেশিন, ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকার টুলস ব্যবহার করছে। ধাতব ও অধাতব, উভয় ধরনের টুলস ও ডাই ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সকল টুলসের প্রায় সবই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ধাতব টুলস বিভিন্ন ধরনের টুল স্টিল, যেমনঃ হাই-স্পিড স্টিল, শক রেসিস্টিং টুল স্টিল, কোল্ড ওয়ার্ক টুল স্টিল, হট ওয়ার্ক টুল স্টিল, এবং মোল্ড স্টিল। অন্যদিকে, অধাতব টুলস হিসেবে স্টেলাইটস, সিমেন্টেড কার্বাইডস, অক্সাইডস, বোরাইডস, ইত্যাদি ব্যাপকভাবে আমদানি ও ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রচুর পরমাণ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে এ সকল ধাতব-অধাতব মূল্যবান টুলস ব্যবহার করছে; অথচ এ সকল টুলস স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব।

- বায়ো-মেটালিক বস্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো অস্থি রোগ-সংশ্লিষ্ট চিকিৎসায় হাঁড় প্রতিস্থাপন/প্রোথিতকরণ (হিপ জয়েন্ট, প্রোসথেসিস, নখ, স্ক্রু, প্লেট, প্রভৃতি), এবং দাঁতের পরিবর্তন/ফিলিং/ক্যাপিং-এর কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলো ধাতব-অধাতব উভয়ই হতে পারে। টাইটেনিয়াম সংকর, স্টেইনলেস স্টিল, এলুমিনা, জিরকনিয়া, এইচএপি, টিসিপি, ইত্যাদি ইমপ্ল্যান্টের কাজে বহুল ব্যবহৃত। দাঁতের কাজে ব্যবহৃত হয় পলিমার/সিরামিক-ভিত্তিক কম্পোজিট। এ সকল বস্তুও স্থানীয়ভাবে তৈরি করা সম্ভব।

- দেশের নির্মাণ খাতে হালকা প্রকৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপ-খাত। বিস্তৃত পরিসরে স্পেয়ার পার্টস, ঢালাই, মোল্ড ও ডাই, পাইপলাইন ফিটিং, হালকা যন্ত্র, ইত্যাদি প্রস্তুত করে এ খাত দেশের শিল্প ও কৃষিসহ অন্যান্য সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়ে আসছে। হালকা প্রকৌশল খাত শিল্পায়নের মৌলিক চাহিদা পূরণে এবং অন্যান্য শিল্প সচল রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে স্পেয়ার পার্টস আমদানি করে থাকে। এ দেশের হালকা প্রকৌশল খাতে কতিপয় সমস্যা রয়েছে, যা অনুকরণ প্রকৌশল সুবিধা (Reverse Engineering Facilities) সৃষ্টির মাধ্যমে সমাধা করা সম্ভব। টুলস ও বায়ো-মেটালিক বস্তুর উন্নয়নে ব্যবহৃত সুবিধাদির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে হালকা প্রকৌশল খাতকে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে, টুলস ও বায়ো-মেটালিক বস্তুর উপর গবেষণা, এবং টুলস ও বায়ো-মেটালিক বস্তুর উৎপাদন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১.৪.২ উদ্দেশ্য

- ধাতব ও অধাতব পদার্থ থেকে টুলস/ডাই এবং মানব ইমপ্ল্যান্ট (হাঁড়) এর জন্য বস্তুর উন্নয়ন;
- টুলস/ডাই এবং মানব ইমপ্ল্যান্ট গবেষণার জন্য সুসজ্জিত অত্যাধুনিক গবেষণাগার সুবিধাদি প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের হালকা প্রকৌশল খাত-কে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুকরণ প্রকৌশল পরীক্ষাগার (Reverse Engineering Facilities) স্থাপন; এবং

- জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ।

১.৫ প্রকল্পের অর্থায়ন: সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অনুদান।

২.০ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ এবং অংগভিত্তিক অগ্রগতি

২.১ প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ: সারণী-০১ ও ০২ দ্রষ্টব্য।

সারণী-০১

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	মূল অনুমোদিত	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম সংশোধিত)		
মোট	১০০০.০০	১০৯০.৪৩	৯৬০.৬৩	(-) ৩৯.৩৭ (-৩.৯৪%)
জিওবি	১০০০.০০	১০৯০.৪৩	৯৬০.৬৩	(-) ৩৯.৩৭ (-৩.৯৪%)
প্রকল্প সাহায্য	--	--	--	--

সারণী-০২

ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল অনুমোদিত	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম সংশোধিত)		
জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২	জানুয়ারি, ২০১০ থেকে জুন, ২০১২	-- (০.০০%)

২.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি

প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের সংস্থান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ প্রদর্শিত তথ্য, এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সারণী-০৩-এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণী-০৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব অংশ						
০১	পরামর্শ সেবা	জনমাস	৩২	১০.১২	৩২	১০.১২
০২	গাড়ি ভাড়া	--	থোক	৬.২০	থোক	৬.২০
০৩	গবেষণা ব্যয়	--	থোক	১২.০০	থোক	১২.০০
০৪	শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ ব্যয়	--	থোক	২১.১২	থোক	২১.১২
০৫	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	--	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০
০৬	বীমা/ব্যাংক চার্জ	--	থোক	১৭.২৯	থোক	১৭.২৯
০৭	টেলিফোন-টেলিগ্রাম / মুদ্রণ ও প্রকাশনা / স্টেশনারি, সিল, ও স্ট্যাম্প / বইপত্র ও সাময়িকী / সেমিনার-কনফারেন্স / প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন / আপ্যায়ন ব্যয় / পরিবহন ব্যয় / অনিয়মিত শ্রমিক / সম্মানীভাতা-ফি-পারিশ্রমিক /কপি-অনুলিপি ব্যয় / কমিটি মিটিং-কমিশন / অন্যান্য ব্যয়	--	থোক	২৭.০১	থোক	২৭.০১
০৮	মেরামত, সংরক্ষণ, ও পুনর্বাসন	বর্গমিটার	৫৯৩.৪০	৪৮.২৩	৫৯৩.৪০	৪৮.২৩
	উপ-মোটঃ (ক)	--	--	১৭১.৯৭	--	১৭১.৯৭

(খ) মূলধন অংশ						
০৯	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	ইউনিট/সেট	৩০	৭৪০.৭৬	৩০	৭৪০.২৫
১০	কম্পিউটার-অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র	সংখ্যা	৬৯	১৯.২০	৬৯	১৯.১৯
১১	মূলধন খাত সিডি-ভ্যাট	--	থোক	১৫৬.০০	থোক	২৬.৭২
১২	বিবিধ মূলধন ব্যয়	--	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
	উপ-মোটঃ (খ)	--	--	৯১৮.৪৬	--	৭৮৮.৬৬
	সর্বমোট (ক+খ)	--	--	১০৯০.৪৩	--	৯৬০.৬৩

তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৪ ও ০৫

৩.০ প্রকল্পের আওতায় কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ

প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে; কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৪.০ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি

আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়/পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছেঃ

- ✓ প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ✓ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✓ পিইসি, ডিপিইসি, পিআইসি, এবং পিএসসি সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ✓ Random Selection-এর ভিত্তিতে কতিপয় কাজের দরপত্র পর্যালোচনা;
- ✓ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- ✓ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা।

৫.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

৫.১ অনুমোদন

আলোচ্য প্রকল্পের উপর গত ০৮-১০-২০০৯খ্রিঃ তারিখে 'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি' সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটি'র সুপারিশের আলোকে মোট ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গত ১৯-০১-২০১০খ্রিঃ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ২৫-০১-২০১০খ্রিঃ তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়।

৫.২ প্রথম সংশোধন

পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ব্যয় ৯০.৪৩ লক্ষ টাকা (প্রায় ৯%) বৃদ্ধি করে মোট ১০৯০.৪৩ লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী গত ১০-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটির সংশোধিত প্রস্তাবনা অনুমোদন করেন। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' (পৃষ্ঠা নং-১৪) অনুসারে নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়ঃ

- ✓ ইউরো এবং ডলারের বিপরীতে টাকা'র মূল্যমান হ্রাস পাওয়ার দরূণ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়তব্য যন্ত্রপাতির ব্যয় বৃদ্ধি;
- ✓ সরবরাহ ও সেবা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি;
- ✓ মেরামত, সংরক্ষণ, ও পুনর্বাসন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি; এবং
- ✓ এয়ারকুলার, ডিহিউমিডিফাইয়ার স্থাপন এবং থ্রি-ফেইজ বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ অন্তর্ভুক্তি।

☞ *লক্ষণীয়*

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে পাওয়া যায় নি। অধিকন্তু, মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত প্রকল্পের অনুকূলে জারিকৃত প্রশাসনিক অনুমোদনও এ বিভাগে পাওয়া যায় নি।

৬.০ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি, এবং ব্যয়

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বছরওয়ারি খাতভিত্তিক আর্থিক ব্যয়ের বিভাজন উল্লেখ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মোট ০৩টি আর্থিক বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে; যার মধ্যে ৯৬৬.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে মোট ৯৬০.৬৩ লক্ষ টাকা; যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৮৮.১০% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের প্রায় ৯৯.৪৪%।

সারণী-০৪

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০০৯-২০১০	১৮৩.০০	১৮৩.০০	--	১৮৩.০০	১৮১.৯৮	১৮১.৯৮	--
২০১০-২০১১	৫৮৮.০০	৫৮৮.০০	--	৫৮৮.০০	৫৮৭.৯২	৫৮৭.৯২	--
২০১১-২০১২	২১৭.০০	২১৭.০০	--	১৯৫.০০	১৯০..৭১	১৯০..৭১	--
সর্বমোট	৯৮৮.০০	৯৮৮.০০	--	৯৬৬.০০	৯৬০.৬১	৯৬০.৬১	--

তথ্যসূত্রঃ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০০৯-২০১২ এবং 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৮

☞ *লক্ষণীয়*

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ-সংক্রান্ত তথ্যে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকন্তু, প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনটিতে প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে দু'রকম তথ্য পাওয়া যায়। প্রতিবেদনের ০৩নং ও ০৫নং পৃষ্ঠাসমূহে প্রকৃত ব্যয় উল্লেখ আছে ৯৬০.৬৩ লক্ষ টাকা এবং ০৮নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ৯৬০.৬১ লক্ষ টাকা। সঠিক তথ্য-সংবলিত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' প্রণয়নে প্রকল্প পরিচালক এবং মন্ত্রণালয়ে-কে আরও যত্নবান হওয়া উচিৎ ছিল।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

প্রকল্প পরিদর্শনকালে অব্যয়িত অর্থ ফেরতের চালানসমূহ পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বছরওয়ারি অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দান করা হয়েছে।

৭.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

৭.১ প্রকল্পটি বিজ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর ০১ (এক) জন কর্মকর্তা সংস্থার নিজস্ব রাজস্ব বাজেটের অধীনে তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। অনুমোদিত ডিপিপি এবং 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের জন্য বিসিএসআইআর এর মোট ১০ (দশ) জনবলকে [০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তাঃ প্রকল্প পরিচালক-০১ জন, সিনিয়র প্রকৌশলী-০২ জন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/প্রকৌশলী-০২ জন, এক্সপেরিমেন্টাল কর্মকর্তা-০১ জন) এবং ০৪ (চার) জন কর্মচারি (সিনিয়র টেকনিশিয়ান-০১ জন, জুনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল কর্মকর্তা-০১ জন, ল্যাবরেটরি এটেন্ডেন্ট-০২ জন)] তাঁদের মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকল্প পরিচালক-সম্পর্কিত তথ্য নিচের সারণীতে সন্নিবেশিত হলো।

সারণী-০৫

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি, ও বেতন স্কেল	নিয়োগের ধরন	একের অধিক প্রকল্পে নিয়োজিত	কার্যকাল	
				যোগদান	বদলি
০১।	ড. আব্দুল গফুর সিনিয়র প্রকৌশলী পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা। (বেতন স্কেলঃ টাঃ ২২,৫০০-৩১,২৫০/-)	খন্ডকালীন	X	০৮-০২-২০১০	৩০-০৬-২০১২
				তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৫	

৭.২ অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)' গঠন করা হয়। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বুয়েট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর সংশ্লিষ্ট শাখা/বিভাগ থেকে প্রতিনিধি সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। প্রকল্প পরিচালক কমিটি'র সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে মোট ০৪টি পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৭.৩ এছাড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, বুয়েট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর সংশ্লিষ্ট শাখা/বিভাগ থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)' গঠন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক কমিটি'র সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে মোট ১০টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

☞ *লক্ষণীয়*

সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, ও সংশোধন পদ্ধতি-সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসারে অর্থ বিভাগের 'জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি'র সুপারিশ মোতাবেক প্রকল্পের জন্য জনবল নিয়োগ করার বিধান আছে; কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পে জনবল নিয়োগের বিষয়ে উক্ত কমিটি'র কোন সুপারিশ অনুমোদিত ডিপিপিতে পাওয়া যায় না। প্রকল্প প্রণয়নের প্রারম্ভেই উক্ত কমিটি'র সভা আয়োজনপূর্বক কমিটি'র সুপারিশ ডিপিপিতে সংযুক্ত করে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করা উচিৎ ছিল, যা এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় নি বলে প্রতীয়মান হয়।

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ

৮.১ প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত ঘোষিত হয় এবং এর 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' গত ২৪-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সাব-সেক্টরে পাওয়া যায়। প্রকল্পটি'র সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের সহকারী পরিচালক, জনাব রনি রহমান কর্তৃক গত ২১-০৮-২০১৩খ্রিঃ তারিখে ঢাকা'র ধানমন্ডি-তে অবস্থিত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ-এর পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এ বাস্তবায়িত অংশ সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, ড. আব্দুল গফুর, সিনিয়র প্রকৌশলী, পিপিএন্ডপিডিসি; এবং পিপিএন্ডপিডিসি-এর সিনিয়র প্রকৌশলী-নাহিদ শারমিন, প্রকৌশলী- জনাব মোঃ রাকিবুল কাদির, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে উপস্থিত থেকে সার্বিক সহায়তা করেন। পরিদর্শনকালে যন্ত্রপাতির সেবা গ্রহণকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গবেষক/শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

৮.২ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন

সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৯০.৪৩ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুসারে প্রকল্পটির আওতায় মোট ব্যয় হয়েছে ৯৬০.৬৩ লক্ষ টাকা। এ হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৮৮.১০%। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.৩ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের অনুমোদিত খাতওয়ারি বাস্তবায়ন এবং অর্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ

৮.৩.১ রাজস্ব অংশ

- সরবরাহ ও সেবা

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতে মোট ১২৩.৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই (১০০%) ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

- ব্যাংক চার্জ

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতে মোট ১৭.২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

- পরামর্শ সেবা

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের আওতায় ৩২ (বত্রিশ) জনমাস এর জন্য মোট ১০.১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে পরামর্শ সেবা (৩২ জনমাস) গ্রহণ করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, দু'টি ভিন্ন কাজের জন্য দু'জন ব্যক্তি পরামর্শক (প্রতিক্ষেত্রে ১৬ জনমাস) নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগ-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণী-০৬

ক্র নং	পরামর্শ-সেবাকাজের নাম	ব্যক্তি/ফার্মের নাম ও ঠিকানা	জনমাস	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ডিপিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	চুক্তিমূল্য (টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১	Consultant for Non-Metallic Powders and Spares	অধ্যাপক এএসডব্লিউ কুর্নি ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল&স এন্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট, ঢাকা।	১৬	a) Recovery of alumina from fly ash from coal fired power plants; b) Recovery of alumina from aluminium foundry waste.	--	(৩০,০০০.০০ + ভ্যাট) / মাস	--
০২	Consultant for Non-Metallic Tools and Implants	অধ্যাপক একেএম বজলুর রশীদ ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল&স এন্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট, ঢাকা।	১৬	a) Zirconia toughened alumina tool inserts have been developed and sintered at 1200-1475° C; b) Insert properties have been measured and compared.	--	(২৫,০০০.০০ + ভ্যাট) / মাস	--
মোট			৩২		১০.১২		১০.১২

- রাসায়নিক দ্রব্যাদি

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে ২৫ প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য মোট ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অংশই (১০০%)

ব্যয় করে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো ক্রয় করা হয়েছে।

- গাড়ি ভাড়া
  অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে মোট ৬.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

- গবেষণা
  অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে মোট ১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*
পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় মোট ২৪টি গবেষণা কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণা-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণী-০৭

ক্র নং	গবেষণার নাম	গবেষণার সুনির্দিষ্ট বিষয়	গবেষণা থেকে অর্জন	প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের কাজে অবদান
০১	Recovery of Alumina from Fly Ash	Production procedure and parameter study	ক) দুইটি অধাতব পাউডার (এইচএপি ও এলুমিনা) উৎপাদন করা হয়েছে। মোজাইক স্টোন এবং বায়ো-অ্যাক্টিভ সিরামিক গ্লাস পাউডার এর জন্য প্রক্রিয়া প্রস্তুত করা হয়েছে; খ) ৫টি টুলস, ২টি স্পেয়ার পার্ট&স, ২টি ইমপ্ল্যান্ট, এবং ১টি ডেন্টাল ইমপ্ল্যান্ট এর প্রস্তুত প্রক্রিয়া সনাক্তকরনের উপর পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে; গ) আমদানির বিকল্প কম্পোসিট গিয়ার ম্যাটেরিয়াল উৎপাদন করা হয়েছে, এবং অধিকতর উৎকর্ষসাধন অব্যাহত আছে।	ক) পিপিএন্ডপিডিসি এর ওয়ার্কশ/গবেষণাগার ব্যবহারের মাধ্যমে এ সকল গবেষণা পরিচালনার মধ্য দিয়ে বিসিএসআইআর টুল&স, বায়ো-ম্যাটেরিয়াল, ইমপ্ল্যান্ট&স, অনুকরণ প্রকৌশল-সম্পর্কিত যে কোন প্রকার গবেষণা পরিচালনা করার সক্ষমতা অর্জন করেছে; খ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, হালকা প্রকৌশল খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান-কে প্রতিবছর কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
০২	Recovery of Alumina from Aluminum Dross	Production procedure and parameter study		
০৩	Recovery of Alumina from Clay	Production procedure and parameter study		
০৪	Sintering Properties of Alumina	Parameter study, characterization, comparison of properties		
০৫	Sintering Properties of Zirconia toughened Alumina	Parameter study, characterization, comparison of properties		
০৬	Development of Alumina and Higher Percentage Zirconia Composites	Parameter study, characterization, comparison of properties		
০৭	Development of Hydroxylapatite in Wet Chemical Process	Production procedure and parameter study		
০৮	Development of Hydroxylapatite in from Fishbone	Production procedure and parameter study		
০৯	Preparation and Characterization of Hydroxylapatite Powder and Temparature Effect in Sintering	Parameter study, characterization, comparison of properties		
১০	Optimization of Synthesized Nano	Parameter optimization,		

ক্র নং	গবেষণার নাম	গবেষণার সুনির্দিষ্ট বিষয়	গবেষণা থেকে অর্জন	প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের কাজে অবদান
	Hap/PLA Composite as Film	characterization, comparison of properties		
১১	Optimization of Synthesized Nano Hydroxylapatite (nHAp) and Poly Lactic Acid Composite for Scaffold Preparation	Parameter optimization, characterization, comparison of properties		
১২	Production and Characterization of Hydroxylapatite and MWCNT Composite	Parameter study, characterization, comparison of properties		
১৩	Evaluation of Tensile Bond Strength and Depth of Penetration 5^{th}, 6^{th}, and 7^{th} Generation Bonding System	Characterization, comparison of properties		
১৪	Compressive Strength, Fluoride Release, and Recharge of Glass Ionomer, Giomer, Compomer, and Resin Composites	Comparison of properties		
১৫	A Comparative Study on Accuracy and Reproducibility of Alginate and Addition Reaction Silicon as an Impression Material	Comparison of properties, development of alternative technology		
১৬	Development and Characterization of Antimicrobial Edible Films from Shrimp Chitosan	Development, Characterization, comparison of properties		
১৭	Process Development for Alumina Extraction from Aluminum Ash	Production procedure and parameter study		
১৮	Characterization and Up-gradation of Indigenous Clay Mineral	Characterization, comparison of properties		
১৯	Development of Dental Implants, their Properties, and Means of Application	Characterization, comparison of properties, development of alternative technology		
২০	Development of	Production		

ক্র নং	গবেষণার নাম	গবেষণার সুনির্দিষ্ট বিষয়	গবেষণা থেকে অর্জন	প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের কাজে অবদান
	Alumina Powder from Various Industrial Wastes, Formation of Tools from the Powder and Characterizaion	procedure and parameter study, characterization, comparison of properties		
২১	Development of Hap and Implants of Various Forms out of It	Production procedure and parameter study, characterization, comparison of properties		
২২	Development of Bio Active Glass and Its Characterization	Production procedure and parameter study, characterization, comparison of properties		
২৩	Comparison of Imported and Local Made Tools, the Production, and Treatment Procedure of Selected Imported Tools	Production procedure, characterization, comparison of properties, development of production process		
২৪	Characterization and Application of Porcelain and Sand Reinforced Polyester Composite	Development, characterization, comparison of properties		

- শিক্ষাসফর/প্রশিক্ষণ

  অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে মোট ২১.১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

প্রকল্পের আওতায় দশ দিনব্যাপী একটি বৈদেশিক শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়েছিল বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, শিক্ষাসফরটির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে অংশগ্রহণকারীদের সক্ষমতা উন্নয়ন। শিক্ষাসফরটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ০১ জন, পরিকল্পনা কমিশনের ০১ জন, আইএমইডি এর ০১ জন, এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ০৩ জনসহ মোট ০৬ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক শিক্ষাসফর-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণী-০৮

ক্র নং	বৈদেশিক শিক্ষাসফরের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ ও মেয়াদ	শিক্ষাসফর থেকে অর্জন	প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের কাজে অবদান	ডিপিপিতে বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়

					(লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)
০১	Study Tour at Five Universities/Research Institutes of India: 1. BECSU, Shibpur, Howrah; 2. Jadavpur University, Kolkata; 3. CGCRI, Kolkata; 4. NML, Jamshedpur, Jharkhand; and 5. Sree Chitra IMST, Thiruvananthapuram, Kerala	৩০/০১/২০১২-১০/০২/২০১২ ১০ দিন	টুল&স এবং বায়ো-মেটালিক ইমপ্ল্যান্ট সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে।	ক) প্রকল্পের গবেষণা কাজের জন্য অধিকতর স্পষ্ট ধারণা প্রয়োগ করে ফলাফল অর্জিত হয়েছে; খ) গবেষণার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করা হয়েছে।	২১.১২	২১.১২

⇨ *লক্ষণীয়*

'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ এতদ্সংক্রান্ত তথ্যে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

○ অন্যান্য ব্যয়

এছাড়া, 'টেলিফোন/টেলিগ্রাম' (০.৩১ লক্ষ টাকা); 'মুদ্রণ ও প্রকাশনা' (১.৫০ লক্ষ); 'স্টেশনারি, সিল, ও স্ট্যাম্প' (৪.০০ লক্ষ); 'বইপত্র ও সাময়িকী' (২.০০ লক্ষ); 'সেমিনার/কনফারেন্স/কর্মশালা' (৪.০০লক্ষ); 'প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন' (২.৫০ লক্ষ); 'আপ্যায়ন ব্যয়' (১.৫০ লক্ষ); 'পরিবহন ব্যয়' (১.২০ লক্ষ); 'অনিয়মিত শ্রমিক' (৩.৫০ লক্ষ); 'সম্মানীভাতা/ফি/পারিশ্রমিক' (১.৬০ লক্ষ); 'কপি-অনুলিপি ব্যয়' (১.০০ লক্ষ); 'কমিটি মিটিং/কমিশন' (২.৪০ লক্ষ); এবং 'বিবিধ' (১.৫০ লক্ষ) ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদিত আরডিপিপি'তে মোট ২৭.০১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ সকল কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অংশই (১০০%) ব্যয় হয়েছে।

☞ *লক্ষণীয়*

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ 'সরবরাহ ও সেবা' খাতের অধীনে উপর্যুক্ত উপ-খাতসমূহের ব্যয় একসাথে দেখানো হয়েছে; উপ-খাতওয়ারী ব্যয় প্রদর্শন করা হয় নি; ফলে কোন্ উপ-খাতে কত ব্যয় হয়েছে, তা বুঝা যাচ্ছে না। খাতটির অধীনে অনুমোদিত বিভিন্ন উপ-খাতের ব্যয় আলাদাভাবে প্রদর্শন করা উচিৎ ছিল।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

বইপত্র ও সাময়িকী-সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, অনুমোদিত আরডিপিপিতে বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ২.০০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করে মোট ৪৫টি বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় করা হয়েছে।

সেমিনার/কনফারেন্স/কর্মশালা-সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় দুই দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানী, গবেষক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, দেশের হালকা প্রকৌশল খাত, এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় সেমিনার/কর্মশালা-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণী-০৯

ক্র নং	কর্মশালার নাম	ভেন্যু	অনুষ্ঠানের তারিখ ও মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	কর্মশালা থেকে অর্জন	অংশগ্রহণকারীদের এ প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের কাজে অবদান	ডিপিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১	'International Workshop on Tools, Implant, and Bio-Materials'	পিপিএন্ডপিডিসি, বিসিএসআইআর, ঢাকা	১৭-১৮ মে, ২০১২ ০২ দিন	১৫০	টুলস, বায়ো-মেটালিক ইমপ্ল্যান্ট, বায়ো-মেডিক্যাল ডিভাইস, বায়ো-সেন্সর, ইমপ্ল্যান্টের ক্ষয়, ইমপ্ল্যান্ট ডিজাইন, দন্ত্য বস্তু, প্রাগ্রসর বস্তু, অনুকরণ প্রকৌশল প্রভৃতি বিষয়ে মতবিনিময়, সচেতনতা তৈরি, এবং তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে।	কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বক্তার নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্র, বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি, এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন প্রয়োগ সনাক্তকরণ করা হয়েছে। এছাড়া, স্থাপিত গবেষণাগার সুবিধাদি থেকে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার সহায়তা ও সেবা গ্রহণ করেছে।	৪.০০	৩.৯৯

- মেরামত, সংরক্ষণ, ও পুনর্বাসন

'প্রিসিশন ইন্সট্রুমেন্ট রুম', 'ফার্নেস রুম', 'ফাউন্ড্রি শপ', 'ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাব', এবং 'হিট ট্রিটমেন্ট শপ' এর প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতের অধীনে মোট ৪৮.২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অংশই (১০০%) ব্যয় করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

অনুমোদিত আরডিপিপিতে 'প্রিসিশন ইন্সট্রুমেন্ট রুম' এর জন্য ব্রিক ওয়ার্ক, প্লাস্টার ওয়ার্ক, ফ্লোর টাইলস, ওয়াল টাইলস, স্লাইডিং দরজা, আরসিসি ভাইব্রেশন-ফ্রি বেঞ্চ, এয়ারকুলার, ডিহিউমিডিফাইয়ার স্থাপন ও অন্যান্য কাজ; 'ফার্নেস রুম' এর জন্য ব্রিক ওয়ার্ক, প্লাস্টার ওয়ার্ক, ফ্লোর টাইলস, ওয়াল টাইলস, ডিস্টেম্পার, আরসিসি ভাইব্রেশন-ফ্রি বেঞ্চ স্থাপন ও অন্যান্য কাজ; 'ফাউন্ড্রি শপ' এর জন্য ব্রিক ওয়ার্ক, আরসিসি ওয়ার্ক, প্লাস্টার ওয়ার্ক, শাটারিং ওয়ার্ক, ডিস্টেম্পার, ফ্লোর টাইলস, ওয়াল টাইলস, স্লাইডিং দরজা, আরসিসি ভাইব্রেশন-ফ্রি বেঞ্চ, এয়ারকুলার, ডিহিউমিডিফাইয়ার স্থাপন ও অন্যান্য কাজ; 'হিট ট্রিটমেন্ট শপ' এর জন্য ব্রিক ওয়ার্ক, প্লাস্টার ওয়ার্ক, আরসিসি ওয়ার্ক, শাটারিং ওয়ার্ক, ফ্লোর টাইলস, ওয়াল টাইলস, টয়লেট নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ; এবং 'ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাব' এর জন্য প্লাস্টিক পেইন্ট, ডিস্টেম্পার, স্লাইডিং দরজা, আরসিসি ভাইব্রেশন-ফ্রি বেঞ্চ, এয়ারকুলার, ডিহিউমিডিফাইয়ার স্থাপন ও অন্যান্য কাজ এর সংস্থান ছিল।

☞ *লক্ষণীয়*

'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এর 'পার্ট-বি' এর ০৯নং অনুচ্ছেদে 'সংস্কার কাজ'-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয় নি।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

প্রতিটি ওয়ার্কশপ/গবেষণাগার পরিদর্শন করা হয়। অনুমোদিত আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কাজসমূহ সম্পাদন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সংস্কারকাজসমূহের গুণগত মান বাহ্য দৃষ্টিতে সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে, কতিপয় ওয়ার্কশপের কিছু স্থানে অপরিচ্ছন্ন অবস্থা নজরে আসে।

৮.৩.২ মূলধন অংশ

- সম্পদ সংগ্রহ

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ খাতের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৭৫৯.৯৬ লক্ষ টাকা। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী খাতটিতে মোট ব্যয় হয়েছে ৭৫৯.৪৪ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৯৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি

১০০%।

○ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

১৫ প্রকার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির (মোট ৩০ ইউনিট/সেট) বিপরীতে অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৭৪০.৭৬ লক্ষ টাকা। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী ৭৪০.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৯৩%। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে রয়েছে ০৩ সেট Induction Furnace, Induction Hardener/Arc Furnace and Vacuum Casting Unit; ০১ সেট Planetary Ball Mill and Accessories of Knife Mill; ০৩টি Heat Treating Furnace; ০২টি Furnace (1300°C); ০১টি 3 Zone Reduction Furnace/Vacuum Furnace; ০২টি Press, Forging Machine; ০২টি OES (Ferrous and Non-Ferrous); ০১টি XRD with SAXs; ০১ সেট TMA/DMA/Dilatometer and TG/DTA Accessories; ০১ সেট Electrometer with source, DMM and Corrosion Unit; ০৫ সেট Diamond Cutter/Cutting Unit, Microscope and Metallography set-up/Spin Coater Dip and Au/C Coater and Coating Thickness Gauge, Consumables, Oven, Incubator, Flame Photometer, and Ultrasonic Cleaners; ০৪ সেট Mold Hardness and Compressive Strength Tester; Extruder/Foundry Set-up, Hardness Tester, Data Logging System and Ultrasonic Cleaners; ০১ সেট Pot Mill Accessories; ০২টি Analytical Balance and Hot Plate; এবং ০১ সেট Software/Accessories for 1 Ton UTM।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

(ক) পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো বিভিন্ন গবেষণাগার/ওয়ার্কশপে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি যন্ত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক প্রতিটি যন্ত্রের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। প্রতিটি যন্ত্রই বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়।

(খ) সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের গায়ে যন্ত্রের নামসহ প্রকল্পের নাম লেখা থাকায় সেগুলো সনাক্তকরণ সহজতর হয়েছে।

○ কম্পিউটার-অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে ১১ প্রকারের বিভিন্ন আসবাবপত্র (মোট ৫৫টি) এবং বিভিন্ন কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম (মোট ১৪টি) ক্রয়ের জন্য মোট ১৯.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী এ দুই উপ-খাতের আওতায় মোট ১৯.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে (বরাদ্দের ৯৯.৯৪%) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে (বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)।

সংগৃহীত প্রধান প্রধান অফিস সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, মাইক্রো-ওভেন, ফ্রিজ, ডিপ-ফ্রিজ, ও অন্যান্য। আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে বুক-শেল&ফ, ফাইল ক্যাবিনেট, আলমিরা, এক্সেকিউটিভ টেবিল, কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার, ল্যাব টেবিল, ও ল্যাব চেয়ার।

☞ *লক্ষণীয়*

অনুমোদিত আরডিপিপি'তে 'কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম' এবং 'আসবাবপত্র' উপ-খাতদ্বয়ে ভৌত পরিমাণ ও বরাদ্দ পৃথকভাবে উল্লেখ থাকলেও মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ এ উপ-খাত দু'টি একত্রে দেখানো হয়েছে; ফলে উপ-খাত দু'টির আওতায় পৃথকভাবে কী পরিমাণ ক্রয় করা হয়েছে এবং কত ব্যয় হয়েছে, তা বুঝা যাচ্ছে না। উপ-খাত দু'টি আলাদাভাবে প্রদর্শন করা উচিৎ ছিল। এছাড়া, 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এর 'পার্ট-বি' এর ০৯নং অনুচ্ছেদে 'আসবাবপত্র' এবং 'কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম'-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয় নি।

⇨ *পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ*

সংগৃহীত আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের কোনটির গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন আছে, কোনটির গায়ে নেই। ফলে, যেগুলোর গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই, সেগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন্ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না।

- মূলধন খাত সিডি-ভ্যাট
  অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে মোট ১৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী উপ-খাতটিতে মোট ব্যয় হয়েছে ২৬.৭২ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের প্রায় ১৭.১৩%।

- বিবিধ মূলধন ব্যয়
  অনুমোদিত আরডিপিপি'তে এ উপ-খাতের অধীনে মোট ২.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী সম্পূর্ণ অংশই (১০০%) ব্যয় হয়েছে।

৯.০ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব-সংক্রান্ত তথ্য

৯.১ প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্যমতে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণী-১০

ক্র নং	হিসাবের শিরোনাম	খোলার তারিখ	জমাকৃত টাকা	সুদ (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	অবশিষ্ট
০১	Development of Materials for Tools and Biometallic Implant.	২৫-০৩-২০১০খ্রিঃ	৯,৭১,৬০,৬২৯.০০	২১,৭৫৮.০০	৯,৭১,৬০,৬২৯.০০	০০.০০

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত কর, মূসক, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ফি, ডাক মাশুল, ট্রান্সফার ফি, ক্লোসিং চার্জ, এবং অন্তঃশুল্ক বাবদ কর্তনকৃত ৭,৪৩০.০৬ টাকা সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ১৪,৩২৭.৯৪ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে।

১০.০ দরপত্র-সংক্রান্ত তথ্য

১০.১ দরপত্র-সংক্রান্ত নথি পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কাজ/নির্মাণকাজ এর ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা, ২০০৮ অনুসৃত হয়েছে কি-না, তা যাচাই করা। প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ থাকায় সময়ের সীমাবদ্ধতার নিরীখে Random Selection-এর ভিত্তিতে কয়েকটি প্যাকেজ এর দরপত্র-সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা হয়। মূলত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যাচাই করা হয়ঃ

বিষয়	মন্তব্য
পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'তে বাইরের সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভার কার্যবিবরনীতে একজন বাইরের সদস্যের স্বাক্ষর আছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সদস্যদের ঘোষণা আছে কি-না	√
'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের আলোকে NoA/কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কি-না	√

১০.২ পর্যবেক্ষণ

- বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (OES-Ferrous and Non-Ferrous/AAS) সরবরাহ ও স্থাপন

দুই ইউনিট OES-Ferrous and Non-Ferrous/AAS সরবরাহ ও স্থাপন কাজের জন্য ৩০-১১-২০১০খ্রিঃ ও ০১-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখে যথাক্রমে 'The Financial Express' ও 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় পুনঃদরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মাত্র ০১টি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ২৮-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয়। ছয় সদস্যবিশিষ্ট 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়, যেখানে দুইজন বহিঃসদস্য (বুয়েট) ছিলেন। ২৮-১২-২০১০খ্রিঃ এবং ৩০-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র যথাক্রমে ১ম ও ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দাখিলকৃত একমাত্র প্রতিষ্ঠানের দরপত্র কারিগরিভাবে যোগ্য বিবেচিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির উদ্ধৃত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ও ডিপিপি এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের আলোকে আলোচ্য কাজের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য দরদাতা প্রতিষ্ঠান, মেসার্স সোলার এনার্জি সল্যুশন লিঃ, ৩৬, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ,

ঢাকা-কে তার উদ্ধৃত দর ১,০৮,৪১,৩০৭.০০ টাকা মূল্যে (ইউরো ১,২০,১০০.০০ সমতুল্য) ১০-০১-২০১১খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৬-১০-২০১১খ্রিঃ তারিখে দুইটি ইউনিট সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়।

☞ *লক্ষণীয়*

(ক) 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভা'র কার্যবিবরণীতে আলোচ্য যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(খ) সংস্থার নিজস্ব এবং সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল কি-না, সে বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণীতে কোন উল্লেখ নেই।

- বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (XRD with SAXs) সরবরাহ ও স্থাপন

এ কাজের জন্য ২২-০৮-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'The Financial Express' ও 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় পুনঃদরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মোট ০৩টি দরপত্র দাখিল করা হয়। নির্ধারিত ২২-০৯-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয়। ছয় সদস্যবিশিষ্ট 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়, যেখানে দুইজন বহিঃসদস্য (বুয়েট) ছিলেন। ১০-১০-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্রই কারিগরিভাবে যোগ্য বিবেচিত হয়। এদের মধ্যে মেসার্স টেকনোসায়েন্স (প্রাঃ) লিঃ, শাহনেওয়াজ ভবন, স্যুইট নং-৩০৫, ৯/সি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর উদ্ধৃত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ও ডিপিপি এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের আলোকে আলোচ্য কাজের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান-কে তার উদ্ধৃত দর ১,৬৬,৩৪,৪৩৩.৭৬ টাকা মূল্যে (ইউরো ১,৮১,৬৪৮.০০ সমতুল্য) ১২-১০-২০১০খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৭-০৪-২০১১খ্রিঃ তারিখে আলোচ্য যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়।

☞ *লক্ষণীয়*

(ক) 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভা'র কার্যবিবরণীতে আলোচ্য যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(খ) সংস্থার নিজস্ব এবং সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল কি-না, সে বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণীতে কোন উল্লেখ নেই।

- গবেষণাগার সংস্কার কাজ

পাঁচটি গবেষণাগারের সংস্কার কাজ সম্পাদন করার জন্য ১১-০৪-২০১০খ্রিঃ ও ২১-০৪-২০১০খ্রিঃ তারিখে যথাক্রমে 'The Financial Express' ও 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র লট-এ (প্রিসিশন ইন্সট্রুমেন্ট রুম এর সংস্কার কাজ); লট-বি (ফার্নেস রুম এর সংস্কার কাজ); লট-সি (ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাব এর সংস্কার কাজ); এবং লট-ডি (ফাউন্ড্রি শপ এবং হিট ট্রিটমেন্ট শপ এর সংস্কার কাজ) অংশে বিভক্ত ছিল। লট-এ এর জন্য মোট ০৩টি, লট-বি এর জন্য মোট ০৪টি, লট-সি এর জন্য মোট ০৩টি, এবং লট-ডি এর জন্য মোট ০৪টি দরপত্র দলিল বিক্রি হয়। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লট-এ ও লট-সি এর জন্য সবকটি দরপত্র এবং লট-বি ও লট-ডি এর প্রতিটির জন্য তিনটি করে দরপত্র দাখিল করা হয়। ০৮-০৪-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি' কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয়। ছয় সদস্যবিশিষ্ট 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা হয়, যেখানে একজন বহিঃসদস্য (এলজিইডি) ছিলেন। ২৪-০৫-২০১০খ্রিঃ তারিখে 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ-সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তথ্য নিচের সারণীতে সন্নিবেশিত হলঃ

সারণী-১১

লট নং ও কাজের নাম	দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত দরপত্র সংখ্যা	গ্রহণযোগ্য বিবেচিত দরপত্র সংখ্যা	গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দরদাতা	মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে কার্যাদেশ প্রাপ্ত দরদাতা	উদ্ধৃত দর (টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ বুঝে নেয়ার তারিখ
লট-এঃ প্রিসিশন ইন্সট্রুমেন্ট রুম এর সংস্কার কাজ	৩,২৯,২৭৮.০০	০২	০১	মেসার্স সুমি কন্সট্রাকশন	মেসার্স সুমি কন্সট্রাকশন (৮৮, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা)	৩,২৯,১১০.০০	৩০-০৫-২০১০	২৯-০৬-২০১০
লট-বিঃ ফার্নেস রুম এর সংস্কার কাজ	৩,৬৮,৯০৭.০০	০১	০২	মেসার্স বি আর আর কর্পোরেশন	মেসার্স বি আর আর কর্পোরেশন (১০, সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা)	৩,৫৫,৫৮১.০০	২৬-০৫-২০১০	২৯-০৬-২০১০
লট-সিঃ ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাব এর সংস্কার কাজ	৩,৩০,৮৬৯.০০	০২	০১	মেসার্স রেমস ইন্টারন্যশনাল	মেসার্স রেমস ইন্টারন্যশনাল (১১১/১, ড. কুদরত-ই-খোদা রোড, ঢাকা)	৩,৩৪,৯৬৫.১৫	৩০-০৫-২০১০	২৯-০৬-২০১০
লট-ডিঃ ফাউন্ড্রি শপ এবং হিট ট্রিটমেন্ট শপ এর সংস্কার কাজ	৭,৭৩,১৫৪.০০	০১	০২	মেসার্স ফ্লেমিং এঞ্জিনিয়ার্স	মেসার্স ফ্লেমিং এঞ্জিনিয়ার্স (৩৪/২, নর্থ সার্কুলার রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা)	৭,৬৯,২৬৭.৫০	০১-০৬-২০১০	২৯-০৬-২০১০

☞ *লক্ষণীয়*

'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভা'র কার্যবিবরণীটি অনেকটা দায়সাড়াভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, কেননা সেটিতে কতিপয় তথ্যগত অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে; যেমনঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বেই উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক দরপত্রসমূহ খোলা। এছাড়া, ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশের দশ দিন পর বাংলা দৈনিকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিষয়টি বোধগম্য নয়। কার্যবিবরণী প্রণয়নে 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'র সদস্যদের দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব স্পষ্ট; যা মোটেই কাম্য নয়।

১১.০ প্রকল্পের সাফল্য

১১.১ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত মোট ব্যয় ১০৯০.৪৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত তথা জুন, ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৯৬০.৬৩ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৮৮.১০%। প্রকল্পের নির্ধারিত ব্যয় অপেক্ষা প্রায় ১২% কম ব্যয়ে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অপরদিকে, প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৯-জুন, ২০১২ হলেও প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ১৯-০১-২০১০খ্রিঃ তারিখে, এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয় ০৮-০২-২০১০খ্রিঃ তারিখে; অর্থাৎ প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের প্রথম সাত মাসে প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের কোন কাজ হয় নি। নির্ধারিত ছত্রিশ মাসের মধ্যে সাত মাস প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত না হয়েও অবশিষ্ট ঊনত্রিশ মাসে অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয়ের মাধ্যমে শতভাগ বাস্তব অগ্রগতি অর্জন এ প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

১২.১ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্র. নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য অর্জন
০১	ধাতব ও অধাতব পদার্থ থেকে টুলস/ডাই এবং মানব ইমপ্ল্যান্ট (হাঁড়) এর জন্য বস্তুর উন্নয়ন।	তিনটি অধাতব পাউডার (এইচএপি, টিসিপি, এবং এলুমিনা) উৎপাদন করা হয়েছে। মোজাইক স্টোন এবং বায়ো-অ্যাক্টিভ সিরামিক গ্লাস পাউডার এর জন্য প্রক্রিয়া

		প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া, মাছের হাঁড় থেকে এইচএপি উৎপাদনের প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে।
০২	টুলস/ডাই এবং মানব ইমপ্ল্যান্ট গবেষণার জন্য সুসজ্জিত অত্যাধুনিক গবেষণাগার সুবিধাদি প্রতিষ্ঠাকরণ।	অত্যাধুনিক গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। ৩০ সেট যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে।
০৩	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের হালকা প্রকৌশল খাত-কে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুকরণ প্রকৌশল পরীক্ষাগার (Reverse Engineering Facilities) স্থাপন।	স্পেয়ার পার্টস এর রাসায়নিক গঠন নির্ণয়ের জন্য Optical Emission Spectrophotometer; পদার্থের অতি ক্ষুদ্র গঠন ও উপাদান মূল্যায়নের জন্য মেটালোগ্রাফি; যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার জন্য হার্ডনেস টেস্টার, এবং UTM ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া, সংকর উন্নয়ন এবং ঢালাই এর ক্ষেত্রে ধাতু গলানোর কাজে Induction Furnace Vacuum এবং Centrifugal Casting Unit ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনটি মোটর সাইকেল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মোটর সাইকেলের বিভিন্ন স্পেয়ার পার্টস প্রস্তুতের জন্য কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করছে।
০৪	জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ।	২৭টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ সম্পন্ন করা হয়েছে; ১৩টি গবেষণামূলক প্রবন্ধে সহায়তা দেয়া হয়েছে; ১৪টি গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ করা হয়েছে; ০৬টি পিএইচডি এবং ৩২টি এমফিল/এমএস কাজ পরিচালিত হচ্ছে।
		তথ্যসূত্রঃ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-পৃষ্ঠা নং-০৮

১৩.০ <u>প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর ফলাফল</u>

১৩.১ প্রকল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এর বিভিন্ন গবেষণাগার ও ওয়ার্কশপের জন্য ৩০টি/সেট অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করে গবেষণাগার/ওয়ার্কশপসমূহকে উন্নতমানের ও যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের তাত্ত্বিক গবেষণার বাস্তব প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। **শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে** (এমএস, এমএসসি, বিএসসি, এমফিল, পিএইচডি) সহায়ক গবেষণা কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ জন শিক্ষার্থী তাদের গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। চলতি (২০১৩-১৪) অর্থবছরেও এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়ে প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী তাদের উচ্চতর ডিগ্রীর ক্ষেত্রে গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরির কাজে এ সেন্টারের গবেষণাগার/ওয়ার্কশপ ও যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহার করছে। এভাবে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রকল্পটির আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১৩.২ এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত পদ্ধতি/প্রক্রিয়াসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছেঃ

1. Production of alumina from fly ash;
2. Production of alumina from clay;
3. Production of alumina from waste aluminum/dross;
4. Production of hydroxylapatite, tri-calcium phosphate from locally available raw materials;
5. Production of bio-active glass powder from locally available raw materials;
6. Production of mosaic stone from locally available raw materials;
7. Production of hydroxylapatite from fishbone;
8. Production of poly lactic acid-hydroxylapatite composite;
9. Production of gelatin-based hydroxylapatite film for implants; এবং
10. Production of poly vinyl alcohol-based hydroxylapatite film for bone graft

টুলস ও ইমপ্ল্যান্টের অন্যতম কাঁচামাল হলো এলুমিনা। অপরদিকে, দাঁত ও হাঁড়ের ইমপ্ল্যান্টের জন্য Hydroxylapatite, Tri-calcium Phosphate, Bio-Active Glass Powder ব্যবহৃত হয়। ক্ষতের চিকিৎসায় Poly Lactic Acid-Hydroxylapatite, Gelatin-based hydroxylapatite, Poly Vinyl Alcohol-based Hydroxylapatite এবং হাঁড় প্রতিস্থাপনে Poly Lactic Acid-Hydroxylapatite ব্যবহৃত হয়। প্রকল্পের আওতায় গবেষণার মাধ্যম উপর্যুক্ত উপকরণ/কাঁচামালসমূহ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সকল পদ্ধতি শিল্প পর্যায়ে ব্যবহার করা সম্ভব হলে টুলস ও বায়ো-মেটালিক বস্তুর আমদানি বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

১৩.৩ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সুবিধাদি থেকে দেশের হালকা প্রকৌশল খাত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বস্তুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ/সনাক্তকরণ এবং অনুকরণ প্রকৌশল-সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। হালকা প্রকৌশল খাতের প্রতিষ্ঠান, যেমনঃ ওয়াল্টন অটোমোবিলস, রানার অটোমোবিলস, এবং রোডমাস্টার লিঃ আমদানি-বিকল্প স্পেয়ার পার্টস, টুলস, ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরিতে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি গ্রহণ করছে। বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, ইনসেপ্টা ফার্মা, এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালসসহ বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নতুন পণ্য উৎপাদন এবং মানের নিশ্চয়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে এ সকল সুবিধা ব্যবহার করছে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

১৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন, বাস্তবায়নোত্তর, এবং অন্যান্য সমস্যা

১৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যা

১৪.১.১ প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব

প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৯-জুন, ২০১২ হলেও প্রকল্পটির উপর 'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি' সভা অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর/২০০৯ মাসে এবং প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ১৯-০১-২০১০খ্রিঃ তারিখে। দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়ন মেয়াদ তিন বছর হলেও প্রথম সাত মাস অতিবাহিত হয়েছে কেবল প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াজনিত কারণে। এ অনাকাঙ্খিত বিলম্বের দরূণ স্বাভাবিকভাবে প্রকল্পের প্রথম বছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পঁচিশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি যথাসময়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল।

১৪.১.২ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি

প্রকল্পের আওতায় 'সরবরাহ ও সেবা' খাতে ব্যয় বৃদ্ধি; 'মেরামত, সংরক্ষণ, ও পুনর্বাসন' খাতে ব্যয় বৃদ্ধি; ক্রয়তব্য যন্ত্রপাতির ব্যয় বৃদ্ধি; এবং কতিপয় সরঞ্জাম ক্রয়ের সংস্থান ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্তির কারণে সার্বিকভাবে প্রকল্পটির ব্যয় মূল অনুমোদিত ১০০০.০০ লক্ষ টাকা থেকে ৯০.৪৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে (প্রায় ৯%) ১০৯০.৪৩ লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণ করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়; তবে বাস্তবায়ন মেয়াদকাল অপরিবর্তিত থাকে।

১৪.২ প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর সমস্যা

১৪.২.১ যন্ত্রপাতিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে গবেষণাগার/ওয়ার্কশপের জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সকল যন্ত্রপাতি অত্যন্ত বিশেষায়িত, সংবেদনশীল, এবং অত্যাধুনিক, বিধায় তাদের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী; অন্যথায় স্পর্শকাতর এ সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অকেজো/কাজের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, এ যন্ত্রপাতিগুলো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। এ প্রেক্ষিতে, গবেষণাগার/ওয়ার্কশপের জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সেগুলো সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

১৪.২.২ জনবলের অপ্রতুলতা

প্রকল্পটির মাধ্যমে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বিভিন্ন গবেষণাগারে ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে ত্রিশ জন প্রকৌশলীর চাহিদা থাকলেও

বর্তমানে সেখানে মাত্র বার জন প্রকৌশলী কর্মরত আছেন। এছাড়া, অন্যান্য জনবলেরও অপ্রতুলতা রয়েছে। এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি সেন্টার পরিচালনার জন্য বর্তমানে বিদ্যমান জনবল মোটেই পর্যাপ্ত নয়। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তথা গবেষণাগার/ওয়ার্কশপসমূহ কার্যকর ও ব্যবহারোপযোগী রাখতে হলে এবং সর্বোপরি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে পিপিএন্ডপিডিসি এর দক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন; অন্যথায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

১৪.৩ অন্যান্য সমস্যা/ত্রুটি

১৪.৩.১ প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয়

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে অর্থ বিভাগের 'জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি'র সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত নেই। উক্ত কমিটি'র সুপারিশ ব্যতিরেকে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল।

১৪.৩.২ আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন না থাকা

সংগৃহীত আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামসমূহের কোনটির গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন আছে, কোনটির গায়ে নেই। ফলে, যেগুলোর গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন নেই, সেগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বা কোন্ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা বুঝা যায় না।

১৪.৩.৩ দরপত্র মূল্যায়ন-সংক্রান্ত

প্রকল্পের আওতায় কতিপয় কাজের দরপত্র-সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় যে, 'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' সভা'র কার্যবিবরণীতে সংশ্লিষ্ট যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, গবেষণাগার সংস্কার কাজের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সংবলিত কার্যবিবরণী প্রণয়নে মূল্যায়ন কমিটি'র সকল সদস্যকে আরও যত্নবান ও সচেষ্ট থাকা উচিৎ ছিল।

১৪.৩.৪ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করা

আলোচ্য প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হলেও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়া যায় গত ২৪-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে। প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করার বিধান আছে; কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় এক বছর বিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

১৪.৩.৫ 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন'-এ তথ্যগত অসংগতি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, সেটিতে বেশকিছু তথ্যগত অসংগতি রয়েছে। Part-A-এর ০৮নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের ২য় কলাম; Part-B-এর ০১নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের ২য় কলাম, ০২নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলের ৫ম কলাম, ০৪নং অনুচ্ছেদ ও ০৫নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলসমূহে কতিপয় অসংগতি; এবং Part-C-এর ০১(বি)নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত টেবিলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ-সংক্রান্ত তথ্যে অসংগতি/ত্রুটি আছে। এছাড়া, Part-B-এর ০৫নং অনুচ্ছেদে 'সরবরাহ ও সেবা' খাতের অধীনে উপ-খাতওয়ারী ব্যয় প্রদর্শন করা হয় নি; 'কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম' এবং 'আসবাবপত্র' উপ-খাতদ্বয়ের ভৌত পরিমাণ ও ব্যয় পৃথকভাবে প্রদর্শন করা হয় নি; ০৯নং অনুচ্ছেদে 'আসবাবপত্র', 'কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম', এবং 'সংস্কার কাজ'-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয় নি। তাছাড়া, প্রতিবেদনের ০৩নং ও ০৫নং পৃষ্ঠাসমূহে এবং ০৮নং পৃষ্ঠায় প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে দু'রকম তথ্য পাওয়া যায়।

১৪.৩.৬ বিবিধ

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' এর প্রতি পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর নেই।

১৫.০ সুপারিশ/মতামত

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির সর্বোচ্চ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং দেশে টুলস, বায়ো-মেটালিক বস্তু, এবং হালকা প্রকৌশল শিল্পের বাণিজ্যিক প্রসারের লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৫.২ আমদানি হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়কল্পে দেশে টুলস এবং বায়ো-মেটালিক বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদিত এ সকল বস্তুর উপকরণ/কাঁচামাল তৈরির পদ্ধতিসমূহ শিল্প পর্যায়ে প্রয়োগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৫.৩ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত কাজে যেন অস্বাভাবিক বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে সংস্থা, মন্ত্রণালয়, এবং পরিকল্পনা কমিশন সচেষ্ট থাকবে (অনুচ্ছেদ-১৪.১.১);

১৫.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকর রাখার স্বার্থে সেগুলো সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.২.১);

১৫.৫ বাংলাদেশ সরকারের অনুদানের অর্থে সৃষ্ট সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তথা গবেষণাগার/ওয়ার্কশপসমূহ কার্যকর ও ব্যবহারোপযোগী রাখতে হলে এবং সর্বোপরি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সংস্থার রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করার বিষয়ে সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.২.২);

১৫.৬ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে অর্থ বিভাগের 'জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ-সম্পর্কিত কমিটি'র সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত নেই। উক্ত কমিটি'র সুপারিশ ব্যতিরেকে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন ব্যাখ্যা প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৩.১);

১৫.৭ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এবং দ্বৈততা পরিহারের স্বার্থে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রসমূহের গায়ে অনতিবিলম্বে প্রকল্পের নাম নির্দেশক সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৩.২);

১৫.৮ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় এক বছর পর প্রকল্পের 'সমাপ্তি প্রতিবেদন' আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৩.৪);

১৫.৯ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য এবং প্রতি পৃষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর সংবলিত 'প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন' নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৩.৪, ১৪.৩.৫, ও ১৪.৩.৬);

১৫.১০ প্রকল্পের ব্যাংক সুদের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বিষয়টি মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখতে পারে;

১৫.১১ প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে সেগুলো নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৫.১২ টুলস, বায়ো-মেটালিক বস্তু, এবং হালকা প্রকৌশল খাত এর উন্নয়নে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; এ প্রেক্ষিতে সংস্থার রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে;

১৫.১৩ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি/সংগৃহীত যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক গবেষণা কার্যক্রম সুবিধা অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

১৫.১৪ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

ভূমি মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্ননিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৩	৩	০	০	২	১	৩৩% ৪০%	২	০.১৯% ৭৯%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ভূমি মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ প্রকল্প	৯৬৮.৪৮	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২
২।	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব) প্রকল্প	৮৩৫৯.৭৭	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১২
৩।	Study of Detailed Coastal Land Zoning with Two Pilot Districts of Plain Land Project (2nd Revised) বা ‘‘উপকূলীয় অঞ্চলসহ সমতলভূমির দু’টি পাইলট জেলার বিস্তারিত ভূমি জোনিং সমীক্ষা ’’ প্রকল্প	৯৮৩.৩৮	জুলাই ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১১

০৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
(১)	(২)	(৪)
১।	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ প্রকল্প	প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ এবং ভবন নির্মাণস্থানে জরাজীর্ণ ভবন থাকায় তা অপসারণের প্রক্রিয়াকারণে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি পায়।
২।	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব) প্রকল্প	নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি, এলজিইডি কর্তৃক প্রস্থাবিত ভবন নির্মাণ না করায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল অনুসরণ করার ফলে মেয়াদ ও ব্যয় দুটিই বৃদ্ধি পায়।
৩।	উপকূলীয় অঞ্চলসহ সমতলভূমির দু’টি পাইলট জেলার বিস্তারিত ভূমি জোনিং সমীক্ষা প্রকল্প (Study of Detailed Coastal Land Zoning with Two Pilot Districts of Plain Land Project (2nd Revised)	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সিডরের কারণে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। যার ফলে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১১ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পরবর্তীতে ভূমি জোনিং ম্যাপসহ প্রতিবেদনে মুদ্রণকাজ এবং কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন ২০১১ এর উপর স্থানীয় প্রশাসনের মতামত সংগ্রহণের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরো ০৬ (ছয়) মাস ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বাড়ানোর ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৪. সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা		সুপারিশ	
৪.১	**ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ প্রকল্প:** প্রশিক্ষণ ভবনটির বিভিন্ন দরজার কাঠ সেগুন কাঠের পরিবর্তে রেইনট্রি/কড়ই কাঠ দ্বারা নির্মাণপূর্বক ইহার উপর বার্নিশ/রং দ্বারা প্রলেপ দেয়া হয়েছে বলে মনে হয় যা দেখতে সেগুন কাঠের মত। মূল ডিপিপিতে ১২ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলারপ্যানেল স্থাপনের কথা থাকলেও ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলারপ্যানেল স্থাপন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তা জনিয়েছেন। বিষয়টি ডিপিপি'র সাথে কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ। অধিকন্তু, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআরে) ১২ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলারপ্যানেল স্থাপন করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে কোন তথ্য প্রদান করতে পারেননি।	৪.১	**ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ প্রকল্প:** নির্মিত ভবনটির বিভিন্ন দরজার কাঠ সেগুন না হওয়াএবং ১২ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলারপ্যানেল এর পরিবর্তে ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলারপ্যানেল স্থাপনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।
৪.২	**উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব) প্রকল্পঃ** প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত কয়েকটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজের গুরুত্বর সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহাণ স্বরপঃ- এলোয়ারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং নাচোল ইউনিয়ন ভূমি অফিস যা অনুচ্ছেদ ১৫.১৬ এবং ১৫.১৭ -এ উল্লেখ করা হয়েছে।	৪.২	**উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব) প্রকল্পঃ** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দিনাজপুর জেলার এলোয়ারী ইউয়িন ভূমি অফিস এবং নাচোল ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ব্রিকস্ দেয়ালের ফাটলের কারণ অনুসন্ধানপূর্বক উহার মেরামতের বিষয়ে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ ভবনগুলো কিভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে তা বোধগম্য নয়। দায়ছাড়াগোছের নির্মাণ এবং কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্দে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে ।
৪.৩	**উপকূলীয় অঞ্চলসহ সমতলভূমির দু'টি পাইলট জেলার বিস্তারিত ভূমি জোনিং সমীক্ষা প্রকল্পঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৮জন কমর্কর্তা বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালকের পদে ঘন ঘন বদলীর বিষয় প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা ঘটার অন্যতম কারণ বলে প্রতিয়মান হয়।	৪.৩	**উপকূলীয় অঞ্চলসহ সমতলভূমির দু'টি পাইলট জেলার বিস্তারিত ভূমি জোনিং সমীক্ষা প্রকল্পঃ** ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালকের পদে ঘন ঘন বদলীর বিষয়টি পরিহার করার উদ্যোগ নিতে হবে।

"উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব)"
(জুন ২০১২)

১। **বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ** **(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট ভূমি মন্ত্রণালয়,**
(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তর (উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য) এবং
(গ) গণপূর্ত অধিদপ্তর (ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য)।

২। প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়।

৩। প্রকল্প এলাকাঃ তিন পাবর্ত্য জেলা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ।

৪। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৪.১ পটভূমিঃ দেশের প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা ভূমি অফিস এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে ''ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ'' প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বে মোট ১৪৭টি উপজেলা ভূমি অফিস ভবন ও ৫টি বিভাগীয় সদরে ৫টি ভূমি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণসহ সর্বমোট ১৫২টি ভবন এবং ৮০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৪র্থ পর্ব প্রকল্পে মোট ১২২টি উপজেলা ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পার্বত্য তিনটি জেলা ব্যতীত সারাদেশে সর্বমোট ৪৪৪টি উপজেলা রয়েছে বিধায় আরও ১৯০টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ অবশিষ্ট ছিল। ৪র্থ পর্ব প্রকল্পে নতুনভাবে ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ না করে পুরাতন জরাজীর্ণ ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত/সংস্কার করা এবং যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স রয়েছে সেখানে ইউনিয়ন ভূমি অফিস উক্ত কমপ্লেক্সে স্থানান্তর করার সংস্থান একনেক কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু ইতোপূর্বে নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সগুলো ২য় তলা এবং সেখানে ভূমি অফিস হিসেবে ব্যবহারের জন্য কোন কক্ষ রাখা ছিল না। তাছাড়া, উক্ত ভবনগুলোর অধিকাংশই পুরনো জরাজীর্ণ হওয়ায় তার উপর ৩য় তলার কাজ সম্পন্ন করে ইউনিয়ন ভূমি অফিস হিসেবে ব্যবহার করাও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। সার্বিক দিক বিবেচনায় ''উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত (৫ম পর্ব)'' শিরোনামে ৪৬৪৮.১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন,২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.২ উদ্দেশ্যঃ

ক) ১০০টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ;

খ) ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ের ভূমি অফিসে ভূমি রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে আসবাবপত্র সরবরাহ।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪৬৪৮.১৪	৯০৭৯.২৯	৮৩৫৯.৭৭	জুলাই,২০০৫ হতে জুন,২০১০	জুলাই,২০০৫ হতে জুন,২০১২	জুলাই,২০০৫ হতে জুন,২০১২	৩৭১১.৬৩ ৭৯%	২বছর ৪০%

৬। প্রকল্প অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০ এর মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ৪৬৪৮.১৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১/১০/০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় সুপারিশকৃত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ডিপিপি ২৬/০৪/২০০৬ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭। প্রকল্প সংশোধনঃ

মূল প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী এলজিইডি কর্তৃক ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো নির্মাণের সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এলজিইডি'কে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের প্রস্তাব করা হলে এলজিইডি জানায়, বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য নির্মাণাধীন দোতলা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের ভিত্তি যাচাই করে তার ওপর তিন তলা ভবন নির্মাণ করা সম্ভব নয়। বরং ইউনিয়ন পরিষদের সম্প্রসারিত অংশের বিপরীতে নিচ তলায় ভূমি অফিস নির্মাণ করা যেতে পারে। অন্যদিকে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ২০০৪ সালের এলজিইডির রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধিজনিত কারণে এবং এলজিইডি কর্তৃক ভবনগুলো নির্মাণ না করায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল ২০০৬ অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয়ের প্রস্তাব এবং বাস্তবায়নকাল উভয়ই বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে প্রকল্পটি সংশোধন প্রস্তাবের উপর গত ২১/০১/২০০৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী ''উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব)-১ম সংশোধিত''

শিরোনামে ৭৫৮৪.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২২/০৫/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন দেয়া হয়। সর্বশেষ, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এবং গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল ২০০৮ প্রকাশ হলে প্রকল্পটি পুনরায় সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সংশোধিত প্রকল্পটি ৯০৭৯.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১২ বাস্তবায়ন মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ২৩/১০/২০১১ তারিখে অনুমোদন লাভ করে।

৮। প্রকল্পের অর্থায়নঃ বাংলাদেশ সরকার ।

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

১০০টি উপজেলায় ভূমি অফিস নির্মাণ এবং ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করাই প্রকল্পের মূল কার্যক্রম।

১০। প্রকল্প পরিচালকের তথ্যাদিঃ

নাম ও পদবী (বেতন স্কেলসহ)	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব একের অধিক প্রকল্পে	তারিখ		মন্তব্য
				যোগদান	বদলী	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
জনাব এসএম গোলাম আলী, উপ-প্রধান ও প্রকল্প পরিচালক ২২,২৫০/- ৩১,২৫০/-	-	খন্ডকালীন	না	০৫/০৯/২০০৭	০৫/১২/২০০৭	-
বেগম আফরোজা মোয়াজ্জেম, উপ-প্রধান ও প্রকল্প পরিচালক ২২,২৫০/- ৩১,২৫০/-	-	,,	,,	০৫/১২/২০০৭	১৬/১০/২০১১	-
মোঃ আবদুর রাকিব, উপ-প্রধান ও প্রকল্প পরিচালক ২২,২৫০/- ৩১,২৫০/-	-	,,	,,	১৬/১০/২০১১	৩০/০৬/২০১২	-

১১। প্রকল্প শুরু হতে বছর ভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
২০০৫-২০০৬	১০০.০০	-	-
২০০৬-২০০৭	৪০০.০০	৪০০.০০	১২৬.১০
২০০৭-২০০৮	১০০০.০০	১০০০.০০	৫৫৫.৮৯
২০০৮-২০০৯	১১২৫.০০	১১২৫.০০	৭৭৭.৪৮
২০০৯-২০১০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২০৪৯.৮২
২০১০-২০১১	২৭৪৬.০০	২৭৪৬.০০	২০৪৬.৭৯
২০১১-২০১২	৩২২০.০০	৩২২০.০০	২৮০৩.৬৯
মোটঃ	**১১০৯১.০০**	**১০৯৯১.০০**	**৮৩৫৯.৭৭**

(অব্যয়িত অর্থ নির্ধারিত সময়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক ফেরত প্রদান করা হয়েছে)।

১২। অংগ ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতিঃ

মূল পিপি অনুযায়ী অংগ ভিত্তিক ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

নং	**অংগের নাম (পিপি অনুযায়ী)**	**একক**	**ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)**		**বাস্তব অগ্রগতি**		**মন্তব্য**
			আর্থিক	**বাস্তব (পরিমাণ)**	**আর্থিক**	**বাস্তব**	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	**কর্মচারীদের বেতনভাতাদি**	জন	৪১.৬৫	৬ জন	৩১.৬৬	৬ জন (১০০%)	**-**
২।	**সরবরাহ ও সেবা**	থোক	২৩৯.০১	-	১৫৪.৮৭	-	-
৩।	**মালামাল সংগ্রহ**	সংখ্যা	১১৯৯.৭২	৩৩০০টি	৭৫৫.৮৬	মোট ২৪৫৬ টি	ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ৮৪৪টি আসবাবপত্র ক্রয় করা যায়নি। অর্থ
	i) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের	৩২০০ টি				২৩৫৬ টি	

(লক্ষ টাকায়)

নং	অংগের নাম (পিপি অনুযায়ী)	একক	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		বাস্তব অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	আসবাবপত্র					(৭১.৩৯%)	বছরের শেষে আরএডিপির বরাদ্দ পাওয়ায় পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে টেন্ডার করা যায়নি।
	ii) উপজেলা ভূমি অফিসের আসবাবপত্র	১০০টি				১০০টি (১০%)	
	ii) ১টি মোটর সাইকেল, ২টি ফটোকপিয়ার মেশিন ও ২টি কম্পিউটার					মোটরসাইকেল-১টি ফটোকপিয়ার-২টি এবং কম্পিউটার-২টি	
৪।	**ভূমি অধিগ্রহণ (৩য় ও ৫ম পর্বে) বাবদ ব্যয়**	৮ একর	২৫.৪৯	৮একর	২৫.৪৯	৮একর **(১০০%)**	
৫।	**নির্মাণ কাজ**	সংখ্যা	৭৫৭৩.৪৩	৩০৭টি	৭৩৯২.০৭	৩০৩টি **(৯৮.৭০%)** (৯৬টি উপজেলা এবং ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস	খাস জমি না পাওয়া ৪টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।
	1) **উপজিলা ভূমি অফিস নির্মাণ**	১০০টি					
	ii) **ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ**	২০৭টি					
	iii) ৩য় ও ৪র্থ ফেইজ প্রকল্পের আওতায় ৪টি উপজেলা ভূমি অফিসের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।						
	মোট		৯০৭৯.২৯		৮৩৫৯.৭৭ (৯২.০৮ %)		

১৩। কাজ অসমাপ্ত থাকলে বিবরণঃ

উপজেলা পর্যায়ে খাস জমি না পাওয়ায় ৪টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করা যায়নি, যা পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে ।

১৪। প্রধান প্রধান অংগের বিরবণঃ

ক) সম্পদ সংগ্রহঃ

প্রকল্পের আওতায় ১টি মোটর সাইকেল, ২টি ফটোকপিয়ার, ২টি কম্পিউটার ক্রয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিসের জন্য ৩২০০টি এবং উপজেলা ভূমি অফিসের জন্য ১০০টি আসবাবপত্র ক্রয়বাবদ ১১৯৯.৭২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা ১টি মোটরসাইকেল, ২টি ফটোকপিয়ার এবং ২টি কম্পিউটার ক্রয় করা সহ মোট ২৪৫৬টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে । উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩২০০টি আসবাবপত্রের স্থলে ২৪৫৬টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের শেষ অর্থ বৎসরে আরএডিপি বরাদ্দ দেরী করে পাওয়ায় পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে টেন্ডার না করতে পারায় বাকী ৮৪৪টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা যায়নি। ক্রয়কৃত আসবাবপত্র গুলো উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সরবরাহ করা হয়েছে, যা পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়।

খ) জমি অধিগ্রহণঃ

জিডিপিতে ৮ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ ২৫.৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রকল্পের ৩য় পর্বে সম্পন্ন হয়েছে, এ বাবদ ব্যয়িত ২৫.৪৯ লক্ষ টাকা প্রকল্পের ৫ম পর্ব হতে মেটানো হয়েছে। সে অনুযায়ী ৫ম পর্বের মূল ডিপিপিতে ৩য় পর্বের জমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়।

গ) নির্মাণ কাজঃ

প্রকল্পের ডিপিপিতে ১০০০ বঃফুট আয়তন বিশিষ্ট ২য় তলা ভিতসহ ১তলা ভবনের এবং উপকূলীয় এলাকায় ৩য় তলা ভিতসহ ২য় তলা ভবনের(১ম তলা খালি) ২০টিসহ মোট ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৫০০ বঃফুট আয়তন বিশিষ্ট ৪র্থ তলা ভিতসহ ১তলা ভবনের ১০০টি উপজেলা ভূমি অফিস মোট ৩০৭টি ভূমি অফিস নির্মাণ বাবদ ৭৫৭৩.৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল । এক্ষেত্রে ৯৬টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। খাস জমি না পাওয়ায় ৪টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করা যায়নি। এখাতে আর্থিক ব্যয় হয়েছে ৭৩৯২.০৭ লক্ষ টাকা।

১৫। পরিদর্শিত প্রকল্প এলাকার বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন থাকাকালে আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক গত ৩১/১২/২০০৯ তারিখে জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলায় নির্মিত ২টি ভূমি অফিস এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর গত ২৩/০২/২০১৩ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলা, ১৪/০৩/২০১৩ তারিখে ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা, ০৪/০৫/২০১৩ ইংতারিখে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ ও বিয়ানিবাজার উপজেলা, ২৭/০৫/২০১৩ তারিখে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার এবং ২২/০৬/২০১৩ তারিখে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর ও নচোল উপজেলার ইউনিয়ন ভূমি অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ-

১৫.১ আহম্মেদাবাদ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণঃ

প্রকল্পের আওতায় জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলায় ১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আহমেদাবাদ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয় ১৫/০৯/২০০৯ তারিখে। আহমেদাবাদ বাজারে ৮ শতাংশ জমির উপর দোতলা ফাউন্ডেশনসহ কলাম নির্মাণ করে ১ তলা ইউনিয়ন ভূমি নির্মাণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তার অফিস কক্ষের আয়তন ১৪.৬ ফুট × ৯.৩ ফুট, লবীর আয়তন ১০ ফুট × ১৫ ফুট। ভূমি রেকর্ড কক্ষের আয়তন ১৪ × ১৬.৬ ফুট। অফিস কক্ষসংলগ্ন টাইলস্‌সহ ২টি বাথরুম নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে লক্ষ্য করা গেছে ভবনের নীচতলায় প্রতিটি জানালায় কাঁচ দেয়া হয়েছে এবং গ্রিলগুলো খুবই হালকা। স্থানীয় হাটের মাঝখানে নির্মিত এ ভবনের জানালার কাঁচগুলো খেলাধূলা করার সময় ভেঙ্গে যেতে পারে এবং জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যেকোন সময় মূল্যবান দলিলপত্রও চুরি যাওয়ার আশংকা রয়েছে। পানির সংস্থান হিসেবে প্রকল্প থেকে ১.৫ হর্স পাওয়ার বিশিষ্ট মটরসহ ৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পানির ট্যাংক স্থাপন করা করা হয়েছে।

১৫.২ জয়পুরহাট উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণঃ

এ প্রকল্প থেকে জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলা কম্পাউন্ডের বগুড়া-জয়পুরহাট সড়কের উত্তরপাশে উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে সহকারী ভূমি কর্মকর্তার কক্ষ, কাননগু'র কক্ষ, অফিস সহকারীর কক্ষ, রেকর্ড কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। তবে রেকর্ড কক্ষ প্রয়োজনের তুলনায় ছোট করা হয়েছে। ভবনে প্রবেশের মূল ফটকের সিড়ির প্লাষ্টার ভেঙ্গে গেছে এবং মূল ফটকের প্রবেশ পথে ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। নামে মাত্র বাঁশের খুঁটি দিয়ে কাঁটা তাঁরের বেড়া দেয়া হয়েছে, তাও মাঝে মাঝে তাঁর খোলা দেখা যায়। বারান্দার সামনে গ্রিল ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই গ্রিলের ব্যবহৃত রড চিকন ও মোটা মিশ্রণ করা হয়েছে । ফলে মূল ভবনের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। পরিদর্শনের সময় কালাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাম ভারপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সাথে আলোচনা কালে তিনি জানান, রেকর্ড কক্ষ আরও বড় করা প্রয়োজন ছিল। সহকারী কমিশনার(ভূমি)'র অফিস কক্ষে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য কোন জায়গা রাখা হয়নি। তাছাড়া, অফিসে প্রয়োজনীয় জনবল নেই।

১৫.৩ কুলিয়ারচর উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণঃ

কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলা কমপ্লেক্স সংলগ্ন ভূমি অফিস নির্মাণ করার লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২৫.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে গত ১৫/১২/২০১০ তারিখে মেসার্স হক কনস্ট্রাকশন এন্ড রাসেল ট্রেডিং কোং কে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ভূমি ভবনটি নির্মাণ করা হয়। গত জুলাই ২০১২ তারিখে ভবনটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। নির্মাণ কাজের সাথে আনুষংগিক কাজ ছিল অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ ও পানি সরবরাহ, মোটর পাম্প স্থাপন এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ । পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী ভবনের নির্মাণ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে । সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কক্ষে রাথরুমের ফ্ল্যাসিং এর ব্যবস্থা নেই এবং ভবনের চতুর্দিকে যে মাস্টার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়েছে। উক্ত মাস্টার ড্রেন দিয়ে পানি নিষ্কাশন করা যাচ্ছেনা। ভূমি অফিসের রেকর্ড রূমটি ডিজাইন

অনুযায়ী নির্মাণ করা হলেও এর মধ্যে পর্যাপ্ত স্পেস না থাকায় মূল্যবান নথিপত্র ও দলিল পত্রাদি সংরক্ষণে কষ্ট হচ্ছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ভবনের ডিজাইনটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

১৫.৪ ছয়সূতী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণঃ

কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলায় ছয়সূতী ইউনিয়নে নিজস্ব জমির উপর এই অফিসটি নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করার লক্ষ্যে গত ০২/১২/২০০৮তারিখে ১৭.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেসার্স জামান আমির জেডি ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নির্মাণ কাজের অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ ও পানিসরবরাহ লাইন, ১.৫ হর্স ক্ষমতাসম্পন্ন মোটরপাম্প স্থাপন করা। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তার কক্ষের একটি দেওয়ালে হেয়ার ক্র্যাক এবং জানালার গ্লাসের পুডিং খুলে পড়ে যাচ্ছে এর ফলে জানালার কাঁচ ভেংগে যে কোন সময় মূল্যবান দলিলপত্র চুরি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

১৫.৫ কালীগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণঃ

ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা ভূমি ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে গত ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ২৭.২০ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স আঃ রশিদকে কার্যাদশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী অনুমোদিত সময়ের মধ্যেই ভবনটি নির্মাণ পূর্বক তা সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গত ২৭/০৫/২০০৯ তারিখে ভবটি উদ্বোধন করা হয়। গত ১৪/০৩/২০১৩ তারিখে উক্ত ভবনটি আইএমইডির প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ভবনের বিভিন্ন কক্ষে ক্র্যাক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কক্ষে দেয়ালে ফাটল রয়েছে এবং দেয়ালের প্লাস্টার আস্তে আস্তে খসে পড়ছে। তাছাড়া, বিভিন্ন কক্ষের দরজার চৌকাঠ ভেংগে যাচ্ছে। কর্মচারীরা জানিয়েছেন যে, তাদের রেকর্ড রূমটি খুবই ছোট এবং জানালা গুলো গ্লাসের হওয়ায় এগুলো ভেংগে যাচ্ছে। তবে ভবনটি নির্মাণ করার ফলে দাপ্তরিক কাজ করার পরিবেশ তৈরী হয়েছে বলে কর্মচারীরা অবহিত করেছেন।

১৫.৬ দুর্গাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসঃ

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নে দূর্গাপুর গ্রামে উক্ত অফিসটি নির্মাণ করা হয়েছে। গত ০৬/০৯/২০০৯ তারিখে ১৯.১১ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স আঃ রশিদকে নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। জানুয়ারী ২০১০ সালে ভবনটি হস্তান্তর করা হয়। অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ভবনটি নির্মাণ করা হলেও ভবনের জানালার কাঁচ অধিকাংশই ভাংগা দেখা গেছে।

১৫.৭। এলাংগী ইউনিয়ন ভূমি অফিসঃ

ঝিনাইদহ জেলার কোট চাঁদপুর উপজেলায় এলাংগী ইউনিয়নে ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে গত ২০/০৯/২০০৯ তারিখে ১৯.১০ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স ওয়াহিদুল ইসলামকে কার্যাদশ দেয়া হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে ভবনটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। উক্ত ভূমি অফিসটি ১৭ শতাংশ জায়গার উপর অবস্থিত। ভূমি অফিসটি যথাযথভাবে নির্মাণ হলেও টয়লেটের কমোট ভাংগা অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ এর অভাবে ভবনের দেয়ালের রং উঠে যাচ্ছে।

১৫.৮ দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ভূমি অফিসঃ

সিলেট জেলার নবগঠিত উপজেলা দক্ষিণ সুরমা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে ২৮.৬৫ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মের্সাস সাত্তার এন্ড কোং গত ২৫/০৫/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। সরেজমিনে দেখা যায় যে, অফিস ভবনটি নির্মিত হলেও এর ফিনিশিং কাজ যেমন- দরজা, জানালা, চৌকাঠ, পানির ট্যাংক স্থাপন, ফ্লোর ও দেয়াল প্লাস্টারকরণ ইত্যাদি কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। এ বিষয়ে ঠিকাদারের সাথে আলোচনা করা হলে তিনি জানিয়েছেন যে, অসমাপ্ত কাজ অতি দ্রুত সমাপ্ত করা হবে। তিনি আরো জানান যে, যেহেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়নি সেজন্য তাকে অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। প্রাপ্য টাকার চেক জেলা প্রশাসকের নিকট রয়েছে। কাজ শেষে হলেই জেলা প্রশাসন পাওনা টাকার চেক পরিশোধ করবে। উল্লেখ্য, প্রকল্প শেষ হলেও নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রাখা মোটেই সমীচীন নয়।

১৫.৯ ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিসঃ

সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ গত ২৪/১১/২০০৯ তারিখে শুরু হয় এবং ২৪/১১/২০১০ তারিখে মোট ২১.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোঃ আব্দুল মোত্তালেব ঠিকাদার কর্তৃক সমাপ্ত হয়। সরেজমিনে দেখা যায় যে, বর্তমানে ভূমি ভবনটি দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে ভূমি ভবনের রেকর্ডটি অপেক্ষাকৃত ছোট যা আয়তনে আরো বড় হওয়া দরকার ছিল। তাছাড়া, ভূমি অফিসের জানালা এবং বারান্দায় যে গ্রিল ব্যবহার করা হয়েছে তা অপেক্ষাকৃত হালকা ধরণের।

১৫.১০ বিয়ানীবাজার উপজেলা ভূমি অফিসঃ

সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ২১.৮৩ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স সাত্তার এন্ড কোং, জকিগঞ্জ, সিলেট কে গত ২৪/১১/২০০৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্য্যাদেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ভূমি অফিসটি নির্মাণ করা হয়। গত ০৮/০৫/২০১২ ইং তারিখে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ কর্তৃক ভবনটি উদ্বোধন করা হয়। সরেজমিনে দেখা যায় যে, অফিস ভবনের দরজার

কাঠগুলো অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ব্যবহার করা হয়েছে। রেকর্ড রুমটি ডিজাইন অনুযায়ী নির্মিত হলেও তা অপেক্ষাকৃত ছোট। জানালার গ্লাসের পরিবর্তে লোহার পাত দ্বারা নির্মাণ করা হলে নিরাপত্তার জন্য অধিকতর ভালো হতো। জানালার গ্লাস ভেংগে যে কোন সময় রেকর্ড রূম হতে মূল্যবান জিনিপত্র চুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৫.১১ শেওলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসঃ

বিয়ানীবাজার উপজেলায় ১০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ২য় তলা ফাউন্ডেশনসহ শেওলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করার লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ১৯/০২/২০১২ তারিখে ২৬.৩৬ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স সোহেল আহমেদ চৌধুরীকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। গত জুন,২০১২ তারিখে বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও পরিদর্শনকাল পর্যন্ত সময়ে উহা হস্তান্তর করা হয়নি। নির্মাণ কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি । নব-নির্মিত ভবনের ছাদ চুঁয়ে পানি পড়তে দেখা গেছে।

১৫.১২ দর্পনগর ইউনিয়ন ভূমি অফিসঃ

দর্পনগর ইউনিয়ন ভূমি অফিসটি সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলায় অবস্থিত। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে উক্ত ইউনিয়নে ১০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ২য় তলা ফাউন্ডেশনসহ ১ম তলা ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে গত ১৯/০২/২০১২ তারিখে ২৬.৩৬ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স সোহেল আহমেদ চৌধুরী-কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও এখনও পর্যন্ত ভবনটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। নির্মান কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক।

১৫.১৩ ফুলবাড়ী উপজেলা ভূমি অফিসঃ

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ১৫০০বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১তলা ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ২১.৪৭ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত অফিস ভবনটি ২০১০ সালের জুন মাসে মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। অফিসটি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। নির্মাণ কাজের গুণগত মান আশানুরূপ হয়নি। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ভবনটির বিভিন্ন রুমের ফ্লোরের প্লাষ্টার উঠে যাচ্ছে। উক্ত ভবনের নির্মাণ কাজের Monitoring ও Supervision এর দায়িত্বে ছিলেন জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের একজন সহকারী প্রকৌশলী। এক্ষেত্রে তদারকির অভাব ছিল বলে মনে হয়।

১৫.১৪ ফুলবাড়ী পৌর ভূমি অফিসঃ

দিনাজপুর জেলার ফূলবাড়ি পৌর ভূমি অফিস নির্মাণ করার লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২১.৭৫ লক্ষ টাকা চুক্তিমুল্যে মেসার্স এ. এইচ, গজনবী এন্ড কোং কে গত ২০/০২/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী গত জুন ২০১২- এ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। ভূমি অফিসটি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। নির্মাণ কাজের গুণগতমান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।

১৫.১৫ এলোয়ারী ইউনিয়ন ভূমি অফিসঃ

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার এলায়ারী ইউনিয়ন ভবন কমপ্লেক্স এর সাথেই ইউনিয়ন ভূমি অফিসটি নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১৪.৮৮ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে সৈয়দ মাহাফুজ হোসেন ঠিকাদারকে গত ১৮/০২/২০১০ সালে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । কার্য্যাদেশ অনুযায়ী ৩ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায় নির্মাণ কাজের গুণগত মান মোটেই ভাল হয়নি। ভবনের অফিস কক্ষে ব্রিকস্ দেয়ালের নীচের দিকে বড় ধরনের ফাটল পরিদর্শনে লক্ষ্য করা গেছে। জায়গাটি নিচু ছিল বিধায় মাটি ভরাট করে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে বলে অফিসের কর্মচারীরা অবহিত করেছেন। অফিসটি ২য় তলা ভিতের উপর ১ তলা ভবন। এতে পাইলিং সঠিকভাবে হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

১৫.১৬ চাপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা ভূমি অফিসঃ

চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা সদর উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য ১১/০১/২০১১ তারিখে মোৎ আব্দুল হাকিম ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, নির্মাণ কাজ গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। ভবনটি নির্মাণের চুক্তিমূল্য ছিল ২১.৭৭ লক্ষ টাকা। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ভবনটির ছাদে ২ফুট উচুঁ প্যারাপেট নির্মাণ করার কথা থাকলেও তা নির্মাণ করা হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, প্যারাপেট নির্মাণের জন্য সংস্থানকৃত অর্থ দ্বারা এসি (ল্যান্ড) এর কক্ষটি একটু বড় করে নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটির বারান্দার যে গ্রিল ব্যবহার করা হয়েছে তা কিছুটা হালকা ধরণের। অন্যান্য নির্মাণ কাজ যেমন- স্যানিটারি, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ, পানির ট্যাংক স্থাপন যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

১৫.১৭ নাচোল ইউনিয়ন ভূমি অফিসঃ

চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলায় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১৯.৫৬ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স মডার্ন বিল্ডার্স কে গত ১৮/০৫/২০০৯তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নির্মিত ভূমি অফিসটি গত ২২/০৬/২০১৩ তারিখে আইএমইডির প্রতিনিধি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, নতুন ভবনটি নির্মাণের পূর্বে এই স্থানে একটি টিনের ঘরে ভূমি অফিসের দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন হতো এবং উক্ত ঘরে বর্ষা মৌসূমে বৃষ্টির পানি টিনের চাল ভেদ করে প্রবাহিত হতো বলে কর্মচারীরা অবহিত করেছেন। বতর্মানে

ভূমি অফিসটি নির্মাণের ফলে দাপ্তরিক কাজ-কর্ম সম্পাদন করা হলেও নব-নির্মিত ভবনটির নির্মাণ কাজের গুণগতমান মোটেই সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি। ভবনের ভেতরে ইটের পার্টিশন দেয়ালের সবগুলোতেই বড় ধরণের ফাটল পরিদর্শনে লক্ষ্য করা গেছে যা, মেরামত করা খুবই জুরুরি। এ বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানিয়েছেন যে, ভবনটি মাটি ভরাট করে করা হয়েছে, সেজন্য হয়তবা ইটের দেয়াল ক্র্যাক করতে পারে, তবে গ্রেডবিম ও কলাম ঠিকই আছে। এতে ভবনটির ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। উল্লেখ্য, ভবনটির নির্মাণের Security Money ইতোমধ্যে ঠিকাদারকে ফেরত প্রদান করা হয়েছে বলে জানা যায়। ২০১১-২০১২ সালের নির্মিত ভবনটির নির্মাণ কাজের এরকম অবস্থা কোন ক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। অফিসটি নির্মাণকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের Monitoring ও Supervision এর অভাব ছিল বলে মনে হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা জরুরি।

নাচোল ইউনিয়ন ভূমি অফিস

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
ক) ১০০টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ;	৯৬টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।
খ) ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ের ভূমি অফিসে ভূমি রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে আসবাবপত্র সরবরাহ।	ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের ভূমি অফিসে ভূমি রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধাদি সৃস্টির লক্ষ্যে ২৪৫৬টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

১৭। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে কিনা?

উপজেলা পর্যায়ে খাস ভূমি না পাওয়ায় ৪টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করা না গেলেও প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেনি।

১৮। প্রকল্পের উপকারিতা ও সৃষ্ট সুবিধাদির ব্যবহারঃ

উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিস রাজস্ব আদায়, অন্যান্য ফি আদায় এবং ভূমি রের্কডের রক্ষণাবেক্ষণে মূখ্য ভূমিকা পালনসহ সরকারের ভূমি নীতি এবং ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে থাকে। মূলতঃ এই অফিসগুলো ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কারের মূল একক হিসেবে জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে। প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে বহু সংখ্যক উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর অবকাঠামো অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রয়োজনীয় মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক উপজেলা ভূমি অফিস কাজের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। প্রকল্পের আওতায় উপজেলা এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের ফলে অফিসের স্থায়ী এবং পর্যাপ্ত জায়গা হয়েছে। এর ফলে দেশের জনগণের ভূমি সংক্রান্ত মূল্যবান রেকর্ড উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

১৯। সমস্যাঃ

১৯.১ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত কয়েকটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজের গুরুত্বর সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহাণ স্বরপঃ- এলোয়ারী ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং নাচোল ইউনিয়ন ভূমি অফিস যা অনুচ্ছেদ ১৫.১৬ এবং ১৫.১৭ - এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯.২ কিছু ভূমি অফিসের হালকা ত্রুটি/বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে যা, অনুচ্ছেদ ১৫.৪, ১৫.৫, ১৫.১১ ও ১৫.১৩- এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলো মেরামত যোগ্য।

১৯.৩ অসমাপ্ত কাজঃ প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার ভূমি ভবনের নির্মাণ কাজের সম্পূর্ণ অংশ পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত সমাপ্ত করা হয়নি যা, অনুচ্ছেদ ১৫.৮- এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯.৪ ডিপিপির ডিজাইনে ত্রুটিঃ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপির অনুমোদিত ডিজাইনে ত্রুটি ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা যে সমস্ত উপজেলা ভূমি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে তার রেকর্ড রুম ছোট অন্যদিকে যে সমস্ত ইউনিয়ন ভূমি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে তার রেকর্ড রুম বড়। রের্কড রুম ছোট হওয়ার কারণে কোন কোন উপজেলায় ভূমি অফিসের রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করা সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ডিজাইন কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভবনের মূল দরজা কাঠের তৈরী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কলাপসিবল গেইট দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। একটি প্রকল্পে একটি মাত্র ডিজাইন হওয়া উচিত, একাধিক ডিজাইন কোন ক্রমেই গ্রহনযোগ্য নয়।

১৯.৫ নির্মাণ কাজের তদারকির অভাবঃ উপজেলা ভূমি অফিস গুলো জেলা প্রশাসন কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। অন্যাদিকে ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। জেলা প্রশাসনে একজন মাত্র সহকারী প্রকৌশলী রয়েছে। অন্যদিকে গণপূর্ত বিভাগেরও পর্যাপ্ত জনবলের অভাব হেতু ইউনিয়ন পর্যায়ে দুরবর্তী অঞ্চলে নির্মাণ কাজের Monitoring & Supervision ঠিকমত করা হয়নি বলে মনে হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজের যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে তা দুটি সংস্থার Monitoring & Supervision এর তদারকির অভারের কারণে হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২০। <u>সুপারিশঃ</u>

২০.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দিনাজপুর জেলার এলোয়ারী ইউয়িন ভূমি অফিস এবং নাচোল ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ব্রিকস্ দেয়ালের ফাটলের কারণ অনুসন্ধানপূর্বক উহার মেরামতের বিষয়ে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ ভবনগুলো কিভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে তা বোধগম্য নয়। দায়ছাড়াগোছের নির্মাণ এবং কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্দে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে ।

২০.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভূমি ভবনগুলোর (উপজেলা ও ইউনিয়ন) ত্রুটি/বিচ্যুতি সমূহ দূরীকরণ এবং ভবিষ্যতে ভবনগুলোর ত্রুটি/বিচ্যুতি সমূহ মেরামত ও সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

২০.৩ পরিদর্শিত দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ভূমি ভবনের অসম্পূর্ণ কাজ দ্রুত সম্পন্নকরণ এবং এর মান নিশ্চিতকরণ বিষয়ে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

২০.৪ দেশের সীমিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ভূমি অফিসগুলোর চাহিদা বিবেচনা করে প্রাধিকারের ভিত্তিতে অপেক্ষমান কক্ষসহ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অফিস কক্ষ এবং রেকর্ড রুম গুলো আরো বড় আয়তনে নির্মাণ করতে হবে। ভবনের জানালাগুলো গ্লাসের পরিবর্তে লোহার সীট দ্বারা তৈরী হওয়া প্রয়োজন। এলক্ষ্যে একটি সঠিক ডিজাইন প্রণয়ন করা সমীচীন হবে।

২০.৫ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজের Monitoring & Supervision এর জন্য পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা হলে নির্মাণ কাজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিত হতো। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প হাতে নেয়া হলে উপজেলা ভূমি অফিসের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর নেতৃত্বে একটি Monitoring কমিটি এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এর নেতৃত্বে আরেকটি Monitoring কমিটি থাকা যুক্তিসংগত হবে।

২০.৬ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সমস্ত জরাজীর্ণ উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস রয়েছে তা ভেংগে জনস্বার্থে নতুন ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে একটি নতুন কর্মসূচি/প্রকল্প হাতে নেওয়া যেতে পারে, তবে (২১.১-২১.৫)-তে প্রদত্ত সুপারিশগুলো বিবেচনায় রেখে প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন করা যুক্তিসংগত হবে।

‘‘উপকূলীয় অঞ্চলসহ সমতলভূমির দু’টি পাইলট জেলার বিস্তারিত ভূমি জোনিং সমীক্ষা ’’
জুন, ২০১২

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ভূমি মন্ত্রণালয়।

২। প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয় ।

৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ

ভূমির বহুমাত্রিক ব্যবহার ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের কারণে উপকূলীয় অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । উপকূলীয় অঞ্চল স্থল, জলাভূমি এবং আবাসন ছাড়াও প্যারাবন এবং জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত সমতলভূমিতে সমৃদ্ধ। প্রকল্পটি উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি এবং সমতল ভূমির ২টি পাইলট জেলার (নাটোর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) মোট ১৫২টি উপজেলাকে উপকূলীয় ভূমি জোনিং প্রকল্পের কার্যক্রম এলাকা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

(লক্ষ্য টাকায়)

	বাস্তবায়নকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়			
	আরম্ভ	সমাপ্ত	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	অনুমোদনের তারিখ
মূল	জুলাই,২০০৬	জুন, ২০১০	৯৮১.৪২	৯৮১.৪২	-	১০/০৯/২০০৬
সংশোধিত	জুলাই,২০০৬	ডিসেম্বর, ২০১১	১০০১.৪২	১০০১.৪২	-	১৬/০৬/২০১১

৬। প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়		বাস্তব অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	স্থানীয় পরামর্শক ব্যয়	২২	৪০৮.৩৩	২২	৪০১.৯৭	২২ (৯৮%)	
২।	প্রিন্টিং, স্টেশনারী	থোক	১৩৯.০০	থোক	১৩১.১৭	১০০%	
৩।	অফিস ভাড়া	১	৩৮.৭৮	থোক	৩৮.৬৪	১০০%	
৪।	পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল এবং টেলিফোন বিল	থোক	১১.৯৬	থোক	১১.৪৫	৯৬%	
৫।	গাড়ী ভাড়া	৩	৬১.৬৪	৩	৬১.৬৪	১০০%	
৬।	জ্বালানী/গ্যাস	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৫.০০	১০০%	
৭।	ভূমি ব্যবহার জরিপ	থোক	৯০.০০	থোক	৮৭.৩৩	১০০%	
৮।	টিএ / ডিএ	থোক	২৫.০০	থোক	২৪.৯৪	৯৯.৭৬%	
৯।	সামাজিক ও পরিবেশের উপর প্রভাব সমীক্ষা এবং চর ও দ্বীপ এলাকার উপর বিশেষ সমীক্ষা	২	৬০.০০	২	৬০.০০	২ (১০০%)	
১০।	স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও সেমিনার	থোক	৩৯.৭১	থোক	৩৯.২৭	১০০%	
১১।	বিবিধ	থোক	৫৮.০০	থোক	৫৮.০০	১০০%	
১২।	অফিস মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট	১২	১৯.০০	থোক	১৯.০০	১২ (১০০%)	
১৩।	অফিস ফার্ণিচার	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.৯৭	৯৯.৮০%	
	সর্বমোট =		**১০০১.৪২**		**৯৮৩.৩৮(৯৮%(**	**(১০০%)**	

৭। প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

৭.১ পটভূমিঃ

দেশের ভূ-সম্পদের সমন্বিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে “ভূমি জোনিং’’ এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর ব্যবহার গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে ভূমি মন্ত্রণালয় ২০০১ সালে ’’ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি’’ প্রণয়ন করে। সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতি, উন্নয়ন কৌশল এবং পরিকল্পনায় অনেক আগে থেকেই ভূমি জোনিং প্রণয়ন করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রণীত ভূমি ব্যবহার নীতিতে ভূমি জোনিং এর পাশাপাশি দেশের জন্য “**কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১**’’ প্রণয়ন করা এবং জোনিং ম্যাপ তৈরীর উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উক্ত নীতিতে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ভূমি জোনিং প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাজটি করার জন্য একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় টার্স্কফোর্স গঠন করার সুপারিশও নীতিতে রয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে ২০০০ সালে গঠিত "Program Development Office for Integrated Coastal Zone Management Plan (PDO-ICZMP)" শীর্ষক অফিস থেকে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন ধরনের যে ৬টি সুপারিশ করা হয়েছে তন্মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা, উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়ন কৌশল এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন বিষয়সমূহ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এর মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা ২০০৫ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ভূমি জোনিং বিষয়টি উক্ত নীতিমালায়ও সুপারিশ আকারে উল্লেখ করা হয় । টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি জোনিং এর গুরুত্ব বিবেচনা করে PDO-ICZMP উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ভূমি জোনিং তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে ২০০৪ সালের জুলাই মাসে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে আলোচনা শুরু করা হয়। সকল সংস্থা ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য একটি সমন্বিত ভূমি জোনিং তৈরীর উপর মতামত প্রদান করে যাতে করে এর মাধ্যমে ভূমির অপব্যবহার এবং এর অবক্ষয় রোধ করা যায়। আলোচনার সর্বশেষ মতামত Cross-Sectoral Development Oriented Zoning এর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় । এর উদ্দেশ্য হবে সরকারকে ভূমির গুনাগুন ও বৈশিষ্ট বিবেচনা করে এর সর্বোত্তম ব্যবহার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা প্রদান করা। এ বিষয়ে ২০০৪ সালে আগষ্ট মাসে একটি জাতীয় কর্মশালার অয়োজন করা হয় । কর্মশালায় বিভিন্ন দিক বিশেষতঃ সময় ও সম্পদের স্বল্পতা বিবেচনা করে প্রাথমিকভাবে "Indicative Coastal Land Zoning" তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১০টি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে একটি Technical Support Group (TSG) তৈরী করা হয়। বর্ণিত ধারাবাহিকতায় উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমির সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রকল্পটি প্রণীত হয়েছে।

৭.২ । <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

ক) ভূমির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৃষি, পশু-সম্পদ, বনজ সম্পদ, চিংড়ি চাষ, শিল্পাঞ্চল, পর্যটন এবং প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহার বিষয়ক দ্বন্দ্ব নিরসন এবং ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে ভূমি থেকে সর্বোচ্চ সুফল অর্জন করা;

খ) ভূমির অবক্ষয় রোধ করা এবং ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি পুনরুদ্ধার করা;

গ) গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও কৃষ্টিগত স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষা করা;

ঘ) জীব-বৈচিত্রের সংরক্ষণ করা;

ঙ) নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ ও ভূমি ব্যবহারকারীদের মধ্যে ভূ-সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে ধ্যান-ধারনা সৃষ্টি করা;

চ) খসড়া **কৃষি জমি সুরক্ষা** ও **ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১** প্রণয়ন করা এবং

ছ) ভূমি জোনিং ম্যাপ ও ভূমির তথ্যভান্ডার (Database) তৈরি করা।

৮। <u>প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ</u>

গত ১০-০৯-২০০৬ তারিখে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১০ মেয়াদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় লোকবল নিয়োগ ও অফিস স্থাপনায় ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় মার্চ ২০০৭ থেকে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডরের কারণে প্রকল্পের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হলে স্থানীয় প্রশাসন পুনর্বাসনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে দূর্গত এলাকায় মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের অধিকাংশ সময়ই এই মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয় । সেজন্য ব্যয় ব্যতিরেকে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৫/০১/২০০৯ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে **আইএমইডি'র সুপারিশের ভিত্তিতে** প্রকল্পের মেয়াদ ১৬/০৬/২০০৯ তারিখে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন,২০১০ এর পরিবর্তে জুন,২০১১ পর্যন্ত অর্থাৎ এক বছর বর্ধিত করে। পরবর্তিতে ভূমি জোনিং ম্যাপসহ প্রতিবেদন মূদ্রণ কাজ এবং কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১ এর উপর স্থানীয় প্রশাসনের মতামত সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরও ০৬(ছয়) মাস অর্থাৎ জুলাই, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৬/০৬/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সেচ উইং কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণঃ

৯.১ । মাঠ পর্যায়ে বিস্তারিত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ

প্রকল্পের অধীনে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে এ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মূল লক্ষ্য ছিল ভূমির বর্তমান ব্যবহার ভিত্তিক (কৃষি, মৎস্য, বন, শিল্প কারখানা স্থাপন ইত্যাদি) বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রকল্প এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য ডিজিটাল ভূমি ব্যবহার ম্যাপ প্রণয়ন করা। এ জন্য SPARRSO থেকে উপকূলীয় জেলাসমূহের সকল উপজেলার Satellite Image সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা বিশ্লেষণ করে প্রতিটি ইউনিয়নের ভূমি ব্যবহার ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এসব ম্যাপের সাথে সংগৃহীত মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সমন্বয় করে প্রতি উপজেলার ভূমি জোনিং ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ২১টি জেলার

১৫২টি উপজেলার মধ্যে সকল উপজেলার সমীক্ষা কাজ সম্পন্নসহ ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। ম্যাপগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার নিকট বিতরণ করা হয়েছে।

৯.২। উপকূলীয় অঞ্চলের চর ও দ্বীপ এলাকার উপর বিশেষ সমীক্ষাঃ

দেশের চর ও দ্বীপ এলাকা অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি অঞ্চল, যার সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহার জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। চর ও দ্বীপ এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার অবস্থা, সেখানকার জনগণের জীবন ও জীবিকার ধরন, চরের গঠন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইত্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক একটি উন্নয়ন কৌশল (Development Strategy) প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কাজটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এ ধরণের কার্যক্রম ভূমি জোনিং প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। উপকূলীয় অঞ্চলের চর ও দ্বীপ এলাকার উপর বিশেষ সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ চরের ভূমি ব্যবহার ভিত্তিক ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

৯.৩। প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত ০৫টি উপজেলার 'সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষাঃ

এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো ভূমি জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও পরিবেশগত সমস্যা নিরূপণ করা, ভূমি জোনিং কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করা, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রভৃতি অন্যতম। এ লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার ১৫২টি উপজেলা থেকে বিভিন্ন Criteria বিবেচনা করে Representative উপজেলা হিসাবে নির্বাচিত ০৫টি উপজেলার সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা কাজ করা হয়েছে। কাজটি Bangladesh Institute of Social Research-BISR এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯.৪। জাতীয় ও আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠান ও জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরিঃ

ভূমি জোনিং এর ওপর তৈরিকৃত খসড়া প্রতিবেদনসমূহ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রণীত প্রতিবেদন বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের (Stakeholders) মাঝে উপস্থাপনপূর্বক তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে তা চূড়ান্ত করা হয়। পরিশেষে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতির সুপারিশ অনুযায়ী সমগ্র দেশব্যাপী ভূমি জোনিং কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রকল্পটির প্রস্তাব তৈরি করা হয়। ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলার মধ্যে সকল উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং একই সাথে ৪০টি উপজেলায় যাচাইকরণ কর্মশালা (Validation Workshop) সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯.৫। কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়নঃ

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে খসড়া কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১ তৈরি করা হয়। এ কাজটি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট গ্রুপের সহায়তায় করা হয়েছে। জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এর যথার্থতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং বিধি মোতাবেক তা চূড়ান্ত করা হচ্ছে। খসড়াটির উপর সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও স্বত্বভোগীদের মতামত পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে 'ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি'র একটি সভা গত ০৮-০৩-২০১১ তারিখ ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে গত ২৮/১২/২০১১ তারিখে কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১ এর উপর জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খসড়া কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১ অচিরেই চূড়ান্ত করা হবে।

৯.৬ । ভূমির তথ্য-উপাত্তের ওপর তথ্য ভান্ডার (Database) তৈরিঃ

সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের সমন্বয়ে একটি সুসংগঠিত তথ্যভান্ডার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (MIS) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হবে। এ জাতীয় তথ্যভান্ডার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (MIS) বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, পরামর্শক, ছাত্র ও গবেষকসহ বৃহত্তর পরিসরে ব্যবহারের জন্য সহজলভ্য করা হবে। এ কাজের জন্য SPARRSO থেকে উপকূলীয় জেলাসমূহের সকল উপজেলার Satellite Image সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায় থেকে ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৯.৭। ম্যাপসহ প্রতিবেদন তৈরিঃ

১৫২টি উপজেলার ভূমি জোনিং প্রতিবেদন মানচিত্রসহ মুদ্রণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব ম্যাপসহ প্রতিবেদন ইতোমধ্যে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ব্যাক্তি/সুবিধাভোগী শ্রেনীর নিকট বাস্তবায়নের জন্য বিতরণ করা হয়েছে।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
ক) উপকূলীয় জেলা সমূহ এবং সমতলের ২টি পাইলট জেলায় ভূমি জোনিং এবং ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমি থেকে সর্ব্বোচ্চ সুফল আনয়ন করা ;	ইতোমধ্যে ১৫২টি উপজেলার ভূমি জোনিং ম্যাপসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
খ) কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন	খসড়া কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।
গ) উপকূলীয় অঞ্চলের চর ও দ্বীপ এলাকার উপর বিশেষ সমীক্ষা এবং প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত ০৫টি উপজেলার 'সামাজিক ও পরিবেশ নিরূপণ সমীক্ষা;	উপকূলীয় অঞ্চলের চর ও দ্বীপ এলাকার উপর বিশেষ সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন করা সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত ০৫টি উপজেলার 'সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা কাজের বিষয়ে Bangladesh Institute of Social Research-BISR এর মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

১১। প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

গত ২৯/০১/২০১২ তারিখে গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি উপজলায় ''(Study of Detailed Coastal Land Zoning with Two Pilot Districts of Plain Land Project (2nd Revised)" প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আইএমইডির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত কর্মশালায় প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা ও যোক্তিকতার বিষয়টি অনুধাবন করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ও প্রকল্প পরিচালক, গোপালগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক, কাশিয়ানি উপজেলার চেয়্যারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাশিয়ানি উপজেলা কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। গত ২৭-০৪-২০১১ইং তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ভূমি জোনিং ম্যাপ বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালায় শাহানা সুলতানা, উপ-পরিচালক, আইএমইডি উপস্থিত ছিলেন।

১১.১ গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি উপজেলার ভূমি জোনিং ম্যাপ বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালাঃ

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তক বাস্তবায়িত কোস্টাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত উপজেলা ভূমি জোনিং ম্যাপ বাস্তবায়ন বিষয়ক এক কর্মশালা গত ২৯ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কাশিয়ানি উপজেলায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক, গোপালগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক, কাশিয়ানি উপজেলার চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় কাশিয়ানি উপজেলার উপর প্রণীত ভূমি জোনিং ম্যাপসহ অন্যান্য বিষায়াবলী বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সভাপতি-প্রেসক্লাব, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের স্ব-স্ব ইউনিয়নের উপর প্রণীত ম্যাপের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মত পোষণ করেন যে, তাদের এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে ইটের ভাটা স্থাপনের ফলে কৃষি জমি নষ্টের পাশাপাশি পরিবেশগত বিপর্যয় হচ্ছে এবং কৃষি জমি ভবিষ্যতের অকৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য অস্থানীয় ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা ক্রয় করছে। ফলে স্থানীয় কৃষকরা এসমস্ত কৃষি জমি ক্রয়/চাষাবাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কৃষি জমির অপরিকল্পিত ব্যবহার রোধ করে এর পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ভূমিকে তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ অনুযায়ী প্রণীত ভূমি জোনিং ম্যাপ অত্যন্ত সহায়ক হবে। সিংড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে দাবী করেন যে, অতি শীঘ্রই এই ম্যাপ অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নের ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিয়তা বিধানে ''কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১" প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। একইসাথে তিনি আরো বলেন যে, ভূমি জোনিং ম্যাপ ও আইনটি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা থাকার প্রয়োজন রয়েছে। কর্মশালায় ব্যক্তিরা আরো বলেন, যেহেতু বাংলাদেশ সীমিত আয়তনের দেশ সেহেতু এদেশে ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমি জোনিং এর বিকল্প নেই। সেজন্য সারা দেশেই ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন দরকার। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ও চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কাশিয়ানি উপজেলা বলেন যে, ভূমি জোনিং একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ভূমির অবক্ষয় রোধে ভূমি জোনিং ম্যাপ বাস্তবায়ন অবশ্যই দরকার।

উল্লেখ্য, এ সমীক্ষা কাজে সহযোগীতার জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, উপজেলা কৃষি, মৎস্য, বন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে ও স্থানীয় জনগণের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং SPARRSO এর Satallite Image বিশ্লেষণ করে খসড়া ভূমি জোনিং ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যাচাইকরণ কর্মশালায় (Validation Workshop) এর মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি কর্মকর্তাসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, এনজিও প্রতিনিধি, পেশাজীবিসহ অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার মূল্যবান মতামত নিয়ে প্রণীত ভূমি জোনিং ম্যাপ এর

সঠিকতা যাচাই করে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়।

১২। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
১	২	৩	৪	৫
জনাব মোঃ মুনীর চৌধুরী, উপ-সচিব	খন্ডকালীন	না	০৮.১১.২০০৬	২৭.০৫.২০০৭
জনাব পিউস কস্তা, যুগ্ম-সচিব	খন্ডকালীন	না	২৭.০৫.২০০৭	১৮.০২.২০০৮
জনাব মোঃ আমিনুর রহমান, উপসচিব	খন্ডকালীন	না	১৮.০২.২০০৮	২৯.০৬.২০০৮
জনাব মোঃ আবদুল মোনাফ পাটোয়ারী, যুগ্ম-সচিব	খন্ডকালীন	না	২৯.০৬.২০০৮	২৮.১০.২০০৮
জনাব মোঃ আমিনুর রহমান, উপসচিব	খন্ডকালীন	না	২৮.১০.২০০৮	১৪.১২.২০০৮
জনাব মোঃ আবদুল মোনাফ পাটোয়ারী, যুগ্ম-সচিব	খন্ডকালীন	না	১৪.১২.২০০৮	১৯.০২.২০০৯
জনাব মোহাম্মদ আলী খান, যুগ্ম-সচিব	খন্ডকালীন	না	১৯.০২.২০০৯	১৫.০৬.২০১০
জনাব মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন, যুগ্ম-সচিব	খন্ডকালীন	না	১৫.০৬.২০১০	৩১.১২.২০১১

১৩। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

প্রকল্প প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশাসনিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ শুরু করতে বিলম্ব হওয়ায় তার সুফল পেতেও সময় লাগবে। চলতি প্রকল্প মেয়াদে প্রণীত ভূমি জোনিং ম্যাপ, প্রতিবেদন প্রকাশনা ও স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করণের বর্তমান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে বাড়তি সময় প্রয়োজন হবে বলে প্রকল্প অফিস থেকে জানা গেছে। তবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি আরো বেশী সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং পৌঁছানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সীমিত বলে প্রতিয়মান হয় যার উপর প্রকল্পের সুফল বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৮জন কমর্কর্তা বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালকের পদে ঘন ঘন বদলীর বিষয় প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা ঘটার অন্যতম কারণ বলে প্রতিয়মান হয়।

১৪। সার্বিক পর্যবেক্ষণ/ সুপারিশঃ

ক) প্রণীত ভূমি জোনিং ম্যাপ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করাসহ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

খ) সত্বর কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করার প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ সমতল ভূমির দুটি পাইলট জেলার বিস্তারিত ভূমি জোনিং সমীক্ষা সম্পাদন করা এ প্রকল্পের বর্তমান কার্যপরিধি। ভূমির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধ করে এর সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দেশের সকল অঞ্চলে এই কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায় গ্রহণ করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

ঘ) ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালকের পদে ঘন ঘন বদলীর বিষয়টি পরিহার করার উদ্যোগ নিতে হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের
এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মুল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**	৭	৪	৩	০	০	৪	২০% ও ৬৬%	-	-

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ৭**টি**

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত মেয়াদকাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১৮৩৬.৩১৪	জুলাই-২০০৭ থেকে জুন-২০১২
২।	ষ্টেংদেনিং ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অব ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ (১ম সংশোধিত)	৫৮০.২১ (জিওবি ৯৯.৫২+ প্রকল্প সাহায্য ৪৮০.৫২)	ড্যানিডাঃ ০১-১০-২০০৬ থেকে৩০-০৯-২০১০ জিওবিঃ ০১-১০-২০০৬ থেকে ৩০-০৯-২০১১
৩।	ঢাকা মহানগরে মৎস্য বিপণন সুবিধাদি স্থাপন।	৭৩৯.৩০	জুলাই-২০০৮ থেকে জুন-২০১২
৪।	দ্বিতীয় অংশীদারিত্বমূলক পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৩৪১.৭৪	নভেম্বর-২০০৫ থেকে জুন-২০১২
৫।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স টু এনহ্যান্স দি ক্যাপাসিটি অব ডিপার্টমেন্ট অফ লাইভস্টক সার্ভিসেস।	৭৫০.৩৭	অক্টোবর-২০০৬ থেকে সেপ্টেম্বর-২০১১
৬।	পোল্ট্রি প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরিক্ষণ।	২৯৮৪.৭৯	জুলাই-২০০৬ থেকে জুন-২০১২
৭।	পলিসি এন্ড প্ল্যানিং সাপোর্ট ফর দি মিনিস্ট্রিঅব ফিসারিজ এন্ড লাইভস্টক।	২৬১.১২	ড্যানিডাঃ ০১-১০-২০০৬ থেকে ৩১-১২-২০০৯ জিওবিঃ ০১-১০-২০০৬ থেকে ৩০-০৬-২০১২

০৩। **ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
(১)	(২)	(৪)
১।	ঢাকা মহানগরে মৎস্য বিপণন সুবিধাদি স্থাপন।	প্রকল্প অনুমোদন, কনসালেটেন্ট নিয়োগ, জমির অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ, পাইলিং এর লোড টেষ্ট প্রভৃতি কার্যক্রমে বিলম্বতার কারণে রোড ম্যাপ অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।
২।	দ্বিতীয় অংশীদারিত্বমূলক পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	ডিপিপি অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই ২০০৪ সালের পরিবর্তে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ থেকে শুরু হয়। ফলে প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম অনুমোদিত প্রকল্পের সময়সীমা যথা জুন-২০১০ এর মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি । তাছাড়া ফলিত গবেষণা কার্যক্রম শুরু ও সম্পন্ন করা সময়ানুযায়ী সম্ভব হয়নি।
৩।	পোল্ট্রি প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরিক্ষণ প্রকল্প।	পর্যাপ্ত এডিপি বরাদ্দ না পাওয়ায় যথাসময়ে অর্থ অবমুক্তি না করতে পারার কারণে সময় অতিবাহিত হয়েছে।
৪।	পলিসি এন্ড প্ল্যানিং সাপোর্ট ফর দি মিনিস্ট্রি অব ফিসারিজ এন্ড লাইভস্টক।	চলমান প্রকল্পের মাঝামাঝি সময়ে দাতা সংস্থা DANIDA কর্তৃক প্রকল্পের সহযোগিতা বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ASPII এর Joint Sector Review (JSR) Mission কর্তৃক জুন-২০০৯ সালে প্রকল্পটির Phasing out এর সুপারিশ করা হলেও বিভিন্নভাবে নেগোশিয়েসনের ফলে দাতা সংস্থা কর্তৃক শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বর-২০০৯ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য বজায় রাখা হয়। মূলতঃ দাতা সংস্থা DANIDA-এর সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত MIS Unit টি বর্ধিত জিওবি বরাদ্দ দ্বারা (MIS Unit উন্নয়ন ও পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতির স্মারকস্বরুপ) পরিচালনা করার জন্য এ প্রকল্প হতে দাতা সংস্থা প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া। ফলে পরবর্তী সময়কালে প্রকল্পের বাস্তবায়নে সাময়িক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

০৪. **প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা		সুপারিশ	
৪.১	প্রকল্প টেকসই না হওয়া	৪.১	প্রকল্প টেকসই করার জন্য ডিপিপিতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন এবং অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মৎস্য ও প্রণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভবিষ্যতে HACCP অথবা এ ধরনের Concept Based কোন প্রকল্প নেয়া হলে তার পূর্ণ বিবরণ এবং তা পরিমাপ করার জন্য সংশ্লিষ্ট KPI (Key Performance Indicator) ডিপিপিতে আবশ্যকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৪.২	পর্যাপ্ত জনবলের অভাব	৪.২	প্রকল্পের কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের অনুমোদিত জনবলের সংস্থান অনুযায়ী জনবল নিয়োগ (প্রেষণে এবং সরাসরি) করা প্রয়োজন। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জনবল সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক নজরদারী করা প্রয়োজন।
৪.৩	টেকনিক্যাল ওয়েববেজড প্রকল্পে সিস্টেম এনালিস্ট না থাকা	৪.৩	টেকনিক্যাল ওয়েববেজড প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরবর্তীতে পরিচালনার জন্য একজন সিস্টেম এনালিস্টের প্রয়োজন। টেকনিক্যাল ওয়েববেজড প্রকল্পর ক্ষেত্রে রাজস্ব বাজেটের আওতায় একজন সিস্টেম এনালিষ্ট নিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে।
৪.৪	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন	৪.৪	প্রকল্পের কার্যক্রম সার্বিকভাবে সফল করার জন্য ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকদের ঘন ঘন পরিবর্তনে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে।
৪.৫	অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করা	৪.৫	উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বিধি-বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প মেয়াদ শেষে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং ভৌত কাজ (কার পাকিং) সম্পাদনের জন্য বিএফডিসি'র একাউন্টে টাকা ধরে রাখা আর্থিক বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিএফডিসি কর্তৃক এর পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান এবং এ ধরণের বিষয় ভবিষ্যতে পরিহার করতে হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ের পূর্ণ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

"বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)"
সমাপ্তঃ জুন ২০১২

১। প্রকল্পের নামঃ **বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)**

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মৎস্য অধিদপ্তর।

৪। প্রকল্পের অবস্থানঃ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কক্সবাজার জেলার ২৪টি উপজেলা।

৫। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

চিংড়ি চাষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে চিংড়ি রপ্তানী করে বাংলাদেশ প্রায় ৩০০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয় করে। মৎস্য সেক্টর জিডিপিতে প্রায় ৪.৯২% এবং রপ্তানী আয়ে ৫.৭০% অবদান রাখে। তন্মধ্যে প্রায় ৮৮.৭২% আসে চিংড়ি থেকে। প্রায় ২০ থেকে ২৫ লক্ষ লোক পোনা আহরণ, উৎপাদন, বিপণন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

উপকূলের ব্যাপক জনগোষ্ঠি (প্রায় ১১.৫০ লক্ষ লোক) চিংড়ি উৎপাদন, বিপণন কাজে জড়িত। এই জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ হলো নারী। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ২.০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হলেও হেক্টর প্রতি ফলন খুব কম। উপকূলীয় চাষীরা জল, জমি ও জলবায়ুর সাথে তাল মিলিয়ে সাধারণতঃ সনাতনী ও উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। যে কারণে হেক্টর প্রতি বাগদা চিংড়ির উৎপাদন ২০০-২৫০ কেজির উর্দ্ধে নয়। কিন্তু উপকূলীয় লবণ জল ও জমি খুবই সম্ভাবনাময়। খামারের অবকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই উৎপাদন অনেকগুণ বাড়ানো সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে ২০০০-২০০৬ সাল পর্যন্ত **বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ** শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মূলতঃ খামারের অবকাঠামো উন্নয়ন ও চাষের পদ্ধতি/প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রদর্শনী খামার স্থাপন, ফলাফল প্রদর্শন, বাগদা চিংড়ি চাষী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়।

উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় পর্যায়ে চাষী প্রশিক্ষণ, হ্যাচারি ও নার্সারি অপারেটর প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও ফলাফল প্রদর্শন, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, সেমিনার/ওয়ার্কসপ, মোবাইল টেস্টিং ভ্যানের সাহায্যে ঘেরের মাটি পানি পরীক্ষা করে ও ব্যবস্থাপত্র প্রদান, পিসিআর ল্যাব স্থাপন ও পিসিআর ল্যাবের মাধ্যমে হোয়াইট স্পট ভাইরাস **(WSV)** সনাক্তকরণ, উপকরণ সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০০৭-২০১২ মেয়াদে প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে, মোট ১৯৩১.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "**বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)**" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০/১০/২০০৭ তারিখে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আলোচ্য প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১। আধুনিক চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাগদা চিংড়ির উৎপাদনসহ রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা;

২। প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাগদা হ্যাচারি/নার্সারি মালিক ও চিংড়ি চাষীদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

৩। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বাগদা হ্যাচারি/নার্সারি স্থাপনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা;

৪। প্রকল্পের মোবাইল টেস্টিং ভ্যান ও পিসিআর ল্যাবের সাহায্যে বাগদা চিংড়ির রোগ ও চাষকালীন সমস্যা নিরুপণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণে চাষীদের সহায়তা প্রদান করা।

৭। প্রকল্পের অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধনঃ

মূল অনুমোদনঃ ১০/১০/২০০৭

অন্তঃখাত সমন্বয়ঃ ০৪/০৫/২০০৯

৮। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৯৩১.১৩২	**১৯৩১.১৩২**	**১৮৩৬.৩১৪**	**জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২**	**-**	**জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২**	-	-

৯। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হ'লঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক(%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
রাজস্বঃ						
১।	অফিসারদের বেতন	মাস	৮৪.০০০	০৯ জন	৩৮.৯৫৮ (৪৬.৩৮%)	০৫ জন (৫৫%)
২।	কর্মচারীদের বেতন	মাস	৪০.৯০৮	১২ জন	২০.৫১১ (৫০.১৪%)	০৮ জন (৬৬%)
৩।	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভাতাদি	মাস	৬৬.৪৫৭	২১ জন	৪৫.৮৮৬ (৬৯.০৫%)	১৩জন (৬২%)
৪।	ভ্রমণ ব্যয়	সংখ্যা	৫০.০০০	৩৩ অফিস	৫০.০০০ (১০০%)	৩৩ অফিস (১০০%)
৫।	ডাক	সংখ্যা	১.০০০	৩৩ অফিস	১.০০০ (১০০%)	৩৩ অফিস ১০০%
৬।	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	১০.০০০	৩৩ অফিস	৭.৭৬৫ (৭৭.৬৫%)	৩৩ অফিস (১০০%)
৭।	বিদ্যুৎ বিল	সংখ্যা	১০.০০০	৩৩ অফিস	১০.০০০ (১০০%)	৩৩ অফিস (১০০%)
৮।	জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্ট	সংখ্যা	৪০.০০০	৩৩ অফিস	৩৯.৯৯০ (৯৯.৯৮%)	৩৩ অফিস (১০০%)
৯।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৩৮.৮২০	থোক	৩৮.৮২০ (১০০%)	১০০%
১০।	স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	সংখ্যা	২০.০০০	৩৩ অফিস	২০.০০০ (১০০%)	৩৩ অফিস (১০০%)
১১।	অডিও/ভিডিও চলচিত্র নির্মাণ	সংখ্যা	৩৯.০০০	১০টি	৩৯.০০০ (১০০%)	১৩টি (১৩০%)
১২।	প্রচার ও প্রকাশনা	সংখ্যা	১০.০০০	৩৩ অফিস	১০.০০০ (১০০%)	৩৩ অফিস (১০০%)
১৩।	প্রশিক্ষণ ও ভাতাদি	সংখ্যা	৪৭৭.৮৪০	৩৯,৪৯৫ জন	৪৭৭.৮৩২ (১০০%)	৩৯,৪৯৫ জন (১০০%)
১৪।	সেমিনার, ওয়ার্কসপ/র‍্যালি	সংখ্যা	২৬.০০০	৫০টি	২৬.০০ (১০০%)	৫২টি ১০৪%
১৫।	চিংড়ি চাষীদের বিনিময় সফর/সম্প্রসারণ কার্যক্রম/ পরিকল্পনা গ্রহণ	সংখ্যা	৯৬.৮৭৫	৭,৭৫০ জন	৯৬.৮৭৫ (১০০%)	৭,৭৫০ জন (১০০%)
১৬।	প্রশিক্ষণকালীন উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	৫০.০০০	২ অফিস	৫০.০০০ (১০০%)	২ অফিস (১০০%)
১৭।	২৪০টি বাগদা চিংড়ি প্রদর্শনী খামারের পি,এল ক্রয়	সংখ্যা	৭৭.৫০০	৩১০ টি	৭৭.৫০০ (১০০%)	৩১০ টি (১০০%)
১৮।	২৪০টি বাগদা চিংড়ি প্রদর্শনী খামারের খাদ্যক্রয়	সংখ্যা	১২৯.২০০	৩১০ টি	১২৯.১৬৭ (৯৯.৯৭%)	৩১০ টি (১০০%)
১৯।	কম্পিউটার সরঞ্জাম	সংখ্যা	৫.০০০	৩৩ অফিস	৫.০০০ (১০০%)	৩৩ অফিস (১০০%)

ক্রমিক নং	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক(%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২০।	অন্যান্য (অনিয়মিত শ্রমিক, ড্রাইভার ওভার টাইম ইত্যাদি)	সংখ্যা	৬৮.৫০০	৩৩ অফিস	৬৮.৫০০ (১০০%)	৩৩ অফিস (১০০%)
২১।	মটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	সংখ্যা	২০.০০০	৩৩ অফিস	২০.০০০ (১০০%)	৩৩ অফিস (১০০%)
২২।	যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ	সংখ্যা	১৫.০০০	৩৩ অফিস	১৫.০০০ (১০০%)	৩৩ অফিস (১০০%)
২৩।	ডিএফটিসি, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরায় মেরামত/সংস্কার/ উন্নীত করণের কাজ পিসিআর ল্যাবসহ	সংখ্যা	১৬৬.৫৯০	১ অফিস	১৬৬.৫৯০ (১০০%)	১ অফিস (১০০%)
২৪।	এডিবি চিংড়ি হ্যাচারী, কক্সবাজারে মেরামত/সংস্কার/ উন্নীত করণের কাজ টেকনাফে পানির পাইপ লাইনসহ	সংখ্যা	৩৪.০৫৪	১ অফিস	৩৪.০৫৪ (১০০%)	১ অফিস (১০০%)
উপমোট (রাজস্ব)ঃ			**১৫৭৬.৭৪৪**	-	**১৪৮৮.৪৪৮ (৯৪.১২%)**	১০০%
মূলধনঃ						
২৫।	অডিও ভিজুয়্যাল যন্ত্রপাতি (টিভি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ফিলিপ চার্ট)	সংখ্যা	৫.০০০	০২ সেট	৫.০০০ (১০০%)	০২ সেট (১০০%)
২৬।	এয়ার কন্ডিশনার	সংখ্যা	৩.০০০	০৩ টি	৩.০০০ (১০০%)	০৩ টি (১০০%)
২৭।	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	০.৮০০	০২ টি	০.৮০০ (১০০%)	০২ টি (১০০%)
২৮।	পিসিআর ল্যাব যন্ত্রপাতি	ইউনিট	৪০.০০০	০১ ইউনিট	৩৯.৮২ (৯৯.৫৫%)	০১ ইউনিট (১০০%)
২৯।	সম্প্রসারণ কাজের যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪০.০০০	১৬০০ কিট	৪০.০০০ (১০০%)	১৬০০ কিট (১০০%)
৩০।	মোবাইল টেস্টিং ভ্যানের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	২০.০০০	৬৭০ কিট	১৮.০০০ (১০০%)	৬৭০ কিট (১০০%)
৩১।	কম্পিউটার (ল্যাপটপ) প্রিন্টারসহ	সংখ্যা	১.৫০০	০১টি	১.৫০০ (১০০%)	০১টি (১০০%)
৩২।	ফটোকপি মেশিন	সংখ্যা	৪.০০০	০২টি	৪.০০০ (১০০%)	০২টি (১০০%)
৩৩।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৫.০০০	৮৯টি	৫.০০০ (১০০%)	৮৯টি (১০০%)
৩৪।	টেলিফোন সংযোগসহ	সংখ্যা	০.৫০০	০২টি	০.৫০০ (১০০%)	০২টি (১০০%)
৩৫।	অন্যান্য	সংখ্যা	৫.০০০	৩৩ অফিস	৪.৯১০ (৯৮.২০%)	৩৩ অফিস (১০০%)
৩৬।	খুলনাস্থ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস নির্মান ও পিসিআর ল্যাবরেটরী স্থাপন	সংখ্যা	৯৭.৩৪৬	১ অফিস	৯৫.০০০ (৯৭.৫৯%)	০১ অফিস (১০০%)
৩৭।	বাগদা পিএল নার্সারী উন্নয়নে বেসরকারি খাতে অনুদান	সংখ্যা	৩০.০০০	৬ টি	২৯.৮৮০ (৯৯.৬০%)	৬টি (১০০%)
৩৮।	ডিএফটিসি, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরায় প্রদর্শনী খামারে গার্ড শেড কাম ষ্টোর নির্মান	সংখ্যা	২.২৪২	১ অফিস	২.২৪২ (১০০%)	০১ অফিস (১০০%)
৩৯।	প্রদর্শনী খামারের বাঁধ উন্নয়ন, ক্যানেল খননে মাটির কাজ, ইনলেট ও আউটলেট গেট নির্মান, নেটিং, সেনেটারী ইত্যাদি।	সংখ্যা	১০০.০০০	১০০ টি	৯৮.২১০ (৯৮.২১%)	১০০ টি (১০০%)
	উপমোট (মূলধন)ঃ	-	**৩৫৪.৩৮৮**	-	**৩৪৭.৮৬২ (৯৮.১৬%)**	**১০০%**
	সর্বমোট	-	**১৯৩১.১৩২**	-	**১৮৩৬.৩১৪ (৯৫.০৯%)**	**১০০%**

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে মোট ১৯৩১.১৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির মোট ব্যয় হয়েছে ১৮৩৬.৩১৪ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.০৯%। অন্যদিকে প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১১। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২। পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থাঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর খুলনার বটিয়াঘাটা ও ডুমুরিয়া উপজেলা, সাতক্ষীরা সদর এবং বাগেরহাট সদর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া রামপাল (বাগেরহাট), দাকোপ (খুলনা) ও কালিগঞ্জের (সাতক্ষীরা) সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে উক্ত এলাকাসমূহে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এর ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২.১ প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিঃ

ক) জনবলঃ

আলোচ্য প্রকেল্পর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ৯ জন কর্মকর্তা (২ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সরাসরি নিয়োগ) ও ১২ জন কর্মচারীর (৩ জন কম্পিউটার অপারেটর ও ৩ জন ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট সরাসরি নিয়োগ) সংস্থান রয়েছে। উক্ত ৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৭ জন কর্মকর্তা মৎস্য অধিদপ্তর হতে প্রেষণে নিয়োগের উল্লেখ থাকলেও প্রকল্প মেয়াদে সকল কর্মকর্তাকে এ প্রকল্পের কাজে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা গেছে। অন্যদিকে, ২ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হলেও পরবর্তীতে চাকুরী ছেড়ে দেওয়ায় সম্পূর্ণ প্রকল্প মেয়াদে তাদের সার্ভিস এ প্রকল্পে পাওয়া যায়নি। প্রকল্প মেয়াদের শেষ পর্যায়ে মাত্র ৫ জন কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন।

এ প্রকল্পে ১২ জন কর্মচারীর মধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর হতে ৬ জন (১ জন হেড এ্যাসিসটেন্ট, ১ জন একাউন্টটেন্ট, ২ জন ড্রাইভার ও ২ জন এমএলএসএস) প্রেষণে নিয়োগের সংস্থান থাকলেও কর্মকর্তাদের ন্যায় তাদেরও সম্পূর্ণ মেয়াদে প্রকল্পে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়নি। মূলতঃ মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের স্বল্পতার কারণেই অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ প্রকল্পে মৎস্য অধিদপ্তর হতে কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রেষণে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা গেছে। অন্যদিকে, ৬ জন কর্মচারী (৩ জন কম্পিউটার অপারেটর ও ৩ জন ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট) সরাসরি নিয়োগ করা

হলেও প্রকল্প মেয়াদে চাকুরী ছেড়ে দেয়ায় ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট ও কম্পিউটার অপারেটরদের পূর্ণ সেবা এ প্রকল্পে পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকল্পে কার্যক্রম অনেক সময় বিলম্বিত ও দীর্ঘায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পে ৯ জন কর্মকর্তার বেতন বাবদ ৮৪.০০ লক্ষ টাকা রাখা হলেও খরচ হয়েছে মাত্র ৩৮.৯৫৮ লক্ষ টাকা (৪৬.৩৮%); ১২ জন কর্মচারীর বেতন বাবদ ৪০.৯০৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও খরচ হয়েছে মাত্র ২০.৫১১ লক্ষ টাকা (৫০.১৪%)। একই ধারাবাহিকতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাতা বাবদ ৬৬.৪৫৭. লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৪৫.৮৮৬ লক্ষ টাকা (৬৯.০৫%)। সার্বিক বিবেচনায়, সঠিকভাবে এ প্রকল্পে জনবল নিয়োগ না করতে পারা মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য একটি ব্যর্থতা; এর ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এ খাতের অর্থ অব্যয়িত রয়ে গেছে।

খ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস নির্মাণ ও পিসিআর ল্যাবরেটরী স্থাপনঃ

প্রকল্পের আওতায় খুলনায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস নির্মাণ এবং পিসিআর ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য ৯৭.৩৪৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প মেয়াদে খুলনাস্থ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস নির্মাণ করা হয়েছে এবং দো-তলায় পিসিআর ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। পিসিআর ল্যাবের নীচতলাটি খুলনাস্থ বিভাগীয়/জেলা অফিসের কনফারেন্স কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস নির্মাণ এবং পিসিআর ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ৯৫.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির নির্মিত অফিস ও

পিসিআর ল্যাবরেটরি এর ভৌত কার্যাদি মানসম্পন্ন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ডিএফটিসিসি, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরায় প্রদর্শনী খামারে একটি গার্ডশেড কাম স্টোর নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ কাজে ব্যয় হয়েছে মোট ২.২৪২ লক্ষ টাকা। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

গ) প্রশিক্ষণঃ

বাগদা চিংড়ির চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণ একটি মূল কার্যক্রম। আলোচ্য প্রকল্পে মোট ৩৯,৪৯৫ জন চিংড়ি চাষী/হ্যাচারী অপারেটর/নার্সারী অপারেটর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৪৭৭.৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩৮,১৭৫ জন বাগদা চিংড়ি চাষীকে বাগদা চিংড়ি চাষের বিভিন্ন বিষয়ের (খামার ব্যবস্থাপনা, চিংড়ির রোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) ওপর ৭দিন করে (মূল প্রশিক্ষণ ৫দিন, Refreshers course ২দিন), ৩৪০ জন হ্যাচারী অপারেটরকে বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী ব্যবস্থাপনার ওপর ৫৬দিন করে এবং ৯৮০ জন নার্সারী অপারেটরকে বাগদা চিংড়ি নার্সারী ব্যবস্থাপনার ওপর ২৮ দিন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে (বাস্তব অগ্রগতি ১০০%) এবং ব্যয় হয়েছে ৪৭৭.৮৩২ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ১০০%)। প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়ে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং তা প্রশিক্ষণ কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে জানা গেছে। পরিদর্শনকালে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত মৎস্য কর্মকর্তাগণ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি বাগদা চাষীদের জন্য খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিংড়ি চাষী/হ্যাচারী অপারেটর/নার্সারী অপারেটরদের সাথে আলোচনাকালে তারা প্রশিক্ষণ হতে উপকৃত হওয়া এবং আরো নতুন নতুন বিষয়ে বিশেষতঃ বাগদা চিংড়ির রোগ ও প্রতিরোধ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এছাড়া অন্য এলাকার অগ্রসর বাগদা চিংড়ি চাষীদের হতে অনুসরণীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৭,৭৫০ জন বাগদা চিংড়ি চাষীকে বিনিময় সফর (Exchange visit) করানো হয়েছে। ফলে তাদের কর্মদক্ষতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট চাষীদের সাথে আলোচনাকালে জানা গেছে।

ঘ) সেমিনার, ওয়ার্কসপঃ

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ফলাফল Stakeholder-দের নিকট তুলে ধরার জন্য প্রকল্পের আওতায় মোট ৫২টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ/র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলতঃ ২৬.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক বরাদ্দ দ্বারা ৫০টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ/র‍্যালী অনুষ্ঠানের প্রাক্কলন থাকলেও উক্ত অর্থ দ্বারা মোট ৫২টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ/র‍্যালী সম্পন্ন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী এ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি ১০৪% ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

ঙ) মুদ্রণ ও পাবলিকেশনঃ

মুদ্রণ ও পাবলিকেশন খাতে এ প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ৩৮.৮২ লক্ষ টাকা এবং সমুদয় অর্থই ব্যয়িত হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ খাতের আওতায় বাগদা চিংড়ি চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন লিফেলেট, বুকলেট, পোস্টার মুদ্রণ করে চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। মুদ্রিত এ সকল লিফলেট ও পোস্টার বাগদা চিংড়ি চাষীদের জন্য তথ্যের সহজলভ্য উৎস্ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

চ) অডিও/ভিডিও চলচিত্র নির্মাণঃ

বাগদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণার্থী ও বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং বাগদা চাষের প্রভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাধর্মী ১০টি অডিও/ভিডিও চলচিত্র নির্মাণকল্পে আলোচ্য প্রকল্পে মোট ৩৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে উক্ত অর্থ ব্যয়ে (আর্থিক অগ্রগতি ১০০%) মোট ১৩টি অডিও/ভিডিও চলচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে (বাস্তব অগ্রগতি ১৩০%)। পরিদর্শনকালে কয়েকটি অডিও/ভিডিও চলচিত্র দেখা হয়েছে (প্রকল্পের

আওতায় ক্রয়কৃত ল্যাপটপে)। উক্ত অডিও/ভিডিও চলচিত্র/ডকুমেন্টারীসমূহে বাগদা চিংড়ি চাষের সময়োপযোগী তথ্যাদি সংশ্লেষ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

ছ) বাগদা চিংড়ি প্রদর্শনী খামার স্থাপনঃ

মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে বেসরকারি পর্যায়ে ২৪০টি বাগদা চিংড়ি প্রদর্শনী খামার স্থাপনের সংস্থান থাকলেও অন্তঃখাত সমন্বয়কালে ৩১০টি বাগদা চিংড়ি প্রদর্শনী খামার স্থাপনের জন্য পি.এল (Post Larva) এবং খাদ্য সহায়তা (seed & feed) প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রদর্শনী খামারে প্রদানকল্পে পি.এল এবং খাদ্যক্রয়ের জন্য ডিপিপিতে মোট সংস্থানকৃত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৭.৫০ লক্ষ টাকা ও ১২৯.১৬৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট মৎস্য কর্মকর্তাদের থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন উপজেলার অগ্রসর (Advanced) বাগদা চাষীদের ঘেরে ৩১০টি প্রদর্শনী খামার স্থাপনের জন্য পি.এল. এবং খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মোট আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ১টি, বটিয়াঘাটা উপজেলার ২টি, বাগেরহাট সদর উপজেলায় ৩টি প্রদর্শনী খামার এর কার্যক্রম অবলোকন করা হয়েছে। এ সকল প্রদর্শনী খামারের মালিকগণ একই সাথে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তও। ফলে এ সকল খামারের উৎপাদনশীলতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে (পূর্বে ২০০-৪০০ কেজি/হেক্টর বর্তমানে ৫০০-৭০০ কেজি/হেক্টর) মর্মে জানা গেছে। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উৎপাদনের এ বৃদ্ধি আরো বেশী হওয়া উচিত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রদর্শনী খামারের কর্মকান্ড এলাকার অন্যান্যদেরকে বাগদা চিংড়ির উন্নত চাষ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে মর্মে জানা গেছে।

জ) প্রদর্শনী খামারের বাঁধ উন্নয়নঃ

প্রকল্পের আওতায় ১০০টি প্রদর্শনী খামারের বাঁধ উন্নয়ন, ক্যানেল খননে মাটির কাজ, ইনলেট ও আউটলেট গেট নির্মাণ, নেটিং, সেনেটারী ইত্যাদি কাজের জন্য ১০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্প এলাকাভুক্ত ২৪টি উপজেলায় ১০০টি প্রদর্শনী খামারের বাঁধ উন্নয়ন তথা মাটির কাজ করা হয়েছে (বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)। এ কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ৯৮.২১ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ এ খাতের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮%। মূলতঃ seed & feed প্রাপ্ত ৩১০টি খামার হতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে বাঁধ উন্নয়ন তথা মাটির কাজের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন উপজেলায় ১০০টি প্রদর্শনী খামার নির্বাচন করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনায় জানা গেছে, যোগাযোগের অসুবিধা বিবেচনায় দূর্গম প্রদর্শনী খামার বাঁধ উন্নয়ন কাজের জন্য বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের মূল্যায়ন কাজে খুলনার ডুমুরিয়া ও বটিয়াঘাটা উপজেলায় এবং বাগেরহাট সদর উপজেলায় মোট ৫টি প্রদর্শনী খামারের বাঁধ উন্নয়নের কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট খামার মালিকগণ এ কাজে সন্তুষ্ঠি প্রকাশ করেছেন। একই সাথে যে সকল খামার মালিক প্রকল্পের আওতায় বাঁধ উন্নয়নের কাজ করাতে পারেননি, তাঁরা বিভিন্নভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন উপজেলা অফিসে এ কাজ সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যলোচনায় দেখা যায়, কোটেশন এর মাধ্যমে এ সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঝ) বাগদা পি.এল. নার্সারী উন্নয়নঃ

মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে ০১টি বাগদা পি.এল. নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের ৭৫.৫৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা ছিল। কিন্তু প্রকল্পটির অন্তঃখাত সমন্বয়ের সময় এটি বাদ দিয়ে বাগদা পি.এল. নার্সারী উন্নয়নে বেসরকারি খাতে ৬টি নার্সারীর প্রতিটিকে ৫.০০ লক্ষ টাকা করে মোট ৩০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান (in-kind) প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতির ১৪.৬ অনুযায়ী অন্তঃখাত সমন্বয় প্রকল্প সংশোধন হিসেবে বিবেচিত হয় না। তাই অন্তঃখাত সমন্বয়ে অনুমোদিত একটি অঙ্গের (বাগদা পি.এল. নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ) পরিবর্তে নতুন একটি অঙ্গ (বাগদা পি.এল. নার্সারী উন্নয়নে বেসরকারি খাতে ৬টি নার্সারীকে অনুদান প্রদান) সন্নিবেশ করার সুযোগ নেই। অন্তঃখাত সমন্বয়কালে অনুমোদিত অঙ্গের পরিবর্তে নতুন কম্পোনেন্ট যুক্ত করা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় ১টি, পাইকগাছা উপজেলায় ১টি, কয়রা উপজেলায় ১টি, সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় ১টি এবং বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় ১টি ও বাগেরহাট সদর উপজেলায় ১টি বাগদা পি.এল. নার্সারীকে অনুদান হিসেবে বিভিন্ন Equipments এবং Materials সরবরাহ করা হয়েছে। এ সকল নার্সারীর মধ্যে বাগেরহাট সদর উপজেলার জনাব মল্লিক রফিকুল ইসলাম এর খানজাহান আলী হ্যাচারী পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে উক্ত হ্যাচারীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনায় Equipments এবং Materials প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ হ্যাচারী-কাম নার্সারীটি বেশ ভালোভাবেই Functional

রয়েছে। অন্যদিকে, বাগেরহাটের রামপালে Equipments এবং Materials প্রদত্ত জনাব আবুল কালাম আজাদ এর নার্সারীটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে মর্মে রামপাল উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার নিকট হতে জানা গেছে। অনুদান প্রদানের জন্য উক্ত নার্সারীটি নির্বাচন করা সঠিক হয়নি মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করে জানান যে, উক্ত ব্যক্তি বর্তমানে ব্যবসা পরিবর্তন করেছেন। সার্বিক বিবেচনায়, অনুদান প্রদানের জন্য বাগদা পি.এল. নার্সারী নির্বাচনে কেন্দ্রীয়ভাবে আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল। এ খাতে অন্তঃখাত সমন্বয়কৃত ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬টি বাগদা পি.এল. নার্সারীকেই অনুদান প্রদান করা হয়েছে (বাস্তব অগ্রগতি ১০০%) এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৯.৮৮ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬%)।

ঞ) যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ

বাগদা চিংড়ি সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহারের জন্য ২সেট অডিও ভিজুয়্যাল যন্ত্রপাতি (টিভি ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর) ক্রয়ের জন্য ৫.০০ লক্ষ টাকা, ৩টি এয়ারকন্ডিশনার ক্রয়ের জন্য ৩.০০ লক্ষ টাকা, ২টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়ের জন্য ০.৮০ লক্ষ টাকা, ১ (এক) ইউনিট পিসিআর ল্যাবরেটরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৪০.০০ লক্ষ টাকা, সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহারের ১৬০০কিট ক্রয়ের জন্য ৪০.০০ লক্ষ টাকা, মোবাইল টেস্টিং ভ্যানের জন্য ৬৭০কিট ক্রয়ের জন্য ২০.০০ লক্ষ টাকা, ১টি ল্যাপটপ (প্রিন্টারসহ) ক্রয়ের জন্য ১.৫০ লক্ষ টাকা এবং ২টি ফটোকপি মেশিন ক্রয়ের জন্য ৪.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে রয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত অডিও ভিজুয়্যাল যন্ত্রপাতি (টিভি ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর) Functional অবস্থায় দেখা গেছে। প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন যে, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরটি প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। অডিও-ভিজুয়্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়ে মোট সংস্থানকৃত ৫.০০ লক্ষ টাকায় ব্যয় হয়েছে (বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%)। এছাড়া ৩টি এয়ারকন্ডিশনার ক্রয়ে জন্য ৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ক্রয়কৃত এয়ারকন্ডিশনারসমূহ পিসিআর ল্যাবরেটরি এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হলো ১ (এক) ইউনিট পিসিআর ল্যাবরেটরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহারের ১৬০০কিট ক্রয় এবং মোবাইল টেস্টিং ভ্যানের জন্য ৬৭০কিট ক্রয় করা। প্রকল্প মেয়াদে পিসিআর ল্যাবরেটরির জন্য ২৪টি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমনঃ PCR Machine, Tissu Homogenizer, Gel Electrophoresis System, Micro Centrifuge, Electronic balance, Microwave oven-সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৯.৮২ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ১০০%)। পরিদর্শনকালে পিসিআর ল্যাবে এ সকল যন্ত্রপাতি স্থাপিত অবস্থায় দেখা গেছে। তবে পিসিআর ল্যাবরেটরিটি মোটামুটি ভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ল্যাবরেটরিটি স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও বাস্তবে এটি বাগদা চিংড়ি চাষীদের জন্য কতটুকু সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তা প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ে প্রতীয়মান হবে।

বাগদা চিংড়ি সম্প্রসারণে চাষীদের ঘেরের মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করা একটি অন্যতম উপসঙ্গ। কেননা,

ঘেরের মাটি বা পানি নষ্ট হলে চিংড়ির উৎপাদন একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে চিংড়ি ঘেরের মাটি/পানির বিভিন্ন গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য ১৬০০ টেস্টিং কিট ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৪০.০০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে (আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%) এবং প্রকল্পভুক্ত সকল উপজেলা মৎস্য অফিসে সরবরাহ করা হয়েছে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে এ সকল কিট ব্যবহার করে চাষীদের পরামর্শ প্রদান করে থাকে। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও বটিয়াঘাটা এবং বাগেরহাট সদর ও সাতক্ষীরা সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প অফিসে রক্ষিত কিছু টেস্টিং কিট দেখা গেছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মাঠ পর্যায়ের চাহিদার আলোকে এ সকল কিট সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রকল্প মেয়াদে ক্রয়কৃত কিটসমূহ দ্বারা ২০১৩ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাগদা চিংড়ি চাষীদের সাপোর্ট দেয়া সম্ভব হবে, কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে মাঠ পর্যায়ে বাগদা চাষীদের মাটি/পানির গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যাপারে সাপোর্ট দেয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে।

প্রকল্পের মোবাইল টেস্টিং ভ্যান দ্বারা মূলতঃ বাগদা চিংড়ির বিভিন্ন রোগ এর ব্যাপারে চাষীদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোবাইল টেস্টিং ভ্যানের জন্য ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৬৭০টি কিট সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ কাজে ব্যয় হয়েছে মোট ১৮.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এ প্রকল্পে ১টি ল্যাপটপ ও ২টি ফটোকপিয়ার ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল যন্ত্রপাতি পরিদর্শনকালে সচল অবস্থায় দেখা গেছে।

ট) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় দু'টি বৃহৎ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ যথাঃ ১) ডিএফটিসি, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরায় মেরামত/সংস্কার/উন্নীতকরণের কাজ এবং ২) এডিবি চিংড়ি হ্যাচারী, কক্সবাজারে মেরামত/সংস্কার/ উন্নীত করণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত দু'টি স্থান পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি; তবে এ সংক্রান্ত কিছু দলিলাদি পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক এর সাথে আলোচনাকালে জানা গেছে, এ দু'টি কেন্দ্রের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ফলে কেন্দ্র দু'টি হতে বাগদা চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণ কাজে চাষীদের বিভিন্ন পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা সহজতর হয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনকালে এ দু'টি খাতের ব্যয়ের সার্বিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডিএফটিসি, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরায় মেরামত/সংস্কার/উন্নীতকরণের কাজে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১৬৬.৫৯ লক্ষ টাকায় ব্যয় করা হয়েছে (আর্থিক অগ্রগতি ১০০%); কিন্তু ব্যয়ের হিসেবের পূর্ণ তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালকের অফিসে সংরক্ষিত নেই। অন্যদিকে, এডিবি চিংড়ি হ্যাচারী, কক্সবাজারে মেরামত/সংস্কার/ উন্নীত করণের কাজে ৩৪.০৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও তার পূর্ণ দলিলাদি প্রকল্প অফিসে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন যে, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের ক্রয় সংক্রান্ত কিছু কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অফিস হতে করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্র উক্ত অফিসসমূহে রক্ষিত আছে। তিনি পরবর্তীতে সকল দলিলাদি আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণের নিশ্চয়তা প্রদান করলেও বারবার টেলিফোনে অনুরোধ করার পর শুধুমাত্র কোটেশন এর মাধ্যমে ক্রয়ের তথ্য প্রেরণ করেছেন, যাতে সাতক্ষীরায় কোটেশনের মাধ্যমে সম্পাদিত ২৪.৮২ লক্ষ টাকা এবং কক্সবাজারে ৪.৮০ লক্ষ টাকার হিসেবে দেয়া হয়েছে । এ অবস্থায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টির সার্বিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
১। আধুনিক চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাগদা চিংড়ির উৎপাদনসহ রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা;	প্রকল্প গ্রহণকালে (২০০৭-২০০৮) বাগদা চিংড়ির মোট উৎপাদন ও রপ্তানী আয় ছিল যথাক্রমে ৭১,৬০০ মেট্রিক টন ও ২৭৪৪.১২ কোটি টাকা। অন্যদিকে প্রকল্প সমাপ্তির বছর (২০১১-২০১২) বাগদা চিংড়ির মোট উৎপাদন ও রপ্তানী আয় ছিল যথাক্রমে ৯৮,৩৮০ মেট্রিক টন ও ৩৬৪০.০০ কোটি টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন বছরে মোট চিংড়ির উৎপাদন বেড়েছে ৬৭,৬৯৩ মেট্রিক টন।
২। প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাগদা হ্যাচারী/নার্সারী মালিক ও চিংড়ি চাষীদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	প্রকল্পের আওতায় ৩৮,১৭৫ জনকে বাগদা চিংড়ি চাষীকে বাগদা চাষের বিভিন্ন বিষয়ে (খামার ব্যবস্থাপনা, চিংড়ির রোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) ৭দিন করে (মূল প্রশিক্ষণ ৫দিন, Refreshers course ২দিন), ৩৪০ জন হ্যাচারী অপারেটরকে বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী ব্যবস্থাপনার ওপর ৫৬দিন করে এবং ৯৮০ জন নার্সারী অপারেটরকে বাগদা চিংড়ি নার্সারী ব্যবস্থাপনার ২৮ দিন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অন্য এলাকার অগ্রসর বাগদা চিংড়ি চাষীদের হতে অনুসরণীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য ৭৭৫০ জন বাগদা চিংড়ি চাষীকে বিনিময় সফর

পরিকল্পিত	অর্জিত
	(Exchange visit) করানো হয়েছে। ফলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বাগদা হ্যাচারী/নার্সারী স্থাপনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা;	বেসরকারি খাতে ৩১০টি বাগদা চিংড়ি প্রদর্শনী খামার স্থাপনে Seed and Feed ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বাগদা পি.এল. নার্সারী উন্নয়নে ৬টি নার্সারীর (খুলনার দাকোপ, পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় ১টি করে, সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে ১টি এবং বাগেরহাটের সদর ও রামপালে একটি করে নার্সারী) প্রতিটিকে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের বিভিন্ন নার্সারী সামগ্রী ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল নার্সারী হতে পিএল উৎপাদনের ফলে চাষীদের কাছে বাগদার পোনা সহজলভ্য হয়েছে এবং একই সাথে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের চাপ কিছুটা কমেছে।
৪। প্রকল্পের মোবাইল টেস্টিং ভ্যান ও পিসিআর ল্যাবের সাহায্যে বাগদা চিংড়ির রোগ ও চাষকালীন সমস্যা নিরুপন ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণে চাষীদের সহায়তা প্রদান করা।	প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খুলনা অফিসে পিসিআর ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে মোবাইল টেস্টিং ভ্যান ও পিসিআর ল্যাবের সাহায্যে বাগদা চিংড়ির রোগ ও চাষকালীন বিভিন্ন সমস্যার ১৪,৬০০ স্যাম্পল টেস্ট করে চাষীদেরকে সমাধান/পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

কনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১।	ড. নিত্যানন্দ দাস	পূর্ণকালীন	-	১৯-১১-২০০৭	০৮-১২-২০১১	-
২।	প্রফুল্ল কুমার সরকার	পূর্ণকালীন	-	০৮-১২-২০১১	৩০-০৬-২০১২	-

১৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৫.১ আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক চিহ্নিত মূল সমস্যা হলো অর্থ ছাড় সংক্রান্ত। প্রকল্প পরিচালকের মতে, বেশির ভাগ অর্থবছরের বিভিন্ন কোয়ার্টারে ছাড়কৃত অর্থ পেতে দেরী হওয়ায় প্রকল্পের কাজে সাময়িক ব্যাঘাত ঘটেছে। তবে সর্বপরি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সুচারু রুপেই সম্পন্ন হয়েছে।

১৫.২ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অন্য একটি সমস্যা ছিল প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত। আলোচ্য প্রকল্পে মোট ০৯জন কর্মকর্তা ও ১২জন কর্মচারীর সংস্থান থাকলেও প্রকল্পে বিভিন্ন সময়ে ০৫ জন কর্মকর্তা ও ০৮ জন কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সময়ে সময়ে দীর্ঘায়িত হয়েছে।

১৬। সুপারিশমালাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডি'র সুপারিশ নিম্নরুপঃ

১৬.১ প্রকল্পের কার্যক্রম সুচারুরুপে সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের অনুমোদিত জনবলের সংস্থান অনুযায়ী জনবল নিয়োগ (প্রেষণে এবং সরাসরি) করা প্রয়োজন। এ প্রকল্পের বাস্তবতা থেকে মৎস্য অধিদপ্তর পরবর্তী প্রকল্পসমূহে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী জনবল নিয়োগে সচেষ্ঠ থাকবে। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জনবল সংক্রান্ত বিষয়ের সার্বিক নজরদারী করা প্রয়োজন।

১৬.২ আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম দু'টি পর্যায়ে বিগত ১০ বছর যাবত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়েনের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় বাগদা চিংড়ি চাষে যে সাড়া পড়েছে, মৎস্য অধিদপ্তর তা বাগদা চাষের উপযোগী উপকূলীয় সকল এলাকায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে পারে। তবে একই সাথে উক্ত এলাকায় বাগদা চিংড়ির উৎপাদনের যে বৃদ্ধির চিত্র তা অব্যাহত রাখার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.৩ গত ০৪/০৫/২০০৯ তারিখে প্রকল্পটির অন্তঃখাত সমন্বয়কালে অনুমোদিত অঙ্গের পরিবর্তে নতুন অঙ্গ (সরকারী ১টি বাগদা পি.এল. নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এর পরিবর্তে বাগদা পি.এল. নার্সারী উন্নয়নে বেসরকারী খাতে ৬টি নার্সারীকে সহায়তা প্রদান) সরকারি কোন বিধি-বিধানের আলোকে কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরণের পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় যেন না ঘটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সে ব্যাপারে পূর্ণ নজরদারি রাখবে।

১৬.৪ বাগদা চিংড়ি চাষীদের সহায়তা তথা চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পি.সি.আর. ল্যাবরেটরিটি পরিপূর্ণভাবে Functional করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৬.৫ প্রকল্প এলাকার বাগদা চিংড়ি চাষীদের মাঠি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষার মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৬.৬ প্রকল্পের আওতায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে সম্পাদিত কার্যাদির আর্থিক হিসেবে যে অসামঞ্জস্যতার তথা অসঙ্গতি প্রতীয়মান হয়েছে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

১৬.৭ উপরোক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

"মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ" প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
(সমাপ্তঃ সেপ্টেম্বর ২০১১)

১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মৎস্য অধিদপ্তর।

৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
১৩, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবন (৬ষ্ঠ তলা), রমনা, ঢাকা।

৪। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক সরকার ২০০০ সালের জুলাই মাসে কৃষি, প্রাণিসম্পদ, বীজ ও উদ্যানতত্ত্ব উপখাতের একাধিক কম্পোনেন্ট সমন্বয়ে এর ১ম পর্যায় (Agricultural Sector Programme Support ASPS-I) শুরু করে। কৃষি নীতি উন্নয়নে সহায়তা করাও এটার আওতাভুক্ত। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে বাৎসরিক পরামর্শের উপর ভিত্তি করে এই প্রোগ্রামের ২য় পর্যায় চালু বিষয়ে একমত হয়। বাংলাদেশ সরকারের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সম্ভাব্যতা ব্যবহার করে অতি দরিদ্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের কৌশল বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৃষি সেক্টর সহায়তা প্রোগ্রাম এর ২য় পর্যায় (ASPS-II) প্রণীত হয়।

আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্ট (RFLDC) ASPS-II এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে প্রণয়ন করে যাতে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরাসরি অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ASPS-II প্রণীত হয় ASPS-I এর প্রচেষ্টা এবং শিক্ষার উপর ভিত্তি করে এবং এখানে স্থানীয় সংস্থা, এনজিও এবং সমাজভিত্তিক সংগঠন কর্তৃক উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতি নির্ধারণে; কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বেসরকারি সংগঠনের সম্প্রসারণ সেবা প্রদান এবং তাদের চাহিদা ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আলোচনা এবং সরাসরি অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৎস্য উপখাতের অগ্রগতি সাধনে বাংলাদেশ নজির স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। নব্বই দশকে এদেশে মৎস্য সেক্টরের সার্বিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৬-৭ %। যদিও ২০০০-২০০১ সালে তা কিছু দিন স্তিমিত হয়ে যায়। স্বাদু পানির মাছ চাষ এবং চিংড়ি চাষসহ মৎস্য চাষে দ্রুত উন্নয়নের ফলে এই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের উপর বাড়তি চাপ প্রয়োগের ফলে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। তারপরও মুক্ত জলাশয়ের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই উপখাতগুলি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অর্জনের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনাময় খাত হিসাবে উদিত হয়েছে। এদেশের জিডিপি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য উপখাতের অবদান শতকরা ৬ ভাগ এবং মোট কর্মসংস্থানে এ উপখাতের অবদান শতকরা ১০ ভাগ। আয়ের স্থিতিস্থাপকতার জন্য আশা করা যায় মৎস্যজাত দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা এবং আয় (দেশীয় এবং বৈদেশিক) ভবিষ্যতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশে ব্যক্তি বা গৃহস্থালী পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন, জীবিকায়নের জন্য ঝুঁকি মোকাবেলাসহ সম্পদের বহুমুখীকরণে, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ASPS-II উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসাবে কৃষিখাতের এই ভিন্ন ভিন্ন উপখাতের সমন্বয়ের উপর জোর দিতে এবং এটাকে উৎসাহিত করেছে। গ্রামের হত দরিদ্র ভূমিহীন পরিবার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পরিবারই হবে আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্টের প্রধান এবং প্রথম অভীষ্ট জনগোষ্ঠী। এরপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংগঠন, সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সেবা বা ব্যবসা প্রদানকারী বেসরকারি সংগঠন হবে ২য় অভীষ্ট জনগোষ্ঠী।

RFLDC মাঠ পর্যায়ে সহায়তা/সেবা প্রদান করার পাশাপাশি মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত সাপোর্ট ইউনিট (SU) এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সার্বিক দক্ষতা উন্নয়নেও সহায়তা প্রদান করে। জনস্বার্থে উন্নত সেবা প্রদান (এমআইএস, মৎস্য নীতিমালা সংক্রান্ত সেবা, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মানের নিশ্চয়তা ও নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, আইনগত উপাদান ইত্যাদি) এবং বেসরকারি সেক্টরের সেবা প্রদানের সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক ভাবে মোট ১৫৪০.৩৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বৎসর মেয়াদে আলোচ্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে দাতা সংস্থা কর্তৃক Early Phase out এর লক্ষ্যে প্রকল্পটির ব্যয় হ্রাস করে ৬৬৮.৬৫ লক্ষ টাকায় সংশোধন করা হয়।

৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। নীতি নির্ধারণ সহায়ক আইন ও বিধি প্রণয়ন , উপাদান এবং উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রাসংগিক গবেষণা, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

২। নীতি নির্ধারন পর্যায় এবং মাঠ পর্যায়ের মধ্যে e-governance প্রতিষ্ঠাকরণে Management Information System (MIS) জোরদারকরণ।

৬। প্রকল্পের অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধনঃ মূল অনুমোদনঃ ০২/০৬/২০০৭
প্রকল্প সংশোধনঃ ১৬/০৩/২০১০

৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৫৪০.৩৩ (জিওবি ২৫২.৮৯ + প্রকল্প সাহায্য ১২৮৭.৪৪)	৬৬৮.৬৫ (জিওবি ১৪০.১৯ + প্রকল্প সাহায্য ৫২৮.৪৬)	৫৮০.২১ (জিওবি ৯৯.৫২ + প্রকল্প সাহায্য ৪৮০.৫২)	০১/১০/২০০৬ হতে ৩০/৯/২০১১	**ড্যানিডাঃ** ০১/১০/২০০৬ হতে ৩০/৯/২০১০ পর্যন্ত **জিওবিঃ** ০১/১০/২০০৬ হতে ৩০/০৯/২০১১ পর্যন্ত	**ড্যানিডাঃ** ০১/১০/২০০৬ হতে ৩০/৯/২০১০ পর্যন্ত **জিওবিঃ** ০১/১০/২০০৬ হতে ৩০/০৯/২০১১ পর্যন্ত	-	-

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক/ পরিমাণ/ সংখ্যা	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন (অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত)			
		আর্থিক (%)			বাস্তব	আর্থিক (%)			বাস্তব
		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
রাজস্ব খাত									
১. বেতন-ভাতাদি									
১.১. অফিসারদের বেতন	জন	৪২.৯৯	২২.৬৩	৬৫.৬২	৬	৩৩.৪৯	২২.৬৩	৫৬.১২ (৮৫.৫২%)	৬
১.২.কর্মচারীদের বেতন	জন	৪.৩৩	৩৫.৬০	৩৯.৯৩	৩	২.৮৬	৩৫.৬০	৩৮.৪৬ (৯৬.৩২%)	৩
১.৩ ভাতাদি	জন	৪৫.৯০	৯.৮২	৫৫.৭২	৯	২৬.৯৬	২.৭১	২৯.৬৭ (৫৩.২৫%)	৯
উপমোট (বেতন ও ভাতাদি)		**৯৩.২২**	**৬৮.০৫**	**১৬১.২৭**		**৬৩.৩১**	**৬০.৯৪**	**১২৪.২৫** (৭৭.০৪%)	
২. সরবরাহ ও সেবা									
২.১ টিএ/ডিএ	থোক	৭.৭৫	২.১৮	৯.৯৩		৬.৫০	২.১৮	৮.৬৮ (৮৭.৪১%)	৮৭%
২.২ আয়কর	থোক	০.৯৯	০.০০	০.৯৯		০.৩৪	০.০০	০.৩৪ (৩৪.৩৪%)	৩৪%
২.৩ ওভারটাইম	জন	১.০৮	১.৭৭	২.৮৫	৩	০.৭০	১.৭৭	২.৪৭ (৮৬.৬৭%)	৩
২.৪ ডাক/ইমেল-ইত্যাদি	থোক	০.০৮	৩.০৩	৩.১১		০.০৬	৩.০৩	৩.০৯ (৯৯.৩৬%)	৯৯%
২.৫ টেলিফোন/টেলিগ্রাম	থোক	১.০০	০.০০	১.০০		০.৫০	০.০০	০.৫০ (৫০.০০%)	৫০%
২.৬ রেজিষ্ট্রেশন	থোক	০.৩০	০.৮২	১.১২		০.০০	০.৮২	০.৮২ (৭৩.২১%)	৭৩%
২.৭ জ্বালানী	থোক	১.৬৫	৩.৯৪	৫.৫৯		১.০৯	৩.৯৪	৫.০৩ (৮৯.৯৮%)	৯০%
২.৮মুদ্রণ এবং পাবলিকেশন	থোক	৬.০০	২৫.৭০	৩১.৭০		৩.৫০	২৫.৭০	২৯.২০ (৯২.১১%)	১০০%
২.৯ ষ্টেশনারী, সিল এবং স্ট্যাম্প	থোক	২.৩৮	২.৩৩	৪.৭১		২.৩৮	২.৩৩	৪.৭১ (১০০%)	১০০%
২.১০ গবেষনা এবং স্টাডি	থোক	০.০০	৫.০০	৫.০০		০.০০	৫.০০	৫.০০	১০০%

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক/ পরিমাণ/ সংখ্যা	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন (অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত)			
		আর্থিক (%)			বাস্তব	আর্থিক (%)			বাস্তব
		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
								(১০০%)	
২.১১ বই এবং জার্নাল	থোক	১.১২	০.১৮	১.৩০		১.০০	০.১৮	১.১৮ (৯০.৭৭%)	৯১%
২.১২ প্রচার এবং বিজ্ঞাপন	থোক	১.৬৯	১.৪১	৩.১০		০.৮৬	১.৪১	২.২৭ (৭৩.২৩%)	৭৩%
২.১৩ প্রশিক্ষণ									
(ক) বৈদেশিক	ব্যাচ/জন	০.০০	১২৬.৯৯	১২৯.৯৯	৬/৫৬	০.০০	১১৪.৯৯	১১৪.৯৯ (৮৮.৪৬%)	৬/৫৬
খ) স্থানীয়	জন	০.০০	৯০.১০	৯০.১০	৮৫০	০.০০	৮০.১০	৮০.১০ (৮৮.৯০%)	১০৫০ (১২৪%)
২.১৪ কর্মশালা/মিটিং	থোক	০.০০	১৪.৫৪	১৪.৫৪		০.০০	১২.৫৪	১২.৫৪ (৮৬.২৪%)	৮৬%
২.১৫ কনসালটেন্সি									
ক) দেশীয় বিশেষজ্ঞ	জন	০.০০	১৯.৮০	১৯.৮০	৩	০.০০	১৭.০০	১৭.০০ (৮৫.৮৬%)	৩
২.১৬ সম্মানী	থোক	০.০০	০.৪০	০.৪০		০.০০	০.৪০	০.৪০ (১০০%)	১০০%
২.১৭ কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	১.৯৯	০.৮০	২.৭৯		১.৯১	০.৮০	২.৭১ (৯৭.১৩%)	৯৭%
২.১৮ অন্যান্য ব্যয়	থোক	২.৪৮	১.৫৮	৪.০৬		২.৪৮	১.৫৮	৪.০৬ (১০০%)	১০০%
উপমোট (সরবরাহ ও সেবা)		**২৮.৫১**	**৩০০.৫৭**	**৩২৯.০৮**		**২১.৫১**	**২৭৩.৭৭**	**২৯৫.২৮** (৮৯.৭৩%)	**৯০%**
৩. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ									
৩.১ যানবাহন	থোক	১.৮৪	৪.৭৬	৬.৬০		১.৮৪	৪.৭৬	৬.৬০ (১০০%)	১০০%
৩.২ আসবাবপত্র	থোক	০.২৪	০.২২	০.৪৬		০.০০	০.১৮	০.১৮ (৩৯.১৩%)	৩৯%
৩.৩ কম্পিউটার/অফিস এক্সেসরীজ	থোক	০.৭৯	২.৭৮	৩.৫৭		০.৮০	১.৯০	২.৭০ (৭৫.৬৩%)	৭৬%
৩.৪ যন্ত্রপাতি	থোক	০.৪৪	২.০৯	২.৫৩		০.০০	২.০০	২.০০ (৭৯.০৫%)	৭৯%
৩.৫ অফিস বিল্ডিং/টয়লেট	থোক	৪.৪১	০.১৬	৪.৫৭		৪.০৫	০.১৬	৪.২১ (৯২.১২%)	৯২%
৩.৬ অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ/লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক/ ওয়েব রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.১৯	১১.২৫	১২.৪৪		১.১০	৯.৮০	১০.৯০ (৮৭.৬২%)	৮৮%
উপমোট (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)		**৮.৯১**	**২১.২৬**	**৩০.১৭**		**৭.৭৯**	**১৭.৮০**	**২৫.৫৯** (৮৪.৮২%)	৮৫%
উপমোটঃ রাজস্ব		**১৩০.৬৪**	**৩৮৯.৮৮**	**৫২০.৫২**		**৯২.৬১**	**৩৫২.৫১**	**৪৪৫.১২** (৮৫.৫১%)	
মূলধন খাত									
৪. সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়									
৪.১ ক্যামেরা	সেট	০.০০	১.৪০	১.৪০	২	০.০০	১.১০	১.১০ (৭৮.৫৭%)	২
৪.২কম্পিউটার/প্রিন্টার/ মডেম	সেট	৩.০০	১১১.৬১	১১৪.৬১	৯৮	২.৪৯	১০৪.০০	১০৬.৪৯ (৯২.৯২%)	১০০%
৪.৩ কম্পিউটার সফটওয়ার	থোক	১.২২	১৫.০০	১৬.২২		০.৫০	১৪.৬৬	১৫.১৬ (৯৩.৪৬%)	১০০%
৪.৪ অফিস ইকুইপমেন্ট (ফটোকপিয়ার-২টি, স্ক্যানার ১টি)	থোক	২.৬১	৩.৬৫	৬.২৬		১.২১	২.৪৯	৩.৭০ (৫৯.১২%)	ফটোকপিয়ার ১টি. স্ক্যানার ১টি
৪.৫ আসবাবপত্র	থোক	২.৭২	৬.৯২	৯.৬৪		২.৭২	৫.৯২	৮.৬৪ (৮৯.৬৩%)	১০০%
উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়)		**৯.৫৫**	**১৩৮.৫৮**	**১৪৮.১৩**		**৬.৯২**	**১২৮.১৭**	**১৩৫.০৯** (৯১.২০%)	

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক/ পরিমাণ/ সংখ্যা	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন (অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত)			
		আর্থিক (%)			বাস্তব	আর্থিক (%)			বাস্তব
		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
উপমোটঃ মূলধন		**৯.৫৫**	**১৩৮.৫৮**	**১৪৮.১৩**		**৬.৯২**	**১২৮.১৭**	**১৩৫.০৯** (৯১.২০%)	
মোট প্রকল্প ব্যয় (রাজস্ব + মূলধন)		**১৪০.১৯**	**৫২৮.৪৬**	**৬৬৮.৬৫**		**৯৯.৫২ (৭০.৯৯%)**	**৪৮০.৬৯ (৯০.৯৬%)**	**৫৮০.২১ (৮৬.৭৭%)**	

৯। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ সর্বমোট ৬৬৮.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির অনুকূলে সম্পূর্ণ অর্থ বরাদ্দ করা হলেও অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৫৮১.৬৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে, জিওবি অংশে ৯৯.৫২ লক্ষ টাকা (৭১%) এবং প্রকল্প সাহায্য অংশে ৪৮০.৬৯ লক্ষ টাকা (৯১%) ব্যয় হয়েছে; অর্থাৎ প্রকল্পটির মোট ব্যয় হয়েছে ৫৮০.২১ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৮৭%। অন্যদিকে প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১১। পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থাঃ

১১.১ প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ

ক) কম্পিউটার/প্রিন্টার/মডেম ক্রয়ঃ

মৎস্য অধিদপ্তরকে অধিক কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্পৃক্তকরণ একান্ত আবশ্যক। এ লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৯৮ টি কম্পিউটার, ৯২টি প্রিন্টার, ৪টি সার্ভার, ২টি অনলাইন ইউপিএস, ১টি সার্ভার র‍্যাক, ১টি সুইচ র‍্যাক, ১টি মডেম এবং ১টি ইন্টারফেজ কার্ড ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি সহায়তাপুষ্ট; প্রকল্প সাহায্যের আওতায় ক্রয়সমূহ ডেনমার্ক সরকার কর্তৃক নিয়োজিত Crown Agency এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয়কৃত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি হতে ৯০টি কম্পিউটার এবং ৯০টি প্রিন্টার ৯০টি নির্বাচিত উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে। অন্যান্য মালামাল মৎস্য অধিদপ্তরের আইসিটি শাখায় ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিদর্শনকালে সার্ভার, ইউপিএস, মডেম ইত্যাদি কার্যকর অবস্থায় দেখা গেছে। এ খাতে মোট কম্পিউটার ও অন্যান্য আইটি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ১১৪.৬১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১০৬.৪৯ লক্ষ টাকা। মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯২.৯২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

খ) কম্পিউটার সফট্ওয়্যার ক্রয়ঃ

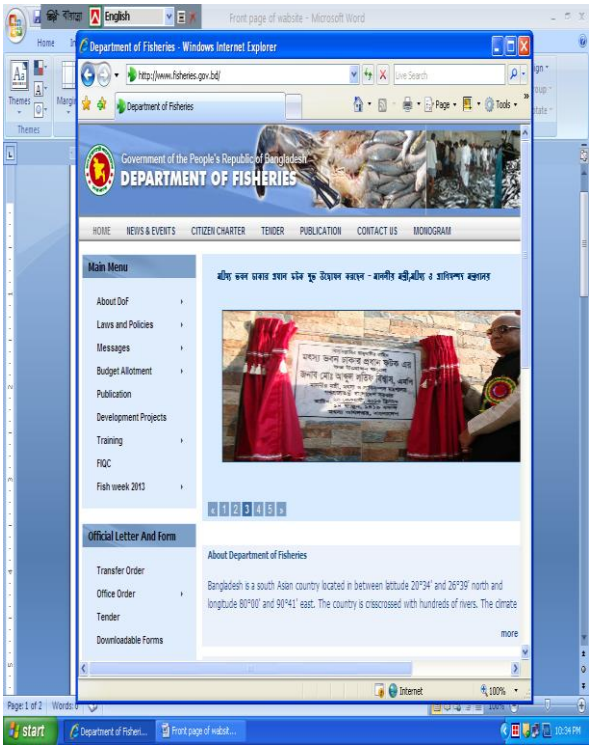

মৎস্য অধিদপ্তর নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরীর জন্য এ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৬.২২ লক্ষ টাকা। ওয়েবসাইটটি Develop and Design বাবদ মোট ব্যয় হয়েছে ১৫.১৬ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ এ খাতের আর্থিক অগ্রগতি ৯৩%। অন্যদিকে ওয়েবসাইটি পুরোপুরি নির্মিত হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ডেনমার্ক সরকার কর্তৃক নিয়োজিত Crown Agency এর মাধ্যমে নির্বাচিত TechnoVista Limited নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়নকৃত এ ওয়েবসাইটটি http://www.fisheries.gov.bd/ শীর্ষক Web address এ প্রদর্শিত হচ্ছে এবং মৎস্য অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য Stakeholder কর্তৃক এটি ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে জানা গেছে। তবে ওয়েবসাইটটি উন্নয়নের আরো সুযোগ রয়েছে, যেমনঃ ওয়েবসাইট হতে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, যা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য Stakeholders দের জন্য অত্যাবশ্যক।

গ) প্রশিক্ষণঃ

গ.১) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুরঃ

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ একটি অন্যতম কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে ছয়টি ব্যাচে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুর এর জন্য বরাদ্দ ছিল ১২৯.৯৯ লক্ষ টাকা। এ খাতের আওতায় ছয়টি ব্যাচে ৫৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুরের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১১৪.৯৯ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.৪৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ৫৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য থাইল্যান্ডে, ৮ জন কর্মকর্তাকে কার্পের জেনেটিক আপগ্রেডেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে, ১২ জন কর্মকর্তাকে কার্প ব্রিডিং ও হ্যাচারি বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য চীনে, ১২ জন কর্মকর্তাকে গলদা চিংড়ি হ্যাচারি বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য থাইল্যান্ডে, ৪ জন কর্মকর্তাকে এমসিএস (Monitoring, Control and Surveillance) বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য থাইল্যান্ডে এবং ১০ জন কর্মকর্তাকে Capture Fisheries and Co-management বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য ভিয়েতনাম প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত জনবল বর্তমানে মৎস্য অধিপ্তরের বিভিন্ন শাখায় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আছেন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন মর্মে প্রকল্প পরিচালক মহোদয় এর নিকট হতে জানা গেছে।

গ.২) দেশীয় প্রশিক্ষণঃ

৮৫০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর দেশীয় প্রশিক্ষণের এর জন্য বরাদ্দ ছিল ৯০.১০ লক্ষ টাকা। এ খাতের আওতায় সর্বমোট ১০৫০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৮০.১০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.৯০ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ১২৩.৫৩%।

ঘ) দেশীয় বিশেষজ্ঞঃ

প্রকল্পের আওতায় মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাছের জেনিটিক উন্নয়ন এবং IT ও MIS বিষয়ে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নীতিমালা তৈরীর জন্য তিনজন দেশীয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। এ খাতে জন্য বরাদ্দ ছিল ১৯.৮০ লক্ষ টাকা এবং খরচ হয়েছে ১৭.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.৮৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শনকালে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনাকালে জানা গেছে, বিশেষজ্ঞগণের সুপারিশের আলোকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা হয়েছে যা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঙ) মুদ্রণ ও পাবলিকেশনঃ

মুদ্রণ ও পাবলিকেশন খাতে বরাদ্দ ছিল ৩১.৭০ লক্ষ টাকা এবং খরচ হয়েছে ২৯.২০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯২.১১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ খাতের আওতায় ইলিশের অভয়াশ্রম সংক্রান্ত ২৫,০০০ লিফলেট, জাটকা ও চাপিলার পার্থক্য বিষয়ক ৫০,০০০ লিফলেট, ইলিশ সম্পদ এর উপর ২০৯৫০ টি পোস্টার, মৎস্য সপ্তাহ ২০১০ এর ৩৫০০ কপি সংকলন, শিং ও মাগুর মাছের চাষ বিষয়ক ৫০,০০০ কপি লিফলেট এবং ১০ টি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ও মুদ্রণ করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। মুদ্রিত প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটেও (http://www.fisheries.gov.bd/) দেয়া আছে। পরিদর্শনকালে এ সকল মডিউল এর হার্ডকপি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং মৎস্যচাষিদের এ সকল মডিউলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাকালে জানা গেছে।

চ) গবেষণা ও স্টাডিঃ

এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৫.০ লক্ষ টাকা এবং খরচ হয়েছে ৫.০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ খাতের আওতায় রুই জাতীয় মাছের অন্তঃপ্রজননমুক্ত (Inbreeding) পিউর ব্রিড সনাক্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর ফিসারিজ বায়োলজি এবং জেনেটিক্স বিভাগের প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম সরদার এবং ডেনমার্কের জাতীয় পরিবেশ গবেষণা ইন্সটিটিউট, আরহাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিবেক সিমনসেন এর মাধ্যমে একটি গবেষণা পরিচালনা করানো হয়। পরিদর্শনকালে গবেষক কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনটিতে In-breeding সমস্যা সমাধান ও Pure Breed সনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন সুপারিশমালার উল্লেখ রয়েছে।

ছ) প্রচার ও বিজ্ঞাপনঃ

প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে বরাদ্দ ছিল ৩.১০ লক্ষ টাকা এবং খরচ হয়েছে ২.২৭ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.২৩%। এ খাতের আওতায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০০৯ এবং জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষ্যে *The Daily Star* পত্রিকায় তিনটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাটকা সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য অন্য একটি প্রকল্প চলমান থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য প্রকল্পটির মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণের কাজে অর্থ ব্যয় করার বিষয়টি অনভিপ্রেত। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন, মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত বাজেট না থাকায় মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে এ সকল কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

জ) আসবাবপত্র ক্রয়ঃ

প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র ক্রয় খাতে থোক বরাদ্দ হিসেবে ৯.৬৪ লক্ষ (জিওবি ২.৭২ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য ৬.৯২ লক্ষ) টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন সময়ে এ অর্থ দ্বারা ৪টি অফিস টেবিল, ৯৩টি কম্পিউটার টেবিল, ১৫টি চেয়ার, ৫টি ফাইল কেবিনেট (মেটাল), ৩টি বুক সেলফ, ১টি স্টিলের আলমারি এবং ১২টি ট্রেনিং চেয়ার ও ১২টি ট্রেনিং টেবিল (প্রতিটি টেবিলে ২ জন প্রশিক্ষণার্থী বসার জন্য) [size: ১২০০mmX ৬০০mm X ৭৫০mm] ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল আসবাবপত্র ক্রয় মোট ব্যয় হয়েছে ৮.৬৪ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৯০%)। ক্রয়কৃত কম্পিউটার টেবিল হতে ৯০টি টেবিল নির্ধারিত ৯০টি উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় অফিসে প্রশিক্ষণ সুবিধা বাড়ানোর জন্য ১২টি ট্রেনিং চেয়ার ও ১২টি ট্রেনিং টেবিল প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য আসবাবপত্র মৎস্য অধিদপ্তরের মূল ভবনে অবস্থিত প্রকল্পের কার্যালয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
১। নীতি নির্ধারণ সহায়ক আইন ও বিধি প্রণয়ন, উপাদান এবং উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রাসংগিক গবেষণা, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	১। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ৮১ জন প্রশিক্ষক তৈরী করা হয়েছে যারা মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন। ২। মৎস্য খাদ্য আইনের খসড়া তৈরী করা হয়েছে, যা চূড়ান্তভাবে ১৮/০৩/২০১০ তারিখে জারি করা হয়েছে। এছাড়া এ সংক্রান্ত বিধিমালা ১৮/০৯/২০১১ তারিখে জারি করা হয়েছে। ৩। প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ১০টি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা হয়েছে।
২। নীতি নির্ধারণ পর্যায় এবং মাঠ পর্যায়ের মধ্যে e-governance প্রতিষ্ঠাকরণে Management Information System	৪। মান নিয়ন্ত্রণ ও রোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ৫। ক্রোড়পত্র প্রকাশ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৬। গুণগতমানসম্মত পোনার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

পরিকল্পিত	অর্জিত
(MIS) জোরদারকরণ।	৭। মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েব সাইট তৈরী করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের সাথে সদর দপ্তরের যোগাযোগের জন্য MIS প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ড কালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১।	নাসির উদ্দিন মো: হুমায়ুন	**পূর্ণকালীন**	-	০৬/০৯/২০০৭	০৮/০৪/২০১০	-
২।	নাসির উদ্দিন মো: হুমায়ুন	-		০৮/০৪/২০১০	১০/১১/২০১০	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৩।	এ,কে,এম, লুৎফুর রহমান সিদ্দীক	-		১০/১১/২০১০	১/১০/২০১১	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত টিপিপিতে ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী (৮জন কর্মকর্তা + ৬ জন কর্মচারী) এবং সংশোধিত টিপিপিতে ৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর (৬জন কর্মকর্তা + ৩ জন কর্মচারী) সংস্থান থাকলেও প্রকল্প মেয়াদকালে কখনই সকল পদে কমকর্তা নিয়োজিত রাখা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক মহোদয় জানিয়েছেন। আলোচ্য প্রকল্পে মৎস্য অধিদপ্তর হতে ৩জন কর্মকর্তা ও ২জন কর্মচারীর প্রেষণে নিয়োগের ব্যবস্থা থাকলেও বদলী/পদায়নের জন্য প্রকল্পের কাযর্ক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

অন্যদিকে, জনবল বিষয়ক মূল সমস্যা ছিল সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও কম্পিউটার অপারেটর সংক্রান্ত। সিস্টেম এনালিস্ট ও কম্পিউটার অপারেটর পদে বার বার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া সত্ত্বেও টিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাবে প্রথমদিকে এ সকল পদে লোক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে নিয়োগ দেয়া হলেও শুধু প্রকল্প মেয়াদে কর্মসংস্থান ও পরবর্তীতে চাকুরীর অনিশ্চয়তার এবং অন্যত্র ভালো সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ফলে নিয়োগকৃত লোকজন প্রায়শঃই চাকুরী ছেড়ে চলে গেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ সকল পদে পুনরায় লোক নিয়োগ করতে হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল দ্বারা আইটি উন্নয়নের জন্য Core team গঠন এবং এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও আইসিটিতে আগ্রহী যথাযথ কর্মকর্তাদের নির্বাচন করা হয়নি বলে ওয়েব সাইটি পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে জানা গেছে। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরে এ সংক্রান্ত পদের স্বল্পতার কারণে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে বদলী করায় কাঙ্খিত সেবা পাওয়া যায়নি/যাচ্ছে না মর্মে জানা গেছে। অবশ্য সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তরে একজন প্রোগ্রামার নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অন্য একটি মূল সমস্যা হ'ল চলমান প্রকল্পের মাঝামাঝি সময়ে দাতা সংস্থা DANIDA কর্তৃক প্রকল্পের সহযোগিতা বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ASPS II এর Joint Sector Review (JSR) Mission কর্তৃক জুন ২০০৯ সালে প্রকল্পটির Phasing out এর সুপারিশ করা হলেও বিভিন্নভাবে নেগোশিয়েসনের ফলে দাতা সংস্থা কর্তৃক শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য বজায় রাখা হয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ননকালে সাময়িক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

১৫। সুপারিশমালাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে প্রকল্পের কার্যক্রমকে টেকসই (Sustainable) করা এবং প্রকল্পটি হতে সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

১৫.১ প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নীতি নির্ধারণ পর্যায় এবং মাঠ পর্যায়ের মধ্যে e-governance প্রতিষ্ঠাকরণে Management Information System (MIS) জোরদারকরণ। এ লক্ষ্যে প্রকল্পটির মাধ্যমে ওয়েব সাইট তৈরী করা হলেও নীতি নির্ধারণী কাজে ব্যবহারের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি যেমন চলমান প্রকল্প তালিকা, প্রকল্প সমূহের এলাকা, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি আইএমইডি'র বিভিন্ন ফরমে (01, 02, 03, 04, 05) তথ্য আপলোড ইত্যাদির কোন তথ্য ডাটাবেজ/ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়নি। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ সকল তথ্যাদি ডাটাবেজ/ওয়েব সাইটে সংযোজন করা প্রয়োজন।

১৫.২ প্রকল্পের কার্যক্রম সার্বিকভাবে সফল করার জন্য প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় জনবল নিয়োগের ব্যাপারে মৎস্য অধিদপ্তর/ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক আরো দায়িত্বশীল ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

১৫.৩ মাছের মান নিয়ন্ত্রণ ও রোগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে এবং মৎস্য সম্পদের ওপর অন্যান্য সকল গবেষণালব্ধ তথ্যাদি মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়ের সাইটে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যেন সংশ্লিষ্ট সকল Stakeholder এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজেই প্রাপ্তির মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন।

১৫.৪ প্রকল্পের আওতায় গঠিত ও প্রশিক্ষিত Core team কে আরো Functional (কার্যকর) করতে হবে। পরবর্তীতে এ ধরনের Core team গঠন ও প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচনে কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের বিষয়টিতে সামগ্রিক আগ্রহ বিবেচনা করা সমীচীন হবে।

১৫.৫ জাটকা সংরক্ষণের জন্য পৃথক একটি প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় আলোচ্য প্রকল্পের অর্থায়নে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০০৯ এবং ২০১০ উপলক্ষ্যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। বিষয়টি অনভিপ্রেত। প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ শুধুমাত্র প্রকল্পের কাজেই ব্যবহার করতে হবে। প্রকল্পের Scope বহির্ভুত কোন কাজে প্রকল্পের অর্থের ব্যবহার পরিহার করতে হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫.৬ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এ ধরনের কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নকল্পে মাঝপথে চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১৫.৭ উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রতিপালন সম্পর্কে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

"এনহ্যান্স দি ক্যাপাসিটি অফ ডিএলএস" প্রকল্প

(সমাপ্তঃ সেপ্টেম্বর- ২০১১)

০১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
০৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ ঢাকা জেলা।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়ঃ

	আরম্ভ	সমাপ্তি
ক) মুল (অনুমোদিত):	অক্টোবর/২০০৬	সেপ্টেম্বর/২০১১
খ) সর্বশেষ সংশোধিত (অনুমোদিত):	অক্টোবর/২০০৬	সেপ্টেম্বর/২০১১

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয়ঃ

লক্ষ টাকায়

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়ন কালের %)
মুল	সর্বশেষ সংশোধিত		মুল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩২৫.২৯ (ডানিডাঃ ২০৯৭.২৯ জিওবিঃ ২২৮.০০)	৭৮৪.৩৬ (ডানিডা: প্র: সাহায্য ৭২৬.৩৬ জিওবিঃ অনুদান ৫৮)	৭৫০.৩৭ (ডানিডাঃ ৭১৭.৮২ জিওবিঃ ৩২.৫৫)	অক্টোবর/২০০৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০১১ (৬০ মাস)	অক্টোবর/২০০৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০১১ (৬০ মাস)	অক্টোবর/২০০৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০১১ (৬০ মাস)	-	-

০৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)		(২)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
রাজস্ব							
১)	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	24 man month	১৯৮.০০	০.০০	24 man month	N/A	24 man month
২)	জাতীয় পরামর্শক	45 man month	৫৫.০০	৩৬.২৩	45 man month	৩৩.৫৫ (৯২.৬০%)	45 man month
৩)	সহায়ক জনবল ডানিডা	৫ জন	৪৪.৮৮	৭৯.৩১	৫ জন	৭৮.৯০ (৯৯.৪৮%)	৫ জন
৪)	জনবল	৫ জন	৪৫.১০	৩৮.৫৫	৮ জন	১৮.৭৭ (৪৮.৬৯%)	৩ জন
৫)	মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তা	প্রোগ্রাম-১	১৬৫.০০	১৬২.৫০	প্রোগ্রাম-১	১৬১.১১ (৯৯.১৪%)	প্রোগ্রাম-১
৬)	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা	প্রোগ্রাম-১	৫৫.০০	১২.৮০	প্রোগ্রাম-১	১৫.৬৮ (১২২.৫%)	প্রোগ্রাম-১
৭)	পশুখাদ্য সংক্রান্ত গবেষণায় সহায়তা	প্রোগ্রাম-১	২২০.০০	৫৫.৭৩	প্রোগ্রাম-১	৫৫.২৪ (৯৯.১২%)	প্রোগ্রাম-১
৮)	পরিচালনা ব্যয়	LS	২২.০০	৪৬.২৩	LS	৪৪.৬০ (৯৬.৪৭%)	LS

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)		(২)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৯)	ওসিসি	LS	৩০.৯০	১৭.৪৫	LS	১৩.০৮ (৭৪.৯৫%)	LS
১০)	টেলিফোন	২ টি	২.০০	২.০০	২ টি	০.৭০ (৩৫%)	৩
মোট রাজস্বঃ		_	৮৩৭.৮৮	৪৫০.০৮		৪২১.৬৩ (৯৩.৬৮%)	
মুলধন							
১১)	যন্ত্রপাতি	L.S	১৩.৭৫	৮.৮৬	L.S	৮.৭২ (৯৮.৪১%)	L.S
১২)	এমআইএস স্থাপনে সহায়তা	প্রোগ্রাম- ১	২২০.০০	১৩১.৮০	প্রোগ্রাম- ১	১৩১.২০ (৯৯.৫৪%)	প্রোগ্রাম-১
১৩)	সম্প্রসারণ উপাদান উন্নয়নে সহায়তা	প্রোগ্রাম-১	৩৩.০০	১৬.০০	প্রোগ্রাম-১	১২.৬৮ (৭৯.২৫%)	প্রোগ্রাম-১
১৪)	আঞ্চলিক পোল্ট্রি রিসার্চ ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনে সহায়তা।	প্রোগ্রাম-১	৮৮০.০০	১৭৬.৯০	প্রোগ্রাম-১	১৭৫.৯৫ (৯৯.৪৬%)	প্রোগ্রাম-১
১৫)	কন্টিনজেন্সী-১০%	_	১৯০.৬৬	০.০০	-	-	-
মোট মুলধনঃ		_	**১৩৩৭.৪১**	**৩৩৩.৫৬**		৩২৮.৫৫ (৯৮.৫০%)	
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয়		_	**২১৭৫.২৯**	**৭৮৩.৬৪**	_	৭৫০.১৮ (৯৫.৭৩%)	_

সেপ্টেম্বর/২০১১ পর্যন্ত প্রকল্প কাজের আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৭৩%।

- টিপিপিতে in-kind অংগে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ধরা ছিল যা revised টিপিপি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং পিসিআর এ reflect হয়নি।

০৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় অসমাপ্ত কোন কাজ নেই।

০৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর প্রাণী ও পোল্ট্রি পালন মডেল সম্বলিত টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে যার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা হয়। আশির দশকে DLS আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি সমন্বিত প্রাণী ও পোল্ট্রি পালনের একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে যা দেশী ও বিদেশী সংস্থাগুলোকে আকৃষ্ট করে। ১৯৯১ সালে **"**স্মলহোল্ডার লাইভষ্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অন এইটি উপজেলাস (**SLDP-1)"** নামে একটি প্রকল্প ইফাদ ও ডানিডার সহায়তায় ১৬টি জেলার ৮০টি উপজেলায় গৃহিত হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার মাধ্যমে প্রযুক্তি নির্ধারিত ৮০টি উপজেলায় স্থানান্তর করা হয় যার দ্বারা প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন কৃষক এবং দরিদ্র মহিলারা পোল্ট্রি পালন বিষয়ে উপকৃত হয়। ইফাদ ও ডানিডা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময়ে মূল্যায়ন করে। উক্ত মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ইফাদ ও ডানিডা প্রকল্পটি ব্যাপক আকারে দেশের অন্যান্য এলাকায় গ্রহণের সুপারিশ করে।

প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য সংগ্রহ, সমন্বয় এবং বিতরণ, বিধিসমূহের বাস্তবায়ন, মান নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে এবং এর আওতায় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য MIS ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য চাহিদা নিরূপণ এবং তদনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৌশল নির্ধারণ। প্রকল্পে অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে HRD Plan Preparation, English Language Training, Workshop, Printing Support to DLS, TOT Courses, Operation & Maintenance Software, Server, PC, Generator & LAN, Support to Regional Poultry Institute .

৮.২.। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী:**

১। মাঠ পর্যায়ে ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এমআইএস প্রতিষ্ঠা ও তা উন্নয়নে সহায়তা করা।

২। প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা।

৩। মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল (বৈদেশিক শিক্ষা সফর) এবং নীতি বিস্তার করা।

৪। বিদ্যমান মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান- যেমন কিছু নির্বাচিত ফেলোশিপ ও স্কলারশীপ প্রদান, প্রশিক্ষণ, সরকারি পণ্য সরবরাহে সহায়তা যেমন- রেগুলেটরী সার্ভিস, মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিশ্চয়তা, পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন, বেসরকারি খাত উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং সম্প্রসারণ কাজে গণমাধ্যমের ব্যবহার।

৮.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** মূল প্রকল্পটি মোট ২৩২৫.২৯ লক্ষ (জিওবি-২২৮.০০ লক্ষ+প্রকল্প সাহায্য ২০৯৭.২৯ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০০৬ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১১ বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ২৭/০৫/২০০৭ তারিখে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির অন্যতম একটি অংগ আঞ্চলিক পোল্ট্রি রির্সাচ ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনে সহায়তা(PRTC) কর্মসূচিটি বাদ দিয়ে উক্ত অংগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Regional Fisheries and Livestock Development Center (RFLDC), নোয়াখালীতে হস্তান্তর করে টিপিপি প্রথম সংশোধন করা হয়। সংশোধিত টিপিপির মেয়াদকাল অপরিবর্তীত রেখে ৭৮৪.৩৬ লক্ষ (জিওবি ৮৭.৫১ লক্ষ+প্রকল্প সাহায্য ৭২৬.৩৬ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২৮/০২/২০১০ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.৪। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ** সেপ্টেম্বর/২০১১ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজের আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৭৩ %।

৯। **পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থাঃ** সমাপ্ত প্রকল্পটি গত ৩/৫/২০১২ তারিখে আইএমই বিভাগের সাবেক উপ-পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প এলাকা ঢাকায় পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্ত উপস্থিত ছিলেন।

৯.১, প্রকল্পের MIS এর সর্বশেষ অবস্থাঃ সেপ্টেম্বর ২০১১ তে প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের সকল কার্যক্রম ডিএলএস এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে MIS Server, LAN, Website, Officers Database সহ DLS এর সকল প্রকার Tender Document MIS এর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা MIS এর কাজ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট থেকে সকল ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে এবং MIS এর উন্নয়নসহ সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.২. ট্রিটিক্যাল ফডার গবেষণার সুনির্দিষ্ট ফলাফলঃ ট্রিটিক্যাল ফডার গবেষণার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিল (১) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (২) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও (৩) বাংলাদেশ গম গবেষণা কেন্দ্র। মাঠ পর্যায়ে ফডার চাষে নিয়োজিত ছিল ৪৫টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ২০টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র এবং ৩টি সরকারি দুগ্ধ খামার।

উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণায় দেখা যায় যে ট্রিটিক্যাল ফডারে আমিষের পরিমান বেশী যা খাওয়ানোর ফলে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং দুধের গুণগত মানও ভাল হয়। তাছাড়া, এই ফডার দ্রুত বর্ধনশীল বিধায় তাড়াতাড়ি খাওয়ানোর উপযোগী হয় এবং এটি উচ্চ তাপ সহিষ্ণু ও প্রতিকূল পরিবেশে জন্মাতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন।

প্রাপ্ত গবেষণা লব্দ ফলাফলের ভিত্তিতে ট্রিটিক্যাল ফডার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। গবাদিপশু লালন পালনকারী ও দুগ্ধ খামারীগণ ফডার চাষের মাধ্যমে তাদের গো-খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পারছে এবং দুগ্ধ উৎপাদান বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে জানা যায়।

৯.৩. আঞ্চলিক পোল্ট্রি রির্সাচ ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনে সহায়তা (PRTC) কর্মসূচীটির সর্বশেষ অগ্রগতিঃ

PRTC নির্মানের জন্য অত্র প্রকল্পে টি.এ.পি.পি অনুযায়ী মূল বরাদ্দ ছিল ৮৮০.০০ লক্ষ টাকা। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চট্টগ্রাম ভেটোরিনারী সাইন্স ও এ্যানিমেল হাসবেন্ড্রী বিশ্ববিদ্যালয় কে প্রকল্প হতে বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ ও ছাড়া করা হয়।

Agriculture Sector Programme Support(ASPS-II) এর Joint Sector Review Team (Formed by DANIDA) অত্র প্রকল্পটি Early Phase out করা সহ নির্মিতব্য PRTC এর দায়িত্ব ASPS-II এর RFLDC Noakhali Component এ হস্তান্তর করার জন্য সুপারিশ প্রদান করে । ড্যানিডার Joint

Review Mission এর সুপারিশ এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের পত্রের প্রেক্ষিতে ঢাকাস্থ রাজকীয় ড্যানিস দূতাবাস প্রকল্পটি Phase Out করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক পোল্ট্রি রির্সাচ ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনে সহায়তা (PRTC) কর্মসূচি অংগ বাদ দিয়ে উক্ত অংগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Regional Fisheries and Livestock Development Center (RFLDC), Noakhali Component এর কাছে হস্তান্তর করে টিপিপি সংশোধন করা হয়।

বর্তমানে PRTC এর কার্যক্রম বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী RFLDC, Noakhali Component এর আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে যা জুন ২০১৩ সনে সমাপ্ত হবে এবং পরবর্তীতে সকল কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে পরিচালিত হবে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

৯.৪. **প্রশিক্ষণঃ**

প্রকল্পের আওতায় মোট ৮০০০ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সংস্থান ছিল। এ খাতে মোট ৭৭৮৪ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ। দেওয়া হয়েছে। নিম্নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করা হলোঃ

SL NO	Particular	Category	Venue	No
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Study Tour abroad	Officer	Indonesia	7
2.	ToT Course	Officer	OTI, Saver	328
3.	Farmers Training	Farmers	Upazilla Level	4965
	a) Milk Production, Feeding & Management	Farmers		
	b) Meat Processing	Butcher	7 City Corporation	224
4.	HRD Training	Officer/Staff	OTI, GTI	
	a) PPR-2008, Food Hygiene	Officer		527
	b) Food Hygiene	Staff		1336
5.	English Language	Officer	British Council	89
6.	Workshop	Officer	DLS	248
			Total=	**7784**

১০। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
		যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১.	মোঃ গোলাম মোস্তফা প্রকল্প পরিচালক	০১-১০-২০০৬	৩১-০৭-২০১১	স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করায়
২.	মোঃ হযরত আলী আখন্দ প্রকল্প পরিচালক	০১-০৮-২০১১	৩০-০৯-২০১১	প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্তি পর্যন্ত

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য	অর্জন
১। মাঠ পর্যায়ে ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এমআইএস প্রতিষ্ঠা ও তা উন্নয়নে সহায়তা করা।	১। ডিএলএস এর নিজস্ব ওয়েব সাইট মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে আপডেট এবং আলোকপাত করা হয় গত ৫ জুন ২০১০ তারিখে। ওয়েব সাইটের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হল ই-লাইভষ্টক যাতে লাইভষ্টক রেয়ারিং মেথড রয়েছে। ই-লাইভষ্টক বাংলায় পোল্ট্রি/লাইভষ্টক পালন পদ্ধতি, রোগ-ব্যাধি ব্যবস্থাপনা ও কৌশল বর্ণনা করে যা হতে সাধারণ দরিদ্র মানুষ সহায়তা পেতে পারে। তবে ওয়েবসাইটটিতে ব্যবহারকারীর সংখ্যা নির্দেশ করার সুবিধা নেই। DLS-এ একটি Server সংযোগ দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে LAN সংযোগ দিয়ে DLS কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Network

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য	অর্জন
	এর আওতায় আনা হয়েছে। "তথ্য প্রযুক্তি জোরদারকরণ কর্মসূচি (নভেম্বর ১১- জুন ১২)" এর মাধ্যমে Server টিতে Optical Fiber Connection দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি শেষ হওয়ার পর অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী Revenue budget থেকে BTCL -কে Bill প্রদানের মাধ্যমে এমআইএস চালু থাকবে। বর্তমানে DLS এর যাবতীয় tender, report, নোটিশ, বদলীজনিত আদেশ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেয়া হয়। মো: সোহরাব হোসেন (সম্প্রসারণ কর্মকর্তা) ডেপুটেশনে Server টির তদারকি করেন।
২। প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা।	২। প্রকল্প গ্রহণের প্রাক্কালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কর্মরত মানব সম্পদ এর দক্ষতা ও সম্ভাবনা নিরূপণ করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে মানব সম্পদের যে দক্ষতা ছিল তা দ্বারা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে কিনা তা নিরূপণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে তুলনামূলকভাবে কম দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদের জন্য উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩। মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল (বৈদেশিক শিক্ষা সফর) এবং নীতি বিস্তার করা।	৩। প্রকল্পের আওতায় ১টি বৈদেশিক শিক্ষা সফর আয়োজন করা হয়েছিল এতে ০৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। - কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ডিএলএস এর ১০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। - ১২০ জন কর্মকর্তাকে এমআইএস চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তারা উপযুক্ত প্রতিবেদন তৈরী করতে পারে। তাছাড়া আইটি অভিজ্ঞ ১০জন কর্মকর্তাকে এমআইএস রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে এডভান্স প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কর্মকর্তাদের ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য বিটিশ কাউন্সিলে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের অংশ হিসেবে ৩টি ব্যাচে মোট ৯০ জন কর্মকর্তাকে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ঢাকায় এবং ২টি ব্যাচে মোট ৭০ জন কর্মকর্তাকে ময়মনসিংহ ও গাইবান্ধায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৪। বিদ্যমান মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান- যেমন কিছু নির্বাচিত ফেলোশিপ ও স্কলারশীপ প্রদান, প্রশিক্ষণ, সরকারি পণ্য সরবরাহে সহায়তা যেমন- রেগুলেটরী সার্ভিস, মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিশ্চয়তা, পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন, বেসরকারি খাত উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং সম্প্রসারণ কাজে গণমাধ্যমের ব্যবহার।	মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের অংশ হিসেবে ৩টি ব্যাচে মোট ৯০ জন কর্মকর্তাকে প্রাণিসম্পদ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ঢাকায় এবং ২টি ব্যাচে মোট ৭০ জন কর্মকর্তাকে ময়মনসিংহ ও গাইবান্ধায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত স্পষ্ট ধারণা দেবার জন্য ডিএলএস এর সব প্রকল্প পরিচালকসহ ১২৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে "প্রকিউরমেন্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অব প্রজেক্ট" প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১২। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১২.১ প্রকল্পটি একটি টেকনিক্যাল ওয়েববেজড প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরবর্তীতে পরিচলনার জন্য একজন সিস্টেম এনালিস্টের প্রয়োজন যা টিপিপিতে নেই।

১২.২ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত Management Information System (MIS) ওয়েবসাইটটিতে ব্যবহারকারী সংখ্যা নির্দেশ করার সুবিধা নেই।

১২.৩ প্রকল্পটিতে পশুখাদ্য সংক্রান্ত গবেষণা কর্মসূচি Centro Internacional de Mejoram iento de Mais Y Trigo (CIMMYT) International Maize and wheat improvement center এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু এখাতে প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থান না থাকায় CIMMYT কে দিয়ে পশুখাদ্য সংক্রান্ত গবেষণা সহায়তা কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা যায়নি।

১২.৪ পিসিআর-এ ৯ এর (০১)বি অনুচ্ছেদে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ অগ্রগতির তথ্যে দেখা যায় যে, বরাদ্দের চেয়ে অর্থ অবমুক্তি এবং খরচ বেশী দেখানো হয়েছে যা কিছুটা অসংগতিপূর্ণ। অব্যয়িত অর্থ চালানোর মাধ্যমে সমর্পন করা হয়েছে কি না এ বিষয়ে পিসিআরে কোন তথ্য নেই। তাছাড়া, পিসিআরে অংগভিত্তিক বাস্তবায়নে 'প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা প্রোগ্রাম' খাতে আরটিপিপিতে আর্থিক বরাদ্দের চেয়ে খরচ বেশী হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে কি না এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই।

১৩। সুপারিশমালাঃ

১৩.১ একটি টেকনিক্যাল ওয়েববেজড প্রকল্প হিসেবে রাজস্ব বাজেটের আওতায় একজন সিস্টেম এনালিষ্ট নিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে।

১৩.২ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত (MIS) ওয়েবসাইটটিতে ব্যবহারকারীর সংখ্যা নির্দেশনার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয় ।

১৩.৩ পশুখাদ্য সংক্রান্ত গবেষণা কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থান টিপিপিতে রাখা উচিত ছিল যাতে আন্তর্জাতিক মানের ফডার উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে Wheat research centre, রংপুর এবং BAU-কে সম্পৃক্ত রাখলে অধিকতর আউটপুট পাওয়া যেত।

১৩.৪ এডিপির বরাদ্দের চেয়ে টাকা অবমুক্তি এবং খরচ বেশী হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে আইএমইডিকে অবগত করবে। তাছাড়া, অংগভিত্তিক বাস্তবায়নে 'প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা প্রোগ্রাম' খাতে বেশী খরচ হওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে কিনা তা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে পারে ।

"ঢাকা মহানগরে মৎস্য বিপণন সুবিধাদি স্থাপন (১ম সংশোধিত)"
সমাপ্তঃ জুন ২০১২

১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)।

৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

৪। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

বাংলাদেশে প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস্য হলো মাছ। মাছ হলো এমন একটি খাদ্যদ্রব্য যার গুণগত মান খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। মাছের আমিষ ও ফ্যাট অতি উন্নতমানের হলেও Handling এর সময় প্রায়শঃই মাইক্রোবিয়াল দূষণের ফলে তা ক্ষতিকারকরূপে আবির্ভুত হয়। সঠিকভাবে মাছের অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন এর বিষয়টি এ কারণেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ঢাকা মহানগরে আধুনিক কোন অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় যত্রতত্র ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাছ অবতরণ করা হচ্ছে। খোলা আকাশের নীচে যত্রতত্র মাছ অবতরণের জন্য রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি ও পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। ফলে মাছের গুণগতমান যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনিভাবে মৎস্য ব্যবসায়ীরাও বিপণন সুবিধার অভাবে সঠিক মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি) কর্তৃক যাত্রাবাড়ীতে আধুনিক মানসম্মত একটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** আলোচ্য প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপঃ

১) ঢাকা শহরের বর্তমান অস্বাস্থ্যকর মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন পদ্ধতির আধুনিকায়ন;

২) ঢাকা শহরে HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) মান অনুযায়ী মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন সুবিধাদি স্থাপন;

৩) দরিদ্র মৎস্যজীবীদের মাছের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত মাছের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৬। **প্রকল্পের অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধনঃ**

অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেস্টা কর্তৃক মূল অনুমোদনঃ	০৭/১০/২০০৮
মন্ত্রণালয় কৃর্তক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রথমবার মেয়াদ বৃদ্ধিঃ	০৯/০৩/২০০৯
পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে দ্বিতীয়বার মেয়াদ বৃদ্ধিঃ	১১/০৪/২০১১
মন্ত্রণালয় কৃর্তক প্রথম সংশোধনঃ	০৫/০৬/২০১১
অন্তঃখাত সমন্বয়ঃ	১৫/০৫/২০১২

৭। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ**

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৮০৭.০০	৭৩৯.৩০	৭৩৯.৩০	জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১০	জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১২	জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১২	-	২ বছর (৬৭%)

৮। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
রাজস্বঃ						
১।	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	জন	১৫.৮০	০৫ জন	১৫.৮০	০৫ জন
২।	পরামর্শক ফি	জন	১১.০০	২জন	১১.০০	২জন
৩।	অন্যান্য (মাটি পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি)	থোক	১০.২০	থোক	১০.২০	থোক
উপমোট (রাজস্ব)			**৩৭.০০ (৫%)**	**-**	**৩৭.০০ (৫%)**	**১০০%**
মূলধনঃ						
৪।	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১২৫.০০	০.১৫ একর	১২৫.০০ (১০০%)	০.১৫ একর (১০০%)
৫।	নির্মাণ কাজ (বহুতল ভবন ২৮৪৪ বঃমিটার কার পার্কিং ৫৭৬ বঃমিটার)	বর্গমিটার (৬তলা ভবন)	৫১৩.৫০	৩৪২০ বঃমিটার (৬তলা ভবন)	৫০২.৯৭ (১০০%)	২৮৪৪ বঃমিটার (৬তলা ভবন) (৯৯%)
৬।	যানবাহন (পিকআপ)	সংখ্যা	২৪.৫৭	১টি	২৪.৫৭ (১০০%)	১টি (১০০%)
৭।	Ice Crusher	সংখ্যা	১.৮০	৪টি	১.৮০ (১০০%)	৪টি (১০০%)
৮।	কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১.০০	২সেট	১.০০ (৯৯.৯৮%)	২সেট (১০০%)
৯।	আসবাবপত্র	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০ (১০০%)	১০০%
১০।	অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)	১০০%
১১।	জেনারেটর (২৫ কেভিএ)	সংখ্যা	১.২৫	১টি	১.২৫ (১০০%)	১টি (১০০%)
১২।	ইকুইপমেন্ট অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব	থোক	৬.২৫	থোক	৬.২৫ (১০০%)	১০০%
১৩।	সংযোগ সড়ক	বর্গমিটার	৬.৫০	১৬১ বর্গমিটার	৬.৫০ (১০০%)	১৬১ বর্গমিটার (১০০%)
১৪।	পানি সরবরাহ এবং সেনিটেশন	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)	১০০%
১৫।	বিদ্যুৎ, কেমিক্যাল, গ্যাস লুব্রিকান্ট ইত্যাদি	থোক	৮.৪৩	থোক	৮.৪৩ (১০০%)	১০০%
	উপমোট (মূলধন)ঃ	**-**	**৭০২.৩০ (৯৫%)**	**-**	**৬৯১.৯৭ (৯৪%)**	**৯৯%**
	সর্বমোট	**-**	**৭৩৯.৩০**	**-**	**৭২৮.৯৭ (৯৯%)**	**৯৯%**

৯। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৭৩৯.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির মোট ব্যয় হয়েছে ৭২৮.৯৭ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯৯%। অন্যদিকে, কার পার্কিং ব্যতীত অন্যান্য ভৌত কাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৯৯%।

১০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্প এলাকার জমির মালিকানা নিয়ে মামলা চলমান থাকায় বর্তমানে উক্ত এলাকায় কার্য সম্পাদনে আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ফলে প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য কার পার্কিং এরিয়াটি এখনও নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। এ সংক্রান্ত অর্থ বিএফডিসি এর কেন্দ্রীয় একাউন্টে রয়েছে এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞার নিষ্পত্তি হওয়া মাত্র উক্ত কার পার্কিং নির্মাণ করা হবে মর্মে বিএফডিসি এর চেয়ারম্যান মহোদয় ও প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

১১। পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থাঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালক এবং বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর যাত্রাবাড়ীতে স্থাপিত ৬তলা বিশিষ্ট বহুতল ল্যান্ডিং সেন্টারটি পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এর ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১.১ প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিঃ

ক) জনবলঃ

আলোচ্য প্রকেল্পর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩জন কর্মকর্তা ও ২জন কর্মচারী প্রেষণে/অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে বিএফডিসি হতে উক্ত ৫জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রেষণে এ প্রকল্পে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিএফডিসি'র অন্যান্য জনবল এ প্রকল্পে কাজ করেছেন মর্মে প্রকল্প পরিচালক এর নিকট হতে জানা গেছে। এ খাতের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এছাড়া ভবনের ডিজাইন ও নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য নিয়োগকৃত কন্সালটেন্সি ফার্মের (স্থপতি সংসদ লিমিটেড) ২জন কর্মকর্তা সার্বক্ষণিকভাবে নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন মর্মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা গেছে।

খ) ভূমি অধিগ্রহণঃ

মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিদ্যমান মাছের পাইকারী বাজার সংলগ্ন ০.১৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল এবং তা সরকারি নিয়মানুযায়ী অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং অবস্থানগত কারণে প্রকল্পের আওতায় আরো ০.১৮ একর ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রেখে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। কিন্তু মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার এর নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় বর্তমানে উক্ত এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ফলে প্রকল্পটির মূল ডিপিপি'র সংস্থান ঠিক রেখে পরবর্তীতে ১৫/০৫/২০১২ তারিখে অন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়েছে। বর্তমানে অন্তঃখাত সমন্বয়কৃত ডিপিপি অনুযায়ী এ প্রকল্পে মোট ০.১৫ একর ভূমি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অন্যদিকে, নিষেধাজ্ঞা থাকায় অবশিষ্ট ০.১৮ একর ভূমি ব্যবহারের জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগ হতে বিএফডিসিকে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

গ) বহুতল বিশিষ্ট ভবন (ল্যান্ডিং সেন্টার) এবং এপ্রোচ রোড নির্মাণঃ

আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৬তলা বিশিষ্ট ২৮৪৪ বর্গমিটারের একটি বহুতল ভবন, ৫৭৬ বর্গমিটারের একটি কার পার্কিং এবং ১৬১ বর্গমিটার এপ্রোচ রোড নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় সরকারি ক্রয়নীতি অনুসরণ করে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় যাত্রাবাড়ীতে অধিগ্রহণকৃত জমিতে ২৮৪৪ বর্গমিটার এর আয়তনের বহুতল ভবন (Landing Center) নির্মাণ করা হয়েছে। মৎস্য ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উক্ত ভবনে মোট ১৩২টি আড়ৎ ঘর (গদি) এবং ৮৮টি আড়ৎ নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৪টি আড়ৎ ও গদি বরাদ্দ প্রদান করা হলেও এ ল্যান্ডিং সেন্টারটির কার্যক্রম আইনি জটিলতার কারণে শুরু করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, ভবনটির একটি কক্ষ ল্যাবরেটরি এর জন্য নির্ধারিত করা হলেও তাতে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়নি। উল্লেখ্য, ল্যাবরেটরির জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ অন্য একটি কক্ষে রক্ষিত অবস্থায় দেখা গেছে। শীঘ্রই যন্ত্রপাতিসমূহ ল্যাবরেটরিতে স্থাপন করে ল্যাবরেটরিটি কার্যকর করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। অন্যদিকে, মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার এর নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা এবং একই সাথে মোঃ আল-আমিন নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি কর্তৃক মামলার কারণে কার-পার্কিং এখনও নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তবে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী এপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হয়েছে।

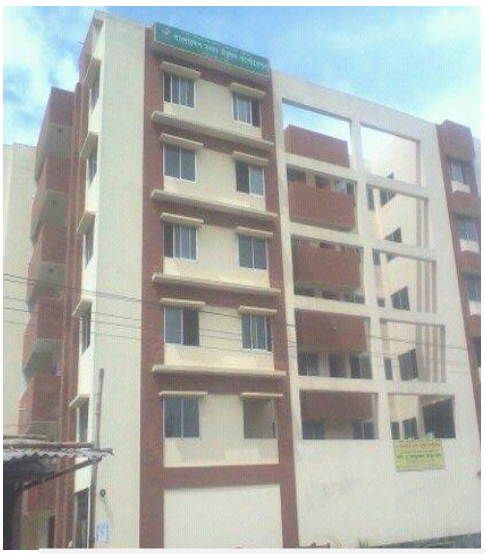

নির্মিত বহুতল বিশিষ্ট ল্যান্ডিং স্টেশন

অনুমোদিত ডিপিপিতে ভবন নির্মাণের জন্য ৫১৩.৫০ লক্ষ টাকা এবং সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য ৬.৫০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ নির্মাণখাতে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৫২০.০০ লক্ষ টাকা। প্রাপ্ত পিসিআর-এ সমস্ত অর্থের (৫২০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয় (১০০%) দেখানো হলেও পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নথিপত্রে দেখা যায় এ পর্যন্ত নির্মাণকাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৫০৯.৪৭ লক্ষ টাকা। সরকারি নিয়মানুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ অর্থবছর শেষে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বিধান থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। এ ব্যাপারে বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান এবং প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আইনী জটিলতার কারণেই কার-পার্কিং এর কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞা নিস্পত্তি হওয়া মাত্র তা নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে যা বিএফডিসি কর্তৃক ৪% সুদসহ ২০ বছরে পরিশোধ করা হবে। আইনী জটিলতা এবং কার-পার্কিং নিমার্ণের জন্য অর্থ রাখার বিষয়টি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে। ল্যান্ডিং স্টেশনের জন্য কার-পার্কিং এর গুরুত্ব এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে কার-পাকিং নির্মাণে বিলম্ব হওয়া পরিদর্শনকালে বাস্তবসম্মত মনে হয়েছে।

নির্মিত আড়ৎ

নির্মিত আড়ৎ ঘর (গদি)

নির্মিত ল্যাবরেটরির ভিতরের অংশ

ঘ) যানবাহন (পিক-আপ) ক্রয়ঃ

আলোচ্য প্রকল্পে ১টি পিক-আপ ক্রয়ের জন্য মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে ২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়কালে বিনির্দেশ (Specification) অনুযায়ী সর্বনিম্ন দর ২৪.৫৭ লক্ষ টাকা হওয়ায় প্রথম সংশোধনে এ খাতের ব্যয় বৃদ্ধি করে ২৪.৫৭ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সে অনুযায়ী এ প্রকল্পে ২৪.৫৭ লক্ষ টাকায় ১টি পিক-আপ ক্রয় করা হয়েছে। এ খাতের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

ঙ) যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ঃ

আলোচ্য প্রকল্পে ৪টি Ice Crusher ক্রয়ের জন্য ১.৮০ লক্ষ টাকা, ২ সেট কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ১.০০ লক্ষ টাকা, অফিস আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ৩.০০ লক্ষ টাকা, ১টি জেনারেটর ক্রয়ের জন্য ১.২৫ লক্ষ টাকা এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরির সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ৬.২৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়,

সরকারি ক্রয়নীতি অনুসরণ করে এ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত কম্পিউটার প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য সকল যন্ত্রপাতি নির্মিত ভবনের ২টি কক্ষে রাখা হয়েছে; এখনও কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরির সরঞ্জামাদি স্থাপন করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলাপকালে জানা গেছে, আইনি জটিলতা শেষ হওয়ার পরপরই এ ল্যান্ডিং স্টেশনটি পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হবে। ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সকল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করায় এ খাতের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির একাংশ

প্রাপ্ত পিসিআর এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে দেখা যায়, আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে ১৪.০১.২০১৩ তারিখে এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরির সরঞ্জামাদি, Ice Crusher ও জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে ২৯.০৪.২০১৩, অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার প্রায় ১০ মাস পর এ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক এবং বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জানা যায় যে, মূলতঃ জুন ২০১২ এ ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্প এলাকায় জনৈক আল-আমিন এর দৌরাত্বের কারণে ঠিকাদার কর্তৃক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ডিসেম্বর ২০১২-এ। একই ভাবে, যন্ত্রপাতি রাখার স্থানাভাবের কারণে ভবন নির্মাণ সমাপ্তির পর এ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হয়েছে বিধায় সার্বিক ক্রয়ে বিলম্ব হয়েছে।

ক্রয়কৃত জেনারেটর

চ) ইউটিলিটিঃ

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন ব্যবহার উপযোগী করার জন্য পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ ও অন্যান্য এর জন্য যথাক্রমে ১০.০০ লক্ষ টাকা ও ৮.৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ফ্লাইওভার নির্মাণাধীন থাকায় এখনও ওয়াসার মূল পানির লাইনের সাথে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। ফ্লাইওভার নির্মাণের পর এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তবে ইতোমধ্যে ভূ-গর্ভস্থঃ একটি রিজারভার নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ডেসা হতে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	আইএমইডি'র মন্তব্য
১) ঢাকা শহরের বর্তমান অস্বাস্থ্যকর মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন পদ্ধতির আধুনিকায়ন;	মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন পদ্ধতির আধুনিকায়নে প্রকল্পের আওতায় ১৩২টি আড়ৎ ঘর এবং ৮৮টি আড়ৎ নির্মাণ করা হয়েছে।	আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত আড়ৎসমূহে মানসম্মতভাবে মৎস্য অবতরণ করা সম্ভব হবে। তবে যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত মাছের বৃহৎ বাজারটিতে প্রায় তিন শতাধিক আড়ৎ রয়েছে যার মধ্যে মাত্র ৮৮টি আড়ৎ এ প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে। ফলে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক মৎস্য ব্যবসায়ী আধুনিক সুবিধা হতে বঞ্চিত হবেন।
২) ঢাকা শহরে HACCP মান অনুযায়ী মৎস্য অবতরণ,	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে যাত্রাবাড়ীতে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে মাছ অবতরণ করা সম্ভব	HACCP এর ধারণাটি অনেক ব্যাপক। এ ধারণা অনুযায়ী মাছ ধরা থেকে বাজারজাতকরণের প্রতিটি ধাপে মাছের গুণগত মান নিশ্চিত করা আবশ্যক। আলোচ্য প্রকল্পে শুধুমাত্র আধুনিক Hygienic মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ এবং বিপণন সুবিধা সৃষ্টির প্রয়াশ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	আইএমইডি'র মন্তব্য
বাজারজাতকরণ ও বিপণন সুবিধাদি স্থাপন;	হবে। ফলে মাছের গুণাগুণ বজায় রাখা সম্ভব হবে। একই সাথে এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি মাছের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে।	নেয়া হয়েছে যা HACCP মান নিশ্চিত করার জন্য অপ্রতুল। অন্যদিকে, নির্মিত কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিটির আয়তন, জনবল এবং যন্ত্রপাতি দিয়ে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে HACCP মান অনুযায়ী মাছের গুণগত মান রক্ষার জন্যও অপ্রতুল। তাছাড়া, অনুমোদিত ডিপিপিতে HACCP মান এর পূর্ণ বিবরণ (KPI-Key Performance Indicator) না থাকায় এ উদ্দেশ্যটি যথাযথভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। অনুমোদিত ডিপিপিতে HACCP মান এর পূর্ণ বিবরণ না থাকা ডিপিপি/প্রকল্পের একটি প্রধানতম দূর্বলতা। ভবিষ্যতে এ ধরনের Concept Based প্রকল্প নেয়া হলে তার পূর্ণ বিবরণ ডিপিপিতে আবশ্যকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
৩) দরিদ্র মৎস্যজীবীদের মাছের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত মাছের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।	আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমবে, ফলে প্রকৃত মৎস্যচাষীরা ন্যায্য মূল্য পাবেন। অন্যদিকে, বিএফডিসির নজরদারীর ফলে মাছে ফরমালিনের ব্যবহার রোধ করা সম্ভব হবে।	মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমানোর জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এর কোন পরিকল্পিত রূপরেখা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া মাছে ফরমালিনের ব্যবহার রোধ করার জন্য বিএফডিসি কর্তৃপক্ষের কঠোর নজরদারির প্রয়োজন হবে। কিন্তু বিএফডিসি'র এ সেন্টারটি পরিচালনার জন্য ২৬ জনবলের যে সংস্থান ডিপিপিতে রাখা হয়েছে তা অদ্যবধি অনুমোদিত হয়নি। ফলে সেন্টারটির কার্যক্রম শুরু/পরিচালনা করা কঠিন হবে। উল্লেখ্য, উক্ত ২৬ জনবলের মধ্যে মাত্র ২জন কোয়ালিটি কন্ট্রোল সংশ্লিষ্ট (Quality Control Technician এবং Laboratory Assistant) জনবল। প্রকল্প পরিচালক এর ভাষ্যমতে এ কেন্দ্রে আগত মাছের লট হতে Sampling এর মাধ্যমে মাছের কোয়ালিটি পরীক্ষা করা হবে। ফলে মাছে ফরমালিনের ব্যবহার রোধকল্পে কঠোর নজরদারি করা সম্ভব হবে না। ফরমালিনের ব্যবহার রোধকল্পে মৎস্য ব্যবসায়ীদের মাঝে সামাজিক সচেতনামূলক প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য এ প্রকল্পের আওতায় কোন কার্যক্রম রাখা হয়নি।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রমিকনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১।	খন্দকার লুৎফুননেসা ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)	পূর্ণকালীন	-	১৮/১১/২০০৮	৩০/০৬/২০১২	-

১৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নে মূল সমস্যা হলো আইনী জটিলতা। আলোচ্য প্রকল্প এলাকার জমির মূল মালিকানা ছিল সড়ক ও জনপথ বিভাগের। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৩/০৩/২০০৯ তারিখে জমিটি বিএফডিসি এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয় এবং ভবন নির্মাণ করা হয়। কিন্তু জনৈক মোঃ আল-আমিন শুরু থেকেই প্রকল্পটির নির্মাণ কাজে বাঁধার সৃষ্টি এবং বর্তমানে প্রকল্পটি দখলের অপচেষ্টায় আছে মর্মে বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান এবং প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা গেছে। এ বিষয়ে এ পর্যন্ত ৩টি মামলা হয়েছে যার ২টি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অন্যটি এখনও নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষাধীন আছে। মোঃ আল-আমিন কর্তৃক মামলা এবং ঠিকাদারের লোকজনদের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের কারণেই প্রকল্পে নির্মাণ কাজ জুন ২০১২ এর পরিবর্তে ডিসেম্বর ২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে। নির্মাণকাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ল্যাব ইকুইপমেন্টসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়েও বিলম্ব হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক এর নিকট হতে জানা গেছে।

১৫। সুপারিশমালাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডি'র সুপারিশ নিম্নরূপঃ

১৫.১ চলমান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি চালু করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বিএফডিসি কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

১৫.২ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি স্থাপন করে ল্যাবরেটরিটি কার্যকর করা প্রয়োজন।

১৫.৩ স্থাপিত এ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের জন্য বিএফডিসির প্রস্তাবিত ২৬ জনবলের মধ্যে মাত্র ০২জন কোয়ালিটি কন্ট্রোল সংশ্লিষ্ট যা এ কেন্দ্রের মাছের গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং একই সাথে মাছে ফরমালিনের ব্যবহার রোধ করার জন্য অপ্রতুল হবে। পূর্ণাঙ্গ HACCP Based হিসেবে কেন্দ্রটি গড়ে তোলার জন্য এ কেন্দ্রে কোয়ালিটি কন্ট্রোল সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক জনবল নিয়োগ, যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ বৃহৎ আকারের ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

১৫.৪ ভবিষ্যতে HACCP অথবা এ ধরনের Concept Based কোন প্রকল্প নেয়া হলে তার পূর্ণ বিবরণ এবং তা পরিমাপ করার জন্য সংশ্লিষ্ট KPI (Key Performance Indicator) ডিপিপিতে আবশ্যকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৫.৫ উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার বিধি-বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প মেয়াদ শেষে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং ভৌত কাজ (কার পার্কিং) সম্পাদনের জন্য বিএফডিসি'র একাউন্টে টাকা ধরে রাখা আর্থিক বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিএফডিসি কর্তৃক এর পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান এবং এ ধরণের বিষয় ভবিষ্যতে পরিহার করতে হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ের পূর্ণ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

১৫.৬ আইনী জটিলতার কারণে কার-পার্কিং অদ্যবধি নির্মাণ করা সম্ভব না হলেও তার ব্যয় পিসিআর এ প্রদর্শন করে তথ্যের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

১৫.৭ প্রকল্প এলাকায় নির্মাণাধীন ফ্লাই-ওভার এর কাজ সমাপ্তির পরপরই নির্মিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সামনের কার-পার্কিং এর জমি বিএফডিসি কর্তৃক অধিগ্রহণ করা আবশ্যক। তাছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩২টি আড়ৎ ঘর এবং ৮৮টি আড়ৎ নির্মাণ করা হলেও যাত্রাবাড়ীতে বিদ্যমান পাইকারী মৎস্য বাজারের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ব্যবসায়ীকে আধুনিক সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হবে না। উক্ত পাইকারী বাজারের সকল মৎস্য চাষী/ব্যবসায়ীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনয়ণের জন্য বিএফডিসি ভবিষ্যতে এ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

১৫.৮ উপরোক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

"দ্বিতীয় অংশীদারিত্বমূলক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" (২য় সংশোধিত) (পিএলডিপি-II)।

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১২)

১। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। প্রকল্প এলাকা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ২০টি জেলা এবং ১৫৭টি উপজেলা।

৪। প্রকল্প গ্রহনের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৪.১ প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র খামার, বকনা, গাভী, ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালনে অধিকতর উৎসাহী। এ বিবেচনা থেকেই এডিবি ও ডানিডার সহায়তায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক "অংশীদারিত্বমূলক পশু সম্পদ উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প ১৫১৯৬.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,১৯৯৭ থেকে জুন,২০০৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭টি জেলার ৮৯টি উপজেলায় ১০টি এনজিওর মাধ্যমে ৩,৬৪,০০০ জন দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য হ্রাসের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। প্রকল্পটি জুন, ২০০৩ এ সমাপ্ত হয় এবং যথারীতি প্রকল্পটির মূল্যায়নও সম্পন্ন করা হয়। মূল্যায়নে প্রকল্প এলাকায় দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। পাশাপাশি পশু পাখি পালনে সুফলভোগীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রাণিসম্পদে ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ স্থাপনে ঋণ প্রদান করলে তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয় বলেও প্রতীয়মান হয়। দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পটির ইতিবাচক প্রভাব থাকায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থায়নে আগ্রহ প্রকাশ করে। "দ্বিতীয় অংশীদারিত্বমূলক পশু সম্পদ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষার ভিত্তিতে এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় "দ্বিতীয় অংশীদারিত্বমূলক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৪.২ প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিশেষ করে ভূমিহীন মহিলাদের কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মুল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৩৪৩২.২৫	৩৭৬৪.০০	৩৩৪১.৭৪	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১০ (৭২ মাস)	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১২ (৯৬ মাস)	নভেম্বর, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২ (৯৬ মাস)	-	৩৩% (২৪ মাস)

৬। প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

মূল প্রকল্পটি ৩৪৩২.২৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩১১.২৫ লক্ষ+এডিবি ১১২১.০০ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১০ বাস্তবায়ন মেয়াদে একনেক কর্তৃক গত ১৬/০৮/২০০৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি বাস্তবায়নকাল অপরিবর্তিত রেখে ৩৫৯১.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয় যা ২৩/০৯/২০০৭ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ২৭টি ইউএলডিসি ভবন নির্মাণের সংস্থান ছিল। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রকল্পের আওতায় আরও ৬টি নতুন ইউএলডিসি ভবন নির্মাণ এবং ২টি ইউএলডিসির জন্য ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ৩৭৬৪.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন করা হয় যা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ২৫০৩/২০১০ তারিখে অনুমোদন হয়। সর্বশেষ, প্রকল্পটির মেয়াদকাল ডিপিইসি সভার মাধ্যমে ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং বিভিন্ন অংগের অন্তঃখাত সমন্বয় করা হয় যা গত ১৪/৮/২০১১ তারিখে এর প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

৭। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

৩৩টি ULDC এর জন্য নতুন ভবন নির্মাণ;
৩৩টি ULDC এর জন্য আসবাবপত্র ও কম্পিটার সরবরাহ;
২টি ULDC এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ;
৩৯টি ULDC এর জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও ১৫টি ULDC এর মেরামত ও সংস্কার;

যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়;
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

ক্র.নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ	
			যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ
১।	জনাব ডাঃ মোঃ সালাউদ্দিন খান উপ-পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১/০২/২০০৬	১০/১২/২০০৭
২।	জনাব পার্থ রথি সরকার উপ-পরিচালক	পূর্ণকালীন	১০/১২/২০০৭	০২/০৫/২০১০
৩।	জনাব ডাঃ মো সহিদুল ইসলাম উপ-পরিচালক	পূর্ণকালীন	০২/০৫/২০১০	৩০/০৬/২০১২

৯। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্তি	ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	পি.এ		মোট	টাকা	পি.এ
২০০৪-০৫	-	-	-	-	-	-	-
২০০৫-০৬	১১৭.০০	৮৯.০০	২৮.০০	৬১.৬৪	৬১.১০	৬১.১০	-
২০০৬-০৭	৪২৫.০০	৩০০.০০	১২৫.০০	৩০০.০০	৩৮৯.৬০	২৬৫.৩৭	১২৪.২৩
২০০৭-০৮	৮৩৮.০০	৫৬৩.০০	২৭৫.০০	৫৬৩.০০	৬৫৬.৬০	৪৭৮.১৬	১৭৮.৪৪
২০০৮-০৯	৫০০.০০	২৩০.০০	২৭০.০০	২৩০.০০	২৬২.৬৫	১২৪.৩০	১৩৮.৩৬
২০০৯-১০	৫৮৫.০০	৪০৫.০০	১৮০.০০	৩৫০.০০	৩৪৯.০৬	২৭১.২২	৭৭.৮৪
২০১০-১১	৪৬০.০০	৫৮৫.০০	২৭৫.০০	৫৮৫.০০	৬১৬.৬১	৪৪৯.৬৫	১৬৬.৯৬
২০১১-১২	১১৮৪.০০	৫৯৫.০০	৫৮৯.০০	৫৯৫.০০	১০২৯.৭৮	৫৯৩.৫৪	৪৩৬.২৪
মোট	৪৫০৯.০০	২৭৬৭.০০	১৭৪২.০০	২৬৮৪.৬৪	৩৩৬৫.৪১	২২৪৩.৩৪	১১২২.০৭

১০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক(%)	বাস্তব (%)	
(১)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক) **রাজস্ব**					
১) নির্মাণ কাজ					
ক) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের পরামর্শক ফি	৫২.৯৯	৩৩টি ইউএলডিসি	২৪.৯৯ (৪৭%)	২৭ টি (৮১%) ইউএলডিসি	
২) মেশিনারি এবং ইকুইপমেন্টস					
ক) ফোডার সীড	২৩.৬৫	থোক	২০.৭১ (৮৭.৫৬%)	থোক	
খ) ক্যামিক্যালস এবং রিএজেন্টস	৩৯.৪৯	থোক	৩৯.৪৯ (১০০%)	থোক	
৩) জনবল					
i) কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন	৪৫.৮৪	৬ জন	৪৪.৮৭ (৯৭%)	৪ জন (৬৬%)	
ii) পরামর্শক আন্তর্জাতিক/জাতীয়					রোগ পরিক্ষণ পরামর্শকের
ক) লিগ্যাল পরামর্শক (আন্তর্জাতিক)		৬ জনমাস			

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক(%)	বাস্তব (%)	
(১)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
খ) ননস্পেসিফাইড পরামর্শক (জাতীয়)	১৩৬.৫২	২০ জনমাস	৩১.৬০ (২৩.১৫%)	১৮ জনমাস (৩৬%)	মৃত্যু ও নন স্পেসিফাইড পরামর্শকের চাকুরী হতে ইস্তফা দেওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
গ) রোগ পরীক্ষণ পরামর্শক (জাতীয়)		২৪ জনমাস			
iii) প্রশিক্ষণ					এডিপি অনুমোদন না দেওয়ায় ও সময় সম্বল্পতার কারণে বাকী ৭০ জনকর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়নি।
ক) ১৩০০সিইডব্লিউ প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য খরচ	৩৪৮.০৩	১৩০০ জন	২৪২.৬৯ (৬৯%)	২৯৫০ জন (৯৭%)	
খ) রোগ পরিবীক্ষণ সিস্টেম এর উপর প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য খরচ		৭২০ জন			
গ) ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ মনিটরিং এবং কন্ট্রোল সিস্টেম এর উপর প্রশিক্ষণ		২০ জন			
ঘ) লাইভস্টক সেক্টর এর মান নিশ্চিতকরণ সিস্টেম এর উপর প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য খরচ।		৭২০ জন			
ঙ)ডিএলএস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম এর উপর প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য খরচ।		১০ জন			
চ)লাইভষ্টক ইনফরমেশন সিষ্টেম, ডাটাবেইজ এর উপর প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য খরচ		২০ জন			
ছ) লিডারশিপ প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য খরচ		২০০ জন			
জ) ডিএলএস অফিসারদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ		৫০ জন			
৪) অন্যান্য খরচ					
ক) ওয়ার্কশপ	২.৩৯	৮টি	১.৮৯ (৭৯%)	৩টি (৩৭.৫%)	
খ) পিকআপ এবং জীপ রক্ষণাবেক্ষণ এবং খরচ (পিএলডিপি ১ম ও ২য় পর্যায়)	১৩১.৬৪	২৪টি	১৩১.৬৩ (৯৯.৯৯%)	২৪টি (১০০%)	
গ)মোটরসাইকেল রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্বালানী খরচ (পিএলডিপি ১ম ও ২য় পর্যায়-২০৯)	৩১.৪৯	১১৬টি	৩১.৪৯ (১০০%)	১১৬টি (১০০%)	
ঘ) টি.এ./ডি.এ.	১০.১৮	থোক	১০.১৮ (১০০%)	থোক	
ঙ) ওসিসি এবং অন্যান্য খরচ	৪৯.৫২	থোক	৪৯.৫২ (১০০%)	থোক	
চ) রেজিষ্ট্রেশন এবং অন্যান্য ফি	১৫.২৪	১১৬টি	১৫.২৪ (১০০%)	১১৬টি (১০০%)	
ছ) সুপারভিশন এবং বাস্তবায়ন	৭.৭৭	থোক	-	০.০	
খ) মুলধন খাত					
৫) প্রি-কন্সস্ট্রাকশন					

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক(%)	বাস্তব (%)	
(১)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক) ভূমি উন্নয়ন (১৯ উপজেলার চাহিদা অনুযায়ী)	৭৬.৪০	২৫টি ইউএলডিসি	৭৫.৯৭ (৯৯.৪৩%)	২৫টি ইউএলডিসি (১০০%)	
খ) জমি অধিগ্রহণ	২৬.৫০	২টি ইউএলডিসি	২৬.৪৬ (৯৯.৯৯%)	২টি ইউএলডিসি (১০০%)	
৬) নির্মাণ কাজ					
ক)ইউএলডিসি'র নির্মাণ(এরিয়া=২৩৩ বঃমিঃ X৩৩ইউএলডিসি+ডিডি অফিস+২ টি ট্রেনিং হল+ক্যাটেল শেড+এআইশেড)	১৩৫২.৪৭	৩৮টি ইউএলডিসি	১২৮৩.১০ (৯৫%)	৩৮টি ইউএলডিসি (১০০%)	
খ)ইউএলডিসি'র বাউন্ডারি নির্মাণ (৩৯ইউএলডিসি)	৪১৯.৬০	৩৯টি ইউএলডিসি	৪১৯.৩৫ (৯৯.৯৯%)	৩৯টি ইউএলডিসি (১০০%)	
গ) ইউএলডিসি'র নির্মাণ কাজ মেরামত (১৫ইউএলডিসি)	১২৩.৬০	১৫টি ইউএলডিসি	১২২.৯২ (৮০%)	১৩টি ইউএলডিসি (৮৬%)	
ঘ) প্রয়োজনীয় সিভিল এবং ইলেট্রিক্যাল কাজ	১৪.৫০	১৫টি ইউএলডিসি	১৪.৫০ (১০০%)	১৩টি ইউএলডিসি (৮৬%)	
৭) মেশিনারি এবং ইক্যুইপমেন্টস	১৪৩.৮১		১৪৩.৮১ (১০০%)		
ক) ১) ভেটেরিনারি ইক্যুইপমেন্ট		৩ সেট		৩ সেট	
২) সিইডব্লিউ এর জন্য কিট বক্স		১৩০০ সেট		১৩০০ সেট	
৩) সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়ার		৩৮সেট		৩৮সেট	
৪) ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর		১ সেট		১সেট,	
৫) এয়ারকুলারঃ ১.৫-২.৫ টন		৩ টি		৩ টি	
৬)ফটোকপিয়ার, টেলিফোন সেট ও ফ্যাক্স		২ সেট		২ সেট	
খ) ফার্ণিচার	৫৯.৫৭	থোক	৫৯.৫০ (১০০%)	থোক	
গ) মাইক্রোস্কোপ ও ল্যাবরেটরি গ্লাসওয়্যার	১৬.১১	থোক	৭.৪১ (৯৬%)	থোক	
৮) যানবাহন এবং ভেহিক্যাল					
ক) জীপ ৩টি এবং পিক-আপ (ডাবল কেবিন) ৮টি	৫১২.১৬	১১টি	৪১৯.৮৯ (৮১.৯৮%)	১১টি (১০০%)	
খ) মোটর সাইকেল	১০৭.৮৮	১১৬টি	১০৭.৮৮ (১০০%)	১১৬টি (১০০%)	
৯) অন্যান্য খরচ					
ক) ডিএলএস প্ল্যানিং এন্ড ইভালুয়েশন ইউনিট	১৬.৬৫	থোক	১৬.৬৫ (১০০%)	থোক	
সর্বমোটঃ	**৩৭৬৪.০০**		**৩৩৪১.৭৪ (৮৮.৭৮%)**		

১১। প্রধান প্রধান অংগের বিবরণঃ

১১.১ রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহঃ

প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও মহাখালী টিকা উৎপাদন ইউনিটের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ বাবদ ৩৯.৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখাতের সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি যেমন- ইথানল, মিথানল, আয়োডিন, পটাশিয়াম, নরম্যাল স্যালাইন পটাশিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড, সালফিউরিক এসিড, ইথানল এ্যালকোহল, কপার সালফেট সরবরাহ করা হয়েছে। পরিদর্শিত এলাকা রংপুর ও রাজশাহী ভেটেরিনারি হাসপাতালে সরবরাহকৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি দেখতে পাওয়া গেছে এবং এসব রাসায়নিক সামগ্রী বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১১.২ যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীঃ

প্রকল্পের আওতায় রংপুর, পাবনা ও রাজশাহী জেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমনঃ- ডিজিটাল ব্যালান্স, ওয়াটার বাথ সেন্টার, বেসিন, গ্লাস বীকার, রিজেন্ট বোটলস, ফ্লাস্ক, ফিউনেল স্ট্যান্ড, ইলেকট্রিক হিটার, টিমার, টেস্টটিউব হোল্ডার মাইক্রোস্কোপ, ইলেকট্রিক সেন্ট্রিফিউজ, কিটবক্স, ইত্যাদি যন্ত্রপাতি এবং ৩৮ সেট কম্পিউটার, ১টি ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, এয়ার কুলার ও রেফ্রিজারেটর সহ মোট ১৩৪৭ সেট যন্ত্রপাতি সরবরাহ বাবদ ১৪৩.৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে যা প্রদত্ত পিসিআর হতে জানা যায়। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা ১৩৪৭ সেট যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতি গুলো তিনটি জেলা হাসপাতাল- রংপুর, পাবনা ও রাজশাহীতে এবং বিভিন্ন প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে বিতরণ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো সচল রয়েছে এবং এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে বলে পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অবহিত করেছেন।

১১.৩ ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নঃ

প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী এবং রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য ভূমি অধিগ্রহন এবং ২৫টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন বাবদ ১০২.৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখাতে ব্যয় হয়েছে ১০২.৪৩ লক্ষ টাকা। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা ২টি উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণ এবং ২৫টি উপজেলার প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার জন্য ৫০ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে যা পরিদর্শনে দেখা গেছে।

১১.৪ নির্মাণ কাজঃ

প্রকল্পের আওতায় ৩৩টি উপজেলা লাইভস্টক উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ, উপপরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ, ২টি প্রশিক্ষণ হল নির্মাণ, একটি ক্যাটেল শেড নির্মাণ, একটি এআই শেড নির্মাণ, ৩৯ ইউএলডিসি সীমানা প্রাচীর ও ১৫টি ইউএলডিসির মেরামত ও সংস্কার বাবদ ১৯১০.১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৮৩৯.৪৮ লক্ষ টাকা যা প্রদত্ত পিসিআর হতে জানা যায়। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা উল্লিখিত ইউএলডিসি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। নতুন নির্মিত কয়েকটি ভবন পরিদর্শন করা হয়েছে। এগুলোর বিবরণ ১৩.১-১৩.৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১.৫ যানবাহন ও গাড়ীঃ

প্রকল্পের আওতায় ৩টি জীপ গাড়ি ও ৮টি ডাবল কেবিন পিক আপ ক্রয়ের লক্ষ্যে ৫১২.১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা ৩টি জীপ গাড়ি ও ৮টি পিকআপ সরবরাহ করা হয়েছে। জীপ তিনটি যথাক্রমে উপ-পরিচালক রংপুর, রাজশাহী ও পরিচালক ডিএলএস এর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ৮টি কেবিন পিকআপ যথাক্রমে রংপুর, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ঢাকা ও নাটোর জেলা ডিএলএস অফিসে এবং পাবনা জেলার ম্যানেজার, পোল্ট্রি ফার্ম এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছে।

১১.৬ প্রশিক্ষণঃ

প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংগ হচ্ছে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩০২০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ৫৩০.৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৩১৯.১৬ লক্ষ টাকা। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা মোট ২৯৫০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন হতে একজন করে কমিউনিটি এক্সটেনশন ওয়ার্কার (CEW) কে গাইবান্ধা লাইভস্টক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (LTI) এ ২ সপ্তাহ ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৫টি ব্যাচে মোট ১৩০০ জন CEW কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছে। কিন্তু প্রকল্প থেকে CEW সদস্যবৃন্দের বর্তমান আত্মকর্মসংস্থান পর্যায়, প্রশিক্ষণার্থীদের নামের

তালিকা ইত্যাদি বিষয় প্রকল্প অফিস হতে পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের আওতায় ডিএলএস এর ২০ জন কর্মকর্তার ২ সপ্তাহ ব্যাপী এবং ৭০০ জন কর্মচারীর ১ সপ্তাহ ব্যাপী "ডিজেস মনিটরিং সিস্টেম" বিষয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণের সংস্থান ছিল। এক্ষেত্রে ২০ জন কর্মকর্তাকে এবং ডিএলএস এর টেকনিক্যালস্টাফ, ভেটেরিনারি ফিল্ড এ্যাসিসট্যান্স, উপজেলা লাইভস্টক এ্যাসিসট্যান্স, ফিল্ড এ্যাসিসটেন্স আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন ও কম্পাউন্ডারদেরকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় কেন্দ্রীয় পশুরোগ গবেষণাগার ঢাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নামের তালিকা প্রকল্প অফিস হতে পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের আওতায় ২০ জন কর্মকর্তাকে ২ সপ্তাহব্যাপী এবং ৭ জন কর্মচারীকে ১ সপ্তাহব্যাপী প্রকল্প এলাকার প্রত্যেক জেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার অধীনে Quality Assurance system বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস হতে কোন তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের অধীনে ডিএলএস এর ২০০ জন কর্মকর্তাকে ঢাকাস্থ নীলক্ষেতের জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমিতে Leadership Development বিষয় ৩ সপ্তাহব্যাপী একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও এর নামের তালিকা প্রকল্প অফিস হতে পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের আওতায় ৫০ জন ডিএলএস কর্মকর্তার জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সংস্থান ছিল। এ ক্ষেত্রে ৩০ জন কর্মকর্তা থাইল্যান্ডে ৩ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। বাকী ২০ জন এর প্রশিক্ষণ এডিবি অনুমোদন না দেওয়ায় তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়নি। তবে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নামের তালিকা প্রকল্প অফিস হতে পাওয়া যায়নি।

১২। পরিদর্শিত প্রকল্প এলাকাঃ

প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে গত ০৪/০১/২০১৩ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া ২৩-২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে যথাক্রমে রাজশাহী জেলার পবা, চারঘাট, বাঘা উপজেলা এবং রংপুর জেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করা হয়। ২৭/১১/২০১৩ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে পরিদর্শন বিবরণ তুলে ধরা হলো-

১২.১ উল্লাপাড়া প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জঃ

প্রকল্পটি গত ০৪/০১/২০১৩ তারিখে উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ অংশে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে হাসপাতালের ফিল্ড এ্যাসিসটেন্স আর্টফিসিয়াল ইনসেমিনেশন উপস্থিত ছিলেন। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ৩২.৪০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে তিন তলা ভিতের উপর এক তলা ভবন (২৩৩ বঃমিঃ) নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ২০০৮ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। নির্মিত ভবনটির বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণযোগ্য এ ভবনটির উপরে যাওয়ার জন্য কোন সিঁড়ির সংস্থান করা হয়নি। কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য একমাত্র টয়লেটটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে। মলমূত্র অপসারণের লাইনটি ঠিকমত ফিটিংস না করায় ফ্লাস করার পর মলমূত্র উর্ধ্বমূখী হয়ে যায়। বাথরুমের ভিতরের বেসিন ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা গেছে। প্রকল্পের অধীনে হাসপাতালের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিনা এ ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১২.২ ডিএলএস অফিস রাজশাহীঃ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে গত ২৩/১১/২০১৩ তারিখে রাজশাহী ডিএলএস অফিস ও জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল পরিদর্শন করা হয়। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব মিজানুর রহমান বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, প্রকল্পের অধীনে উক্ত অফিস ভবনের দেয়ালের প্লাস্টার ও চুনকামসহ স্যানিটারি কাজের মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সে সব রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে তা উক্ত অফিস ও হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে, যা রেজিস্ট্রার কপি হতে জানা যায়।

১২.৩ উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, পবা, রাজশাহীঃ

প্রকল্পের আওতায় পবা উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে গত ০৫/০৭/২০০৭ তারিখে ৩২.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মেসার্স আজিম এন্ড এসোসিয়েটসকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ২০০৮ সালে ভবনটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। ২৩৩ বঃমিঃ আয়তন বিশিষ্ট তিন তলা ভিতের উপর ১ তলা ভবন নির্মাণ করা হলেও ভবনটির ডিজাইন যথাযথ ছিল না বলে মনে হয়। ভবিষ্যতে উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের জন্য এ ভবনটিতে উপরে যওয়ার জন্য কোন সিঁড়ির সংস্থান রাখা হয়নি। অফিসে নকশার কোন কপি না থাকায় তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল কিনা এ বিষয়ে সঠিকভাবে তথ্য বলা যাচ্ছে না। তাছাড়া, ভবনের বিভিন্ন কক্ষে বীমের নীচে হেয়ার ক্র্যাক পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় উক্ত অফিসে বিভিন্ন আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও মোটর সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে এবং এগুলো সচল রয়েছে ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

১২.৪ উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, বাঘা, রাজশাহীঃ

প্রকল্পের আওতায় বাঘা উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ৩৯.২১ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে মেসার্স আজিম এন্ড এসোসিয়েটসকে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী গত জুন ২০১২ তারিখে ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও এখনও ভবনটি হস্তান্তর করা হয়নি। বহিঃবৈদ্যুতিক সংযোগ না পাওয়ায় এখনও ভবনটি হস্তান্তর করা যাচ্ছে না বলে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জানিয়েছেন। মোট ৫০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করে তিন তলা ভিতের উপর ১তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ভবনের চারপাশে ১৬.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬ ফুট উঁচু সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের গুণগতমান বাহ্যিকভাবে সন্তোষজনক মনে হলেও ভবনের আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন (AI) সেডটি ডিজাইন অনুযায়ী হয়নি। কক্ষটির ডিজাইনে ১৫-৫×১০-১০ করার কথা থাকলেও তা ১২-১০×১১-০ করে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ও মোটর সাইকেল পাওয়া গেছে।

১২.৫ উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, চারঘাট, রাজশাহীঃ

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ৩৬.৬৬ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স জুয়েল এণ্টারপ্রাইজকে গত ২৬/০৬/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ১৫০ দিনের মধ্যে ভবনটি নির্মাণ করার কথা থাকলেও পরিদর্শনকালীন সময়েও ভবনটির নির্মাণকাজের সমুদয় অংশ সমাপ্ত হয়নি। আলোচ্য প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন ২০১২ এ। এখনও পর্যন্ত ভবনটির নির্মাণ কাজের সমুদয় অংশ সমাপ্ত না হওয়ার বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানিয়েছেন যে, ঠিকাদারের এ বিষয়ে চরম গাফিলতি ও অবহেলার কারণে এ ভবনটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হচেছনা। মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে কয়েকদফা পত্র লেখার পর ঠিকাদার কাজ শুরু করে। উল্লেখ্য, পরিদর্শনকালে ভবনটি তালাবদ্ধ ছিল। ঠিকাদারের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করার পরও তিনি কলাপসিবল গেইটের তালা খুলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিগুলো বর্তমানে পরিত্যক্ত একটি ভবনে রাখা হয়েছে যা নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালকের নিকট টেলিফোনে আলাপ করে জানা যায় যে, ঠিকাদারের টেন্ডার সিকিউরিটি বাতিল করা হয়েছে, নির্মাণ কাজের বিল আটকে রাখা হয়েছে। তাছাড়া, উক্ত ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।

চিত্র-২: নির্মাণাধীন চারঘাট প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, রাজশাহী, যার নির্মাণ কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি।

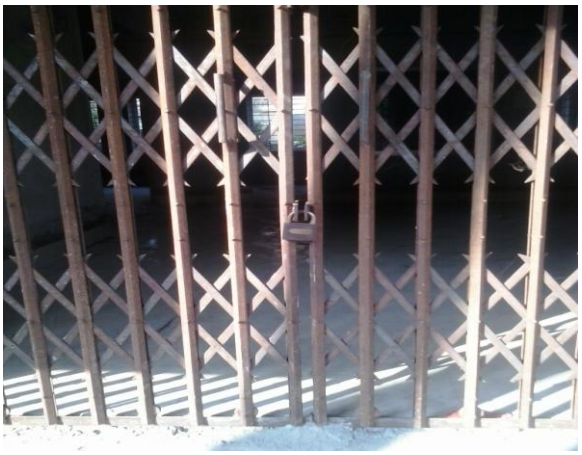

চিত্র-৩: চারঘাট প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, যা পরিদর্শনকালে তালাবদ্ধ ছিল।

১২.৬ বিভাগীয় অফিস ভবনঃ

রংপুর জেলার বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে ৫৫.০০ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে মেসার্স রুহুল আমীনকে গত জানুয়ারী ২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী জুন ২০১২ তারিখে ভবনটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। ২১০০ বঃফুট আয়তন বিশিষ্ট তিন তলা ভিতের উপর ১ তলা ভবন নির্মাণ করা য়েছে। ভবনটিতে মোট আটটি দাপ্তরিক কক্ষ রয়েছে। ভবনটি নির্মাণের ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজ করতে অধিকতর সুবিধা হয়েছে বলে জানা যায়। নির্মাণ কাজের গুণগত মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক।

চিত্র-৪: বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রংপুর।

১২.৭ প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল, রংপুরঃ

প্রকল্পের আওতায় রংপুর প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজের আওতায় বিভিন্ন দেয়ালের প্লাস্টার ও চুনকাম করা হয়েছে। হাসপাতালের ল্যাবটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে ল্যাবটিতে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। আসবাবপত্র গুলো অটবি হতে ক্রয় করা হয়েছে। তা ছাড়া, প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ল্যাবটিতে ডিজিট্যাল ব্যালেন্স, এনালিটিক্যাল ব্যালেন্স, মুফি ফারনেস, সক্সেট এ্যাপারেটাস, ওয়াটার বাথ, ইলেকট্রিক্যাল ওভেন, গ্লাস বিকার , ফিউন্যাল স্ট্যান্ড, কনিক্যাল ক্লাক্স, মাইক্রোস্কেক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো বেশিরভাগ ইটালী হতে আমদানীকৃত এবং এগুলো সচল রয়েছে ও ল্যাব এর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিত্র-৫: পরিদর্শিত রংপুর বিভাগীয় ভেটেরিনারী হাসপাতাল।

১২.৮ পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন সেল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ

প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন সেলে ১৬.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্তকাজ, অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায় যে, উক্ত অফিসের ৮টি দাপ্তরিক কক্ষ, বারান্দা ও বাথরুমে টাইলস বসানো হয়েছে। অফিসের বিভিন্ন কক্ষের দরজা, জানালায় থাই গ্লাস ও পার্টিশন দেয়া হয়েছে। বাথরুমের স্যানিটারি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি লাগানো হয়েছে। ২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন আসবাবপত্র যেমন-পূর্ণ সচিবালয় টেবিল, হাতাযুক্ত চেয়ার, হাতা ছাড়া চেয়ার, সোফাসেট, কম্পিউটার টেবিল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উক্ত অফিসে ৩টি কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্সমেশিন, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো সচল রয়েছে একং এগুলো ব্যবহার হচ্ছে।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

	উদ্দেশ্য		অর্জন
(ক)	আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস।	(ক)	প্রকল্প এলাকায় আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস পেয়েছে কিনা এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পিসিআরে উল্লেখ নেই। তাছাড়া দরিদ্রতা হ্রাসের কোন পরিমাপক/তথ্য পরিদর্শনে যাওয়া যায় না।
(খ)	গ্রামীন দারিদ্র্য বিশেষ করে ভূমিহীন মহিলাদেরকে কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	(খ)	প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ দারিদ্র্য বিশেষ করে ১৩০০ ভূমিহীন মহিলাদেরকে কমিউনিটি এক্সটেনশন ওয়ার্কার হিসেবে ২ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিনা এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পিসিআরে নেই। তাছাড়া পরিদর্শনেও এসব কর্মীদের কোন তালিকাও পাওয়া যায়নি এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিনা এসব তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।
(গ)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	(গ)	প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে যার ফলে তারা মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে বলে মনে হয়েছে।

১৪। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে কিনাঃ**

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় দরিদ্রতা হ্রাস এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য বিশেষ করে ভূমিহীন মহিলাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। কিন্তু এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পিসিআর-এ নেই এবং পরিদর্শনেও পাওয়া যায়নি। তবে প্রকল্পটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে বলে মনে হয়েছে। সে দিক থেকে বলা যায় যে, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলেও আংশিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৫। **প্রকল্পের উপকারিতা ও সৃষ্ট সুবিধাদির ব্যবহারঃ**

উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র গ্রামীণ কৃষি ক্ষেত্র বিশেষ করে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এ সব প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করা বেশ কষ্ট হতো। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় নতুন ভবন নির্মাণের ফলে অবকাঠামোগত ও যানবাহনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৬। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৬.১ <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হওয়াঃ</u>

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প এলাকায় আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র্য হ্রাস এবং ভূমিহীন মহিলাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। বাস্তবিক পক্ষে প্রকল্প এলাকায় দরিদ্রতা হ্রাস পেয়েছে কিনা এবং ভুমিহীন মহিলাদের কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিনা এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পিসিআরে নেই। তাছাড়া সরেজমিনে পরিদর্শন করেও এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত মহিলারা কোথায় আছে, বা কীভাবে জীবন নির্বাহ করছে তার কোন তথ্য প্রকল্প অফিসে নেই। এ থেকে মনে হয় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

১৬.২ <u>আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থি কাজঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদকাল জুন, ২০১২ পর্যন্ত হলেও অদ্যাবধি রাজশাহী জেলায় চারঘাট প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্মাণকাজ এখন সমাপ্ত হয়নি। সরেজমিনে দেখা যায় যে, শুধু ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যান্য আনুষগিক কাজ যেমন-বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, স্যানিটারি, এপ্রোন, টয়লেট, মোটর পাম্প স্থাপন ইত্যাদি কাজ বাকী রয়েছে বলে জানা যায়। ভবনটির মূল গেট তালাবদ্ধ থাকায় এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়নি। কয়েকদফা যোগাযোগ করেও ঠিকাদারের নিকট হতে চাবি পাওয়া যায়নি। পরিদর্শনে জানা যায় যে ঠিকাদার একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক কর্মী। তার অবহেলা ও গাফিলতির কারণে ভবনটি সঠিক সময়ে নির্মাণ করা যায়নি। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাওয়া পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী কাজ, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

১৬.৩ ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাজঃ

পরিদর্শিত উল্লাপাড়া প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাজ যা অনুচ্ছেদ ১৩.১ এ উল্লেখ করা হয়েছে, পবা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ কাজের ত্রুটি বিচ্যুতি (বীমের নিচে হেয়ার ক্র্যাক) যা অনুচ্ছেদ ১৩.৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া নব নির্মিত বাঘা উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের AI শেডটি (Artificial Insemination) অনুমোদিত ডিজাইন অপেক্ষা কিছুটা ছোট করে নির্মাণ করা হয়েছে যা অনুচ্ছেদ ১৩.৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬.৪ ডিজাইনগত ত্রুটিঃ

পরিদর্শিত উল্লাপাড়া ও পবা উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে নব নির্মিত ভবনে ভবিষ্যতে উর্ধ্বমুখী সম্পসারণের জন্য কোন সিড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়নি যা অনুচ্ছেদ ১৩.১ ও ১৩.৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে। সিড়ি থাকলে ছাদ ব্যবহার করাসহ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা সহজ হতো, কিন্তু দুটি ভবনে সে ব্যবস্থা নেই। ভবনের নকশা চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, তাদের কাছে নির্মাণ কাজের নক্সা সরবরাহ করা হয়না। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সরবরাহকৃত নির্মাণকাজের ডিজাইনটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

১৬.৫ প্রশিক্ষণের তালিকা না পাওয়াঃ

প্রকল্পের আওতায় কতজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এ সম্পর্কিত তথ্য পিসিআরে উল্লেখ করা হলেও সরেজমিনে এর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানিয়েছেন যে, প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ প্রশিক্ষণ পূর্বে অর্থাৎ অন্য দু'জন প্রকল্প পরিচালকের অধীনে সমাপ্ত হয়েছে। তার সময়ে শুধুমাত্র একটি প্রশিক্ষণ হয়েছে। কিন্তু এ প্রশিক্ষণের সঠিক তথ্য এ মুহূর্তে তিনি জানাতে পারবেন না। প্রকল্পের এ ধরনের তথ্য না পাওয়ায় প্রকল্প পরিচালকের প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় বহন করে না।

১৭। সুপারিশমালা/মতামতঃ

১৭.১ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অদূর ভবিষ্যতে এধরণের প্রকল্প হাতে নেয়া হলে উদ্দেশ্য অর্জিত হবার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আরো তৎপর হতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশের সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

১৭.২ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের সঠিক তথ্য না প্রদান করার বিষয়টি মোটেই সমীচীন নয়। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা ও কর্মসংস্থানের তথ্য সংরক্ষণসহ সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রকল্পে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য জনবল নিয়োগ করা উচিত।

১৭.৩ প্রকল্পটি সমাপ্ত হলেও এখনও নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখা কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারে না। নির্মাণ কাজে অবহেলার জন্য সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারি বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অতিসত্বর তা আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে। প্রকল্প পরিদর্শনকালে ঠিকাদার কর্তৃক ভবনের গেইটে তালাবদ্ধ করে রাখা দাম্ভীকতা ও ঔদ্ধত্যের শামিল যা খুবই দুঃখজনক। এ ক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

১৭.৪ পরিদর্শিত ভবনগুলোর নির্মাণকাজের ত্রুটি বিচ্যুতি যা অনুচ্ছেদ ১৩.১ ও ১৩.৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। নিম্নমানের কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

১৭.৫ প্রকল্প প্রণয়নকালে সুষ্ঠুভাবে চাহিদাভিত্তিক ডিজাইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত হবে। এ বিষয়ে আন্তরিক হওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল।

১৭.৬ নির্মিত ভবনগুলোর মেরামত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

"পোল্ট্রি প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরীক্ষণ প্রকল্প" (সংশোধিত)

(সমাপ্তঃ জুন ২০১২)

১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)।

৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ সাভার এবং ধামরাই, ঢাকা; শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ; শিবগঞ্জ, বগুড়া; জয়পুরহাট সদর; দিনাজপুর সদর; ডুমুরিয়া, খুলনা; জৈন্তাপুর, সিলেট; হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; বাবুগঞ্জ, বরিশাল; কালিহাতি, টাঙ্গাইল; ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর এবং নোয়াখালী সদর।

৪। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধন কার্যক্রমে পোল্ট্রি সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের পোল্ট্রি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং খামারী পর্যায়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদের পোল্ট্রি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে "পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নয়ন প্রকল্প" এবং "পোল্ট্রি প্রযুক্তি উন্নয়নে ব্রিজিং প্রকল্প" শীর্ষক অপর একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যা যথাক্রমে জুন ২০০৩ এবং জুন ২০০৫-এ সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত প্রথম প্রকল্পের কার্যক্রম উন্নয়ন সহযোগী জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত মূল্যায়ন টীম কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। উক্ত মূল্যায়নের সুপারিশ অনুযায়ী পোল্ট্রি খাদ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাতের পোল্ট্রি ব্রিড উদ্ভাবন প্রক্রিয়া চলমান রাখা এবং খামারী পর্যায়ে পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প্রাসরণের উদ্দেশ্যে মোট ৩৩৫১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৫১.০০ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়। এ প্রেক্ষিতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রস্তাবিত মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৮/০৪/২০০৬ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির জিওবি অংশের ব্যয় বৃদ্ধি করে মোট ৩৫১৩.০৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০১৩.০৫ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ডিপিইসি সভার সুপারিশের আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে।

৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১) দেশের ১২টি এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক Approach এর মাধ্যমে ১২টি Technology Dissemination Area (TDA) বা পোল্ট্রি অঞ্চল স্থাপন;

২) বাজারজাতকৃত পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রি সামগ্রীর গুণগতমান রক্ষার্থে প্রযুক্তি উন্নয়ন;

৩) বিএলআরআই-এর কেন্দ্রীয় পোল্ট্রি রোগ নিরূপণ গবেষণাগার হতে খামারী পর্যায়ে সেবা সম্প্রসারণের জন্য পোল্ট্রি রোগ নিরূপণ নেটওয়ার্ক স্থাপন;

৪) ১২টি TDA এলাকার ক্ষুদ্র খামারীদের Family Approach বিষয়ক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

৫) জুন ২০০৩ এ সমাপ্ত "পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পোল্ট্রি পুষ্টি ও জাত উন্নয়ন গবেষণাগারের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা

৬। প্রকল্পের অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধনঃ

মূল অনুমোদনঃ ১৮/০৪/২০০৬ইং

প্রকল্প সংশোধনঃ ০৪/০৫/২০০৯ইং

৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৩৩৫১.০০ (জিওবি ৮৫১.০০ + প্রকল্প সাহায্য ২৫০০.০০	৩৫১৩.০৫ (জিওবি ১০১৩.০৫ + প্রকল্প সাহায্য ২৫০০.০০	২৯৮৪.৭৯ (জিওবি ৮৬০.৭৯ + প্রকল্প সাহায্য ২১২৪.০০	**জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০১১**	**জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০১২**	**জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০১২**	-	০১ বছর (২০%)

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন ২০১২ পর্যন্ত)			
			আর্থিক (%)			বাস্তব	আর্থিক (%)			বাস্তব
			টাকা	প্রঃসাঃ	মোট		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	বেতন-ভাতাদি									
	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১৪৪.৪৯	০.০০	১৪৪.৪৯	২১	৯৮.৩৬	০.০০	৯৮.৩৬	২১
	কর্মচারীদের বেতন	জন	১০১.৮০	০.০০	১০১.৮০	৩৭	৬৫.৩১	০.০০	৬৫.৩১	৩৭
	ভাতাদি	জন	১৭৬.৭৬	০.০০	১৭৬.৭৬	৫৮	১২৮.৩২	০.০০	১২৮.৩২	৫৮
	উপমোট (বেতন ও ভাতাদি)		**৪২৩.০৫**	**০.০০**	**৪২৩.০৫**		**২৯১.৯৯**	**০.০০**	**২৯১.৯৯**	
২।	**সরবরাহ ও সেবা**	**-**	৪৩৫.৮০	৪৭১.০০	৯০৬.৮০	-	৪২০.২৩	*		-
৩।	**মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ**	**-**	৩৩.৭৩	০.০০	৩৩.৭৩	-	৩১.৪৫	০.০০	৩১.৪৫	-
৪।	**সম্পদ সংগ্রহ**	**-**	৫০.২০	১৯০.৫০	২৪০.৭০	-	৪৯.৭১	*		-
৫।	**নির্মাণ ব্যয়**	-	৭০.০০	১৯৬.৫০	২৬৬.৫০	**-**	৬৭.১৪	*		**-**
৬।	**সিডি-ভ্যাট**	**-**	০.২৭	০.০০	০.২৭	-	০.২৭	০.০০	০.২৭	-
৭।	Capital Block Allocation and Miscellaneous	**-**	০.০০	১৬৪২.০০	১৬৪২.০০	-	০.০০	*		-
	মোট	-	**১০১৩.০৫**	**২৫০০.০০**	**৩৫১৩.০৫**	**-**	**৮৬০.৭৯**	**২১২৪.০০**	**২৯৮৪.৭৯**	**৮৫%**

নোটঃ- ২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী (৯ জন কর্মকর্তা + ১৭ জন কর্মচারী) প্রকল্পের চলমান অবস্থায় জুলাই ২০১০ হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছেন বিধায় বেতন-ভাতা খাতে বরাদ্দকৃত টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে। রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হলেও তাঁরা এ প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ছিলেন মর্মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা গেছে।

* বিভিন্ন খাতে প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের সংস্থান থাকলেও খাতওয়ারী ব্যয় বিবরণী পাওয়া যায়নি। কেবল প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের মোট পরিমাণ (২১২৪.০০ লক্ষ টাকা) দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/প্রকল্প পরিচালককে বারংবার অনুরোধ জানানো হলেও তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়নি। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে ইআরডি'র সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তাকে মৌখিকভাবে অনুরোধ করে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা JICA-কে টেলিফোনে অনুরোধ করেও তা পাওয়া যায়নি।

৯। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ সর্বমোট ৩৫১৩.০৫ লক্ষ (জিওবি ১০১৩.০৫ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য ২৫০০.০০ লক্ষ) টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৩০৯৭.০০ লক্ষ টাকা এবং অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৩০৮৫.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯১১.০৭ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ২১৭৪.০০ লক্ষ টাকা)। তন্মধ্যে, জিওবি অংশে ৮৬০.৭৯ লক্ষ টাকা (৮৪%) এবং প্রকল্প সাহায্য অংশে ২১২৪.০০ লক্ষ টাকা (৮৭%) ব্যয় হয়েছে; অর্থাৎ প্রকল্পটির মোট ব্যয় হয়েছে ২৯৮৪.৭৯ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৮৫%। অন্যদিকে প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১১। পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থাঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর সাভারে অবস্থিত বিএলআরআই এর পোল্ট্রি ইউনিট ও এর কার্যক্রম, এ প্রকল্পের আওতায় বিএলআরআই-এ সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্যের আলোকে স্থাপিত ১২টি Technology Dissemination Area (TDA) বা পোল্ট্রি

অঞ্চল এর মধ্যে ৫টি পোল্ট্রি অঞ্চল (ধামরাই, ঢাকা; শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ; শিবগঞ্জ, বগুড়া; জয়পুরহাট সদর; এবং দিনাজপুর সদর) এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে এ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং প্রকল্পটির সুফল ধরে রাখার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এর ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১.১ *প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ*

ক) জনবলঃ

আলোচ্য প্রকেল্পর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ২১ জন কর্মকর্তা ও ৩৭ জন কর্মচারীসহ ৫৮ জন জনবলের সংস্থান রয়েছে। মূলতঃ পূর্বে সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলকে এ প্রকল্পে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী সকল জনবল পুরো প্রকল্প মেয়াদে এ প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ছিলেন মর্মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা গেছে। তবে ৯ জন কর্মকর্তা ও ১৭ জন কর্মচারী প্রকল্পের চলমান অবস্থায় রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছেন যাঁরা পরবর্তীতেও এ প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ছিলেন মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

আলোচ্য প্রকল্পে ২১জন কর্মকর্তার বেতন বাবদ ১৪৪.৪৯ লক্ষ টাকা সংস্থান থাকলেও খরচ হয়েছে ৯৮.৩৬ লক্ষ টাকা (৬৮%); ৩৭জন কর্মচারীর বেতন বাবদ ১০১.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও খরচ হয়েছে ৬৫.৩১ লক্ষ টাকা (৬৪%)। একই ধারাবাহিকতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাতাদি বাবদ বরাদ্দকৃত ১৭৬.৭৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১২৮.৩২ লক্ষ টাকা (৭৩%)। অর্থাৎ এ প্রকল্পের জনবল খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ২৯১.৯৯ লক্ষ টাকা যা জনবল খাতে বরাদ্দকৃত মোট অর্থের (৪২৩.০৫ লক্ষ টাকা) ৬৯%। মূলতঃ ২৬জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় বেতন-ভাতা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ১৩১.০৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর-এ বেতন-ভাতা খাতের মোট ব্যয় ২৮২.৮৪ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে, নথিপত্র পরীক্ষান্তে যা ভুল তথ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে পিসিআর প্রেরণের সময় তথ্যাদি ভালোভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

খ) সরবরাহ ও সেবাঃ

আলোচ্য প্রকল্পে সরবরাহ ও সেবা খাতে জিওবি ৪৩৫.৮০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৪৭১.০০ লক্ষ টাকা সহ মোট ৯০৬.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন ২০১২ পর্যন্ত সরবরাহ ও সেবা খাতে জিওবি অর্থ ব্যয় হয়েছে ৪২০.২৩ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে প্রকল্প সাহায্য হতে এ খাতে বরাদ্দকৃত ৪৭১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে কত ব্যয় হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে সরবরাহ ও সেবা খাতের মোট বরাদ্দের অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী কোন বিভাজন নেই। অনুমোদিত ডিপিপি'র এটি একটি দূর্বল দিক। ফলে সরবরাহ ও সেবা খাতে জিওবি অর্থ হতে ব্যয়িত ৪২০.২৩ লক্ষ টাকার কোড অনুযায়ী পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানানো হলেও তিনি তা জানান যে, প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের সময় সরবরাহ ও সেবা খাতে ৪৮০০ কোড ধরে এককভাবে অর্থ ছাড় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পে নিয়োজিত একাউনটেন্ট প্রকল্প সমাপ্তির পর অন্যত্র চলে যাওয়ায় কোড/আইটেম অনুযায়ী বিস্তারিত হিসাব প্রদান কষ্টকর মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মন্তব্য করেন। তিনি জানান যে, সরবরাহ ও সেবা খাতের আওতায় ডিপিপিতে উদ্ধৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ল্যাবরেটরির জন্য glassware, স্টেশনারি, ইলেকট্রিক মালামাল, প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য উপ-খাতে জিওবি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রকল্প সাহায্য (ডিপিএ) সরাসরি JICA কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে এবং এর হিসেব উক্ত সংস্থা কর্তৃক অদ্যবধি দাখিল করা হয়নি। সার্বিক বিবেচনায়, এ খাতে ব্যয়িত জিওবি এবং প্রকল্প সাহায্যের বিস্তারিত বিবরণী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিরীক্ষা করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

গ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

আলোচ্য প্রকল্পে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে মোট ৩৩.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার পুরোটাই জিওবি। এ বরাদ্দের মধ্যে প্রকল্প মেয়াদে (জুন ২০১২ পর্যন্ত) মোট ব্যয় হয়েছে ৩১.৪৫ লক্ষ টাকা (৯৩%)। এ খাতের আওতায় পূর্বে নির্মিত পোল্ট্রি সেড, ফিড মিল, বিভিন্ন ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, পোল্ট্রি ইকুইপমেন্ট, অফিস ইকুইপমেন্ট.

প্রকল্পে ব্যবহৃত গাড়ী এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে। অনুমোদিত ডিপিপিতে এ কাজেরও বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ না থাকায় ব্যয়িত অর্থের সামঞ্জস্যতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। ডিপিপি প্রণয়ন/প্রক্রিয়াকরণ/অনুমোদনকালে এ সকল বিষয়াদি বিশেষভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

ঘ) সম্পদ সংগ্রহঃ

আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট, হ্যাচারী ইকুইপমেন্ট, অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য জিওবি ৫০.২০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৯০.৫০ লক্ষ টাকা সহ মোট ২৪০.৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে জিওবি অর্থ ব্যয় হয়েছে ৪৯.৭১ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে সরবরাহ ও সেবা খাতের ন্যায় এ খাতেও ব্যয়িত প্রকল্প সাহায্যের প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায়নি। এমনকি ব্যয়িত **প্রকল্প সাহায্য** দ্বারা কি কি সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছে তা কোন বিবরণ প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে পাওয়া যায়নি। ব্যয়িত **জিওবি অর্থ** দ্বারা এ খাতের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র/কোটেশন/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ডিপিপিতে উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কয়েকটি দরপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এ কাজে বিদ্যমান সরকারি ক্রয়নীতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

ল্যাবরেটরির জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতি

ঙ) নির্মাণ ব্যয়ঃ

আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বিভিন্ন ভৌত নির্মাণ কাজ Grand Parent Stock House, Dipping Pit, Internal Road, Water tank/reservoir ইত্যাদি নির্মাণের জন্য মোট ২৬৬.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার মধ্যে জিওবি ৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৯৬.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে জিওবি অর্থ ব্যয় হয়েছে ৬৭.১৪ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে এ খাতেও ব্যয়িত প্রকল্প সাহায্যের প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায়নি। ব্যয়িত জিওবি অর্থ দ্বারা এ খাতের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে Grand Parent Stock House ও Internal Road নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যদিকে Water tank/reservoir, Dipping Pit নির্মাণে কোটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নির্মাণ সংক্রান্ত এ সকল দরপত্র পরীক্ষায় দেখা যায় এ সকল ক্রয়কাজে বিদ্যমান সরকারী ক্রয়নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্প সাহায্য দ্বারা এ খাতে কি কি নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি। তাছাড়া পরিদর্শিত এলাকায়ও কোন নির্মাণ কাজ দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, প্রকল্প সাহায্য খাতের আওতায় নির্মাণ কাজ এর ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলাপকালে তিনি জানান যে, দাতা সংস্থা কর্তৃক BSL Level 3 (Biosecurity Lab Level 3) নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তা করা সম্ভব হয়নি।

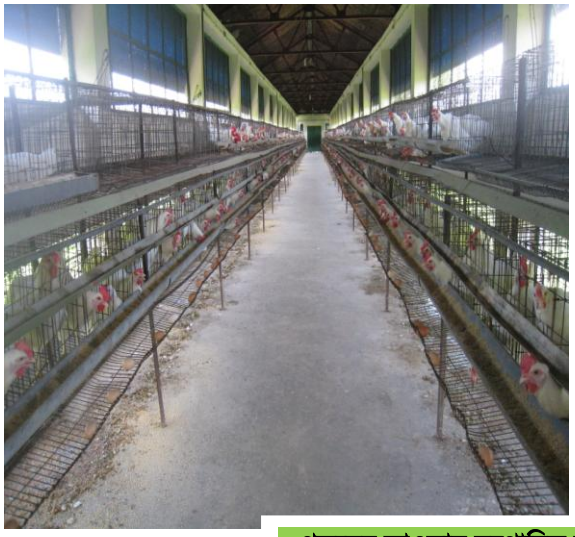

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কয়েকটি নির্মাণ কাজের চিত্র

চ) Capital Block Allocation and Miscellaneous:

আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে Capital Block Allocation and Miscellaneous শিরোনামে ১৬৪২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার পুরোটাই প্রকল্প সাহায্য। এ অর্থ দ্বারা প্রকল্পের কোন কোন কাজ বাস্তবায়িত হবে তার কোন দিক-নির্দেশনা ডিপিপিতে পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে এ খাতে মোট কত টাকা, কি কি কাজে ব্যয় হয়েছে তার হিসাবও প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, প্রকল্প সাহায্যের (ডিপিএ) টাকা দাতা সংস্থা JICA কর্তৃক ১২টি Technology Dissemination Area (TDA) বা পোল্ট্রি অঞ্চল স্থাপনে সরাসরি ব্যয় করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের কোন হিসাব প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে নেই; সাধারণভাবে প্রকল্প সমাপ্তির ১-২ বছর পরে JICA এর নিকট হতে বিস্তারিত ব্যয় বিবরণী পাওয়া যায়। প্রকল্প পরিচালকের ভাষ্যমতে প্রকল্প সাহায্যের বিস্তারিত ব্যয় বিবরণী প্রদানে JICA শুধুমাত্র জাপান সরকারের কাছে দায়বদ্ধ। উল্লেখ্য, Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) কর্তৃক এ প্রকল্পের অডিট রিপোর্টও পাওয়া যায়নি।

১১.২ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

১১.২.১ বিএলআরআই পরিদর্শনঃ

বিএলআরআই এর Poultry Production Research Division আলোচ্য প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ কেন্দ্রেই নতুন জাত উদ্ভাবন, বিভিন্ন পোল্ট্রি ফিড, রোগতত্ত্ব ইত্যাদি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ফিড ল্যাবরেটরি, রোগতত্ত্ব ল্যাবরেটরি, হ্যাচিং ইউনিট এর কার্যক্রম নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে। আলোচনাকালে জানা গেছে যে, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি এ বিভাগের বিজ্ঞানীদের দ্বারা গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্যাদির মজুদ এখনও রয়েছে এবং গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ভৌত কাজ যথা Grand Parent Stock House, Dipping Pit, Internal Road, Water tank/reservoir নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে এ সকল নির্মাণ কাজ গুণগত সম্পন্ন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১১.২.২ পোল্ট্রি অঞ্চল (TDA), ধামরাই পরিদর্শনঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ১২টি পোল্ট্রি অঞ্চলের অন্যতম ১টি হলো ধামরাই পোল্ট্রি অঞ্চল। মূলতঃ ধামরাই এলাকার Topography পোল্ট্রি এর জন্য তেমন উপযুক্ত নয়। পোল্ট্রি পালনের জন্য সুগঠিত Homestead প্রয়োজন,কিন্তু এলাকার গ্রামগুলো কিছুটা নীচুঁ হওয়ায় পোল্ট্রি পালনের জন্য মাঁচা তৈরীর প্রয়োজন হয়, যা খামারীদের পরিচালনা ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া Peri-Urban Area হওয়ার কারণে এখানকার Off-firm Activity অনেক বেশী। তাই এ অঞ্চলে পোল্ট্রি শিল্পের সম্ভাবনা যাচাইকল্পে এবং প্রধান কার্যালয়ের কাছাকাছি বিবেচনায় সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধানের সুবিধার্থে ধামরাই এলাকায় পোল্ট্রি অঞ্চল স্থাপন করা হয়েছে। ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত কাছাকাছি অবস্থিত ৩টি গ্রাম- ভাড়ারিয়া, মালঞ্চ ও কাঁটাবই-এ প্রায় ৫০টি ছোট খামার স্থাপনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

আলোচ্য পোল্ট্রি অঞ্চলটি পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতাভুক্ত চলমান ৩টি খামারের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ২টি খামারে ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা থাকলেও ১টিতে বাচ্চা নেই। উক্ত খামারী জানান যে, তাঁর ব্রয়লারের লটটি কিছুদিন আগে বিক্রি করা হয়েছে এবং অচিরেই আবার স্টক করবেন। সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, তাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো নতুন নতুন উদ্যোক্তা খামার স্থাপনে আগ্রহী হয়েছেন যার কিছু দৃশ্য যাত্রাপথে দেখা গেছে। সুবিধাভোগীরা আরো জানান যে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যে ধরণের কারিগরী সহায়তা পাওয়া যেত বর্তমানে তা পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য, প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এ এলাকায় একটি অস্থায়ী অফিস ছিল এবং উক্ত অফিসের জনবল দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে খামারীদের বিভিন্ন পরামর্শ এবং সহযোগিতা যেমন ভ্যাকসিন ও খামারের জন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি প্রদান করা হত। তাছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে বিএলআরআই এর সাথে মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে খামারীরা যোগাযোগ করে পরামর্শ পেতেন। কিন্তু বর্তমানে এ সকল সেবা না পাওয়ায় খামারীরা মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন বিপদে পড়েন। উল্লেখ্য, প্রকল্প দলিলের নির্দেশনা অনুযায়ী এ ধরনের পোল্ট্রি অঞ্চল স্থাপনের পর প্রকল্প সমাপ্তিতে মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর খামারীদের সহায়তা করার পরিকল্পনা থাকলেও ধামরাই উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ প্রকল্প সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না বলে জানান। মূলতঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে তেমনভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। অন্যদিকে, খামারীরাও উপজেলা পর্যায়ে কমকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে তেমন সহযোগিতা পাওয়া যায় না মর্মে অভিযোগ করেন। ফলে এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত পোল্ট্রি অঞ্চলসমূহের Sustainability এর বিষয়টি একটি বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন।

খামরাই এর দু'টি খামারের বর্তমান দৃশ্য। ডান পাশের খামারটি পুজির অভাবে বন্ধের উপক্রম

১১.২.৩ পোল্ট্রি অঞ্চল (TDA), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ পরিদর্শনঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন তিনটি গ্রাম-মাদলা, আলোকদিয়া ও গঙ্গা প্রসাদ নিয়ে এ পোল্ট্রি অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের আওতায় ৪৪টি ক্ষুদ্র খামার নিয়ে গঠিত এ অঞ্চলের মাদলা ও আলোকদিয়া গ্রামের জহুরুল ইসলাম, রহমত আলী, মোঃ শাহজাহান, অমূল্য কুমার এবং বেলী আকতার এর খামার পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট খামারীদের সাথে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া এ অঞ্চলের কতিপয় খামারীদের সাথে এক উঠোন বৈঠককালে জানা যায় আলোচ্য প্রকল্প হতে তাঁরা বায়োসিকিউরিটি, ফার্ম ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং খামারের জন্য বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক সহায়তা পেয়েছেন। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে একজন কর্মকর্তা সার্বক্ষিণকভাবে তাদের খামার ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করতেন। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের সহায়তা না পাওয়ায় এবং খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বেশকিছু খামার বন্ধ হয়ে গেছে। পরিদর্শনকালে বিষয়টির সত্যতা মিললেও দেখা যায় বেশ কিছু খামার বেশ ভালোভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। মূলতঃ উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত উদ্যোমের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অন্যদিকে, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস হতে বর্তমানে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায় কি না এমন প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ খামারীই জানান যে, উপজেলা অফিস মূলতঃ ডেইরী নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ অঞ্চলের পোল্ট্রি খামারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য খামারীদের নিয়ে গঠিত পোল্ট্রি ফোরাম-এর কার্যক্রম খামারীদের অন্তঃযোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে বর্তমানে স্থবির মর্মে খামারীদের সাথে আলোচনাকালে জানা গেছে।

আলোচ্য প্রকল্পটি সম্পর্কে শাহজাদপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে আলোচনাকালে জানা যায় ২০০৬-২০০৯ সময়কালে তিনি এ উপজেলায় ভ্যাটেরিনারি সার্জন (VS) হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন এ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণের সাথে কিছুটা সম্পৃক্ত ছিলেন, তবে বিস্তারিত কিছু জানেন না। পোল্ট্রি খামারীরা উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস হতে তেমন কোন সহায়তা না পাওয়ার বিষয়টির সাথে দ্বিমত পোষণ করে তিনি জানান যে, এ উপজেলার ১০০জন পোল্ট্রি খামারীকে তাঁরা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"২২(বাইশ)টি নির্বাচিত জেলায় ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও মুরগি খামারীদের সহায়ক সেবাদান"** প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান করেছেন। উক্ত খামারীদের তালিকা পরীক্ষান্তে দেখা যায়, বিএলআরআই হতে সুবিধাপ্রাপ্ত কয়েকজন খামারী উক্ত তালিকায় রয়েছে। প্রকল্প দু'টির কার্যক্রমে সাদৃশ্য থাকায় সুবিধাপ্রাপ্ত খামারীদের কিছুটা দ্বৈত্বতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

শাহজাদপুর এর দু'টি খামারের বর্তমান দৃশ্য। (বামে) সফল খামারী, (ডানে) বন্ধ হয়ে যাওয়া খামার

১১.২.৪ পোল্ট্রি অঞ্চল (TDA), শিবগঞ্জ, বগুড়া পরিদর্শনঃ

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন মোকামতলা এলাকায় পোল্ট্রি খামারের কার্যক্রম শুরু হয়েছে মূলতঃ ২০০১ সালে, Poultry Management Technology Improvement Project প্রকল্পের মাধ্যমে। তবে আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম সীমিত ছিল সৈয়দপুর, মোকামতলা ও দেউলি ইউনিয়নের শংকরপুর, মুরাদপুর, চাকরমা, অভিরামপুর, মোকামতলা গ্রামে। এ এলাকায় মোট খামারীর সংখ্যা প্রায় ২০০জনের অধিক হলেও অত্র প্রকল্পের আওতায় সমিতিভুক্ত/সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ১১৪জন। এ অঞ্চলের পোল্ট্রি খামারীদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে এ সকল সুবিধাভোগীদের নিয়ে গঠিত পোল্ট্রি ফোরাম/সমিতি এর কার্যক্রমে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে গতিশীলতা থাকলেও বর্তমানে ব্যবস্থাপনার অভাবে তা অনেকটাই স্থবির। ফোরামের সভাপতির সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, বর্তমানে প্রায় ৩০জন নিয়মিত মাসিক ৫০/- টাকা হারে চাঁদা প্রদান করছেন। এ ফোরাম/সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত নয় এবং বর্তমানে এর নিয়মিত বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয় না।

মোকামতলা, শিবগঞ্জ এলাকার এই পোল্ট্রি অঞ্চলটির জনাব জিন্নাহ, সাজু মিয়া ও আবুল হোসেন এর খামার পরিদর্শনকালে উক্ত খামারীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তাঁরা পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ও বায়োসিকিউরিটির ওপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং বিভিন্ন উপকরণ সহায়তা যেমন পোল্ট্রি নিরাপত্তা সাইনবোর্ড, স্প্রে মেশিন, ভ্যাকসিন গান, ইউনিফর্ম ও জীবাণুনাশক পেয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে প্রকল্প না থাকায় তাঁরা কারিগরী সহায়তা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে সুষ্ঠুভাবে খামার পরিচালনায় তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এছাড়া পোল্ট্রির বাচ্চার ও খাদ্যের দামের অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে খামার হতে লাভের পরিমাণ প্রায়ই কমে যাচ্ছে, যার ফলে অনেক খামার বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।
পোল্ট্রি খামার পরিচালনায় কারিগরী সহায়তার জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ খামারীই জানান যে, উপজেলা অফিসে গিয়ে অধিকাংশ সময়ই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পাওয়া যায় না। তাই খামারে কোন সমস্যা হলে বা মড়ক দেখা দিলে তাঁরা সরাসরি জেলা অফিসে যান অথবা মোবাইল ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে বিএলআরআই এর কর্মকর্তাদের সহায়তা নিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, মাত্র কয়েক মাস হলো তিনি এ উপজেলায় যোগদান করেছেন এবং বিএলআরআই কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটির কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি অবহিত নন।

বগুড়ার দু'টি খামারের দৃশ্য

১১.২.৫ পোল্ট্রি অঞ্চল (TDA), জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট পরিদর্শনঃ

জয়পুরহাট সদর উপজেলার বামনপুর, পাঁচুরচর, সরদারপাড়াসহ অন্যান্য এলাকা নিয়ে স্থাপিত পোল্ট্রি অঞ্চলভুক্ত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৬২ জন। জয়পুরহাট পোল্ট্রি উন্নয়ন সমিতি নামের এ সমিতিটি সমবায় অধিদপ্তরের নিকট নিবন্ধিত। সমিতির সদস্যদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জানা যায়, মূলতঃ সমিতিভুক্ত সদস্যদের সঞ্চয় দিয়ে আপদকালীন সময়ে বাচ্চা ও ঔষধ কিনে In-kind সাপোর্ট প্রদান করাই সমিতিটির অন্যতম লক্ষ্য।

জয়পুরহাট পোল্ট্রি অঞ্চলের সরদার পাড়ায় অবস্থিত জনাব রাহেল সরদার এর লেয়ার ফার্ম, পাঁচুরচরের লুৎফা বেগমের ব্রয়লার ফার্ম এবং বামনপুরের নাজমুন নাহারের খামারটি পরিদর্শনকালে উক্ত খামারীদের সাথে আলোচনাকালে জানা যায় তাঁরা পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ও বায়োসিকিউরিটির ওপরে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত Refresher's Course এও অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে খামার পরিচালনায় তাদের দক্ষতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া তাঁরা প্রকল্প হতে কারিগরী সহায়তা পেয়েছেন এবং বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত Technology গ্রহণ করেছেন। প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্পের লোকদের নিকট হতে সার্বক্ষণিকভাবে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ পেলেও বর্তমানে তাঁরা তা থেকে বঞ্চিত। খামার পরিচালনার জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট হতে সহায়তা পাওয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে খামারীগণ জানান যে, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে গেলে পরামর্শ পাওয়া গেলেও কর্মকর্তাগণ তাদের খামার পরিদর্শনে আসেন না। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভ্যাটেরিনারি সার্জন এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাঁরা জানান যে, জয়পুরহাট সদর উপজেলায় প্রায় ৭০০টি পোল্ট্রি খামার রয়েছে। তাছাড়া ডেইরী ফার্মের সংখ্যাও বেশ উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু, সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সদর প্রাণি হাসপাতালে বিভিন্ন খামারীদের সেবা প্রদানে ব্যস্ত থাকতে হয় বিধায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে তিনি বিএলআরআই এর প্রকল্পের মাধ্যমে জয়পুরহাট সদরে পোল্ট্রি অঞ্চল স্থাপনের ব্যাপারে অবগত থাকলেও দাপ্তরিকভাবে উক্ত প্রকল্পের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের খুব বেশী সম্পৃক্ততা ছিল না মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

জয়পুরহাট এর দু'টি খামারের দৃশ্য

১১.২.৬ পোল্ট্রি অঞ্চল (TDA), দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর পরিদর্শনঃ

দিনাজপুর সদর উপজেলাধীন রাণীগঞ্জ এলাকার চেহেলগাজী, সুন্দরবন, ফাজিলপুর ও শেখপুরা ইউনিয়নের ৬টি গ্রামের প্রায় ১৭৫টি খামার নিয়ে গঠিত হয়েছে পোল্ট্রি অঞ্চল (TDA), দিনাজপুর। প্রায় ২০০টি পোল্ট্রি খামার থাকলেও প্রকল্পের আওতায় আদর্শ পোল্ট্রি ফার্ম সমিতিভুক্ত খামারীর/সদস্য সংখ্যা ৮২ জন। সমিতির কার্যক্রম খুব বেশী জোরদার না হলেও বর্তমানে তা ঢিমে তালে চলছে। সমিতির সদস্যদের সাথে আলোচনাকালে জানা যায় ফার্ম পরিচালনায় তাঁরা বর্তমানে ১দিনের বাচ্চা ক্রয় এবং বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত জটিলতায় সম্মুখীন হচ্ছেন। ব্রয়লারের বাচ্চার দাম গুটি কয়েক বৃহৎ ফার্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ফলে খামারীদেরকে অধিক দামে বাচ্চা ক্রয় করতে হচ্ছে যা তাদের লভ্যাংশকেই কমিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে, পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাণিজ্যিক হারে বিদ্যুৎ বিল প্রদান করা এবং জরিমানা ও লাইন কেটে দেয়ার ফলে খামারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। খামারীদের সাথে আলোচনায় তারা ব্রয়লারের বাচ্চার দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারি ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃষি খাতের হারে বিদ্যুৎ বিল প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

এ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের যেমন উত্তর হরিরামপুরের জনাব মঞ্জুরুল হক মিলন এর খামার পরিদর্শনকালে দেখা যায় তিনি বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত Non-electric Chick Brooder ব্যবহার করছেন। এটি ব্যবহারে যেমন বিদ্যুতের উপর চাপ কমছে, অন্যদিকে খুবই স্বল্প ব্যয়ে Chick Brooding করা সম্ভব হচ্ছে। সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, পশ্চিম মহারাজপুরের দবিরুল ইসলাম, ফুলবনের জনাব আনিস, মহারাজপুরের জনাব মোমিনুল এর খামারের অবস্থা বেশ ভালো। তাদের সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, আলোচ্য প্রকল্প হতে তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা পেয়েছেন বর্তমানে যা পুরোপুরি বন্ধ। ফলে খামার পরিচালনায় মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাঁরা এ ধরনের প্রকল্পের পুনরাবৃত্তির আশা প্রকাশ করেন। অন্যান্য এলাকার খামারীদের ন্যায় এ অঞ্চলের খামারীরাও অভিযোগ করেন যে, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস হতে কাঙ্খিত সেবা লাভ করতে পারেন না। অন্যদিকে, দিনাজপুর সদর উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে টেলিফোনে আলাপকালে তিনি জানান যে, তিনি এ এলাকায় কিছুদিন হলো পোস্টিং পেয়েছেন এবং বিএলআরআই কর্তৃক গঠিত পোল্ট্রি অঞ্চলের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন।

বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত নন-ইলেকট্রিক চিক ব্রুডার

১১.৩ উপকারভোগীদের মতামতঃ

আলোচ্য প্রকল্পে উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময়কালে যে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক) বিএলআরআই কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পোল্ট্রি খামার পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস হতে যথাযথ পরামর্শ ও সহযোগিতা না পাওয়া;

খ) ব্রয়লারের ১দিনের বাচ্চার বাজারমূল্যের উপর সরকারি তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় উচ্চ মূল্যে খামারীগণ কর্তৃক বাচ্চা ক্রয়ে বাধ্য হওয়া;

গ) পোল্ট্রি খাবারের মূল্যাধিক্যের কারণে খামারীদের লাভের হার কমে যাওয়া;

ঘ) বাণিজ্যিক হারে বিদ্যুৎ বিল প্রদান/জরিমানা/লাইন কেটে দেয়ার জন্য খামার পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটা;
ঙ) আর্থিক/ঋণ সুবিধার অভাবের খামার বন্ধ হয়ে যাওয়া;
চ) এ ধরণের প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখা।

খামারীদের বিবেচনায় সরকার কর্তৃক এ সকল বিষয়াদি জরুরি ভিত্তিতে সমাধান করা হলে একদিকে যেমন খামারীরা উপকৃত হবেন অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ পোল্ট্রি শিল্পে এগিয়ে যাবে বহুদূর।

১১.৪ সার্বিক মতামতঃ

সাধারণভাবে নতুন কৌশল তৈরী এবং মাঠ পর্যায়ে তার পরীক্ষণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ। পরবর্তীতে তা ধরে রাখা ও সম্প্রসারণের কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর কর্তৃক। আলোচ্য প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রকল্প দলিল/ডিপিপি'র পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির মাধ্যমে স্থাপিত পোল্ট্রি অঞ্চলসমূহের Sustainability নিশ্চিতকরণের জন্য কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পোল্ট্রি অঞ্চল পরিদর্শন এবং খামারীদের সাথে মত বিনিময় হতে দেখা যায় যে, বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে এ অধিদপ্তরের ভূমিকা খুবই গৌণ। উল্লেখ্য, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, কেন্দ্রীয়ভাবে এ প্রকল্পের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্পৃক্ত ছিল না। অন্যদিকে, সংশ্লিস্ট প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প শুরুর প্রথম বছরেরই দাতা সংস্থা JICA-এর একটি প্রতিনিধিদল তাদের Assessment Report এ আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। সে প্রেক্ষিতেই, পরবর্তীতে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ প্রকল্পের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তবে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের এ প্রকল্পে কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৩০কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত পোল্ট্রি অঞ্চলসমূহের Sustainability এর বিষয়টি বিরাট হুমকির সম্মুখীন।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	আইএমইডি'র মন্তব্য
১) দেশের ১২টি এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক Approach এর মাধ্যমে ১২টি Technology Dissemination Area (TDA) বা পোল্ট্রি অঞ্চল স্থাপন;	ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিক্যাল অঞ্চলে ১২টি "Technology Dissemination Area (TDA)" বা 'পোল্ট্রি অঞ্চল' স্থাপিত হয়েছে, যেখানে পোল্ট্রি খামারীদের নিয়ে পোল্ট্রি ফোরাম গঠিত হয়েছে ও তাদের মধ্যে লেয়ার ও ব্রয়লার পালন প্যাকেজ হস্তান্তরিত হয়েছে।	আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত ১২টি পোল্ট্রি অঞ্চল (TDA) এর মধ্যে ৫টি পরিদর্শন করা হয়েছে। স্থাপিত এ সকল পোল্ট্রি অঞ্চলে বর্তমানে বিএলআরআই এর কারিগরী সাপোর্ট না থাকায় এবং স্থানীয়ভাবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে এ সকল পোল্ট্রি অঞ্চলের তেমন কোন যোগসূত্র না থাকায় এ সকল অঞ্চলের Sustainability প্রশ্নের সম্মুখীন, যা এ প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১২.২ ও ১২.৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	আইএমইডি'র মন্তব্য
২) বাজারজাতকৃত পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রি সামগ্রীর গুনগতমান রক্ষার্থে প্রযুক্তি উন্নয়ন;	• একটি লেয়ার স্ট্রেইন উদ্ভাবিত হয়েছে যার ফলাফল খামারী পর্যায়ে যাচাই-বাছাই হওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের (DLS) নিকট, বেসরকারি ব্রিডিং কোম্পানী ও খামারীদের মাঝে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ইহা বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে। • বিদ্যুৎবিহীন চিক ব্রুডার উদ্ভাবন করা হয়েছে ও দেশের তিনটি জেলায় এর ফলাফল যাচাই করা হয়েছে এবং বর্তমানে প্রযুক্তিটি সম্প্রসারিত হচ্ছে। • মাঠ পর্যায় থেকে ডিম ও মাংসের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে যাচাই করা হয়েছে এবং তাতে ৭০% নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক রেসিডিউ পাওয়া গেছে। প্রতিকার হিসেবে মুরগির খামারীদের বিজ্ঞানসম্মত এন্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পোল্ট্রি খামারীগণ ইহা অনুসরন করছেন। • দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি জীব-নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড (Bio-Security Standard) তৈরী করা হয়েছে যা খামারীগন অনুসরন করে মুরগির নানাবিধ রোগ-সংক্রমন রহিত করেছেন।	উদ্ভাবিত লেয়ার স্টেইনটি খামারীরা তাদের খামারে ব্যবহার করে ভালো ফলাফল পেয়েছেন মর্মে ব্যবহারকারী বিভিন্ন খামারীর সাথে আলোচনাকালে জানা গেছে। বিদ্যুৎবিহীন চিক ব্রুডারটিও খামারীদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে মর্মে জানা গেছে। অন্যদিকে, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত খামারীগণ জীব-নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড (Bio-Security Standard) কঠোরভাবে অনুসরণ করছেন।
৩) বিএলআরআই-এর কেন্দ্রীয় পোল্ট্রি রোগ নিরূপণ গবেষণাগার হতে খামারী পর্যায়ে সেবা সম্প্রসারণের জন্য পোল্ট্রি রোগ নিরূপণ নেটওয়ার্ক স্থাপন;	কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও সেলফোন ব্যবহার করে ডিজিটাল নেটওয়ার্কিং স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, TDA খামারীদের সাথে দ্রুত বিএলআরআই-এর Disease ডায়াগোনষ্টিক ল্যাবরেটরী থেকে সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ১৭০০টি অসুস্থ মুরগির রোগের নমুনা পরীক্ষাপূর্বক রোগ ডায়াগনোসিস করা হয়েছে।	মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে খামারীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় প্রকল্প চলাকালীন সময়ে তাঁরা বিএলআরআই হতে অনেক দ্রুত পরামর্শ পেয়েছেন, কিন্তু বর্তমানে তা পাচ্ছেন না। এ প্রকল্পে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একটি অন্যতম স্টেকহোল্ডার হলেও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ব্যস্ততার কারণে বিভিন্ন খামারে গিয়ে পরামর্শ প্রদান করতে অধিকাংশ সময়ই অপারগ হন বিধায় তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণে যেতে খামারীগণের মাঝে অনাগ্রহ দেখা গেছে।
৪) ১২টি TDA এলাকার ক্ষুদ্র খামারীদের Family Approach বিষয়ক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং	ফ্যামিলি এপ্রোচ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ২৬০২ জন পোল্ট্রি খামারীকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৪৮টি ইভেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে, খামারীগনের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে সফলতার সাথে পোল্ট্রি খামার পরিচালনা করছেন।	মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত বেশ কিছু খামারী পুজি বা কারিগরী কারণে খামার বন্ধ রাখলেও অধিকাংশ খামারী সফলতার সাথে খামার পরিচালনা করছেন, যাতে এ প্রকল্পের একটি স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে,

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	আইএমইডি'র মন্তব্য
	এছাড়া, ৮৩ জন কর্মকর্তা/স্টাফকে TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় ১৮ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে জাপান ও থাইল্যান্ডে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছেন তাঁরা বিএলআরআই এর গবেষণা কাজে সহায়তা করতে পারলেও অন্যান্য প্রকল্প সমাপ্তিতে যাদের চাকুরী নেই/অন্যত্র চলে গেছেন তাদের প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতা পোল্ট্রি উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারছে না।
৫) জুন ২০০৩ এ সমাপ্ত "পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পোল্ট্রি পুষ্টি ও জাত উন্নয়ন গবেষণাগারের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	পোল্ট্রি ব্রিডিং ও পুষ্টি গবেষণাগারের কার্যক্রমঃ দীর্ঘ এক দশকের চলমান গবেষণার ফল হিসেবে বর্তমান প্রকল্পে ''শুভ্রা'' জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা বছরে ২৯৫ টি ডিম দিতে সক্ষম। উদ্ভাবিত ''শুভ্রা'' দেশীয় আবহাওয়ায় সহজে খাপ খাওয়াতে পারে ও অধিক রোগ-বালাই সহনীয়। ''শুভ্রা'' উদ্ভাবনে JICA- এর কারিগরী সহায়তা উল্লেখযোগ্য।	দেশী জাতের মুরগী গড়ে ১৫০-১৬০টি ডিম দেয়। এ প্রেক্ষিতে, "শুভ্রা" জাত উদ্ভাবন প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য অর্জনের স্মারক হিসেবে নির্দেশিত। বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী আরো নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে বিএলআরআই এর গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১.	ড. মোঃ নজরুল ইসলাম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	-	খন্ডকালীন	২৫/০৬/২০০৬	৩০/০৬/২০১২	-

১৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

- প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা গেছে প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে তাঁকে তেমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে সংশ্লিস্ট খামারীদের সাথে আলোচনায়ও জানা গেছে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে প্রকল্প কর্মকর্তাদের স্থানীয় কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।
- প্রকল্পটির Sustainability এর জন্য অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ীই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর অন্তর্ভুক্তি একান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু ঠিক কি কারণে তা করা হয়নি তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রকল্প সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিকট হতে পাওয়া যায়নি। ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির পরিদর্শনে বাস্তবায়নোত্তরকালে প্রকল্পটির সুফল ধরে রাখা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।
- আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট হলেও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধান করেছেন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা JICA এর পরামর্শক ও প্রতিনিধিবৃন্দ। এ প্রকল্পে প্রদত্ত প্রকল্প সাহায্যের ধরণ DPA (Direct Project Aid) বিধায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গে সরাসরি ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত খরচের খাতওয়ারী কোন হিসেব প্রকল্প পরিচালক প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে আলোচনায় তিনি জানান যে, সাধারণভাবে JICA তাদের খরচের বিস্তারিত বিবরণী প্রদান করে না; তারা সরাসরি জাপান সরকারের নিকট দায়বদ্ধ। কিন্তু অনুদানের টাকা হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার হিসেব National Accounting এর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক খরচের পূর্ণ বিবরণী প্রদানের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জ্ঞাপন এবং পরবর্তীতে ইআরডি'র সংশ্লিষ্ঠ ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক JICA-কে অনুরোধ জানানো হলেও প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব পাওয়া যায়নি। বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয়ের বিশেষতঃ প্রকল্প সাহায্য অংশের বিস্তারিত হিসাব প্রদানের জন্য ইআরডি কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

১৫। সুপারিশমালাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে প্রকল্পের কার্যক্রমকে টেকসই (Sustainable) করা এবং প্রকল্পটি হতে সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

১৫.১ অনুমোদিত ডিপিপি'র কৌশলগত দিক বিবেচনা না করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে পাশ কাটিয়ে বিএলআরআই কর্তৃক এককভাবে দাতা সংস্থা জাইকা এর সাথে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করায় বাস্তবায়নকালে প্রকল্পটি সুফল বয়ে আনলেও বর্তমানে এর Sustainability হুমকির সম্মুখীন। শুধুমাত্র দাতা সংস্থার মতামত অনুযায়ী বিএলআরআই কর্তৃক Technology Dissemination অনুমোদিত ডিপিপি'র ব্যত্যয় ঘটানোর কারণেই প্রকল্পটি হতে দীর্ঘ মেয়াদে সুফল পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। এটি উত্তোরণের জন্য তথা প্রকল্পটির বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সুফল ধরে রাখার জন্য অনতিবিলম্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদের আর্থিক সামর্থ বিবেচনায় খামারসমূহ টিকিয়ে রাখা তথা পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশ ঘটানোর জন্য সরকারিভাবে মুরগীর বাচ্চার বাজারদর মনিটরিং এর মাধ্যমে খামারীদের ন্যায্য মূল্যে বাচ্চা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া পোল্ট্রি খাদ্যের সহজ লভ্যতাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অধিকন্তু, খামারীদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় বিএলআরআই কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে কম দামে উন্নত মানের বিকল্প পোল্ট্রি খাদ্য উদ্ভাবন করা আবশ্যক।

১৫.৩ কৃষি খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ বিবেচনায় কৃষি খাতের ন্যায় Subsidised Rate এ পোল্ট্রি শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। অন্যদিকে, বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর জন্য বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত Non Electric Chick Brooder এর ব্যাপক ব্যবহারের জন্য প্রচারণা চালানো যেতে পারে।

১৫.৪ প্রকল্প সাহায্যের মাধ্যমে বিশেষতঃ DPA (Direct Project Aid) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পে দাতা সংস্থা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের খাতওয়ারী প্রকৃত হিসেব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইআরডি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুরোধ জানাতে পারে।

১৫.৫ "শুভ্রা" এর ন্যায় পোল্টির নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে বিএলআরআই কর্তৃক এ খাতের গবেষণা অব্যাহত রাখা সমীচীন হবে। তবে উদ্ভাভিত Technology মাঠ পর্যায়ে খামারীদের মাঝে ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।

১৫.৬ মন্ত্রণালয় হতে তথ্যাদি ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণ করতে হবে।

১৫.৭ ডিপিপি প্রণয়নকালে বিভিন্ন খাত-উপখাতের কোড অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারণ করে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা প্রয়োজন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বিএলআরআইকে এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া দরকার।

১৫.৮ আলোচ্য প্রকল্পের সরবরাহ ও সেবা খাতের মোট ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষভাবে নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রকল্প সাহায্যের অর্থের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি কি সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছে, কি কি নির্মাণ কাজ করা হয়েছে, বিশেষতঃ Capital Block Allocation and Miscellaneous ব্যয় ও কাজের পূর্ণ বিবরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য জানা প্রয়োজন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১৫.৯ উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রতিপালন সম্পর্কে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

"পলিসি এন্ড প্লানিং সাপোর্ট ইউনিট- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (PPSU-MoFL) (২য় সংশোধিত)"
সমাপ্তঃ জুন ২০১২

১। প্রকল্পের নামঃ **পলিসি এন্ড প্লানিং সাপোর্ট ইউনিট- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (PPSU-MoFL) (২য় সংশোধিত)**

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের অবস্থানঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক সরকার যৌথ উদ্যোগে ২০০০ সালের জুলাই মাসে কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের একাধিক কম্পোনেন্ট সমন্বয়ে Agricultrual Sector Programme Support (ASPS) এর ১ম পর্যায় (ASPS-I) শুরু করে যা ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়। মূলতঃ Sector based Approach হলেও ASPS-I ছিল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে জোর দিয়ে প্রণয়নকৃত অনেকগুলো প্রকল্পের একটি প্যাকেজ। এরই অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে সমন্বয় ও সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ে Policy and Planning Support Unit (PPSU) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে বাৎসরিক আলোচনার ওপর ভিত্তি করে ২০০৬-২০১১ মেয়াদকালে এই প্রোগ্রামের ২য় পর্যায় (ASPS-II) চালুর বিষয়ে একমত হয়। ASPS-I এর সময়কালেই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে PPSU প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। ASPS-II এর আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি (Capacity Building) এবং Sector studies & review এর লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের উন্নত, সমন্বিত এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে গরিব ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র চাষীদের উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;

২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পূর্ণাঙ্গ MIS স্থাপনে সহায়তা অব্যাহত রাখা;

৩। সঠিকভাবে প্রয়োজনীয়তা নিরুপণের পর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করা।

৭। প্রকল্পের অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধনঃ

মূল অনুমোদনঃ	০২/০৬/২০০৭
প্রথম সংশোধনঃ	১৬/০৩/২০০৯
দ্বিতীয় সংশোধন	১৭/০৫/২০১০
অন্তঃখাত সমন্বয়	১১/০৩/২০১২

৮। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫৯০.৫০ (জিওবি ৪০.৫০ + প্রকল্প সাহায্য ৫৫০.০০)	৩১৪.০০ (জিওবি ১৪১.৭৯ + প্রকল্প সাহায্য ১৭২.২১)	২৬১.১২ (জিওবি ৮৮.৯১ + প্রকল্প সাহায্য ১৭২.২১)	০১/১০/২০০৬ হতে ৩০/০৯/২০১১	ড্যানিডাঃ ০১/১০/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০০৯ পর্যন্ত জিওবিঃ ০১/১০/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১২ পর্যন্ত	**ড্যানিডাঃ** ০১/১০/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০০৯ পর্যন্ত **জিওবিঃ** ০১/১০/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১২ পর্যন্ত	-	০৯ মাস (১৫%)

৯। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

বিভিন্ন অংগের নাম	একক/ সংখ্যা	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন ২০১২ পর্যন্ত)			
		আর্থিক (%)			বাস্তব	আর্থিক (%)			বাস্তব
		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
রাজস্ব খাত									
১. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি	জন মাস	৫৪.৭২ (১১জন)	৭২.২৩	১২৬.৯৫	৫১৪ (১১জন)	৪৮.১৭	৭২.২৩	১২০.৪০ (৯৫%)	-
২. সরবরাহ ও সেবা									
২.১ জ্বালানি	থোক	২.২৫	২০.৪৯	২২.৭৪	-	২.১৫	২০.৪৯	২২.৬৪ (১০০%)	১০০%
২.২ Supplies, ষ্টেশনারী	থোক	২২.০৭	২৫.৪৯	৪৭.৫৬	-	৩.১৮	২৫.৪৯	২৮.৬৭ (৬০%)	৬০%
২.৩ HRD Training	জন	৫.০০	১০.২৫	১৫.২৫	১২০	০.৪৯	১০.২৫	১০.৭৪ (৭১%)	১০০%
২.৪ কর্মশালা/মিটিং	থোক	৩.০০	৪.২৬	৭.২৬	-	০.০০	৪.২৬	৪.২৬ (৫৯%)	-
২.৫ Internet/Telephone	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	-	৫.০০	০.০০	৫.০০ (১০০%)	১০০%
উপমোট (সরবরাহ ও সেবা)		**৩৭.৩২**	**৬০.৪৯**	**৯৭.৮১**	-	**১০.৮২**	**৬০.৪৯**	**৭১.৩১** (৭৩%)	৯০%
৩. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ									
৩.১ যানবাহন/কম্পিউটার/ MIS	থোক	৩.০০	৮.২৫	১১.২৫	-	৩.০০	৮.২৫	১১.২৫ (১০০%)	-
৩.২ অন্যান্য মেরামত	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	-	৫.০০	০.০০	৫.০০ (১০০%)	-
উপমোট (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)		**৮.০০**	**৮.২৫**	**১৬.২৫**	-	৮.০০	৮.২৫	**১৬.২৫** (১০০%)	১০০%
উপমোটঃ রাজস্ব		**১০০.০৪**	**১৪০.৯৭**	**২৪১.০১**	-	**৬৬.৯৯**	**১৪০.৯৭**	**২০৭.৯৬** (৮৬%)	-
মূলধন খাত									
৪. সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়									
৪.১ কম্পিউটার	সেট	৪.৭২	১১.৫৯	১৬.৩১	৭	৪.৫১	১১.৫৯	১৬.১০ (১০০%)	১০০%
৪.২ ল্যাপটপ	সেট	১.৬০	০.০০	১.৬০	২	১.৫৭	০.০০	১.৫৭ (১০০%)	১০০%
৪.৩ প্রিন্টার	সেট	৩.০০	৫.৬৩	৮.৬৩	৫	১.২০	৫.৬৩	৬.৮৩ (৭৯%)	১০০%
৪.৪ ইউপিএস	সেট	৩.০০	১.০৮	৪.০৮	৩০	১.৪০	১.০৮	২.৪৮ (৬১%)	৬৭%
৪.৫ কম্পিউটার সফটওয়ার	থোক	১.২০	১.১৬	২.৩৬	-	০.৪০	১.১৬	১.৫৬ (৬৬%)	৯০%
৪.৬ মাল্টিমিডিয়া	থোক	০.০০	১.৩৫	১.৩৫	১	০.০০	১.৩৫	১.৩৫	১০০%

(লক্ষ টাকায়)

বিভিন্ন অংগের নাম	একক/ সংখ্যা	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন ২০১২ পর্যন্ত)			
		আর্থিক (%)			বাস্তব	আর্থিক (%)			বাস্তব
		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট		টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
								(%)	
৪.৭ অন্যান্য কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	থোক	১৩.২৩	৩.৯৩	১৭.১৬	-	৯.৮৪	৩.৯৩	১৩.৭৭ (৮০%)	-
৪.৮ অফিস ইকুইপমেন্ট/ ফার্নিচার	থোক	১৫.০০	৬.৫০	২১.৫০	-	৩.০০	৬.৫০	৯.৫০ (৪৪%)	-

	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়)	-	**৪১.৭৫**	**৩১.২৪**	**৭২.৯৯**	-	**২১.৯২**	**৩১.২৪**	**৫৩.১৬** (৭৩%)	৯৩%
উপমোটঃ মূলধন	-	**৪১.৭৫**	**৩১.২৪**	**৭২.৯৯**	-	**২১.৯২**	**৩১.২৪**	**৫৩.১৬** (৭৩%)	৯৩%
মোট প্রকল্প ব্যয় (রাজস্ব + মূলধন)	-	**১৪১.৭৯**	**১৭২.২১**	**৩১৪.০০**	-	**৮৮.৯১ (৭০.৯৯%)**	**১৭২.২১**	**২৬১.১২ (৮৩%)**	৯০%

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ সর্বমোট ৩১৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪১.৭৯ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ১৭২.২১ লক্ষ টাকা) ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির অনুকূলে জিওবি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ১১২.০০ লক্ষ টাকা (অর্থ ছাড় ১০০%) এবং ব্যয় হয়েছে ৮৮.৯১ লক্ষ টাকা (মোট জিওবি অর্থের ৬৩%)। অন্যদিকে প্রকল্প সাহায্য অংশে সংশোধিত বরাদ্দের সমূদয় অর্থ (১৭২.২১ লক্ষ টাকা) দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয় (DPA) করা হয়েছে (ব্যয়ের পরিমাণ ১০০%)। অর্থাৎ প্রকল্পটির মোট ব্যয় হয়েছে ২৬১.১২ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৮৩%। অন্যদিকে প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৯০%।

১১। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত টিপিপি লক্ষ্যমাত্রা এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য বন্ধ করার পর বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োজন অনুযায়ী ভৌত কার্যাদি/ক্রয়/মেরামত সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে জানা গেছে। ফলে, প্রকল্পটির আওতায় বৃহৎ/উল্লেখযোগ্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২। পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থাঃ

১২.১ ***প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ***

ক) সম্পদ সংগ্রহ (কম্পিউটার/প্রিন্টার/অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়)ঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং MIS Unit কে শক্তিশালী করার জন্য এ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৭টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ, ৫টি প্রিন্টার, ১টি ফটোকপিয়ার, ২০টি ইউপিএস (ক্রয়কৃত নতুন এবং বিদ্যমান অন্যান্য কম্পিউটারকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য), ১টি মাল্টিমিডিয়া, অন্যান্য কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, MIS পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফট্ওয়ার (SQL Server, Exchange Server, Visual Studio 2005, MS Office, Windows Server, Norton Antivirus) এবং অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফার্নিচার ক্রয় করা হয়েছে।

পরিদর্শনকালে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহৃত অবস্থায় দেখা গেছে। সংশোধিত অনুমোদিত টিপিপিতে এ সকল সম্পদ অধিগ্রহণ বাবদ মোট বরাদ্দ ছিল ৭২.৯৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪১.৭৫ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ৩১.২৪ লক্ষ টাকা) এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৫৩.১৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ২১.৯২ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ৩১.২৪ লক্ষ টাকা)। মোট আর্থিক অগ্রগতি ৭৩%। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি সহায়তাপুষ্ট; প্রকল্প সাহায্যের আওতায় ক্রয়সমূহ ডেনমার্ক সরকার কর্তৃক নিয়োজিত Crown Agency এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। জিওবি অর্থে সম্পন্নকৃত ক্রয়কাজে মোট বরাদ্দের মাত্র ৫৩% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এবং যথাযথ প্রয়োজন বিবেচনাপূর্বক সরকারি ক্রয়নীতি অনুসরণ করেই তা ক্রয় করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকতাদের সাথে আলোচনাকালে জানা গেছে।

খ) MIS System and Networking:

আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পূণাঙ্গ Management Information System (MIS) স্থাপনে সহায়তা অব্যাহত রাখা। এ লক্ষ্যে ইতোপূর্বে স্থাপিত এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটটি এ প্রকল্পের আওতায় উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং এজন্য নিয়মিতভাবে এ প্রকল্প হতে ইন্টারনেট বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কম্পিউটারসমূহ এবং মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান অন্যান্য কম্পিউটার Local Area Network (LAN) এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ এর ডিসেম্বর এর শেষ নাগাদ ৩০টি কম্পিউটার এ মন্ত্রণালয়ের Local Area Network (LAN) ভুক্ত হলেও জুন ২০১২-তে LAN ভুক্ত কম্পিউটার এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০টিতে। LAN স্থাপনের ফলে এ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ডাটা আদার-প্রদান সহজতর হয়েছে। অন্যদিকে, এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হতে সংশ্লিস্ট সকল স্টেকহোল্ডার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য আহরণ করতে পারছেন, যা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জন তথা e-governance প্রতিষ্ঠাকরণের অন্যতম নিয়ামক। তবে মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইটটি হতে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, যা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য Stakeholders দের জন্য অত্যাবশ্যক। এর আঙ্গিকে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটটির আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

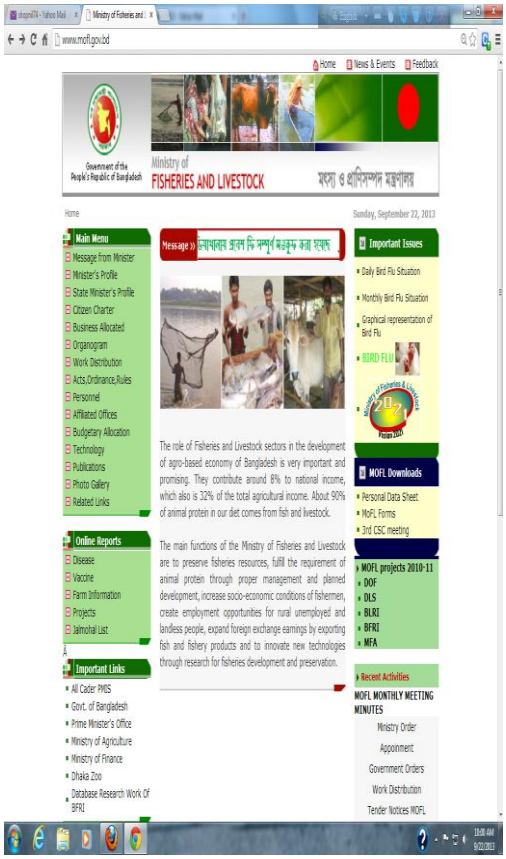

গ) প্রশিক্ষণঃ

পলিসি এবং প্লানিং ইউনিটকে সাপোর্ট প্রদান তথা MIS Unit সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৪৫ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে MIS Training (MS Office, Programming, Trouble Shooting, Database management, Web page designing ইত্যাদি) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০জন কর্মকর্তাকে British Council হতে English Language Course করানো হয়েছে। অধিকন্তু, ২০জন কর্মকর্তাকে Financial Management বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে। প্রশিক্ষণ উপ-খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৫.২৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫.০০ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ১০.২৫ লক্ষ টাকা) এবং ব্যয় হয়েছে মোট

১০.৭৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ০.৪৯ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ১০.২৫ লক্ষ টাকা)। মোট আর্থিক অগ্রগতি ৭১%। প্রশিক্ষণের ফলে কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা প্রকল্প পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে জানা গেছে।। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০০৯ সময়কালের মধ্যে দাতা সংস্থার তত্ত্বাবধানে এ সকল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সংশোধিত অনুমোদিত টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ায় প্রশিক্ষণ উপ-খাতের জিওবি অংশের ৪.৫১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকলেও প্রশিক্ষণ খাতের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১২.২ অডিট নিস্পত্তিঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ অডিট (FAPAD) কর্তৃক কতিপয় আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যেই নিস্পত্তি করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

১২.৩ সার্বিক মতামতঃ

১২.৩.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আধুনিকায়নে (Digitization) প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রয়োজনীয় জনবল ও কারিগরী সাপোর্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওয়েব সাইট ও MIS System পরিচালনায় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনাকালে জানা গেছে।

১২.৩.২ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আলোচ্য প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালকদের কর্মকাল পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান হয় যে, এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান মহোদয়গণ এ প্রকল্পে অতিরিক্তি দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু ঘন ঘন বদলীর ফলে প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এমতাবস্থায়, ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণ এবং ডিপিপি/টিপিপি-তে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে "যুগ্ম-প্রধান" পদ উল্লেখ করা হলে সংশ্লিস্ট যুগ্ম-প্রধানকে ঘন ঘন বদলী না করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
১। প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের উন্নত, সমন্বিত এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে গরিব ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র চাষীদের উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;	আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে মূলতঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগকে Policy Planning কাজে সহায়তা করার জন্য। একটি শক্তিশালী সার্ভার/নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহ ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করার প্রয়াশ নেয়া হয়েছে। ফলে পরোক্ষভাবে প্রকল্পটি গরিব ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র চাষীদের উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করছে।
২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পূর্ণাঙ্গ MIS স্থাপনে সহায়তা অব্যাহত রাখা;	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের MIS Network স্থাপন ও শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ব্রান্ডের কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, ক্যামেরা, স্ক্যানার ইত্যাদি ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ৩০টি কম্পিউটার এর Local Network স্থাপনের মাধ্যমে MIS Unit স্থাপন করা হলেও জুন ২০১২-তে Local Network ভুক্ত কম্পিউটারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০টিতে। • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে Broadband Internet Connection স্থাপন হয়েছে।
৩। সঠিকভাবে প্রয়োজনীয়তা নিরুপণের পর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের কম্পিউটার কোর্স যেমনঃ MS Office, Programming, Trouble Shooting, Web page designing ইত্যাদি কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন ২০১২ পর্যন্ত ৪৫জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সকল কোর্সের কমপক্ষে একটিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ২০জন কর্মকর্তাকে Financial Management বিষয়ে

পরিকল্পিত	অর্জিত
	প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, এ মন্ত্রণালয় এর ২০ জন কর্মকর্তাকে British Council হতে English Language Course করানো হয়েছে। ফলে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ড কালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১।	ডঃ গোলাম সারওয়ার যুগ্ম-প্রধান	-	√	০১/০৭/২০০৫	১২/০২/২০০৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
২।	মোঃ শাহ আলম সিদ্দিকী যুগ্ম-প্রধান	-	√	১২/০২/২০০৭	০৫/০৪/২০০৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৩।	মোঃ আব্দুর রহমান যুগ্ম-প্রধান	-	√	০৬/০৪/২০০৯	০৫/১০/২০০৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৪।	মোঃ আলতাফ হোসেন যুগ্ম-প্রধান	-	√	০৬/১০/২০০৯	২২/১২/২০১০	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৫।	মোঃ শামসুল কিবরিয়া যুগ্ম সচিব	-	√	২২/১২/২০১০	১২/১১/২০১১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৬।	মোঃ গোলাম আলী যুগ্ম-প্রধান	-	√	১৩/১১/২০১১	৩০/০৬/২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জনবল বিষয়ক মূল সমস্যা ছিল সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার ও ডাটা-এন্ট্রি অপারেটর সংক্রান্ত। শুধু প্রকল্প মেয়াদে কর্মসংস্থান ও পরবর্তীতে চাকুরীর অনিশ্চয়তার এবং অন্যত্র ভালো সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ফলে এ সকল পদে নিয়োগকৃত লোকজন প্রায়শঃই চাকুরী ছেড়ে চলে গেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ সকল পদে পুনরায় লোক নিয়োগ করতে হয়েছে।

এ প্রকল্পটি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৬ (ছয়) জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালকদের ঘনঘন পরিবর্তনে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অন্য একটি মূল সমস্যা হ'ল চলমান প্রকল্পের মাঝামাঝি সময়ে দাতা সংস্থা DANIDA কর্তৃক প্রকল্পের সহযোগিতা বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ASPS II এর Joint Sector Review (JSR) Mission কর্তৃক জুন ২০০৯ সালে প্রকল্পটির Phasing out এর সুপারিশ করা হলেও বিভিন্নভাবে নেগোশিয়েসনের ফলে দাতা সংস্থা কর্তৃক শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য বজায় রাখা হয়। মূলতঃ দাতা সংস্থা DANIDA-এর সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত MIS Unit টি বর্ধিত জিওবি বরাদ্দ দ্বারা (MIS Unit উন্নয়ন ও পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতির স্মারকস্বরুপ) পরিচালনা করার জন্য এ প্রকল্প হতে দাতা সংস্থা প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ফলে পরবর্তী সময়কালে প্রকল্পের বাস্তবায়নে সাময়িক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং জিওবি খাতের ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে।

১৬। সুপারিশমালাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে প্রকল্পের কার্যক্রমকে টেকসই (Sustainable) করা এবং প্রকল্পটি হতে সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

১৬.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের e-governance সিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য MIS System

এবং ওয়েবসাইট এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ তথ্য সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। নীতি নির্ধারণী কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি যেমন চলমান প্রকল্প তালিকা, প্রকল্প সমূহের এলাকা, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ইত্যাদি তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড ও নিয়মিত হালনাগাদ করা প্রয়োজন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৬.২ প্রকল্পের কার্যক্রম সার্বিকভাবে সফল করার জন্য ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে।

১৬.৩ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এ ধরনের কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নকল্পে মাঝপথে চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১৬.৪ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা MIS Unit এবং ওয়েবসাইট মেইনটেনেন্স এর বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১৬.৫ উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রতিপালন সম্পর্কে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।